রাসায়িলে আত্তারীয়া ১ম অংশ

(হানাফী)

নামাযের আহকাম

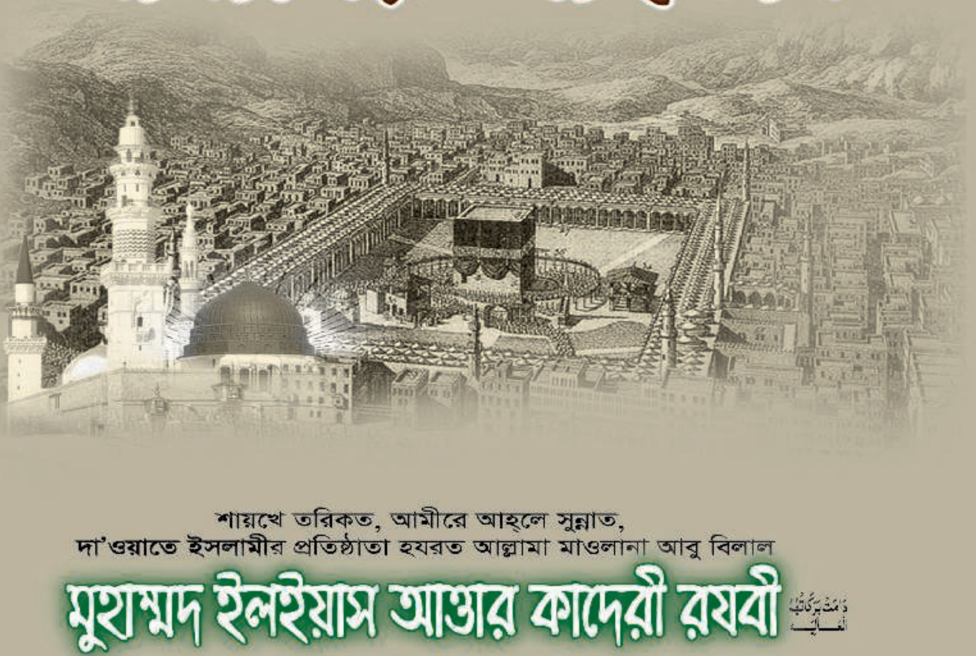

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

অযুর পদ্ধতি | অযু ও বিজ্ঞান | গোসলের পদ্ধতি | ফয়যানে আযান

নামাযের পদ্ধতি | মুসাফিরের নামায | কাযা নামাযের পদ্ধতি | জানাযার নামাযের পদ্ধতি

ফয়যানে জুমা | ঈদের নামাযের পদ্ধতি | মাদানী অসীয়ত নামা | ফাতিহার পদ্ধতি

মাকতাবাতুল মদীনা
Maktaba-Tul-Madina

দেখতে থাকুন
মাদানী চ্যানেল
বাংলা

নামাযের আহকাম (হানাফী)

(রাসায়িলে আত্তারীয়া প্রথম খন্ড)

যদি আপনি এ কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ পাঠ করে নেন, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার অসংখ্য আমলগত ভুল-ত্রুটি আপনা আপনি সামনে ভেসে উঠবে। জ্ঞানের ভান্ডারও সমৃদ্ধ হবে এবং জ্ঞান অর্জনের সাওয়াবও লাভ করবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এ কিতাবে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ১২টি রিসালা রয়েছে।

(১)	অযুর পদ্ধতি।	(১ পৃষ্ঠা - ৫৩ পৃষ্ঠা)
(২)	অযু ও বিজ্ঞান।	(৫৪ পৃষ্ঠা - ৭৪ পৃষ্ঠা)
(৩)	গোসলের পদ্ধতি।	(৭৫ পৃষ্ঠা - ১০১ পৃষ্ঠা)
(৪)	ফয়যানে আযান।	(১০২ পৃষ্ঠা - ১২৮ পৃষ্ঠা)
(৫)	নামাযের পদ্ধতি।	(১২৯ পৃষ্ঠা - ২০৩ পৃষ্ঠা)
(৬)	মুসাফিরের নামায।	(২০৪ পৃষ্ঠা - ২২০ পৃষ্ঠা)
(৭)	কাযা নামাযের পদ্ধতি।	(২২১ পৃষ্ঠা - ২৪৫ পৃষ্ঠা)
(৮)	জানাযার নামাযের পদ্ধতি।	(২৪৬ পৃষ্ঠা - ২৬২ পৃষ্ঠা)
(৯)	ফয়যানে জুমা।	(২৬৩ পৃষ্ঠা - ২৮৫ পৃষ্ঠা)
(১০)	ঈদের নামাযের পদ্ধতি।	(২৮৬ পৃষ্ঠা - ২৯৪ পৃষ্ঠা)
(১১)	মাদানী অসীয়ত নামা।	(২৯৫ পৃষ্ঠা - ৩১৩ পৃষ্ঠা)
(১২)	ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি।	(৩১৪ পৃষ্ঠা - ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কিতাবের নাম : **নামাযের আহকাম** (হানাফী)

লিখক : শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা

হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস

আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ।

প্রকাশক : **মাকতাবাতুল মদীনা।**

প্রকাশকাল : ২০০৮ ইংরেজী

১ম সংস্করণ- ২০১০ ইংরেজী

২য় সংস্করণ- সফর ১৪৩৭ হিজরী, নমেম্বর ২০১৬ ইংরেজী।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

(১) মাকতাবাতুল মদীনা, ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭।

(২) মাকতাবাতুল মদীনা, কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২।

(৩) মাকতাবাতুল মদীনা, ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬।

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অযুর পদ্ধতি	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১
হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর নবী-প্রেম	২
গুনাহ্ ঝরে যাওয়ার ঘটনা	৩
অযুর সাওয়াব পাবে না	৩
সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র হয়ে গেলো!	৪
অযু অবস্থায় শোয়ার ফযীলত	৪
অযু অবস্থায় মৃত্যু বরণকারী শহীদ	৫
বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থাপত্র	৫
সব সময় অযু অবস্থায় থাকার সাতটি ফযীলত	৫
দ্বিগুণ সাওয়াব	৬
শীতের মধ্যে অযু করার ঘটনা	৬
অযুর পদ্ধতি (হানাফী)	৬
অযুর অবশিষ্ট পানির মধ্যে ৭০টি রোগের শিফা	৯
জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায়	৯
দৃষ্টিশক্তি কখনো দূর্বল হবে না	১০
অযুর পর "সূরায়ে কদর" পড়ার ফযীলত	১০
অযুর পর পাঠ করার দোয়া	১০
অযুর পর এ দোয়াটি পড়ে নিন	১১
অযুর ফরয ৪টি	১১
ধৌত করার সংজ্ঞা	১১
অযুর ১৪টি সুন্নাত	১১
অযুর ২৯টি মুস্তাহাব	২৯
অযুর ১৬টি মাকরূহ	১৪
রোদের তাপে গরম পানির ব্যাখ্যা	১৫
ব্যবহৃত পানির গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাটি মিশ্রিত পানি দ্বারা অযু হবে কিনা?	১৬
পান ভক্ষনকারী মনোযোগ দিন	১৬
সুফী তত্ত্বের মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র	১৮
ক্ষত ইত্যাদি থেকে রক্ত বের হওয়ার ৫টি হুকুম	১৮
ঠান্ডার কারণে অঙ্গ ফেঁঠে যায় তখন...	১৯
অযুর মধ্যে মেহেদী ও সূরমার মাসয়ালা	২০
ইনজেকশান নিলে অযু ভঙ্গ হবে কিনা?	২০
অসুস্থ চোখ থেকে প্রবাহিত অশ্রুর বিধান	২১
পাক এবং নাপাক আর্দ্রতা	২১
ফোস্কা ও ফোঁড়া	২১
বমি দ্বারা কখন অযু ভঙ্গ হয়?	২২
হাসির হুকুম	২২
সতর দেখা গেলে কি অযু ভঙ্গ হয়ে যায়?	২৩
গোসলের অযুই যথেষ্ট	২৩
থুথুর মধ্যে রক্ত	২৩
অযুর মধ্যে সন্দেহ আসার ৫টি বিধান	২৪
নিদ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়া ও না হওয়ার বর্ণনা	২৫
আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর অযু এবং ঘুম মোবারক	২৭
মসজিদ সমূহের অযুখানা	২৭
ঘরে অযুখানা তৈরী করুন	২৮
অযুখানা বানানোর নিয়ম	২৮
অযুখানার ৯টি মাদানী ফুল	২৯
যাদের অযু থাকে না, তাদের জন্য ৬টি বিধান	৩০
অযু সম্পর্কিত ৭টি মাসয়ালা	৩৪
আয়াত লিখা কাগজের পিছনের অংশ স্পর্শ করার গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
অযুহীন অবস্থায় কোরআন শরীফের কোন জায়গায় স্পর্শ করা যায় না	৩৫
অযুতে পানির অপচয়	৩৬
(১) প্রবাহিত নদীতেও পানির অপচয়	৩৬
আ'লা হযরতের ফতোয়া	৩৬
মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর তাফসীর	৩৭
(২) অপচয় করো না	৩৭
(৩) অপচয় করা শয়তানেরই কাজ	৩৮
(৪) জান্নাতের সাদা মহল প্রার্থনা করা কেমন?	৩৮
খারপই করলো, অত্যাচারই করলো	৩৮
অপচয় শুধুমাত্র দুই ক্ষেত্রে গুনাহ	৩৯
কার্যগতভাবে অযু শিখুন	৩৯
মসজিদ ও মাদরাসার পানির অপচয়	৪০
পানির অপচয় থেকে বাঁচার ৭টি উপায়	৪১
অপচয় থেকে বাঁচার ১৪টি মাদানী ফুল	৪৩
৪০টি মাদানী ফুলের রযবী পুষ্পধারা	৪৬
অযু সহকারে মৃত্যু বরণকারী শহীদ	৫১
সন্তান জন্মের সময় সহজতার ব্যবস্থাপত্র	৫১
অপারেশন ছাড়াই জন্ম হয়ে গেলো	৫১
অযু ও বিজ্ঞান	
অযুর রহস্য শোনার কারণে ইসলাম গ্রহণ	৫৫
পশ্চিম জার্মানীর সেমিনার	৫৫
অযু ও উচ্চ রক্তচাপ	৫৬
অযু ও অর্ধাঙ্গ	৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিসওয়াকের মূল্যায়ন	৫৭
স্মরণশক্তির জন্য	৫৮
মিসওয়াক সম্বন্ধে দু’টি বরকতময় হাদীস	৫৮
মুখের ফোস্কার চিকিৎসা	৫৮
টুথ ব্রাশের অপকারিতা সমূহ	৫৯
আপনি কি মিসওয়াক করতে জানেন?	৫৯
মিসওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল	৬০
হাত ধৌত করার রহস্যাবলী	৬২
কুলি করার রহস্যাবলী	৬২
নাকে পানি দেয়ার রহস্যাবলী	৬৩
মুখমন্ডল ধৌত করার রহস্যাবলী	৬৪
অন্ধত্ব থেকে নিরাপত্তা লাভ	৬৫
কনুই ধৌত করার রহস্যাবলী	৬৫
মাসেহ এর রহস্যাবলী	৬৬
পাগলদের ডাক্তার	৬৬
পা ধৌত করার রহস্যাবলী	৬৭
অযুর অবশিষ্ট পানি	৬৮
মানুষ চাঁদে	৬৮
নূরের খেলনা	৭০
চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার মুজিযা	৭১
শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য	৭২
তাসাউফের (আধ্যাতিকতার) মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র	৭২
সুন্নাত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয়	৭৩
গোসলের পদ্ধতি	
দরূদ শরীফের ফযীলত	৭৫
অনুপম শাস্তি	৭৫
গোসলের পদ্ধতি(হানাফী)	৭৭
গোসলের ফরয তিনটি	৭৮
(১) কুলি করা	৭৮
(২) নাকে পানি দেওয়া	৭৮
(৩) সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা	৭৯
গোসলের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ২১টি সতর্কতা	৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
(পর্দানশীন) মহিলাদের জন্য ৬টি সতর্কতা	৮০
ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজ	৮১
গোসল ফরয হওয়ার ৫টি কারণ	৮১
নিফাসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা	৮২
পাঁচটি প্রয়োজনীয় মাসয়ালা	৮৩
হস্ত মৈথুনের শাস্তি	৮৩
প্রবাহিত পানিতে গোসল করার পদ্ধতি	৮৪
ফোয়ারা (প্রস্রবন) প্রবাহিত পানির হুকুমের অন্তর্ভূক্ত	৮৫
ফোয়ারাতে গোসল করার সময় সতর্কতা অবলম্বন	৮৫
W.C (ওয়াটার ক্লজেট) এর দিক ঠিক করে নিন	৮৬
কখন গোসল করা সুন্নাত	৮৬
কখন গোসল করা মুস্তাহাব	৮৬
একটি গোসলে কয়েকটি নিয়্যত	৮৭
বৃষ্টির পানিতে গোসল	৮৭
চিপচিপে পোষাক পরিহিত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কেমন?	৮৮
উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার সময় খুব সাবধানতা	৮৮
গোসলের কারণে সর্দি বা কাশি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তখন?	৮৮
বালতিতে পানি নিয়ে গোসল করার সময় সাবধাণতা অবলম্বন	৮৯
চুলের জট	৮৯
কোরআন শরীফ পড়া বা স্পর্শ করার দশটি আদব	৮৯
অযু ছাড়া ধর্মীয় কিতাবাদি সম্পর্শ করা	৯১
অপবিত্র অবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করা	৯২
আঙ্গুলে কালির (INK) দাগ জমে থাকলে তখন?	৯২
ছেলেমেয়ে কখন বালিগ হয়?	৯২
কিতাবাদি রাখার নিয়ম	৯৩
ধর্মীয় বইয়ের পাতা দিয়ে ঠোঙা বানানো	৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
জায়নামাযে কা’বা শরীফের ছবি	৯৩
কুমন্ত্রণার একটি কারণ	৯৪
তায়াম্মুমের বর্ণনা	৯৪
তায়াম্মুমের ১০টি সুন্নাত	৯৪
তায়াম্মুমের পদ্ধতি(হানাফী)	৯৫
তায়াম্মুমের ২৫টি মাদানী ফুল	৯৬
ফয়যানে আযান	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১০২
হুযুর পুরনূর ﷺ একবার আযান দিয়েছিলেন	১০২
آذَان নাকি اَذَان?	১০৩
আযানের ফযীলত সম্বলিত ৯টি বরকতময় হাদীস	১০৩
(১) কবরে পোকামাকড় থাকবে না	১০৩
(২) মুক্তার গম্বুজ	১০৩
(৩) পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ	১০৩
(৪) শয়তান ৩৬ মাইল দূরে পালিয়ে যায়	১০৪
(৫) আযান দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম	১০৪
(৬) মুয়াজ্জিনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা	১০৪
(৭) আযান দেয়া হয় এমন দিন আযাব থেকে নিরাপদ	১০৪
(৮) ভয়ভীতির চিকিৎসা	১০৪
(৯) দুঃশ্চিন্তা দূর করার উপায়	১০৫
মাছেরাও ক্ষমা প্রার্থনা করে	১০৫
আযানের উত্তর দেয়ার ফযীলত	১০৫
প্রতিদিন ৩ কোটি ২৪ লাখ নেকী অর্জন করুন	১০৬
আযানের উত্তর প্রদানকারী জান্নাতী হয়ে গেলো	১০৭
আযান ও ইকামতের উত্তর প্রদানের পদ্ধতি	১০৮
আযানের ১৪টি মাদানী ফুল	১০৯
আযানের উত্তর প্রদানের ৯টি মাদানী ফুল	১১১
ইকামতের ৭টি মাদানী ফুল	১১৩
আযান দেয়ার ১১টি মুস্তাহাব স্থান	১১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
মসজিদের ভিতরে আযান দেয়া সুন্নাত পরিপন্থী	১১৪
১০০ শহীদের সাওয়াব অর্জন করুন	১১৫
আযানের পূর্বে এই দরূদে পাকগুলো পড়ুন	১১৬
কুমন্ত্রণা	১১৭
কুমন্ত্রণার উত্তর	১১৭
আযানের অবজ্ঞার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর	১১৯
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة এর ব্যাপারে হাসি-তামাশা করা	১১৯
আযান প্রসঙ্গে কুফরী বাক্যের ৮টি উদাহরণ	১২০
আযান	১২১
আযানের দোয়া	১২২
শাফায়াতের সুসংবাদ	১২৩
ঈমানে মুফাস্‌সাল	১২৩
ঈমানে মুজমাল	১২৩
ছয় কলেমা	১২৪
প্রথম ‘কলেমা তায়্যিব’	১২৪
দ্বিতীয় ‘কলেমা শাহাদাত’	১২৪
তৃতীয় ‘কলেমা তামজীদ’	১২৪
চতুর্থ ‘কলেমা তাওহীদ’	১২৫
পঞ্চম ‘কলেমা ইস্তিগফার’	১২৫
ষষ্ঠ ‘কলেমা রদ্দে কুফর’	১২৬
পান গুটকা ধ্বংসাত্মকতা	১২৬
নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১২৯
কিয়ামত দিবসের সর্ব প্রথম প্রশ্ন	১৩০
নামায আদায়কারীর জন্য নূর	১৩১
কার সাথে কার হাশর হবে!	১৩১
প্রচন্ড আহত অবস্থায় নামায	১৩২
নামায নূর বা অন্ধকার হওয়ার কারণ	১৩২
মন্দ মৃত্যুর একটি কারণ	১৩৩
নামায চোর	১৩৩
চোর দু’প্রকার	১৩৪
নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)	১৩৪
ইসলামী বোনদের নামাযে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে	১৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
উভয়েই মনোযোগ দিন!	১৪১
নামাযের ৬টি শর্ত	১৪২
মাকরূহ ওয়াক্ত ৩টি	১৪৪
নামায আদায় করার মাকরূহ ওয়াক্ত এসে যায় তখন?	১৪৫
নামাযের ৭টি ফরয	১৪৭
অক্ষর সমূহ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক	১৫২
সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!	১৫২
মাদ্‌রাসাতুল মদীনা	১৫৩
কার্পেটের ক্ষতি সমূহ	১৫৫
নাপাক কার্পেট পাক করার পদ্ধতি	১৫৬
নামাযের প্রায় ৩০টি ওয়াজীব	১৫৭
নামাযের প্রায় ৯৬টি সুন্নাত	১৫৯
তাকবীরে তাহরীমর সুন্নাত সমূহ	১৫৯
কিয়াম (দাঁড়ানোর) সুন্নাত	১৬০
রুকূর সুন্নাত সমূহ	১৬১
কওমার সুন্নাত	১৬২
সিজদার সুন্নাত	১৬২
জলসার সুন্নাত	১৬৩
দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠার সুন্নাত	১৬৩
কা’দা বা বৈঠকের সুন্নাত	১৬৩
সালাম ফিরানোর	১৬৪
সালাম ফিরানোর পরের সুন্নাত	১৬৫
ফরযের পরবর্তী সুন্নাত নামাযের সুন্নাত সমূহ	১৬৫
সুন্নাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	১৬৬
পূর্বে বর্ণিত ৮৬টি সুন্নাতের সঙ্গে ইসলামী বোনদের ১০টি সুন্নাত	১৬৭
নামাযের প্রায় ১৪টি মুস্তাহাব	১৬৭
ওমর বিন আব্দুল আযীযের আমল	১৬৮
ধূলিময় কপালের ফযীলত	১৬৯
নামায ভঙ্গকারী ২৯টি বিষয়	১৬৯
নামাযে কান্না করা	১৭০
নামাযে কাঁশি দেয়া	১৭০
নামাযের মধ্যে দেখে তিলাওয়াত করা	১৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমলে কসীরের সংজ্ঞা	১৭২
নামাযের মধ্যে পেশাক পরিধান করা	১৭২
নামাযের মধ্যে কিছু গিলে ফেলা	১৭২
নামাযের মাঝখানে কিবলার দিক পরিবর্তন করা	১৭৩
নামাযে সাপ মারা	১৭৩
নামাযে চুলকানো	১৭৪
اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি	১৭৪
নামাযের ৩২টি মাকরূহে তাহরীমা	১৭৪
কাঁধের উপর চাদর ঝুলানো	১৭৫
প্রাকৃতিক হাজতের তীব্রতা	১৭৫
নামাযে কঙ্কর ইত্যাদি সরানো	১৭৬
আঙ্গুল মটকানো	১৭৬
কোমরে হাত রাখা	১৭৭
আসমানের দিকে দেখা	১৭৭
নামাযীর দিকে দেখা	১৭৮
গাধার মতো চেহারা	১৮০
নামায ও ছবি	১৮১
নামাযের ৩৩টি মাকরূহে তানযীহী	১৮১
হাফ হাতা জামা পরিধান করে নামায আদায় করা কেমন?	১৮৪
যোহরের শেষের দু’রাকাত নফলের ব্যাপারে কী বলবো!	১৮৪
ইমামতের বর্ণনা	১৮৫
সুস্থ সবল ব্যক্তির ইমামের জন্য ৬টি শর্ত	১৮৫
ইমামের অনুসরণ করার ১৩টি শর্ত	১৮৫
ইকামতের পর ইমাম সাহেব ঘোষণা করবেন	১৮৬
জামাআতের বর্ণনা	১৬৮
জামাআত বর্জন করার ২০টি উপযুক্ত কারণ	১৮৭
ইমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা	১৮৭
বিতির নামাযের ৯টি মাদানী ফুল	১৮৯
সিজদায়ে সাহু এর বর্ণনা	১৯১
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	১৯২
কাহিনী	১৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি	১৯৪
সিজদায়ে সাহু করতে ভুলে গেলে তখন...	১৯৪
তিলাওয়াতের সিজদা ও শয়তানের দূর্ভাগ্য	১৯৫
اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ উদ্দেশ্য পূরণ হবে	১৯৫
তিলাওয়াতে সিজদার ৮টি মাদানী ফুল	১৯৫
সাবধান! হুশিয়ার!	১৯৬
তিলাওয়াতে সিজদার পদ্ধতি	১৯৭
সিজদায়ে শোকর এর বর্ণনা	১৯৭
নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করা মারাত্মক গুনাহ	১৯৮
নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা সম্পর্কে ১৫টি বিধান	১৯৮
সাহিবে মাযারের ইনফিরাদী কৌশিশ	২০১
মা চৌকি থেকে উঠে দাঁড়ালেন	২০২
মুসাফিরের নামায(হানাফী)	
দরূদ শরীফের ফযীলত	২০৪
শরীয়াতের দৃষ্টিতে সফরের দূরত্ব	২০৬
মুসাফির কখন হবে?	২০৬
জনবসতি এলাকা শেষ হওয়ার মর্মার্থ	২০৬
শহরতলীর এলাকা	২০৭
মুসাফির হওয়ার জন্য শর্ত	২০৭
বাসস্থানের প্রকারভেদ	২০৮
অবস্থানগত বাসস্থান বাতিল হয়ে যাওয়ার ধরণ	২০৮
সফরের দু'টি রাস্তা	২০৮
মাসাফির কতক্ষণ পর্যন্ত মুসাফির থাকবে?	২০৯
অবৈধ উদ্দেশ্যে সফর করলে তখন?	২০৯
মালিক ও চাকরের এক সাথে সফর	২০৯
কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে চলে যাবো!	২১০
মহিলাদের সফরের মাসয়ালা	২১০
মহিলাদের শশুর বাড়ী ও বাপের বাড়ী	২১১
আরব দেশ সমূহে ভিসা নিয়ে অবস্থানকারীদের মাসয়ালা	২১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মদীনা শরীফ যিয়ারতকারীদের জন্য জরুরী মাসয়ালা	২১২
ওমরার ভিসায় গিয়ে হজ্বের জন্য থেকে যাওয়া কেমন?	২১৩
কসর করা ওয়াজীব	২১৪
কসরের পরিবর্তে চার রাকাতের নিয়্যত করে ফেললো তবে...?	২১৫
মুসাফির ইমাম ও মুকীম মুকতাদী	২১৫
মুকীম মুকতাদী ও অবশিষ্ট দু'রাকাত	২১৬
মাসাফিরের জন্য কি সুন্নাত সমূহ রহিত?	২১৬
চলন্ত গাড়িতে নফল নামায আদায়ের চরটি মাদানী ফুল	২১৬
মাসাফির তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে তবে...	২১৭
সফরে কাযা নামায	২১৮
হিফয ভুলে যাওয়ার শাস্তি	২১৯
ফরমানে মুস্তফা ﷺ	২১৯
কাযা নামাযের পদ্ধতি(হানাফী)	
দরূদ শরীফের ফযীলত	২২১
জাহান্নামের ভয়ানক উপত্যকা	২২২
পাহাড় উত্তপ্ততায় গলে যাবে	২২২
মাথা দ্বিখন্ডিত করার শাস্তি	২২৩
হাজার বছরের আযাবের হকদার	২২৩
কবরে আগুনের লেলিহান শিখা	২২৪
যদি নামায পড়তে ভুলে যান, তবে?	২২৫
ঘটনাক্রমে চোখ না খুলে তবে...?	২২৫
অপারগতায় "আদা" এর সাওয়াব পাবে কি না?	২২৫
রাতে শেষাংশে শয়ন করা কেমন?	২২৬
রাতের বেশি সময় জাগ্রত থাকা	২২৬
আদা, কাযা ও ওয়াজীবুল ইয়াদা এর সংজ্ঞা	২২৭
তাওবার তিনটি রুকন	২২৮
ঘুমন্ত ব্যক্তিকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়া ওয়াজীব	২২৮
ফযরের সময় হয়েছে উঠে যান!	২২৯
একটি কাহিনী	২২৯
সর্ব সাধারণের হক অনুধাবন করার কাহিনী	২৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
তাড়াতাড়ি কাযা আদায় করে নিন	২৩১
কাযা নামায গোপনে আদায় করুন	২৩১
'জুমাতুল বিদা'য় কাযায়ে ওমরী	২৩২
সারা জীবনের কাযা নামাযের হিসাব	২৩২
কাযা নামাযে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা	২৩২
কাযায়ে ওমরী আদায় করার নিয়ম(হানাফী)	২৩৩
কসর নামাযের কাযা	২৩৪
ধর্মদ্রোহীতা কালীন নামায	২৩৪
সন্তান প্রসবকালীন সময়ের নামায	২৩৪
অসুস্থ ব্যক্তির জন্য নামায কখন ক্ষমাযোগ্য	২৩৫
সারা জীবনের নামায পূনরায় আদায় করা	২৩৫
কাযা শব্দ উচ্চারণ করতে ভুলে যায় তখন কি করবে?	২৩৫
কাযা নামায (আদায় করা) নফল নামায আদায় করা থেকে উত্তম	২৩৬
ফযর ও আছরের নামাযের পরে নফল নামায আদায় করা যাবে না	২৩৬
জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত যদি আদায় করতে না পারেন তখন কি করবেন?	২৩৭
ফজরের সুন্নাত যদি অবশিষ্ট থেকে যায় তখন কি করবেন?	২৩৭
মাগরিবের সময় মূলতঃ কি খুব সংকীর্ণ কিনা?	২৩৭
নামাযে তারাবীহের কাযার বিধান কি?	২৩৮
নামাযের ফিদিয়া	২৩৯
মৃত মহিলার ফিদিয়া আদায়ের একটি মাসয়ালা	২৪১
সায়্যিদ জাদাগণকে নামাযের ফিদিয়া দেয়া যাবে না	২৪১
১০০টি বেতের হিলা	২৪২
কর্ণ ছেদনের প্রথা কখন থেকে শুরু হয়?	২৪৩
গাভীর মাংসের হাদিয়া	২৪৩

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
যাকাতের শরয়ী হিলা	২৪৪
ফকীরের সংজ্ঞা	২৪৫
মিসকীনের সংজ্ঞা	২৪৫
জানাযার নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)	
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৪৬
আল্লাহ্‌র ওলীর জানাযায় অংশগ্রহণ করার বরকত	২৪৬
ভালবাসা পোষণকারীদেরও ক্ষমাপ্রাপ্তি	২৪৭
কাফন চোর	২৪৮
জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলের ক্ষমা	২৪৯
কবরে প্রথম উপহার	২৪৯
জান্নাতী ব্যক্তির জানাযা	২৪৯
জানাযার সঙ্গে চলার সাওয়াব	২৫০
ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সাওয়াব	২৫০
জানাযার নামায শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম	২৫০
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান ও অন্যান্য কার্যাবলীর ফযীলত	২৫১
জানাযার লাশবাহী খাট দেখে পাঠ করার ওযীফা	২৫১
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রথম কার জানাযার নামায আদায় করেছেন?	২৫১
জানাযার নামায ফরযে কিফায়া	২৫২
জানাযার নামাযে দুইটি রুকন ও তিনটি সুন্নাত	২৫২
জানাযার নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)	২৫২
বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) পুরুষ ও মহিলার জানাযার দোয়া	২৫৩
নাবালিগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ছেলের দোয়া	২৫৪
নাবালিগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) মেয়ের দোয়া	২৫৪
জুতার উপর দাঁড়ীয়ে জানাযার নামায আদায় করা	২৫৪
গায়েবানা জানাযার নামায হতে পারে না	২৫৫
কয়েকটি জানাযার একত্রে নামায আদায়ের পদ্ধতি	২৫৫
জানাযায় কতটি সারি (কাতার) হবে?	২৫৫
জানাযার নামাযের সম্পূর্ণ জামাআত না পেলে তবে?	২৫৬
পাগল অথবা আত্মহত্যাকারীদের জানাযা	২৫৬
মৃত বাচ্চাদের জানাযার বিধান	২৫৬
জানাযার লাশবাহী খাট কাঁধে নেয়ার সাওয়াব	২৫৭
জানাযার খাট কাঁধে নেয়ার পদ্ধতি	২৫৭
বাচ্চার জানাযা বহন করার পদ্ধতি	২৫৮
জানাযার নামাযের পর ফিরে আসার মাসয়ালা	২৫৮
স্বামী কি তার স্ত্রীর জানাযার খাট কাঁধে নিতে পারবে?	২৫৮
মুরতাদের জানাযার নামাযের শরয়ী হুকুম	২৫৮
জানাযা সম্পর্কিত পাঁচটি মাদানী ফুল	২৬০
‘অমুক আমার জানাযার নামায পড়াবে’ এরকম ওসীয়তের হুকুম	২৬০
ইমাম মৃত ব্যক্তির বুক বরাবর দাঁড়াবে	২৬১
জানাযার নামায আদায় না করে দাফন করে দিলো তবে?	২৬১
ঘরে চাপা পড়া মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায	২৬১
জানাযার নামাযে লোকসংখ্যা বাড়ানোর জন্য দেরী করা	১৬২
ফয়যানে জুমা	
জুমার দিন দরূদ শরীফের ফযীলত	২৬৩
হুযুর পুরনূর ﷺ প্রথম জুমা কখন আদায় করেছিলেন?	২৬৪
জুমার অর্থ	২৬৫
হুযুর পুরনূর ﷺ সর্বমোট কয়টি জুমা আদায় করেছিলেন?	২৬৫
তিন জুমা অলসতায় বর্জনকারীর অন্তরে মোহর	২৬৬
জুমার নামাযে ইমামার (পাগড়ীর) ফযীলত	২৬৬
শিফা (আরোগ্য) প্রবেশ করে	২৬৬
১০ দিন পর্যন্ত বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা	২৬৬
রিযিক সঙ্কুচিত হওয়ার একটি কারণ	২৬৭
ফিরিশতারা সৌভাগ্যবানদের নাম লিখেন	২৬৭
প্রথম শতাব্দীতে জুমার প্রতি মানুষের উৎসাহ	২৬৮
গরীবদের হজ্ব	২৬৯
জুমার জন্য তাড়াতাড়ি বের হওয়া হজ্ব	২৬৯
হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব	২৬৯
সকল দিনের সর্দার	২৭০
জন্তুদের কিয়ামতের ভয়	২৭০
দোয়া কবুল হয়	২৭০
আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে অনুসন্ধান করো	২৭১
বাহারে শরীয়াত প্রণেতার অভিমত	২৭১
দোয়া কবুল হওয়ার সময় কোনটি?	২৭১
কাহিনী	২৭২
প্রত্যেক জুমার দিন ১ কোটি ৪৪ লক্ষ জাহান্নামীদের মুক্তি	২৭২
কবরের আযাব থেকে মুক্ত	২৭২
দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ সমূহের ক্ষমা	২৭৩
২০০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব	২৭৩
মরহুম পিতা-মাতার নিকট প্রত্যেক জুমাতে আমল পেশ করা হয়	২৭৪
জুমার দিনের ৫টি বিশেষ আমল	২৭৪
জান্নাত ওয়াজীব হয়ে গেলো	২৭৪
শুধু জুমার দিন রোযা রাখবেন না	২৭৫
দশ হাজার বছরের রোযার সাওয়াব	২৭৫
জুমার রোযা কখন মাকরূহ	২৭৫
জুমার দিন পিতা-মাতার কবরে উপস্থিতির সাওয়াব	২৭৬
পিতা-মাতার কবরে ‘সূরা ইয়াসিন’ পাঠ করার ফযীলত	২৭৬
তিন হাজার মাগফিরাত	২৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
জুমার দিন সূরা ইয়াসীন শরীফ পাঠকারীর মাগফীরাত হবে	২৭৭
রূহ সমূহ একত্রিত হয়	২৭৭
সূরা কাহাফের ফযীলত	২৭৮
দুই জুমার মধ্যবর্তী দিনসমূহে নূর	২৭৮
কা’বা পর্যন্ত নূর	২৭৮
সূরা হা-মীম আদ্ দুখান এর ফযীলত	২৭৮
৭০ হাজার ফিরিশতার ক্ষমা প্রার্থনা	২৭৯
সমস্ত গুনাহের ক্ষমা	২৭৯
জুমার নামাযের পর	২৭৯
ইলমে দ্বীনের মজলিশে শরীক হওয়া	২৮০
জুমা আদায় করা ফরয হওয়ার ১১টি শর্ত	২৮০
জুমার সুন্নাত	২৮১
জুমার দিন গোসল করার সময়	২৮১
জুমার গোসল সুন্নাতে যায়িদা	২৮২
খোৎবার সময় কাছাকাছি থাকার ফযীলত	২৮২
তখন জুমার নামাযের সাওয়াব পাওয়া যাবে না	২৮২
নিরবে খোৎবা শুনা ফরয	২৮৩
খোৎবা শ্রবণকারী দরূদ শরীফ পড়তে পারবে না	২৮৩
বিয়ের খোৎবা শুনা ওয়াজীব	২৮৩
প্রথম আযানের সাথে সাথেই কাজ কর্ম নাজায়িয হয়ে যায়	২৮৩
খোৎবার ৭টি মাদানী ফুল	২৮৪
জুমার ইমামতির গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	২৮৫
ঈদের নামাযের পদ্ধতি(হানাফী)	
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৮৬
অন্তর জীবিত থাকবে	২৮৬
জান্নাত ওয়াজীব হয়ে যায়	২৮৭
ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বেকার সুন্নাত	২৮৭
ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়া আসার সুন্নাত	২৮৭
ঈদের নামাযের পদ্ধতি(হানাফী)	২৮৮
ঈদের নামায কার উপর ওয়াজীব?	২৮৯
ঈদের নামাযে খোৎবা সুন্নাত	২৮৯
ঈদের নামাযের সময়	২৮৯
ঈদের জামাআতের কিছু অংশ পাওয়া গেলে তখন...?	২৮৯
ঈদের জামাআত পাওয়া না গেলে তখন...?	২৯০
ঈদের খোৎবার হুকুম	২৯১
ঈদের ২০টি সুন্নাত ও আদব	২৯১
কুরবানীর ঈদের একটি মুস্তাহাব	২৯৩
তাকবীরে তাশরিকের ৮টি মাদানী ফুল	২৯৩
মাদানী অসিয়তনামা	
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৯৫
অসিয়ত ক্ষমা প্রাপ্তির মাধ্যম	৩০৬
কাফন-দাফনের নিয়মাবলী	৩০৬
পুরুষের সুন্নাত সম্মত কাফন	৩০৬
মহিলাদের সুন্নাত সম্মত কাফন	৩০৬
কাফনের বিস্তারিত বিবরণ	৩০৬
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার নিয়মাবলী	৩০৭
পুরুষকে কাফন পরানো পদ্ধতি	৩০৮
মহিলাদেরকে কাফন পরানোর নিয়ম	৩০৯
জানাযার নামাযের পর দাফন	৩০৯
নির্বোধ শিশুদেরকে মসজিদে নিয়ে যাওয়াকে হাদীসে নিষেধ রয়েছে	৩১২
ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি	
মৃত আত্মীয়-স্বজনদেরকে স্বপ্নে দেখার উপায়	৩১৪
(১) মকবুল হজ্বের সাওয়াব	৩১৬
(২) দশটি হজ্বের সাওয়াব	৩১৬
(৩) পিতা-মাতার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত	৩১৭
(৪) রুজি-রোজগারে বরকত না হওয়ার কারণ	৩১৭
(৫) জুমার দিন কবর যিয়ারতের ফযীলত	৩১৭
কাফন ছিঁড়ে গেছে	৩১৮
ইছালে সাওয়াবের তিনটি ঈমান তাজাকারী মর্যাদা	৩১৯
(১) দোয়ার ফযীলত	৩১৯
(২) ইছালে সাওয়াবের জন্য অপেক্ষা	৩১৯
মৃত ব্যক্তির রূহগুলো ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াবের আকাংখা করতে থাকে	৩২০
(৩) সকলের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করার ফযীলত	৩২১
লক্ষ-কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেলো!	৩২১
নূরানী পেশাক	৩২২
নূরানী তশতরী (বড় থালা)	৩২২
মৃত লোকদের সমপরিমাণ প্রতিদান	৩২৩
কবরবাসী সবাইকে সুপারিশকারী বানানোর আমল	৩২৩
সূরা ইখলাসের ইছালে সাওয়াবের কাহিনী	৩২৩
উম্মে সা’আদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর জন্য কূপ	৩২৪
‘গাউছে পাকের ছাগল’ বলা কেমন?	৩২৪
ইছালে সাওয়াবের ১৯টি মাদানী ফুল	৩২৫
ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি	৩৩১
ইছালে সাওয়াবের প্রচলিত নিময়	৩৩২
আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ফাতিহার পদ্ধতি	৩৩৫
ইছালে সাওয়াবের দোয়া করার পদ্ধতি	৩৩৬
খাওয়ার দাওয়াতে বিশেষ সাবধানতা	৩৩৭
মাযারে হাজিরী দেওয়ার পদ্ধতি	৩৩৮

www.dawateislami.net

সর্বোত্তম আমল

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর সাথে আলাপরত ছিলেন। তখন ওহী আসলো; "এ ব্যক্তি, যে আপনার সাথে কথাবার্তা বলছে, তার বয়স শুধুমাত্র আর এক ঘন্টা বাকী আছে।" তখন আসরের সময় ছিলো, আর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ সাহাবীকে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এ ব্যাপারে অবহিত করেন, তখন সে অস্থির হয়ে গেলো এবং আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দিন, যা এ মুহুর্তে আমার জন্য বেশি উপযোগী হয়। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اِشۡتَغِلۡ بِالتَّعَلُّم অর্থাৎ ইলম অর্জন করার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যাও।" তখন সে ইলম অর্জন করার মাঝে ব্যস্ত হয়ে যায় এবং মাগরিবের পূর্বে ইন্তিকাল করেন। বর্ণনাকারীর বক্তব্য হলো: যদি ইলম থেকে অন্য কোন জিনিস উত্তম হতো, তবে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ সময়ে ঐ কাজ করার আদেশ দিতেন। (তাফসীরে কবীর)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰھُمَّ افْتَحْ عَلَیْنَا حِکْمَتَکَ وَانْشُرْ
عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله

অযুর পদ্ধতি (হানাফী)

এই রিসালায় রয়েছে.....

গুনাহ্ ঝরে যাওয়ার ঘটনা

দৃষ্টিশক্তি কখনো দূর্বল হবে না

ইনজেকশান নিলে অযু ভঙ্গ হবে কিনা?

বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থাপত্র

পান ভক্ষনকারী মনোযোগ দিন

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অযুর পদ্ধতি(হানাফী)

এ রিসালাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পড়ে নিন,
যথাসম্ভব অযু সম্পর্কিত অনেক ত্রুটি আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

সুলতানে দো-আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহ্‌তাশাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে আমার প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলার** উপর (নিজ বদান্যতায়) দায়িত্ব যে, তিনি তার ঐ দিন ও ঐ রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (আল মুজামুল কবীর লিত তিবরানী, ১৮তম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নবী-প্রেম

একদা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এক জায়গায় পৌঁছে অযুর জন্য পানি চাইলেন এবং অযু করলেন, আর আপনা আপনিই মুচকি হাসলেন। তারপর সঙ্গীদেরকে বললেন: "আপনারা কি জানেন! আমি কেন মুচকি হাসলাম?" অতঃপর তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

একদা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জায়গায় অযু করেছিলেন এবং অযু শেষ করে তিনি মুচকি হেসেছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন: "তোমরা কি জান, আমি কেন হেসেছি?" তদুত্তরে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **"আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই এ বিষয়ে ভাল জানেন।" **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মানুষ অযু করে তখন হাত ধোয়ার সময় হাতের গুনাহ্, মুখমন্ডল ধোয়ার সময় মুখমন্ডলের গুনাহ্, মাথা মাসেহ্ করার সময় মাথার গুনাহ্, আর পা ধোয়ার সময় পায়ের গুনাহ সমূহ্ ঝরে যায়।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ১৩০, হাদীস নং-৪১৫)

অযু করকে খান্দা হোয়ে শাহে উসমাঁ, কাহা, কিউ তাবাচ্ছুম ভালা করো রাহা হো,
জাওয়াবে সুওয়ালে মুখাতিব দিয়া ফির, কিসি কি আদা কো আদা করো রাহা হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি অভ্যাস ও সুন্নাতকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন। পাশাপাশি উপরোক্ত বর্ণনা থেকে গুনাহ্ ঝরে যাওয়ার ব্যবস্থাপত্রটাও জানা গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অযুর মধ্যে কুলি করার দ্বারা মুখের গুনাহ, নাকে পানি দিয়ে নাক সাফ করার দ্বারা নাকের গুনাহ্, মুখমণ্ডল ধোয়ার দ্বারা চোখের পলক সহ পুরো চেহারার গুনাহ্, হাত ধোয়ার দ্বারা হাতের গুনাহের সাথে সাথে নখের নিচের গুনাহ্, মাথা ও কান মাসেহ্ করার দ্বারা মাথার গুনাহের সাথে সাথে কানের গুনাহ্ আর পা ধোয়ার কারণে পায়ের গুনাহের সাথে সাথে নখের নিচের গুনাহ্ সমূহ্ও ঝরে যায়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

গুনাহ্ ঝরে যাওয়ার ঘটনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অযুকারীর গুনাহ্ ঝরে যায়, এই প্রসঙ্গে এক ঈমান তাজাকারী ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: একদা সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবূ হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কুফার জামে মসজিদের অযুখানায় আসলেন, তখন তিনি এক যুবককে অযু করতে দেখলেন। তিনি তার অযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরতে দেখে বললেন: হে বৎস! তুমি পিতা-মাতার নাফরমানী থেকে তাওবা করো। তৎক্ষণাৎ যুবকটি বললো: আমি তাওবা করলাম। অপর ব্যক্তিকে দেখলেন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে অযুর ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাকে বললেন: হে আমার ভাই! তুমি যেনার (ব্যভিচারের) গুনাহ্ থেকে তাওবা করো। লোকটি বললো: “আমি তাওবা করলাম। অন্য একজন লোকের অযুর পানি ঝরতে দেখে তিনি তাকে বললেন: মদপান ও গান-বাজনা শুনা থেকে তাওবা করো।” লোকটি বললো: “আমি তাওবা করলাম।” সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবূ হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কাশ্ফের কারণে মানুষের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে যেতো। এইজন্য তিনি **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাঁর কাশফ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য দোয়া করলেন। **আল্লাহ্ তাআলা** দোয়া কবুল করলেন। এরপর থেকে অযুকারীর গুনাহ্ ঝরে যাওয়ার দৃশ্য তাঁর চোখে পড়া বন্ধ হয়ে গেলো। (আল মীযানুল কুবরা, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুর সাওয়াব পাবে না

আমলের প্রধান শর্ত হলো নিয়্যত, যদি কারো আমলের মধ্যে ভাল নিয়্যত না থাকে, তবে তার সাওয়াব পাবেনা। একই অবস্থা অযুর মধ্যেও।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

যেমনিভাবে- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" (সংশোধিত) এর ১ম খন্ডের ২৯২ পৃষ্ঠায় রয়েছে; অযুতে সাওয়াব পাওয়ার জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুম পালনের নিয়্যতে অযু করাটা জরুরী, অন্যথায় অযু হয়ে যাবে, তবে সাওয়াব পাবে না। আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: অযুর মধ্যে নিয়্যত না করার অভ্যস্থ ব্যক্তি গুনাহগার হবে, এতে নিয়্যত করাটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা)

সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র হয়ে গেলো!

দুইটি হাদীসের সারাংশ হচ্ছে: "যে ব্যক্তি بِسۡمِ اللہ পাঠ করে অযু করলো, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র হয়ে গেলো।" আর যে ব্যক্তি بِسۡمِ اللہ পাঠ করা ছাড়া অযু করলো তার ততটুকু শরীর পাক হলো, যতটুকুর উপর পানি প্রবাহিত হয়েছে।

(সুনানে দারু কুতনী, ১ম খন্ড, ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২৮-২২৯)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে আবু হুরায়রা (رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ)! যখন তুমি অযু করো তখন بِسۡمِ اللہِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰہ বলো। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার অযু অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ফেরেস্তা অর্থাৎ (কিরামান কাতেবীন) তোমার জন্য নেকী লিখতে থাকবে।"

(আল মু'জামুস সগীর লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৬)

অযু অবস্থায় শোয়ার ফযীলত

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "অযু অবস্থায় শোয়া ব্যক্তি একজন রোযাদার ইবাদাতকারীর মত।" (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৯৯৪)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

অযু অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ

সুলতানে মদীনা, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে ইরশাদ করেন: "বৎস! সম্ভব হলে সবসময় অযু অবস্থায় থাকো। কেননা, 'মালাকুল মওত' অযু অবস্থায় যাঁর রূহ্ কবজ করেন তাঁর শাহাদাতের মর্যাদা নসীব হবে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৮৩) আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: "সব সময় অযু অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব।"

বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থাপত্র

আল্লাহ্ তাআ'লা হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام কে ইরশাদ করেন: "হে মুসা! অযুবিহীন অবস্থায় যদি তোমার নিকট কোন মুসীবত আসে, তাহলে এর জন্য তুমি নিজেই দায়ী। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৮২) ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় বর্ণিত রয়েছে: সব সময় অযু অবস্থায় থাকা ইসলামের (একটি উত্তম) সুন্নাত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৭০২ পৃষ্ঠা)

সব সময় অযু অবস্থায় থাকার সাতটি ফযীলত

আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: কোন কোন আরেফিন رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی বলেছেন: যে সব সময় অযু সহকারে থাকে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে সাতটি মর্যাদা দান করেন। (১) ফিরিস্তাগণ তাঁর সঙ্গ লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। (২) 'কলম' তাঁর নেকী লিখতে থাকে। (৩) তাঁর অঙ্গগুলো তাসবীহ্ পাঠ করে (৪) তার তাকবীরে উলা বা প্রথম তাকবীর হাতছাড়া হয় না। (৫) নিদ্রা গেলে **আল্লাহ্ তাআলা** কিছু ফিরেস্তা প্রেরণ করেন, যাঁরা তাকে মানুষ ও জ্বীনের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেন (৬) মৃত্যুর যন্ত্রণা তাঁর উপর সহজ হয়। (৭) যতক্ষণ পর্যন্ত অযু সহকারে থাকবে **আল্লাহ্ তাআলার** নিরাপত্তায় থাকবে। (প্রাগুক্ত, ৭০২-৭০৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

দ্বিগুণ সাওয়াব

নিঃসন্দেহে শীত, দূর্বলতা, সর্দি, কাঁশি, কফ, মাথা-ব্যথা ও অসুস্থ অবস্থায় অযু করা খুবই কষ্টকর হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ অবস্থায় যাঁরা অযু করবে তাঁরা পবিত্র হাদীসের হুকুম অনুসারে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে।

(আল মুজামুল আওসাত লিত তাবারানী, ৪র্থ খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৩৬৬)

শীতের মধ্যে অযু করার ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁর গোলাম হুমরানের কাছে অযুর জন্য পানি চাইলেন এবং শীতের রাতে বাইরে যাবার জন্য চাইলেন। হুমরান বললেন: আমি পানি নিয়ে এসেছি, তিনি যখন হাত মুখ ধৌত করলেন, তখন আমি আরয করলাম: **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকে নিরাপদে রাখুক। আজকের রাতে অনেক ঠান্ডা, এতে তিনি বললেন: আমি **আল্লাহ্র রাসূল, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে শুনেছি: "যে বান্দা পরিপূর্ণ অযু করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"

(মুসনাদে বয্যার, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪২২। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)

অযুর পদ্ধতি(হানাফী)

অযুর সময় কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে উঁচু জায়গায় বসা মুস্তাহাব। অযুর জন্য নিয়্যত করা সুন্নাত। নিয়্যত না করলেও অযু হয়ে যাবে, কিন্তু সাওয়াব পাবে না। অন্তরের ইচ্ছাকে "নিয়্যত" বলে। অন্তরে নিয়্যত করার সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করাও উত্তম। মুখে এভাবে নিয়্যত করুন যে, আমি **আল্লাহ্ তাআলার** নির্দেশ পালনার্থে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য অযু করছি। بِسۡمِ اللّٰہ পড়ে নিন"। এটাও সুন্নাত। বরং بِسۡمِ اللّٰہِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰہ বলে নিন। এর কারণে আপনি যতক্ষণ অযু অবস্থায় থাকবেন ততক্ষণ ফিরিস্তাগণ আপনার জন্য নেকী লিখতে থাকবেন। (আল মু'জামুস সগীর লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৬)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

এখন উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করুন। (পানির নল বন্ধ করে) উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোও খিলাল করে নিন। কমপক্ষে তিনবার করে ডানে বামে, উপরে নিচে দাঁতগুলো “মিসওয়াক করুন। প্রত্যেক বারে মিসওয়াক ধুয়ে নিন। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: মিসওয়াক করার সময় নামাযে কি্বরাত পাঠ ও **আল্লাহ্**র যিক্‌রের জন্য মুখ পবিত্র করার নিয়্যত করা উচিত।” (ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা) অতঃপর ডান হাতে তিন অঞ্জলী পানি নিয়ে (প্রতি বারে পানির নল বন্ধ করে) এমনভাবে তিনবার কুলি করবেন যেন প্রতিবারে মুখের ভিতরের পুরো জায়গায় পানি প্রবাহিত হয়। রোজাদার না হলে গড়গড়াও করে নিন। তারপর ডানহাতেরই তিন অঞ্জলী পানি (প্রতিবারে আধা অঞ্জলী পানি যথেষ্ট) দিয়ে (প্রতিবারে পানির নল বন্ধ করে) তিনবার নাকের ভিতর নরম মাংস পর্যন্ত পানি পৌঁছাবেন। রোযাদার না হলে নাকের মূল (গোড়া) পর্যন্ত পানি পৌঁছিয়ে দিন। বাম হাতের সাহায্যে নাক পরিষ্কার করে নিন এবং ছোট আঙ্গুল নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করান। তিনবার পুরো মুখমন্ডল এমনভাবে ধুয়ে নিন, যেখান থেকে স্বাভাবিক ভাবে মাথার চুল গজায় সেখান থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত পুরো সীমায় পানি প্রবাহিত করুন। যদি দাঁড়ি থাকে এবং আপনি ইহরাম পরিধানকারী না হউন, তাহলে (পানির নল বন্ধ করে) এভাবে দাঁড়ি খিলাল করুন যে, আঙ্গুল গুলো গলার দিক থেকে প্রবেশ করিয়ে সামনের দিক থেকে বের করিয়ে দিন। অতঃপর আঙ্গুলের মাথা থেকে শুরু করে কনুই সহ তিনবার ডান হাত ধৌত করুন, এভাবে বাম হাতও ধৌত করুন। উভয়হাত অর্ধ বাহু পর্যন্ত ধোয়া মুস্তাহাব। {অধিকাংশ লোক অঞ্জলিপূর্ণ পানি নিয়ে হাতের কোষ হতে তিনবার এমনভাবে পানি ছেড়ে দেয় যেন কনুই পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হয়ে যায়। এরকম করা উচিত নয়। কারণ এতে কনুই ও বাহুর চতুর্পাশ্বে পানি না পৌঁছার আশঙ্কা থাকে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

অতএব বর্ণিত নিয়মেই হাত ধৌত করবে। এতে কনুই পর্যন্ত অঞ্জলীপূর্ণ পানি প্রবাহিত করার প্রয়োজন নেই বরং (শরয়ী অনুমতি ছাড়া) এরকম করা পানির অপচয়।} অতঃপর (পানির নল বন্ধ করে) মাথা মাসেহ এভাবে করুন যে, দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলীদ্বয় বাদ দিয়ে দুই হাতের বাকি তিন তিন আঙ্গুল সমূহ পরস্পর মিলিয়ে নিন এবং কপালের চুল অথবা চামড়ার উপর রেখে পিছনের অংশ পর্যন্ত এমনভাবে টেনে নিয়ে যাবেন যেন হাতের তালুগুলো মাথা থেকে পৃথক থাকে। তারপর হাতের তালুগুলো পিছন থেকে কপাল পর্যন্ত এমনভাবে টেনে আনবেন যেন বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদাত আঙ্গুলীদ্বয় মাথার সাথে স্পর্শ না হয়। অতঃপর শাহাদাত আঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা দুই কানের ভিতরের অংশ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা কানের বাহিরের অংশ মাসেহ করুন এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে দিন এবং আঙ্গুলগুলোর পিঠ দিয়ে ঘাড়ের পিছনের অংশ মাসেহ করুন। কিছু কিছু লোক গলা ধৌত করে, হাতের কনুই ও কব্জিদ্বয় মাসেহ করে থাকেন। এটা কিন্তু সুন্নাত নয়। মাথা মাসেহ করার পূর্বে পানির নল ভালভাবে বন্ধ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। অনর্থক পানির নল খোলা রাখা কিংবা অর্ধেক বন্ধ রাখার (কারণে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরতে থাকে) এটা গুনাহ্ ও অপচয়। অতঃপর প্রথমে ডান পা, তারপর বাম পা প্রত্যেকবার আঙ্গুল হতে শুরু করে গোড়ালির উপরিভাগ পর্যন্ত তিনবার ধৌত করুন। তবে মুস্তাহাব হলো, অর্ধ গোছা পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। উভয় পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা সুন্নাত। খিলালের সময় পানির নল বন্ধ রাখুন। পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে, বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুল থেকে বৃদ্ধাঙ্গল পর্যন্ত তারপর সে বাম হাতেরই কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গল থেকে কনিষ্ঠাঙ্গুল পর্যন্ত খিলাল করা। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: "অযুর মধ্যে প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় যেন এ আশা করা হয় যে, আমার এ অঙ্গের গুনাহ্ বের হয়ে (ঝরে) যাচ্ছে।" **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

অযুর অবশিষ্ট পানির মধ্যে ৭০টি রোগের শিফা

লোটা ইত্যাদিতে অযু করার পর বেঁচে যাওয়া পানি দাঁড়িয়ে পান করার মধ্যে শিফা রয়েছে। যেমনিভাবে- আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ “ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত)”র ৪র্থ খন্ডের, ৫৭৫ থেকে ৫৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ননা করেন: অযুর বেঁচে যাওয়া পানির জন্য শরয়ী ভাবে মর্যাদা রয়েছে এবং **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে প্রমাণীত। **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অযু করার পর অবশিষ্ট বেঁচে যাওয়া পানি দাঁড়িয়ে পান করে ছিলেন এবং একটি হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেটা পান করা ৭০টি রোগের জন্য শিফা স্বরূপ। তবে সেটা ঐ বিষয়ে যমযমের পানির সাথে সামঞ্জস্য রাখে, এই ধরণের পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা উচিত নয়। তানবিরুল আবছার নামক কিতাবে অযুর আদবের মধ্যে এটাও বর্ণিত হয়েছে; অযু করার পর অযুর অবশিষ্ট পানি কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পান করে নিন। আল্লামা আব্দুল গণি নাবুলুছি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, যখন আমি অসুস্থ হই, তখন অযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা শিফা (আরোগ্য) লাভ করি। **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঠিক নবুয়তি চিকিৎসার মধ্যে পাওয়া ইরশাদের উপর ভরসা করে আমি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছি।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায়

পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করলো অতঃপর আসমানের দিকে দৃষ্টি দিলো এবং কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা করে সেটা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।” (সুনানে দারমী, ১ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭১৬)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

দৃষ্টিশক্তি কখনো দূর্বল হবে না

যে ব্যক্তি অযু করার পর আসমানের তাকিয়ে “সূরায়ে কদর” পাঠ করবে, اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ তার দৃষ্টিশক্তি কখনো দূর্বল হবে না। (মাসায়িলুল কোরআন, ২৯১ পৃষ্ঠা)

অযুর পর “সুরায়ে কদর” পড়ার ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি অযু করার পর একবার ‘সূরা কদর’ পাঠ করবে, তাকে সিদ্দীকীনদের এবং যে ব্যক্তি দুইবার পাঠ করবে তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করা হবে। আর যে ব্যক্তি তিনবার (সূরা কদর) পাঠ করবে, তাকে **আল্লাহ্ তাআলা** হাশরের ময়দানে নবীদের সাথে হাশর করাবেন।”
(কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬০৮৫। আল হাভী লিল ফতোওয়ায়ে লিস সুয়ূতী, ১ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযুর পর পাঠ করার দোয়া (শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ)

যে অযু করার পর এই কলেমাটি পড়বে:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ
اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ۔

অনুবাদ: তোমার সত্ত্বা পবিত্র আর হে আল্লাহ্! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দরবারে তাওবা করছি।

তখন এর উপর মোহর লাগিয়ে আরশের নীচে রেখে দেওয়া হয় এবং কিয়ামতের দিন এটা পাঠকারীকে দিয়ে দেওয়া হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা, নাম্বার- ২৭৫৪)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অযুর পর এ দোয়াটি পড়ে নিন (শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

<u>অনুবাদ</u>: হে **আল্লাহ্**! আমাকে বেশি বেশি তাওবাকারীগণের মধ্যে শামিল করো এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করো।
(জামে তিরমিযী, ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৫)

অযুর ফরয ৪টি

✿ মুখমন্ডল ধৌত করা। ✿ কনুই সহ দু'হাত ধৌত করা। ✿ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ্ করা। ✿ টাখ্নু সহ দুই পা ধৌত করা।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৩,৪,৫ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

ধৌত করার সংজ্ঞা

কোন অঙ্গকে ধৌত করার অর্থ হচ্ছে, ঐ অঙ্গের প্রতিটি অংশে কমপক্ষে দু ফোঁটা পানি প্রবাহিত করা। শুধুমাত্র ভিজে যাওয়া, পানিকে তেলের মত মালিশ করা অথবা এক ফোঁটা পানি প্রবাহিত করাকে "ধৌত করা" বলা যাবে না, আর না এইভাবে অযু গোসল আদায় হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

অযুর ১৪টি সুন্নাত

হানাফী মাযহাব মতে অযুর পদ্ধতিতে অযুর কিছু সুন্নাত ও মুস্তাহাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখন তার বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন: ✿ নিয়্যত করা ✿ بِسۡمِ اللهِ পড়া। যদি অযুর পূর্বে কেউ بِسۡمِ اللهِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰه বলে, তাহলে যতক্ষণ অযু সহকারে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেস্তাগণ তাঁর জন্য নেকী লিখতে থাকবে। ✿ উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া ✿ তিনবার মিসওয়াক করা ✿ তিন অঞ্জলি পানি দিয়ে তিনবার কুলি করা,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

✿ রোযাদার না হলে গড়-গড়া করা ✿ তিন অঞ্জলী পানি দিয়ে তিনবার নাকে পানি দেয়া। ✿ দাঁড়ি থাকলে (ইহরামে না থাকাবস্থায়) দাঁড়ি খিলাল করা। ✿ হাত ও ✿ পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা। ✿ সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা। ✿ কান মাসেহ্ করা ✿ অযুর ফরযগুলোতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। (অর্থাৎ প্রথমে মুখ তারপর কনুই সহ হাত ধোয়া, তারপর মাথা মাসেহ্ করা তারপর পা ধোয়া) আর ✿ একটি অঙ্গ শুকানোর আগে অন্য অঙ্গ ধৌত করা।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

অযুর ২৯টি মুস্তাহাব

✿ কিবলামুখী হওয়া, ✿ উঁচু জায়গায়, ✿ বসা, ✿ পানি প্রবাহিত করার সময় অঙ্গসমূহের উপর হাত বুলানো, ✿ শান্তভাবে অযু করা, ✿ অযুর অঙ্গ সমূহ প্রথমে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেয়া, বিশেষ করে শীতের সময়ে, ✿ অযু করার সময় প্রয়োজন ছাড়া কারো সাহায্য না নেয়া, ✿ ডান হাতে কুলি করা, ✿ ডান হাতে নাকে পানি দেয়া, ✿ বাম হাত দ্বারা নাক পরিস্কার করা, ✿ বামহাতের কনিষ্টাঙ্গুলী নাকে প্রবেশ করানো। ✿ আঙ্গুল সমূহের পিঠ দ্বারা ঘাঁড় মাসেহ্ করা, ✿ কান মাসেহ্ করার সময় হাতের ভিজা কনিষ্ঠাঙ্গুলী কানের ছিদ্রে প্রবেশ করানো, ✿ আংটি নাড়া দেওয়া, যখন আংটি ঢিলা হয় এবং আংটির নিচে পানি পৌঁছেছে বলে প্রবল ধারণা হয়, আর যদি আংটি আঙ্গুলের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে তাহলে আংটি নেড়ে এর নিচে পানি পৌঁছানো ফরয। ✿ শরয়ী মাযুর (অক্ষম ব্যক্তি) না হলে নামাযের সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই অযু করা। (শরয়ী মাযুরের বিস্তারিত বিধান এই রিসালা থেকে দেখে নিন) ✿ যারা পরিপূর্ণভাবে অযু করে অর্থাৎ যাদের কোন অঙ্গই পানি প্রবাহিত না হয়ে থাকে না তাদের জন্য নাকের দিকস্থ চোখের উভয় কোণা, টাখনু, গোড়ালি, পায়ের তালু, গোড়ালীর উপরের মোটা রগ, আঙ্গুল সমূহের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

কনুই ইত্যাদি অঙ্গ সমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা মুস্তাহাব, যাতে উক্ত অঙ্গ সমূহ শুষ্ক থেকে না যায়। আর যারা খামখেয়ালী তাদের জন্য অযুর সময় উক্ত জায়গাগুলোর প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা ফরয। কেননা, অধিকাংশের ক্ষেত্রে উক্ত জায়গাগুলো ধৌত করার পরও শুষ্ক থেকে যেতে দেখা গিয়েছে। আর এটা খামখেয়ালিপনারই কারণে হয়ে থাকে। এরূপ খামখেয়ালিপনা হারাম এবং বিশেষভাবে খেয়াল রাখা ফরয যাতে কোন অঙ্গ শুষ্ক থেকে না যায়। ✿ অযুর লোটা (বদনা) বাম দিকে রাখুন। যদি বড় গামলা বা পাতিল ইত্যাদি থেকে অযু করে, তাহলে ডান পাশে রাখুন। ✿ মুখমন্ডল ধোয়ার সময় কপালের উপর এমনভাবে পানি দেয়া যেন কপালের উপরের কিছু অংশও ধুয়ে যায়। ✿ মুখমন্ডল, ✿ হাত ও পায়ের উজ্জলতা বৃদ্ধি করা অর্থাৎ যতটুকু জায়গা ধৌত করা ফরয তার চতুর্দিকের কিছু কিছু অংশ বাড়িয়ে ধৌত করা। যেমন- হাত ধোয়ার সময় কনুইর উপর বাহুর অর্ধেক পর্যন্ত ও পা ধোয়ার সময় টাখনুর উপর গোছার অর্ধেক পর্যন্ত ধৌত করা। ✿ দুই হাতে মুখমন্ডল ধৌত করা। ✿ হাত ও পা ধোয়ার সময় আঙ্গুল সমূহ থেকে ধোয়া শুরু করা। ✿ প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার পর হাত বুলিয়ে অঙ্গ থেকে পানির ফোঁটাগুলো ফেলে দেয়া, যেন শরীর অথবা কাপড়ের উপর ফোঁটা ফোঁটা না ঝরে। বিশেষত: মসজিদে যাওয়ার সময়। কেননা, মসজিদের ফ্লোরে অযুর পানির ফোঁটা ফেলা মাকরূহে তাহরীমী। ✿ প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় ও মাথা মাসেহ করার সময় অযুর নিয়্যত কার্যকর রাখা। ✿ অযুর শুরুতে بِسۡمِ الله পাঠ করার সাথে সাথে দরূদ শরীফ ও কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা। ✿ বিনা প্রয়োজনে অযুর অঙ্গ সমূহ না মোছা, যদি নিতান্তই মুছতে হয় তাহলে সম্পূর্ণ না শুকিয়ে সামান্য আদ্র (ভিজা) অবস্থায় রেখে দেয়া। কেননা, কিয়ামতের দিন নেকীর পাল্লায় রাখা হবে। ✿ অযুর পর হাত না ঝাড়া, কারণ এটা শয়তানের জন্য পাখায় পরিণত হয়, ✿ পানি ছিটানোর সময় পায়জামার উক্ত অংশকে জামার প্রান্ত বা আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

অযুর সময় এমন কি সবসময় পায়জামার উক্ত অংশ জামার আচল বা চাদর ইত্যাদি দ্বারা ঢেকে রাখা উত্তম। যাতে ভেসে উঠা সতর দেখা না যায়। ✿ যদি মাকরূহ সময় না হয় তাহলে অযুর পর দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা, যাকে তাহিয়্যাতুল অযু বলা হয়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৯৩-৩০০ পৃষ্ঠা)

অযুর ১৬টি মাকরূহ

✿ অযুর জন্য নাপাক জায়গায় বসা ✿ নাপাক জায়গায় অযুর পানি ফেলা ✿ অযুর অঙ্গ সমূহ থেকে লোটা (বদনা) ইত্যাদিতে ফোঁটা ফোঁটা পানি ফেলা, (মুখ ধোয়ার সময় পানিপূর্ণ অঞ্জলীতে সাধারণত মুখমন্ডল হতে পানির ফোটা পড়ে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন) ✿ কিবলার দিকে থুথু, কফ, কুলির পানি ইত্যাদি নিক্ষেপ করা ✿ প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা, ✿ অতিরিক্ত পানি খরচ করা (আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ “বাহারে শরীয়াত (সংগৃহীত)” ১ম খন্ডের ৩০২-৩০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন: নাকে পানি দেয়ার সময় আধা অঞ্জলী থেকে বেশি পানি ব্যবহার করা অপচয়) ✿ এত কম পানি ব্যবহার করা যাতে সুন্নাত আদায় হয় না। অতএব পানির নল এত বেশি খোলাও উচিত নয় যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পড়ে, আবার এত সামান্য পরিমাণ খোলাও উচিত নয় যাতে সুন্নাত আদায় না হয় বরং মধ্যম ভাবেই পানির নল খোলা উচিত। ✿ মুখে পানি মারা ✿ মুখে পানি দেয়ার সময় ফুঁক দেয়া ✿ এক হাতে মুখ ধোঁয়া কারণ এটা রাফেজী ও হিন্দুদের রীতি, ✿ গলা মাসেহ্ করা। ✿ বাম হাতে কুলী অথবা নাকে পানি দেয়া। ✿ ডান হাতে নাক পরিষ্কার করা ✿ তিনবার নতুন পানি দিয়ে তিনবার মাথা মাসেহ্ করা, ✿ রোদের তাপে গরম করা পানি দিয়ে অযু করা, ✿ মুখ ধোয়ার সময় উভয় ঠোঁট ও উভয় চক্ষু দৃঢ়ভাবে বন্ধ রাখা। যদি ঠোঁট ও চোখের কিছু অংশও শুষ্ক থেকে যায় তাহলে অযুই হবে না। অযুর প্রতিটি সুন্নাত বর্জন করা মাকরূহ আর প্রতিটি মাকরূহ বর্জন করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০০-৩০১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

রোদের তাপে গরম পানির ব্যাখ্যা

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর লিখিত মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত (সংগৃহীত)" ১ম খন্ডের ৩০১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখেন: যে পানি রোদের তাপে গরম হয়ে গেলো, সেটা দ্বারা অযু করা সম্পূর্ণভাবে মাকরূহ নয় বরং এতে কিছু শর্ত রয়েছে, যার আলোচনা পানির অধ্যায়ে আসবে এবং এর দ্বারা অযু করা মাকরূহে তানযীহি, তাহরিমী নয়। পানির অধ্যায় ৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেন: যে পানি উষ্ণ দেশে গরম ঋতুতে স্বর্ণ রূপা ছাড়া অন্য কোন ধাতুর প্লেটের মধ্যে রোদে গরম হয়ে গলো। তখন যতক্ষণ পর্যন্ত গরম থাকে এর দ্বারা অযু ও গোসল না করা উচিত এবং পান না করা উচিত। বরং শরীরের মধ্যে যাতে না পৌঁছে, যদিও কাপড় ভিজে যায়। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঠান্ডা না হয় সেটা পরিধান করা থেকে বেঁচে থাকবে। এই পানি ব্যবহারের দ্বারা শরীরে সাদা দাগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার পরও যদি কেউ অযু গোসল করে নেয়, হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০১,৩৩৪ পৃষ্ঠা)

ব্যবহৃত পানির গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

যদি অযুহীন ব্যক্তির হাত, আঙ্গুলের মাথা, নখ অথবা শরীরের এমন কোন অংশ যা অযুতে ধৌত করা হয়, জেনে শুনে অথবা ভূলবশত ১০০ বর্গগজ কম পানিতে (যেমন-পানি ভর্তি বালতি অথবা লোটা (বদনা) ইত্যাদিতে) পড়ে, তাহলে এটা ব্যবহৃত পানি হয়ে গেলো। ঐ পানি দ্বারা অযু ও গোসল করা যাবে না। অনুরূপ যার উপর গোসল ফরয হয়েছে তার শরীরের কোন ধৌতহীন অঙ্গ যদি পানিতে স্পর্শ করে ঐ পানিও অযু-গোসলের জন্য উপযুক্ত নয়। হ্যাঁ! ধৌত করা কোন হাত বা অঙ্গ যদি পড়ে তাহলে কোন ক্ষতি নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা) (ব্যবহৃত পানি ও অযু-গোসলের বিস্তারিত আহকাম শিখার জন্য "বাহারে শরীয়াত" ২য় খন্ড অধ্যয়ন করুন)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

মাটি মিশ্রিত পানি দ্বারা অযু হবে কিনা?

✿ পানির মধ্যে যদি বালি কাদা মিশ্রিত হয়ে যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত মসৃণ থাকে এর দ্বারা অযু জায়েয। আমি বলি (আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: “আমি বলছি”) কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া কাদা মিশ্রিত পানি দ্বারা অযু করা নিষেধ যেহেতু আকৃতি বিকৃত অর্থাৎ আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়াটা শরয়ী ভাবে হারাম। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৬৫০ পৃষ্ঠা)** জানা গেলো; মুখে এই ধরণের মাটি মিশ্রিত করা যার দ্বারা আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায় বা মুখ কালো করা। যেমনিভাবে অনেক সময় চোর কয়লা ইত্যাদি দিয়ে মুখ কালো করে দেয়। এটা হারাম ইচ্ছাকৃত ভাবে কাফেরের ও বিকৃত করা অর্থাৎ চেহারা পরিবর্তন করা জায়েয নেই। ✿ যেই পানিতে কোন দূর্গন্ধ যুক্ত জিনিস পাওয়া যায় এর দ্বারা অযু করা মাকরূহ। বিশেষ করে এর দূর্গন্ধ নামাযের মধ্যেও বিদ্যমান থাকে এর দ্বারা নামায মাকরূহে তাহরিমী হবে। **(প্রাগুক্ত, ৬৫০ পৃষ্ঠা)**

পান ভক্ষনকারী মনোযোগ দিন

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, অলীয়ে নেয়ামত, আজীমুল বারাকাত, আজীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদ'আত, ‘আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বা-ইছে খাইরু বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: যারা পান ভক্ষণে বেশি পরিমাণে অভ্যস্থ এবং যাদের দাঁতগুলো বিশেষত ফাঁকা, অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, সুপারীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা এবং পানের ছোট ছোট টুকরা তাদের মুখের ভিতর বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে এমনভাবে স্থান দখল করে নেয় যে, সেগুলো তিনবার নয় বরং দশবার কুলি করেও পরিপূর্ণভাবে পরিস্কার করা সম্ভব হয় না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

খিলাল বা মিসওয়াক কোন কিছুর দ্বারাই এগুলোকে বের করে আনা যায় না। একমাত্র মুখের ভিতর পানি নিয়ে তা ভালভাবে নাড়া-চাড়া করেই মুখের বিভিন্ন অংশ ও দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকে থাকা পান ও সুপারীর সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো আস্তে আস্তে বের করে আনা সম্ভব হয়। তাই এ ক্ষেত্রে কুলি করার নির্ধারিত কোন সংখ্যা হতে পারে না এবং এই পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কঠোর তাকিদ দেওয়া হয়েছে। অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে: "যখন মানুষ নামাযে দন্ডায়মান হয়, তখন ফিরিশতা তার মুখ ঐ নামাযীর মুখের সাথে লাগিয়ে দেয় এবং মানুষ নামাযের মধ্যে যা কিছু পড়ে তা তার মুখ থেকে বের হয়ে ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে।" তাই নামাযরত অবস্থায় মানুষের দাঁতের ফাঁকে কোন খাদ্যকণা থাকলে তাতে ফিরিশতার এমন কষ্ট হয় যেরূপ কষ্ট অন্য কিছু দ্বারা হয় না।

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের কেউ রাতের বেলায় নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন উচিত হচ্ছে; নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করে নেওয়া। কেননা, সে যখন নামাযে কিরাত পাঠ করে, তখন ফিরিশতা তার মুখ ঐ নামাযীর মুখের সাথে লাগিয়ে দেয় এবং নামাযরত অবস্থায় যা কিছু ঐ নামাযীর মুখ থেকে নির্গত হয়, তা ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে।" আল্লামা তাবরানী তার বিখ্যাত গ্রন্থ "কাবীর" এ হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণনা করেন: "দুজন ফিরিশতার নিকট এর চেয়ে কষ্টদায়ক বস্তু আর কিছুই নেই যে, তারা তার সাথীদের নামাযরত অবস্থায় দেখতে পায়, অথচ তার দাঁতে খাদ্য কণা আটকে রয়েছে।"

(আল মুজামুল কবীর, ৪র্থ খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৬১। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৬২৪ পৃষ্ঠা, ৬২৫)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

সুফী তত্ত্বের মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামীদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: অযু থেকে অবসর হয়ে যখন আপনি নামাযের ইচ্ছা পোষণ করবেন তখন এ ধ্যান করুন যে, যে সকল প্রকাশ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর মানুষের দৃষ্টি পড়ে ঐগুলোতো পাক হয়ে গেলো কিন্তু অন্তরের পবিত্রতা ছাড়া **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে মুনাজাত করা একটা নির্লজ্জতা। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** অন্তর দেখেন। তিনি আরো বলেন: প্রকাশ্য অযুকারীর (পবিত্রতা অর্জনকারীর) এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, অন্তরের পবিত্রতা তাওবা, গুনাহ্ বর্জন ও সুন্দর চরিত্র গঠনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি অন্তরকে পাপের ময়লা থেকে পরিস্কার করে না শুধু বাহ্যিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতি যত্নবান হয় তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে বাদশাহকে তার ঘরে আমন্ত্রণ করলো এবং বাদশাহের আগমন উপলক্ষ্যে তার ঘরের বাইরে খুবই সাজসজ্জা ও চাকচিক্য করলো অথচ ঘরের ভিতর অপরিস্কার, নোংরা ও ময়লা আবর্জনা পূর্ণ রেখে দিল। এখন বাদশাহ তার ঘরে আগমন করে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে যখন ময়লা আবর্জনা ও দুর্গন্ধ দেখতে পাবেন তখন তিনি কি খুশী হবেন না অসন্তুষ্ট হবেন, তা প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই সহজে অনুধাবন করতে পারে। (ইহ্‌ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

ক্ষত ইত্যাদি থেকে রক্ত বের হওয়ার ৫টি হুকুম

✿ রক্ত, পুঁজ বা হলুদ রঙের পানি শরীরের কোন স্থান থেকে বের হয়ে এমন স্থানে গড়িয়ে পড়ল বা গড়িয়ে পড়ার শক্তি ছিলো যা ধৌত করা অযু বা গোসলের মধ্যে ফরয। তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

✿ রক্ত যদি দেখা যায় বা বের হয় কিন্তু গড়িয়ে পড়েনি,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

যেমন- সূঁচের মাথা বা ছুরির ধারালো প্রান্ত ইত্যাদি বিদ্ধ হওয়ার কারণে রক্ত বের হয় বা দেখা গেলো অথবা দাঁত খিলাল করলো বা মিসওয়াক করলো বা আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজলো অথবা দাঁত দ্বারা কোন জিনিস যেমন-আপেল ইত্যাদি কামড় দিলো এবং এতে রক্তের চিহ্ন দেখা গেলো অথবা নাকের ছিদ্রে আঙ্গুল প্রবেশ করাল এবং এতে রক্তের লালচে রং দেখা গেলো কিন্তু তা প্রবাহিত হওয়ার মত ছিলো না তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না। (প্রাগুক্ত) ✿ যদি রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হয় কিন্তু প্রবাহিত হয়ে এমন স্থানে না পৌঁছে যা ধৌত করা অযু বা গোসলের মধ্যে ফরয, যেমন-চোখে দানা ছিলো তা ফেঁটে বের না হয়ে ভিতরেই রয়ে গেলো। অথবা রক্ত বা পুঁজ বের না হয়ে কানের ভিতরেই রয়ে গেলো অযু ভঙ্গ হবে না। (প্রাগুক্ত, ২৭ পৃষ্ঠা) ✿ ক্ষতস্থান খুবই বড় এবং এতে আর্দ্রতাও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আর্দ্রতা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবাহিত হবে না অযু ভঙ্গ হবে না। (প্রাগুক্ত) ✿ জখমের (ক্ষতস্থানের) রক্ত বারবার মুছে ফেলার কারণে প্রবাহিত হতে পারেনি। এখন দেখতে হবে যতগুলো রক্ত মুছে ফেলা হলো, তা প্রবাহিত হওয়ার মতো ছিলো কিনা? যদি প্রবাহিত হওয়ার মত ছিলো তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি প্রবাহিত হওয়ার মত না হয়ে থাকে, তাহলে অযু ভঙ্গ হলো না। (প্রাগুক্ত)

ঠান্ডার কারণে অঙ্গ ফেঁঠে যায় তখন .....

ঠান্ডা ইত্যাদির কারণে যদি অঙ্গ ফেঁঠে যায়, ধৌত করতে পারলে ধৌত করবে। ঠান্ডা পানি ক্ষতি করলে তখন পানি গরম করার সামর্থ থাকলে করাটা ওয়াজীব। আর যদি গরমের দ্বারাও ক্ষতি হয়, তবে মাসেহ করবে। যদি মাসেহ দ্বারাও ক্ষতি হয়, তখন এর উপর যে পট্টি বা ঔষধের প্রলেপ রয়েছে এর উপর পানি প্রবাহিত করবে। এটাও যদি ক্ষতি হয়, তখন ঐ পট্টি বা ঔষধের প্রলেপের উপর পরিপূর্ণ মাসেহ করবে। এর দ্বারাও যদি ক্ষতি হয়, তবে ছেড়ে দিবে। এটা ক্ষমা। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৬২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)

অযুর মধ্যে মেহেদী ও সুরমার মাসয়ালা

✿ মহিলার হাতে পায়ে মেহেদীর চিহ্ন লেগে রয়েছে আর খবর নেই, তখন অযু ও গোসল হয়ে যাবে। হ্যাঁ! যখন বুঝতে পারবে তখন সেটা উঠিয়ে পানি প্রবাহিত করবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৬১৩ পৃষ্ঠা) ✿ সূরমা যদি চোখের কোনে বা পলকে থেকে যায়, আর খবর নেই। বাহ্যিক ভাবে কোন অসুবিধা নেই এবং নামাযের পর যদি চোখের কোণায় অনুভূত হয়, তবে কোন ভয় নেই, নামায হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

ইনজেকশান নিলে অযু ভঙ্গ হবে কিনা?

✿ মাংসের মধ্যে ইনজেকশান দেয়ার পর যদি প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত বের হয়, তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। ✿ শিরায় ইনজেকশান দিয়ে প্রথমে উপরের দিকে যে রক্ত টানা হয় তা যেহেতু প্রবাহিত হওয়ার মত, তাই এর দ্বারা অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে ✿ গ্লোকোজ ইত্যাদির স্যালাইন শিরার মধ্যে লাগালে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, এতে প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত নলীতে এসে যায়। আর যদি প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত নলীতে না আসে তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না। ✿ পরীক্ষা করানোর জন্য সিরিঞ্জের মাধ্যমে যে রক্ত বের করা হয় তা দ্বারা অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ এতে প্রবাহিত হওয়ার মত রক্ত বের হয়ে থাকে। আর এ রক্ত প্রস্রাবের মতও নাপাক। তাই এরূপ রক্ত পূর্ণ শিশি পকেটে নিয়ে নামায আদায় করলে নামায হবে না। তাছাড়া রক্ত বা প্রস্রাবের শিশি যদিও তা ভালভাবে বন্ধ, মসজিদের ভিতর নিয়ে যেতে পারবে না, নিয়ে গেলে গুনাহগার হবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

অসুস্থ চোখ থেকে প্রবাহিত অশ্রুর বিধান

✿ চোখের অসুখের কারণে চোখ থেকে যে অশ্রু প্রবাহিত হয় তা নাপাক। আর এরূপ অশ্রু দ্বারা অযুও ভঙ্গ হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) আফসোস! অধিকাংশ লোক এ মাসয়ালা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে রুগ্ন চক্ষু হতে যে অশ্রু প্রবাহিত হয় তাকে সাধারণ অশ্রুর মত মনে করে আস্তিন বা জামার আচল ইত্যাদি দ্বারা মুছে কাপড় নাপাক করে ফেলে। ✿ অন্ধ ব্যক্তির চোখ হতে রোগের কারণে যে পানি বের হয় তা নাপাক এবং তা দ্বারা অযুও ভঙ্গ হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

পাক এবং নাপাক আর্দ্রতা

✿ মানুষের শরীর থেকে যে তরল আর্দ্রতা বের হয়, আর অযু ভঙ্গ করে না, তা পাক। উদাহরণ স্বরূপ- রক্ত বা পূঁজ বের হয়ে গড়িয়ে না পড়লে অথবা সামান্য বমি যা মুখ ভর্তি নয়, তা পাক। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

ফোস্কা ও ফোঁড়া

✿ যদি ফোস্কা নখে আঁচড়িয়ে তুলে ফেলা হয় আর পানি প্রবাহিত হয়, তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে, অন্যথায় নয়। (প্রাগুক্ত, ৩০৫ পৃষ্ঠা) ✿ ফোঁড়া সম্পূর্ণ সুস্থও হয়ে গেছে কিন্তু উপরে মরা চামড়া বাকি রয়েছে, যাতে মুখ ও ভিতরে শূন্য জায়গা আছে। যদিঐ শূন্য জায়গা পানিতে ভরে যায় আর ঐ পানি চেপে বের করা হয়, তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না। ঐ বের করা পানি নাপাকও নয়। হ্যাঁ, যদি ঐ শূন্য জায়গার ভিতর থেকে বের করা পানিতে রক্ত ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে অযুও ভঙ্গ হবে আর ঐ পানিও নাপাক হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

✿ খোস-পাঁচড়া অথবা ফোঁড়ার মধ্যে যদি প্রবাহিত হওয়ার মত তরল পদার্থ না থাকে, শুধুমাত্র আদ্র থাকে, যাতে বার বার কাপড় লেগে যায়, ঐ লাচা পাক। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) ✿ নাক পরিষ্কার করার পর যদি নাক থেকে জমাট রক্ত বের হয় তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না। তবে অযু করে নেয়া উত্তম।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)

বমি দ্বারা কখন অযু ভঙ্গ হয়?

মুখভর্তি বমিতে যদি খাদ্য, পানি বা পিত্তরঙের তিক্ত পানি নির্গত হয় তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। যে বমিকে নিবারণ করা খুবই কষ্টকর তাকে মুখভর্তি বমি বলে। মুখভর্তি বমি প্রস্রাবের মতই নাপাক। তাই এরূপ বমির ছিটা থেকে কাপড় ও শরীর রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৬ এবং ৩৯০ পৃষ্ঠা)

হাসির হুকুম

(১) রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাযে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অট্টহাসি দিলো অর্থাৎ এত জোরে হাসল যে পার্শ্ববর্তী লোকেরা তা শুনে ফেললো, তাহলে অযুও ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং নামাযও ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এমন আওয়াজে হাসে যে, হাসির আওয়াজ শুধু সে নিজেই শুনতে পায়। তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, অযু ভঙ্গ হবে না। আর মুচকি হাসি দিলে অযু নামায কিছুই ভঙ্গ হয় না। কেননা, মুচকি হাসিতে মোটেই আওয়াজ হয় না, শুধুমাত্র দাঁত দেখা যায়। (মারাকিউল ফালাহ, ৬৪ পৃষ্ঠা) (২) কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি জানাযার নামাযে অট্টহাসি দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে কিন্তু অযু ভঙ্গ হবে না। (প্রাগুক্ত) (৩) নামাযের বাইরে অট্টহাসি দিলে অযু ভঙ্গ হবে না তবে পুনরায় অযু করা মুস্তাহাব। (মারাকিউল ফালাহ, ৬০ পৃষ্ঠা) আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো অট্টহাসি দেননি। তাই অট্টহাসি বর্জন করে এবং উচ্চ স্বরে না হেসে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ প্রিয় সুন্নাতকে জীবন্ত রাখার প্রতি আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "وَالْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطٰنِ اَلتَّبَسُّمُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ- আর অট্টহাসি শয়তানের পক্ষ থেকে মুচকি হাসি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।" (আল মুজামুল সাগীর লিত তাবরানী, ২য় খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

সতর দেখা গেলে কি অযু ভঙ্গ হয়ে যায়?

জন সাধারণের মধ্যে প্রচলন আছে যে, হাঁটু বা সতর খুলে গেলে, নিজের কিংবা অপরের সতর দেখা গেলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু এটা একেবারে ভুল। হ্যাঁ! অযুর সময় নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সমস্ত সতর ঢেকে রাখা অযুর আদব। বরং প্রস্রাব ও পায়খানা সেরে তাড়াতাড়ি সতর ঢেকে ফেলা উচিত। কেননা, বিনা প্রয়োজনে সতর খোলা রাখা নিষেধ এবং জন সম্মুখে সতর খোলা হারাম।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

গোসলের অযুই যথেষ্ট

গোসলের জন্য যে অযু করা হয়, সেটাই যথেষ্ট, যদিও উলঙ্গাবস্থায় গোসল করে থাকে। গোসলের পর দ্বিতীয়বার অযু করা জরুরী নয়। যদি গোসলের পূর্বে অযু নাও করা হয়, তবুও গোসলের মাধ্যমে অযুর অঙ্গসমূহে পানি প্রবাহিত হওয়ার কারণে অযু হয়ে যায়, নতুনভাবে অযু করার দরকার নেই। কাপড় পাল্টানোর কারণে অযু ভঙ্গ হয় না।

থুথুর মধ্যে রক্ত

(১) মুখ থেকে রক্ত বের হলো, থুথুর উপর যদি রক্তের প্রাধান্য থাকে, তবে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। রক্তের প্রাধান্য বুঝার পদ্ধতি হচ্ছে; যদি থুথুর রং লাল হয়, তাহলে বুঝতে হবে এতে রক্তের প্রাধান্য আছে, তাই অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং এ লাল (থুথু) নাপাকও।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

যদি থুথুর রং হলুদ হয়, তবে বুঝতে হবে এতে রক্তের উপর থুথুর প্রাধান্য আছে। অতএব অযু ভঙ্গ হবে না, আর এ হলুদ বর্ণের থুথু নাপাকও নয়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা) (২) মুখ থেকে এত বেশি পরিমাণ রক্ত বের হলো যে, থুথু লাল হয়ে গেলো, এমতাবস্থায় কুলি করার জন্য লোটা (বদনা) অথবা গ্লাসে মুখ লাগিয়ে পানি নিলে লোটা (বদনা), গ্লাস ও সবটুকু পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ সময় অত্যন্ত সাবধানতার সাথে হাতের কোষে পানি নিয়ে কুলি করতে হবে। আর কুলির পানির ছিঁটা যেন কাপড় ইত্যাদিতে না পড়ে সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে।

অযুর মধ্যে সন্দেহ আসার ৫টি বিধান

✿ অযুকালীন সময়ে যদি কোন অঙ্গ ধৌত করা না করার ক্ষেত্রে সন্দেহ জাগে এবং এ সন্দেহ জীবনে প্রথম বারের মত ঘটে থাকে, তাহলে সে অঙ্গ ধুয়ে নিন। আর যদি এরূপ সন্দেহ প্রায়ই ঘটে থাকে, তাহলে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। অনুরূপ অযুর পরেও যদি কোন অঙ্গ ধৌত করা না করার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তার প্রতি কোন দৃষ্টি দিবেন না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) ✿ আপনি অযু অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু এখন আপনার অযু আছে কিনা, তাতে আপনার সন্দেহ সৃষ্টি হলো। এমতাবস্থায়ও আপনার অযু বহাল থাকবে নতুন ভাবে আপনাকে অযু করতে হবে না। কেননা, সন্দেহের কারণে অযু ভঙ্গ হয় না। (প্রাগুক্ত, ৩১১ পৃষ্ঠা) ✿ প্ররোচনার কারণে অযু ভেঙ্গে গেছে মনে করে পুনরায় অযু করা সাবধানতা অবলম্বন করা নয় বরং তা শয়তানেরই অনুকরণ মাত্র। (প্রাগুক্ত) ✿ নিশ্চিতভাবে আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত অযু অবস্থায় থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত অযু ভঙ্গ হওয়ার উপর শপথ করে বলার মত আপনার প্রবল ধারণা না জন্মে। ✿ আপনার স্মরণ আছে যে, আপনার একটি অঙ্গ অধৌত রয়ে গেছে। তবে কোন অঙ্গটি অধৌত রয়ে গেছে তা আপনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না, এমতাবস্থায় আপনি বাম পা ধুয়ে নিন। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

নিদ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়া ও না হওয়ার বর্ণনা

নিদ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়ার দু'টি শর্ত: (১) নিদ্রার সময় উভয় নিতম্ব ভালভাবে সংযুক্ত না থাকা। (২) অচেতন অবস্থায় নিদ্রার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা না হওয়া। দুটি শর্ত এক সাথে পাওয়া গেলে অর্থাৎ নিদ্রার সময় উভয় নিতম্ব ভালভাবে সংযুক্ত না থাকলে এবং অচেতন অবস্থায় ঘুমালে নিদ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর একটি শর্ত পাওয়া গেলে এবং অপরটি পাওয়া না গেলে নিদ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না।

নিম্নোক্ত দশ ধরনের নিদ্রাতে অযু ভঙ্গ হয় না: (১) উভয় নিতম্ব জমিনের সাথে সংযুক্ত রেখে এবং উভয় পা এক দিকে প্রসারিত করে বসা অবস্থায় ঘুমালে। চেয়ার, বাস ও রেল গাড়ির আসনে বসা অবস্থায় ঘুমালেও একই হুকুম। (২) উভয় নিতম্ব জমিনের সাথে সংযুক্ত রেখে এবং উভয় হাত দ্বারা উভয় পায়ের গোছাকে বেষ্টন করে বসা অবস্থায় ঘুমালে। চাই হাত জমিনের উপর রাখুক বা মাথা হাঁটুর উপর রাখুক। (৩) জমিন, পালঙ্ক, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদিতে চারজানু হয়ে বসা অবস্থায় ঘুমালে। (৪) দু'জানু করে সোজা হয়ে বসা অবস্থায় ঘুমালে। (৫) ঘোড়া বা খচ্চরের জিন সজ্জিত পৃষ্ঠে আরোহণ অবস্থায় ঘুমালে।(৬) জীবজন্তু উঁচু ভূমিতে আরোহণের সময় বা সমতল ভূমিতে চলার সময় এদের জিনশূন্য পৃষ্ঠে সাওয়ার অবস্থায় ঘুমালে। (৭) উভয় নিতম্ব সংযুক্ত রেখে বালিশ বা অন্য কোন কিছুতে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় ঘুমালে। যদিও তা সরিয়ে ফেলা হলে সে পড়ে যাবে। (৮) দন্ডায়মান অবস্থায় ঘুমালে। (৯) রুকু অবস্থায় ঘুমালে। (১০) পেট উরুর সাথে এবং বাহু পার্শ্বের সাথে না লাগিয়ে পুরুষেরা যেরূপ সুন্নাত মোতাবেক সিজদা করে থাকে, সেরূপ সিজদারত অবস্থায় ঘুমালে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ঘুমানোর উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো চাই নামাযরত অবস্থায় পাওয়া যাক বা নামাযের বাহিরে পাওয়া যাক সর্বাবস্থায় অযু ভঙ্গ হবে না এবং নামাযরত অবস্থায় পাওয়া গেলে নামাযও ভঙ্গ হবে না, যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমিয়ে থাকুক না কেন। অবশ্য নামাযের যে সমস্ত রুকন ঘুমন্ত অবস্থায় আদায় করা হয়েছে তা পুনরায় আদায় করে দিতে হবে।আর যদি জাগ্রত অবস্থায় নামায বা নামাযের কোন রুকন শুরু করে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে নামাযের যে অংশ জাগ্রত অবস্থায় আদায় করা হয়েছে তা আদায় হয়ে যাবে আর ঘুমন্ত অবস্থায় যা আদায় করা হয়েছে তা পুনরায় আদায় করে দিতে হবে।

নিম্নোক্ত দশ ধরনের নিদ্রাতে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়: (১) পয়ের উপর ভর দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় ঘুমালে। (২) চিৎ হয়ে শয়ন করা অবস্থায় ঘুমালে, (৩) উপুড় হয়ে শয়ন করা অবস্থায় ঘুমালে, (৪) ডান কাতে বা বাম কাতে শয়ন করা অবস্থায় ঘুমালে, (৫) এক কনুইতে ঠেস দিয়ে বা এক হাতের উপর ভর দিয়ে ঘুমালে। (৬) বসে ঘুমানোর সময় এক দিকে ঝুঁকে পড়লে এবং এক অথবা উভয় নিতম্ব উঠে গেলে। (৭) জীবজন্তু নিচু ভূমিতে নামার সময় এদের জিনশূন্য পৃষ্ঠে সাওয়ার অবস্থায় ঘুমালে, (৮) পেট উরুর উপর রেখে দু’জানু হয়ে বসে ঘুমানোর সময় উভয় নিতম্ব সংযুক্ত না থাকলে, (৯) মাথা উরু ও পায়ের গোছার উপর রেখে চার জানু হয়ে বসাবস্থায় ঘুমালে। (১০) পেট উরুর সাথে এবং বাহু পার্শ্বের সাথে লাগিয়ে এবং উভয় হাত মাটিতে বিছিয়ে মহিলারা যেরূপ সিজদা করে থাকে, সেরূপ সিজদারত অবস্থায় ঘুমালে।

ঘুমানোর উপরোক্ত পদ্ধতি গুলো নামাযরত অবস্থায় পাওয়া যাক বা নামাযের বাইরে পাওয়া যাক, সর্বাবস্থায় অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। অতঃপর যদি উক্ত পদ্ধতিতে ইচ্ছাকৃত ঘুমায় তখন নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘুমালে নামায ভঙ্গ হবে না তবে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

পুনরায় নতুনভাবে অযু করে অবশিষ্ট নামায যেখানেই ঘুম এসেছিল সেখান থেকেই নির্দিষ্ট শর্তাবলী পালন সহ আদায় করে দিতে হবে, যেখানে ঘুম এসে ছিলো । আর শর্ত জানা না থাকলে নতুনভাবে সম্পূর্ণ নামায পুনরায় আদায় করে দিন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৩৬৫, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর অযু এবং ঘুম মোবারক

আম্বীয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام অযু ঘুমানোর দ্বারা ভঙ্গ হয় না। ফায়েদা: আম্বীয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام চক্ষু ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না, ✿ কতিপয় অযু ভঙ্গ করা জিনিস আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর জন্য এই ভাবে অযু ভঙ্গের কারণ নয়। তাদের থেকে সেগুলো প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ- পাগল হওয়া বা নামাযের মধ্যে অট্ট হাঁসি। ✿ বেহুশ হওয়াটা আম্বীয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام শরীরের উপর প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু অন্তর ঐ অবস্থায়ও সজাগ ও জাগ্রত থাকে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৭৪০ পৃষ্ঠা)

মসজিদ সমূহের অযুখানা

মিসওয়াক করার কারণে অনেক সময় দাঁত দিয়ে রক্ত বের হওয়ার ফলে থুথু লাল হয়ে নাপাক হয়ে যায়। কিন্তু আফসোস! এর থেকে বাঁচার কোন তৎপরতা মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। অধিকাংশ মসজিদের অযুখানাগুলোও ততবেশি গভীর করে তৈরী করা হয় না। ফলে অযু করার সময় লাল থুথু বিশিষ্ট কুলির নাপাক পানির ছিটা কাপড় বা শরীরে গিয়ে পড়ে তা নাপাক হয়ে যায়। অনুরূপ ঘরে নির্মিত গোসলখানার সমতল ও কঠিন মেঝে অযু করার সময়ও অযুর পানির ছিটা অধিক হারে কাপড় বা শরীরে গিয়ে পড়ে থাকে। তাই এর থেকেও সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ঘরে অযুখানা তৈরী করুন

বর্তমানে মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেসিনে অযু করার প্রচলন দেখা যায়, যা মুস্তাহাবের পরিপন্থী। আফসোস! আজকাল মানুষেরা নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য অনেক বড় বড় বিলাস বহুল দালানকোঠা নির্মাণ করে থাকলেও এতে সামান্য একটি ছোট্ট অযুখানা তৈরী করতে তারা কার্পন্যতা বোধ করে। তাই সুন্নাতের প্রতি আন্তরিকতা আছে এমন ইসলামী ভাইদের প্রতি আমার মাদানী আবেদন, সম্ভব হলে আপনারা প্রত্যেকেই আপনাদের ঘরে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সম্বলিত পাইপ বিশিষ্ট একটি অযুখানা তৈরী করে নিবেন। তবে অযুখানা বানানোর সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন, পানির ধারা যাতে সোজা মেঝেতে না পড়ে ঢালু জায়গায় গিয়ে পড়ে সেভাবে পাইপের নল ফিট করা হয়। অন্যথায় অযু করার সময় দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে সে রক্ত মিশ্রিত কুলির নাপাক পানির ছিটা কাপড় বা শরীরে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। আপনি যদি সে ছিটা থেকে বাঁচার যথাযথ ব্যবস্থা সম্বলিত একটি অযুখানা নির্মাণ করতে চান তাহলে এই রিসালার শেষে অযুখানার প্রদত্ত নমুনা অনুসরণ করেই করতে পারেন। ওয়াটার ক্লজেট তথা **W.C** তে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার সময়ও সচরাচর পায়ের গোড়ালীর দিকে নাপাক পানির ছিটা এসে পড়ে। তাই শৌচকর্মের পর উভয় পা ভালভাবে ধৌত করে নেবেন।

অযুখানা বানানোর নিয়ম

পারিবারিক অযুখানার দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে ৪২ ইঞ্চি এবং পৌন ৪৯" ইঞ্চি প্রস্থ, উচ্চতা জমিন থেকে পৌন ১৪ ইঞ্চি। উচ্চতা ১৪ ইঞ্চির উপরে থাকবে, সাড়ে ৭" ইঞ্চি প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য এক সিড়ি থেকে অন্য সিড়ি পর্যন্ত সাড়ে ৩২" ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট সিড়ির ধাপের ন্যায় একটি বৈঠকখানা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

বৈঠকখানাটি অযুখানার দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ যে কোন বরাবরই হতে পারবে। বৈঠকখানা এবং সম্মুখস্থ দেয়ালের মাঝখানেব ব্যবধান থাকবে ২৫ ইঞ্চি। অযুখানাটির সামনের দিকে এমনিভাবে ঢালু **(SLOPE)** করতে হবে যাতে নালা সাড়ে ৭ ইঞ্চির বেশি না হয়। পা রাখার স্থান পায়ের দৈর্ঘ্যের চেয়ে সামান্য বেশি সর্বোচ্চ সাড়ে ১১ ইঞ্চি নিচুতে করতে হবে। এর পুরো জায়গায় সম্মুখস্থ স্থানে সাড়ে ৪ ইঞ্চি উঁচু নিচু করবে যাতে ঘষার ফলে পায়ের ময়লা (বিশেষ করে ঠান্ডার সময়) বের হয়ে চলে যায়। **L** বা **U** সাইজের একটি বক্র নল মাটি হতে ৩২ ইঞ্চি উপরে স্থাপন করতে হবে। এভাবে অযুখানা তৈরী করে পানির নল খুলে দেয়া হলে পানির ধারা ঢালু পায়োনালিতে গিয়ে পড়বে এবং আপনার জন্য দাঁতের রক্ত ইত্যাদি নাজাসাত হতে বেঁচে থাকা اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ সহজ হয়ে যাবে। সামান্য সংস্কার করে মসজিদ সমূহেও অনুরূপ অযুখানা তৈরী করা যেতে পারে।

নোট: যদি টাইলস লাগাতে হয়, তবে কম পক্ষে ঢালু জায়গায় সাদা রঙের লাগান, যাতে মিসওয়াক করার দ্বারা যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে থুথু ইত্যাদি নজরে পড়ে।

অযুখানার ৯টি মাদানী ফুল

(১) সম্ভব হলে এই রিসালার শেষে অযুখানার প্রদত্ত নমুনা অনুসরণ করেই নিজের ঘরে অযুখানা তৈরী করুন।

(২) রাজমিস্ত্রিদের প্রদত্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রদত্ত নকশা অনুসারে নির্মিত পারিবারিক অযুখানার পা রাখার স্থান **(SLOPE)** দুই ইঞ্চি রাখুন।

(৩) যদি একাধিক নল লাগাতে হয়, তবে দুই নলে মাঝখানে পঁচিশ ইঞ্চির ব্যবধান রাখুন।

(৪) অযুখানার নলে প্রয়োজনানুসারে কাপড় বা প্ল্যাস্টিকের ছিপি লাগিয়ে নিন।

(৫) যদি পাইপ দেয়ালের বাইরে লাগিয়ে থাকে, প্রয়োজন অনুসারে বৈঠকখানা আরো এক বা দুই ইঞ্চি দূরে করুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

(৬) সর্বোত্তম হবে কাজ অসম্পূর্ণ থাকা অবস্থায় পরীক্ষামূলকভাবে দু-একবার বসে বা অযু করে ভালভাবে দেখে তারপর কাজ সম্পূর্ণ করা।

(৭) অযুখানা, গোসলখানা ইত্যাদির মেঝে টাইল্‌স লাগাতে হলে অমসৃন ও খশখশে **(SLIP RESISTANCE)** লাগাবেন যাতে পিছলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

(৮) পা রাখার স্থানের কিনারা এবং এর নিচের ঢালু অংশ কমপক্ষে দুই ইঞ্চির পাথুরে, খুবই খশখশে এবং গোলাকার করুন। যাতে প্রয়োজনে পা ঘষে পায়ের ময়লা পরিস্কার করা যায়।

(৯) বাবুর্চিখানা, গোসলখানা, পায়খানা, উন্মুক্ত আঙ্গিনা, ঘরের ছাদ, মসজিদের অযুখানা এবং যেখানেই পানি প্রবাহিত করার প্রয়োজন আছে সে সমস্ত স্থানের ঢালু রাজমিস্ত্রি যা বলবে তার চেয়ে দেড়গুণ বেশি করুন। যেমন সে দুই ইঞ্চি রাখতে বললে আপনি তিন ইঞ্চি রাখুন। রাজমিস্ত্রি তো বলবে আপনি কোন চিন্তা করবেন না এক ফোটা পানিও আটকে থাকবে না। আপনি যদি তার কথা অন্ধভাবে মেনে নেন তাহলে ঢালু সমান নাও হতে পারে। তাই তার কথার উপর নির্ভর না করে নিজের সুবিধা মত কাজ করুন। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর উপকারীতা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। কেননা, বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেঝের বিভিন্ন স্থানে পানি আটকে থাকতে দেখা যায়।

যাদের অযু থাকে না, তাদের জন্য ৬টি বিধান

(১) প্রস্রাবের ফোঁটা ঝরলে, বায়ু নির্গত হলে, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বা পূঁজ বের হয়ে গঁড়িয়ে পড়লে, চোখের অসুখের কারণে চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হলে, নাক, কান ও স্তন দিয়ে পানি বের হলে ফোঁড়া বা ক্ষত ইত্যাদি হতে তরল পদার্থ প্রবাহিত হলে, ডায়রিয়া হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। যদি কেউ এরূপ দুরারোগ্য রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এবং সর্বদা তার সাথে সে রোগ ব্যাধি লাগা থাকার কারণে সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযের সম্পূর্ণ সময়সীমাতে অযু করে ফরয নামায আদায় করতে না পারে, তাহলে সে শরীয়াতের দৃষ্টিতে (মাযুর) অক্ষম হিসেবে গণ্য হবে। তাই সে এক অযু দ্বারা সে ওয়াক্তের মধ্যে ফরয, নফল যত নামাযই আদায় করতে চায় আদায় করতে পারবে। উল্লেখিত রোগের কারণে তার অযু ভঙ্গ হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৫৫৩ পৃষ্ঠা) এই মাসয়ালাটি আরো সহজ ভাষায় বুঝানোর চেষ্টা করছি; এ ধরণের রোগী নারী পুরুষ তাদের অক্ষমতা শরয়ী হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে এভাবেই পরীক্ষা করুন, যে কোন দুই ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবে যে, অযু করে পবিত্রতার সাথে কমপক্ষে ফরয নামায আদায় করা যায় কিনা। সম্পূর্ণ সময়ের ভিতর বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি এতটুকু সুযোগ না পায়। সে এ ধরণের যে, কখনো তো অযু করার সময়ই অক্ষমতা হয়ে যায় এবং শেষ সময় এসে গেছে তবে তখন তার জন্য অনুমতি রয়েছে যে, অযু করে নামায আদায় করলে নামায হয়ে যাবে। এখন যদিও নামায আদায়ের সময় অসুস্থতার কারণে নাপাকী শরীর থেকে বের হোক বা না হোক। ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰہُ السَّلَام বলেন: কারো নাকের ফোঁড়া ফেঠে গেলো বা সেটার ক্ষত বের হলো, তবে সে শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যদি রক্ত বের না হয়, বরং যদি ধারাবাহিক ভাবে থেমে থেমে প্রবাহিত হয়, তখন সময় বের হওয়ার আগেই অযু করে নামায আদায় করবে।

(আল বাহরুর রায়েক, ১ম খন্ড, ৩৭৩-৩৭৪ পৃষ্ঠা)

(২) ফরয নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই (মাযুরের) অক্ষমের অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ কথার অর্থ হলো, যেমন-কেউ আসরের সময় অযু করলো। তাহলে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই তার অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর কেউ সূর্যোদয়ের পর অযু করলো। তাহলে যোহরের ওয়াক্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার অযু ভঙ্গ হবে না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

কেননা, যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে কোন ফরয নামাযের সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়া পাওয়া যায়নি। তাই যোহরের নামাযের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত অক্ষমের অযু বহাল থাকবে। ফরয নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই অক্ষমের অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। সে এক ওয়াক্তের অযু দ্বারা অন্য ওয়াক্তে ফরয, নফল কোন নামায আদায় করতে পারবে না। অন্য ওয়াক্তে নামায আদায় করার জন্য তাকে পুনরায় নতুনভাবে অযু করতে হবে। তবে অযু ভঙ্গ হওয়ার এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন (মাযুরের) অক্ষমের সে রোগ তার অযুকালীন সময়ে বা অযুর পর দেখা দেয়। আর এরূপ না হলে এবং অযু ভঙ্গের অন্য কোন কারণও পাওয়া না গেলে ফরয নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শরয়ী মাযুরের অযু ভঙ্গ হবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৫৫৫ পৃষ্ঠা)

(৩) অক্ষমতা প্রমাণিত হওয়ার পর একটি নামাযের সম্পূর্ণ সময়সীমার মধ্যে একবারও সে রোগ পুনরায় দেখা দিলে সে (মাযুর) অক্ষম হিসেবে থেকে যাবে। যেমন-কারো নামাযের সম্পূর্ণ সময়ই ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়তে থাকে এবং অযু করে পবিত্র অবস্থায় ফরয আদায় করার সুযোগটুকুও সে পায় না। তাহলে সে (মাযুর) অক্ষম প্রমাণিত হলো। এখন অন্য নামাযের সম্পূর্ণ সময় সীমাতে যদি তার অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব না পড়ে, বরং মাঝে মধ্যে দু-একবার পড়ে থাকে এবং সে অযু করে পবিত্র অবস্থায় নামায আদায়ের সুযোগ পায় তবুও সে (মাযুর) অক্ষম হিসেবে গণ্য হবে। তবে একটি নামাযের সম্পূর্ণ সময়সীমার মধ্যে একবারও যদি তার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব না পড়ে এবং গোটা সময়ই সে সুস্থ তথা প্রস্রাব বিহীন অবস্থায় অতিবাহিত করে তাহলে সে আর (মাযুর) অক্ষম থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পূর্বাববস্থায় ফিরে না আসে। অর্থাৎ সে পুনরায় (মাযুর) অক্ষম হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য একটি নামাযের সম্পূর্ণ সময়ই তার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়তে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

(৪) যে রোগের কারণে (মাযুর) অক্ষম সাব্যস্ত হয়েছে সে রোগ দ্বারা (মাযুরের) অক্ষমের অযু ভঙ্গ হবে না। তবে অযু ভঙ্গ হওয়ার অন্য কোন কারণ যদি তার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে তা দ্বারা তার অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন কারো অনবরত বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ আছে, তাহলে বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে তার অযু ভঙ্গ না হলেও তার থেকে প্রস্রাবের ফোঁটা পড়লে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ কারো অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়ার রোগ আছে। তাহলে প্রস্রাবের কারণে তার অযু ভঙ্গ না হলেও তার থেকে বায়ু নির্গত হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। **(প্রাগুক্ত, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)**

(৫) যে রোগের কারণে অক্ষম সাব্যস্ত হয়েছে তা ব্যতীত অযু ভঙ্গ হওয়ার অন্য কোন কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে (মাযুর) অক্ষম অযু করলো, অযু করার সময় তার সে রোগও দেখা গেলো না, যার কারণে সে অক্ষম হয়েছিল, কিন্তু অযু করার পর তার মধ্যে ঐ রোগ দেখা গেলো, তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। (তবে এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি (মাযুর) অক্ষম নিজের রোগ ব্যতীত অযু ভঙ্গ হওয়ার অন্য কোন কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে অযু করে থাকে। আর যদি নিজের রোগের কারণে অযু করে থাকে, তাহলে অযু করার সময় সে রোগ দেখা না গিয়ে অযু করার পর দেখা গেলেও অযু ভঙ্গ হবে না।) যেমন- কারো ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়তো, তার বায়ূ বের হলো এবং সে অযু করলো, এখন অযু করার সময় তার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়া বন্ধ ছিলো এবং অযু করার পর তার ফোঁট ফোঁটা প্রস্রাব পড়ল, তবে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে অযু করা কালীন সময়ে পড়লে অযু ভঙ্গ হবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার রদ্দুল মুহতার, ৫৫৭ পৃষ্ঠা)

(৬) (শরয়ী মাযুরের) অক্ষমের এমন রোগ আছে, যাদ্বারা তার কাপড় সর্বদা নাপাক হয়ে যায়। যদি তার কাপড় এক দিরহামের বেশি নাপাক হয়ে থাকে এবং সে যদি মনে করে কাপড় ধৌত করে পাক করে তা দ্বারা নামায আদায় করা সম্ভবপর হবে, তাহলে তা পাক করেই নামায আদায় করা তার উপর ফরয।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আর যদি মনে করে তা পাক করে নামায আদায় করতে গেলে নামায শেষ করার আগেই পুনরায় তা নাপাক হয়ে যাবে, তাহলে তা ধৌত করা আবশ্যক নয়, ধৌত না করেই তা দ্বারা নামায আদায় করা যাবে। এর দ্বারা জায়নামায বা নামাযের স্থান অপবিত্র হয়ে গেলেও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা)

(অক্ষমের (মাযুরের) অযুর বিস্তারিত মাসয়ালা বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের ৩৮৫-৩৮৭ পৃষ্ঠা, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত) ৪র্থ খন্ড ৩৬৭-৩৭৫ পৃষ্ঠা থেকে জেনে নিন)

অযু সম্পর্কিত ৭টি মাসয়ালা

(১) পুরুষ বা নারীর প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে প্রস্রাব, পায়খানা, বীর্য, কৃমি, পাথরি ইত্যাদি বের হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা) (২) পুরুষ বা মহিলার পিছনের রাস্তা দিয়ে সামান্যতম বায়ূ বের হলেও অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে পুরুষ বা মহিলার মূত্রদ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হলে অযু ভঙ্গ হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা) (৩) বেঁহুশ হয়ে পড়লে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা) (৪) কেউ কেউ বলে থাকে শুয়োরের নাম নিলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। এটা একটি ভুল কথা। (৫) অযু করার সময়ে যদি বায়ু নির্গত হয় বা অন্য কোন কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় নতুনভাবে অযু করতে হবে। পূর্বে ধৌত করা অঙ্গ সমূহও পুনরায় ধৌত করতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা) (৬) অযু ব্যতীত কুরআন শরীফ বা এর কোন আয়াত বা যে কোন ভাষায় অনুদিত কুরআন শরীফের অনুবাদ স্পর্শ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৬-৩২৭ পৃষ্ঠা) (৭) কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে দেখে দেখে বা মুখস্থ কুরআন শরীফের কোন আয়াত অযুবিহীন পাঠ করা যাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

আয়াত লিখা কাগজের পিছনের অংশ স্পর্শ করার গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

কিতাব বা পত্রিকার মধ্যে যেই জায়গায় আয়াত লিখা রয়েছে, বিশেষ করে ঐ জায়গায় অযু ছাড়া হাতে স্পর্শ করা জায়েয নেই। ঐ দিকে হাত লাগাবেন না, যে দিকে আয়াত লিখা রয়েছে। এমনকি এর পিছনের অংশেও অর্থাৎ লিখিত আয়াতের পিছনে উভয়ই নাজায়েয। আয়াত ও এর পিছনের অংশ ছাড়া অন্যান্য পৃষ্ঠায় স্পর্শ করাতে অসুবিধা নেই। অযু ছাড়া পড়া জায়েয, গোসলের আবশ্যকতা থাকলে তখন পড়াটা হারাম। وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

অযুহীন অবস্থায় কোরআন শরীফের কোন জায়গায় স্পর্শ করা যায় না

অযুহীন অবস্থায় কোরআনের আয়াত স্পর্শ করা হারাম যদিও আয়াত অন্য কোন কিতাবে লিখা থাকুক। কিন্তু কোরআন শরীফের সচরাচর পাদটিকা বরং এমনকি ছুলি অর্থাৎ যেটা কাপড় বা চামড়ার মোটা ডাল দ্বারা আটকানো বা সেলাই করা থাকে, সেটাও স্পর্শ করা হারাম। হ্যাঁ! যদি জুযদানের মধ্যে হয়, তবে জুযদান হাতে স্পর্শ করা যাবে। অযুহীন অবস্থায় নিজের বুক দ্বারাও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা যাবে না। অযুহীন অবস্থায় ঘাঁড়ের উপর লম্বা চাদরের এক কোণা পড়ে রয়েছে আর সে অন্য কোণায় হাত রেখে কোরআন শরীফ স্পর্শ করতে চাচ্ছে। যদি চাদর এতটুকু লম্বা যে, ঐ ব্যক্তি উঠা বসার দ্বারা অন্য কোণায় নড়াছড়া হয় না, তবে জায়েয অন্যথায় নয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ৪র্থ খন্ড, ৭২৪-৭২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

অযুতে পানির অপচয়

আজকাল অযু করার সময় অধিকাংশ লোক বিনা প্রয়োজনে পানির নল ছেড়ে দিয়ে নির্বিঘ্নে পানি প্রবাহিত করতে থাকে। এমন কি কেউ কেউ অযুখানাতে আসার সাথে সাথেই প্রথমে পানির নল খুলে দিয়ে তারপর জামার আস্তিন গুটাতে থাকে। ফলে দীর্ঘক্ষণ **আল্লাহ্**র পানাহ! পানির অপচয় হতে থাকে। অনুরূপ মাথা মাসেহ করার সময়ও অনেকেই পানির নল খোলা রেখে মাথা মাসেহ করতে থাকে। আমাদের সকলকে **আল্লাহ্**কে ভয় করে পানির অপচয় থেকে বিরত থাকা উচিত। কিয়ামতের দিন প্রতিটি অণূ ও বিন্দুরই হিসাব নিকাশ হবে। অপচয়ের নিন্দায় বর্ণিত চারটি হাদীস শ্রবণ করুন এবং **আল্লাহ্**র ভয়ে কেঁপে উঠুন।

(১) প্রবাহিত নদীতেও পানির অপচয়

একদা **আল্লাহ্**র **প্রিয় রাসূল, রাসূলে মকবুল, মা আমেনার বাগানের সুরভিত ফুল, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সা’দ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিকট গমন করলেন, তখন তিনি অযু করছিলেন। অযুতে পানির অপচয় হতে দেখে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: “পানির অপচয় করছ কেন?” উত্তরে তিনি বললেন: অযুতেও কি পানির অপচয় আছে? **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “হ্যাঁ আছে। এমন কি তুমি প্রবাহিত নদীতে অযু করলেও।” (সুনানে ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪২৫)

আ’লা হযরতের ফতোয়া

আমার আক্বা আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: বর্ণিত হাদীসে প্রবাহিত নদীতেও পানির অপচয় আছে বলা হয়েছে। আর অপচয় শরীয়াতের দৃষ্টিতে একটি নিন্দনীয় বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। যেমন **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۱۴۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অযথা ব্যয় করো না, নিশ্চয়ই অযথা ব্যয়কারী তাঁর পছন্দনীয় নয়। (পারা- ৮, সূরা- আনআম, আয়াত- ১৪১)

যেহেতু উক্ত আয়াতটি মুতলাক, তাই উক্ত আয়াত দ্বারা পানির অপচয়ও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হবে। অধিকন্তু হাদীসেও নিষেধাজ্ঞা সূচক শব্দ দ্বারা সরাসরি অযুতে পানির অপচয়কে নিষেধ করা হয়েছে। আর নিষেধাজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে হারামই সাব্যস্ত করে। সুতরাং অযুতে পানির অপচয় হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ বিধায় এবং শরীয়াতের দলীল সমূহে নিষেধাজ্ঞার হুকুম মূলত: হারাম হওয়াকে বুঝায় বিধায় অযুতে পানির অপচয় করাও সম্পূর্ণরূপে হারাম।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৭৩১ পৃষ্ঠা)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর তাফসীর

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফতোওয়াতে উল্লেখিত সুরা আল আনআমের ১৪১ নং আয়াতের অনুবাদে বর্ণিত অপচয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন: " নাজায়িয তথা অবৈধ কাজে ব্যয় করাও এক ধরণের অপচয়, নিজ পরিবার পরিজনকে অভুক্ত ও নিঃস্ব করে সমস্ত সম্পদ দান করাও এক ধরণের অপচয়, নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করাও এক ধরণের অপচয়। এ কারণেই শরীয়াত সম্মত কারণ ব্যতীত অযুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ চারবার ধৌত করাকে অপচয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। (নুরুল ইরফান, ২৩২ পৃষ্ঠা)

(২) অপচয় করো না

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে অযু করতে দেখে ইরশাদ করলেন: "অপচয় করো না, অপচয় করো না।" (সুনানে ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪২৪)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

(৩) অপচয় করা শয়তানেরই কাজ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "অযুতে প্রচুর পানি ব্যবহারে কোন কল্যাণ নেই এবং তা শয়তানেরই কাজ।"

(কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬২৫৫)

(৪) জান্নাতের সাদা মহল প্রার্থনা করা কেমন?

একদা হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে শুনলেন। "**হে মালিক!** আমি তোমার নিকট জান্নাতের ডান দিকে অবস্থিত সেই সাদা মহল প্রার্থনা করছি।" তখন তিনি পুত্রের উদ্দেশ্যে বললেন: হে প্রিয় বৎস! তুমি **আল্লাহ্**র নিকট জান্নাত প্রার্থনা করো এবং দোযখ হতে মুক্তির দোয়া করো। কেননা, আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "এই উম্মতের মধ্যে এমন কতিপয় সম্প্রদায়ও থাকবে। যারা অযু ও দোয়াতে সীমা লজ্ঘন করবে।" (সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: দোয়াতে সীমা লজ্ঘন হলো, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা দোয়াতে সংযোজন করা। যেমনিভাবে আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফালের ছেলে করেছিলো। তবে দোয়াতে সর্বোত্তম জান্নাতুল ফিরদৌসের প্রার্থনা করা উত্তম। কেননা, এতে নির্দিষ্ট জান্নাতের দোয়া বুঝা যায় না। বরং সচরাচর জান্নাতেরই দোয়া বুঝা যায়। তাই হাদীসেও জান্নাতুল ফিরদৌসের জন্য দোয়া করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (মিরাত, ১ম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

খারাপই করলো, অত্যাচারই করলো

এক বেদুঈন **হুযুর সায়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে অযু করে দেখিয়ে তাকে অযু শিক্ষা দিলেন। যাতে তিনি প্রত্যেক অঙ্গ তিনবারই ধৌত করেছিলেন। অতঃপর **তিনি** ইরশাদ করলেন: "আমি যেরূপ অযু করেছি অযু ঠিক সেরূপই। যে এর চেয়ে বেশি করবে কিংবা হ্রাস করবে সে খারাপই করলো এবং অত্যাচারই করলো।"

(সুনানে নাসায়ী, ৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪০)

অপচয় শুধুমাত্র দুই ক্ষেত্রে গুনাহ

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: এই ভীতিটা ঐ ক্ষেত্রে যে, যখন এই বিশ্বাস রেখে অতিরিক্ত করে, যে অতিরিক্ত করাটা সুন্নাত এবং যদি তিনবার অযুর অঙ্গ ধৌত স্বীকার করে এবং অযুতে অযুর ইচ্ছায় বা সন্দেহের সময় অন্তরের প্রশান্তির জন্য অথবা শীতিলতা অর্জনের জন্য বা পরিস্কারের জন্য অতিরিক্ত ধৌত করলো বা কোন কারণে কম করলো, এতে কোন অসুবিধা নেই। শুধুমাত্র দুই ক্ষেত্রে অপচয় না জায়িয ও গুনাহ; **প্রথমত:** এটাই কোন গুনাহের মধ্যে খরচ ও ব্যবহার করা। **দ্বিতীয়ত:** অনর্থক সম্পদ নষ্ট করা। অযু ও গোসলের মধ্যে তিনবারের অধিক পানি ঢালা কখনো অপচয় নয়, যখন বৈধ উদ্দেশ্য থাকে। আর বৈধ উদ্দেশ্যের মধ্যে খরচ করাটা না গুনাহ আর না অযথা নষ্ট করার অন্তর্ভূক্ত।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৯৪০-৯৪২ পৃষ্ঠা)

কার্যগতভাবে অযু শিখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, নিজে অযু করে দেখিয়ে অপরকে অযু শিক্ষা দেয়া **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বারা প্রমাণীত। সুতরাং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগদের উচিত বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করতে পানির অপচয় না করে এবং প্রতিটি অঙ্গ তিনবারই ধৌত করে নিজে অযু করে দেখিয়ে ইসলামী ভাইদেরকে অযু শিক্ষা দেয়া।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কোন অঙ্গ যেন চারবার ধৌত করা না হয় অযু করার সময় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন। যে অযুর ক্ষেত্রে নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে চায়, সেও যেন নিজ খুশীতে স্বেচ্ছায় অযু করে নেয়। মুবাল্লিগদেরকে দেখিয়ে নিজের ভুল-ত্রুটি দূর করে নেয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে এ মাদানী কাজ সুন্দর পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। আপনারা সঠিক ও নির্ভূল অযু করা অবশ্যই অবশ্যই শিখে নেবেন। শুধুমাত্র দুই একবার অযুর পদ্ধতি নামক রিসালা পাঠ করে সঠিক ভাবে অযু শিখাটা খুবই কঠিন। বরং অযু শেখার জন্য আপনাকে বারবার অযুর অনুশীলন করতে হবে। অযু শিখার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুর মদীনাতে পাওয়া **V.C.D.** তে অযুর পদ্ধতি দেখলে খুবই উপকার হবে।

মসজিদ ও মাদরাসার পানির অপচয়

মসজিদ ও মাদরাসার অযুখানা সমূহতে যে পানি আছে, তা ওয়াকফের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। সে পানি এবং নিজ ঘরের পানির হুকুমের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যে সমস্ত লোক নির্দয়তার সাথে মসজিদের অযুখানার পানি ব্যবহার করে থাকে এবং অজ্ঞতা ও অলসতার বশীভূত হয়ে বিনা প্রয়োজনে তিনবারের অধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ ধৌত করে থাকে, তারা এ মোবারক ফতোয়াটির প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করুন এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভবিষ্যতে আর কখনো এরূপ না করার জন্য তাওবা করে নিন। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, অলিয়ে নে'মত, আজিমুল বারাকাত, আজিমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহীয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বা-ইসে খাইরো বারাকাত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফিজ, আল ক্বারী, শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه বর্ণনা করেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

“ওয়াকফের পানি দ্বারা অযু করলে তাতে অযথা অতিরিক্ত খরচ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কেননা, এতে অতিরিক্ত খরচের অনুমতি দেয়া হয়নি। অনুরূপ মাদ্‌রাসার পানিও মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করা হারাম। কেননা, তা শুধুমাত্র সে সমস্ত ব্যক্তিদের জন্যই ওয়াকফ করা হয়েছে যারা শরীয়াত সম্মতভাবে অযু করে।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা নিজেদেরকে পানির অপচয় হতে বাঁচতে পারে না, তাদের উচিত নিজেদের মালিকানাধীন পানি তথা ঘরের পানি দ্বারাই অযু করা। **আল্লাহ্**র পানাহ! এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, নিজ মালিকানাধীন পানি যথেচ্ছা ব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বরং এর অর্থ এই যে, ঘরে ভালভাবে অনুশীলন করে শরয়ী অযু শিখে নেয়া, যাতে মসজিদের পানি দ্বারা অযু করতে হলে তা অপচয় করে হারামে লিপ্ত হতে না হয়।

পানির অপচয় থেকে বাঁচার ৭টি উপায়

(১) কতিপয় লোক অঞ্জলি বা হাতের কোষে এমনিভাবে পানি ঢালে যাতে উপচে পড়ে। অথচ যে পানি পড়ে গেলো তা অনর্থক নষ্ট হয়ে গেলো। তাই পানি ঢালার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

(২) প্রত্যেকবার অঞ্জলি পূর্ণ পানি নেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নেয়া উচিত। যেমন-নাকে পানি দেয়ার জন্য অঞ্জলি পূর্ণ পানি নেয়ার প্রয়োজন নেই। অর্ধাঞ্জলিই যথেষ্ট। এমনকি কুলি করার জন্যও অঞ্জলিপূর্ণ পানি প্রয়োজন নেই।

(৩) লোটার (বদনা) নল মধ্যম ধরনের হওয়া উচিত। পানি দেরীতে পড়ে এরূপ সংকীর্ণও নয়, আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পড়ে এরূপ প্রশস্থও নয়। নল সংকীর্ণ ও প্রশস্থ হওয়ার মাঝে তারতম্য এভাবে নির্ণয় করা যায় যেমন পাত্রে পানি নিয়ে অযু করলে যেরূপ বেশি পানির প্রয়োজন হয়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

প্রশস্থ নল বিশিষ্ট লোটা দ্বারা অযু করলেও যদি সেরূপ বেশি পানির প্রয়োজন হয়, তাহলে এটা প্রশস্থ নল হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রশস্থ নল বিশিষ্ট লোটা (বদনা) ছাড়া অন্য কোন লোটা (বদনা) যদি পাওয়া না যায়, তাহলে সাবধানতার সাথে অযু করতে হবে এবং পানির ধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত না করে হালকাভাবে প্রবাহিত করতে হবে। পাইপের পানি দ্বারা অযু করার সময় নল চালু করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

(৪) অযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ ধৌত করার পূর্বে এতে ভিজা হাত বুলিয়ে দিবেন যাতে পানি তাড়াতাড়ি সঞ্চালিত হয় এবং অল্প পানি অধিক পানির কাজ দেয়। বিশেষ করে শীতকালে মানুষের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পানি ঢালার পরও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের মাঝখানে কিছু কিছু জায়গা শুষ্ক থেকে যায়। যা প্রতি নিয়ত আমাদের চোখে ধরা পড়ছে।

(৫) হাতের কব্জিতে লোম থাকলে তা মুন্ডন করে নেবেন। কেননা, লোমের কারণে বেশি পানির প্রয়োজন হয়ে থাকে। লোম ছাটলে তা শক্ত হয়ে যায়। তাই মুন্ডন করাই ভাল। তবে মেশিন দ্বারা মুন্ডন করবেন যাতে ভালভাবে পরিস্কার হয়ে যায়। আর সর্বোত্তম হলো, “নওরা” তথা লোমনাশক ঔষধ ব্যবহার করা। কেননা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নওরা ব্যবহার করা সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: **আল্লাহ্**র রাসূল صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন নওরা ব্যবহার করতেন, তিনি আপন পবিত্র হাত দ্বারা তাঁর পবিত্র সতরে নওরা লাগাতেন এবং শরীরে অন্যান্য অঙ্গ সমূহে তাঁর পূত পবিত্র রমনীদের দ্বারা লাগাতেন। (ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭৫১) আর শরীরের লোম মুন্ডন না করলে ধৌত করার পূর্বে পানি দ্বারা তা ভালভাবে ভিজিয়ে নিবেন যাতে লোম সমূহ খাড়া হয়ে না থাকে। অন্যথা খাঁড়া লোমের গোঁড়ায় পানি পৌঁছার পর সূঁচ পরিমাণ জায়গা শুষ্ক থাকলেও অযু হবে না।

www.dawateislami.net

(৬) হাত ও পায়ে পানি ঢালার সময় হাতের নখ হতে কনুই পর্যন্ত এবং পায়ের নখ হতে গোড়ালীর উপরিভাগ পর্যন্ত লাগাতার পানি ঢালতে থাকবেন, যাতে একবারে হাত-পায়ের প্রতিটি স্থানে একবারই পানি পতিত হয়। পানি ঢালার সময় হাত পরিচালনাতে দেরী করলে এক স্থানে বারবার পানি পড়তে থাকবে। ফলে পানির অপচয় হবে।

(৭) অনেক লোক হাতের নখ হতে কনুই পর্যন্ত এবং পায়ের নখ হতে গোড়ালী পর্যন্ত প্রথমে একবার পানি ঢেলে ধৌত করে থাকে। এরপর পানির প্রবাহ চালু রেখে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার ধৌত করার জন্য লোটার (বদনা) নল নখের দিকে নিয়ে যায়, এরূপ করা উচিত নয়। কেননা, এতে তিনবারের পরিবর্তে পাঁচবার ধৌত করা হয়ে যাবে। বরং প্রত্যেকবার নখ হতে কনুই বা গোড়ালী পর্যন্ত লোটার নল নিয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিতে হবে এবং বন্ধ অবস্থায় পুনরায় নখের দিকে নিয়ে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার ধৌত করতে হবে। আর হাত পা ধৌত করার সময় হাতের নখ হতে কনুই পর্যন্ত এবং পায়ের নখ হতে গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করাই সুন্নাত। বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ কনুই বা গোড়ালী হতে শুরু করে নখ পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত নয়। সারকথা হলো; কৌশলের সাথে কাজ করবেন। ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ সুন্দরই বলেছেন: "কৌশলে কাজ করলে অল্পেই যথেষ্ট হয়। অকৌশলে করলে প্রচুরেও সংকুলান হয় না।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত), ১ম খন্ড, ৭৬৫-৭৭০ পৃষ্ঠা)

অপচয় থেকে বাঁচার ১৪টি মাদানী ফুল

(১) আজ পর্যন্ত যতধরনের অবৈধ অপচয় করেছেন তা থেকে তাওবা করে ভবিষ্যতে আর কখনও কোন ধরনের অপচয় না করার প্রতিজ্ঞা করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(২) অযু গোসলও যাতে সুন্নাত মোতাবেক হয় এবং পানিও যাতে কম খরচ হয় সেরূপ নিয়ম নীতি গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা করুন এবং কিয়ামতের দিন প্রতিটি অণু ও বিন্দুরই যে হিসাব নিকাশ হবে তা ভয় করুন। **আল্লাহ্ তাআলা** পারা ৩০ সূরা যিলযালের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: সুতরাং যে অনু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে অনু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

(৩) অযু করার সময় সাবধানতার সাথে পানির নল চালু করুন। অযুকালীন সময়ে সম্ভব হলে এক হাত নলের ছিপিতে রাখুন এবং প্রয়োজন সেরে বারবার নল বন্ধ করতে থাকুন।

(৪) নলের পরিবর্তে লোটা (বদনা) দ্বারা অযু করলে অপেক্ষাকৃত পানি কম খরচ হয়। তাই যাদের জন্য লোটা (বদনা) দ্বারা অযু করা সম্ভব তারা লোটা (বদনা) দ্বারাই অযু করুন। আর যদি নলে অযু করা ছাড়া উপায় না থাকে তাহলে যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লোটা দ্বারা ধৌত করা সহজ তা লোটা (বদনা) দ্বারা ধৌত করে অপরাপর অঙ্গ নল দ্বারা ধৌত করুন। যাতে অপচয় হতে কোনরূপ বাঁচা যায়।

(৫) মিসওয়াক, কুলি, গরগরা, নাক পরিস্কার, দাঁড়ি ও হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল, মাথা মাসেহ ইত্যাদি করার সময় পানির নল ভালভাবে বন্ধ রাখুন, যাতে এক ফোঁটা পানিও অযথা নষ্ট না হয়। এভাবে ভালভাবে নল বন্ধ করার অভ্যাস গড়ুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

(৬) বিশেষ করে শীতকালে অযু গোসল করার জন্য, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ধোয়ার জন্য গরম পানি লাভের আশায় পাইপের জমা ঠান্ডা পানি অনর্থক ছেড়ে না দিয়ে কোন পাত্রে নেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

(৭) সাবান দ্বারা হাত-মুখ ধোয়ার জন্য হাতের তালুতে সাবান ফেনায়িত করার সময়ও সাবধানতার সাথে সামান্য পানি নিয়ে তারপর সেখানে সাবান রেখে সাবান ফেনায়িত করুন। যদি প্রথম থেকেই হাতে সাবান রেখে পানি ঢালতে থাকেন, তাহলে পানি বেশি খরচ হবে।

(৮) ব্যবহারের পর পানি নাই এমন দানিতেই সাবান রাখুন। জেনে শুনে পানি বিশিষ্ট দানিতে সাবান রাখলে তা গলে নষ্ট হয়ে যাবে। হাত ধোয়ার বেসিনের কিনারাতে সাবান রাখলেও তা তাড়াতাড়ি পানিতে গলে যাবে।

(৯) পান করার পর গ্লাসের অবশিষ্ট পানি এবং আহার করার পর জগের অবশিষ্ট পানি ফেলে না দিয়ে অন্যকে পান করিয়ে দিন, অন্য কোন কিছুতে ব্যবহার করুন।

(১০) ফল-মূল, তরি-তরকারি, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, বিছানাপত্র ইত্যাদি ধোয়ার সময় এমনকি একটি চায়ের কাপ বা চামচ ধোয়ার সময়ও বর্তমানে যে ব্যাপক হারে পানির অপচয় করতে দেখা যায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের ছড়াছড়ি দেখা যায় তা কোন বিবেকবান সুহৃদয় পুরুষের সহ্য হওয়ার মত নয়। হায়! যদি তাদের অন্তরে আমার কথাগুলো গেঁতে যেত।

(১১) অধিকাংশ মসজিদ, ঘর, অফিস, দোকান ইত্যাদিতে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা অনর্থক বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলতে থাকে এবং অনর্থক বাতি **A.C**, বৈদ্যুতিক পাখা চলতে থাকে। তাই প্রয়োজন সেরে ঘরের বাতি, পাখা এবং **A.C** ও কম্পিউটার ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আমাদের সকলকে পরকালীন হিসাব নিকাশকে ভয় করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করা উচিত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(১২) ইস্তিঞ্জাখানাতে লোটা ব্যবহার করুন। ফোয়ারা দ্বারা শৌচ কর্ম করলে পানিও অপচয় হয় এবং পাও প্রায় নাপাক হয়ে যায়। প্রত্যেকের উচিত প্রতিবার প্রস্রাব করার পর এক লোটা (বদনা) পানি নিয়ে **W.C** এর কিনারাতে কিছু পানি এবং ছিটা না পড়ে মত সামান্য উপর থেকে কমোডে অবশিষ্ট পানি ঢেলে দেয়া। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতে দুর্গন্ধ ও জীবানু উভয়ই হ্রাস পাবে। ফ্ল্যাশ ট্যাংক দ্বারা কমোড পরিস্কার করতে গেলে প্রচুর পানি খরচ হয়ে থাকে।

(১৩) নল হতে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে দেখলে তাড়াতাড়ি তা মেরামত করে নিন। অন্যথা পানি নষ্ট হতে থাকবে। মাঝেমধ্যে মসজিদ মাদ্‌রাসার পাইপের নল দিয়েও এরূপ ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে দেখা যায়। কিন্তু তা দেখাশুনা করার কেউ থাকে না এবং এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব মসজিদ মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটিরই মনে করে থাকে। তাই এরূপ পানি পড়তে দেখলে নিজ দায়িত্ব মনে করে তাড়াতাড়ি তা মেরামত করে নিয়ে নিজের পরকালীন কল্যাণের পথ সুগম করুন।

(১৪) আহার করার সময় অন্য কোন পানীয় পান করার সময়, ফলমূল কাটার সময় কোন দানা, খাদ্যকনা ও পানীয়ের ফোঁটা যাতে নষ্ট ও অব্যবহৃত না হয়, সেটার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

৪০টি মাদানী ফুলের রযবী পুষ্পধারা

সমস্ত মাদানী ফুল ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংকলিত) ৪র্থ খন্ডের শেষে প্রদত্ত "ফাওয়াইদে জলিলা" এর ৬১৩ থেকে ৭৪৬ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে;

❁ অযুতে চোখ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করবে না, কিন্তু অযু হয়ে যাবে। ❁ যদি ঠোঁট খুব দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে অযু করলো কিন্তু কুলি করলো না, তাহলে অযু হবে না। ❁ অযুর পানি কিয়ামতের দিন নেকীর পাল্লায় রাখা হবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

(কিন্তু স্মরণ রাখবেন! প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পানি খরচ করাটা অপচয়) ❁ মিসওয়াক থাকলে আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজা সুন্নাত আদায় ও সাওয়াব অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। হ্যাঁ! মিসওয়াক না থাকলে তখন আঙ্গুল বা খসখসে কাপড় দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে এবং মহিলাদের জন্য মিসওয়াক থাকলেও দাঁতের মাজন যথেষ্ট। ❁ আংটি ঢিলা হলে তখন অযুতে সেটাকে নড়াচড়া করিয়ে পানি ঢালা সুন্নাত, আর যদি আঙ্গুলের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে তাহলে আংটি নেড়ে পানি পৌঁছানো ফরয। এই হুকুম কানের দুল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও। ❁ অযুর অঙ্গ সমূহ ভালভাবে ধৌত করা অযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে সুন্নাত। ❁ অযুর অঙ্গ সমূহ ধৌত করার ক্ষেত্রে শরয়ী সীমার চতুর্পার্শ্বের এতটুকু পর্যন্ত বাড়ানো যার দ্বারা শরয়ী সীমারেখা পরিপূর্ণ হতে যেন সন্দেহ না হয়, তা ওয়াজীব। ❁ অযুর মধ্যে কুলি ও নাকে পানি না দেওয়া মাকরূহ এবং এর অভ্যস্থ ব্যক্তি গুনাহগার হবে। এই মাসয়ালাটি ঐসব লোকেরা খুব স্মরণ রাখবেন, যাদের কণ্ঠনালী পর্যন্ত ধৌত হয়ে যায়। এমনভাবে কুলি করেন না এবং তারা নাক পর্যন্ত পানি ছুঁয়ে দেন। নিঃশ্বাস দিয়ে উপরে নিয়ে যান না। এরা সবাই গুনাহগার। আর গোসলের মধ্যে এমনটি না করলে গোসল হবে না, নামাযও হবে না। ❁ অযুতে প্রতিটি অঙ্গ সম্পূর্ণ তিনবার ধৌত করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ছেড়ে দেওয়ায় অভ্যস্থ ব্যক্তি গুনাহগার হবে। ❁ অযুতে তাড়াতাড়ি না করা উচিত, বরং ধীরস্থির ও সতর্কতার সাথে করবে, সাধারণ মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ যে, অযু যুবকদের মতো। নামায বৃদ্ধদের মতো এটা অযুর ব্যাপারে একেবারেই ভুল। ❁ মুখ ধোয়ার সময় না গালে পানি দিবে, না নাকে আর প্রবল জোরে কপালের উপর, এই সব মূর্খদের কাজ। বরং ধীরস্থির ভাবে কপালের উপর থেকে থুথুনির নিচ পর্যন্ত পানি প্রবাহিত করবে। ❁ অযুতে মুখ থেকে টপকে পড়া পানি উদাহরণ স্বরূপ- হাতের বাহুতে পড়লো এবং বাহুতে প্রবাহিত করে দিলো অর্থাৎ মুখ থেকে ঝরে পড়া পানির দ্বারা বাহু ধৌত করা যাবে না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এর দ্বারা অযু হবে না এবং গোসলের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- মাথার পানি পা পর্যন্ত যেখানে যেখানে অতিবাহিত হবে পবিত্র হয়ে যাবে। সেখানে নতুন পানির প্রয়োজন নেই। ❁ ব্যক্তি অযু করতে বসলো। তারপর কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে সব কিছু পরিপূর্ণ ভাবে করতে পারেনি, তবে যতটুকু করেছে এর উপর সাওয়াব পাবে, যদিও অযু হয়নি। ❁ যে ব্যক্তি নিজেই এই ইচ্ছা করবে যে, অর্ধেক অযু করবে, তবে সে ঐ অর্ধাংশের সাওয়াব পাবে না। এমনিভাবে যে অযু করতে বসলো এবং কোন কারণ ছাড়া অযু অর্ধেক করে ছেড়ে দিলো্ সেও যতটুকু অযু করেছে সেটার সাওয়াব পাবে না। ❁ যদি মাথার উপর বৃষ্টির এতটুকু ফোটা পড়লো যে, মাথা এক চতুর্থাংশ ভিজে গেলো, মাসেহ হয়ে গেলো। যদিও ঐ ব্যক্তি হাত না লাগায়। ❁ কুয়াশার মধ্যে খালি মাথায় বসলো এবং তার মাথা এক চতুর্থাংশ ভিজে গেলো, মাসেহ হয়ে গেলো। ❁ এতটুকু গরম ও ঠান্ডা পানি দ্বারা অযু করা মাকরূহ, যা শরীরে ভালভাবে ঢালা যায় না। সুন্নাত পরিপূর্ণ করতে দেয় না। আর যদি ফরয পূর্ণ করতে প্রতিবন্ধকতা হয়, তাহলে অযু হবে না। ❁ পানি অযথা খরচ করা, নিক্ষেপ করাটা হারাম। (নিজে বা অন্য জন পানি পান করার পর গ্লাস বা জগের বেঁচে যাওয়া পানি ইচ্ছাকৃত নিক্ষেপ কারীরা তাওবা করুন এবং আগামীতে এর থেকে বেঁচে থাকুন) ❁ নাভী থেকে হলদে পানি বের হলে অযু ভেঙ্গে যায়। ❁ রক্ত বা পূঁজ চোখে প্রবাহিত হলো, কিন্তু চোখ থেকে বাইরে বের হয়নি। তাহলে অযু ভাঙ্গবে না। সেটা কাপড় দ্বারা মুছে পানিতে ফেললেও পানি নাপাক হবে না। ❁ আঘাতের উপর পট্টি বাঁধা, সেটাতে রক্ত ইত্যাদি লেগে গেলো। যদি সম্ভাবনা থাকে যে, ব্যান্ডিজ না হলে রক্ত প্রবাহিত হবে, তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে গেলো অন্যথায় নয়। আর না পট্টি নাপাক। ❁ প্রস্রাবের ফোটা বা রক্ত ইত্যাদি লিঙ্গের ভিতর প্রবাহিত হলো। কিন্তু লিঙ্গের মাথার বাইরে বের হয়নি, তবে অযু ভঙ্গ হবে না এবং প্রস্রাবের ফোটা লিঙ্গের মাথায় বের হলো তবে অযু ভঙ্গ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

❁ নাবালিগ কখনো অযুহীন হয় না, আর নাপাকী অর্থাৎ গোসলহীন হয় না। অর্থাৎ নাবালিগদের অযু ও গোসলের হুকুমের অভ্যাস করাতে এবং আদব শিখানোর জন্যই। অন্যথায় অন্য কোন অযু ভঙ্গকারী কাজের দ্বারা তাদের অযু ভঙ্গ হয় না। আর না সহবাসের দ্বারা তাদের উপর গোসল ফরয হয়। ❁ অযু সহকারে থাকা ব্যক্তি মা-বাবার কাপড় বা তাদের খাওয়ার জন্য ফল অথবা মসজিদের ফ্লোর সাওয়াবের জন্য ধৌত করলো, তাহলে পানি ব্যবহৃত হবে না। যদিও এই কাজ **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির জন্য হয়। ❁ নাবালিগের পবিত্র হাত বা শরীরের কোন অংশ যদি সে অযুহীন হয়। পানিতে হাত প্রবেশ করাতে পানি অযু করার যোগ্য থেকে গেলো। ❁ শরীর পরিস্কার রাখা, ময়লা দূর করা শরীয়াতের চাহিদা। কেননা, ইসলামের ভিত্তি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর। এই নিয়্যতে অযু সহকারে থাকা ব্যক্তি শরীর ধৌত করলো, নিঃসন্দেহে সাওয়াবের অধিকারী হলো। কিন্তু পানি ব্যবহৃত হলো না। ❁ ব্যবহৃত পানি পবিত্র, এর দ্বারা কাপড় ধৌত করা যায়, কিন্তু এর দ্বারা অযু হয় না এবং এটা পান করা ও আটা মাকানো মাকরূহে তানযীহি। ❁ পূর্ণ করা পানি অনুমতি ছাড়া নিয়ে গেলো, যদিও জোরপূর্বক অথবা চুরি করে নিয়ে গেলো, এর দ্বারা অযু হয়ে যাবে। কিন্তু হারাম। অবশ্য কারো মালিকানাধীন কূপ থেকে তার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও পানি পূর্ণ করে নিলো, এটা ব্যবহার করা জায়েয। ❁ যেই পানির মধ্যে ব্যবহৃত পানির ছিটা বা স্পষ্ট ফোটা পড়লো, এর দ্বারা অযু না করা উত্তম। ❁ শীতকালে অযু করার দ্বারা ঠান্ডা বেশি অনুভূত হবে, তার কষ্ট হবে। কিন্তু যদি কোন রোগের সম্ভাবনা না থাকে তবে তায়াম্মুমের অনুমতি নেই। ❁ শয়তানের থুথু বা ফুক দেওয়ার দ্বারা নামাযের মধ্যে প্রস্রাবের ফোটা বা বায়ূ বের হওয়ার সন্দেহ হয়, তবে হুকুম হলো যতক্ষন পর্যন্ত এমন দৃঢ় বিশ্বাস হবে না যে, যেটার উপর শপথ করতে পারবে। ঐ কুমন্ত্রণার প্রতি মনযোগ দিবে না। শয়তান বলে যে, তোমার অযু ভেঙ্গে গেছে, তখন অন্তরে জাওয়াব দিবে যে, হে অভিশপ্ত! তুই মিথ্যুক এবং নিজের নামাযের মধ্যে ব্যস্ত থাকবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

❁ মসজিদকে প্রত্যেক দূর্গন্ধ জিনিস থেকে বাঁচানো ওয়াজীব। যদিও সেটা পাক হোক। উদাহরণ স্বরূপ- থুথু, কফ, লালা। যেমন- শ্লেশ্মা, নাক থেকে প্রবাহিত পানি, অযুর পানি। ❁ **সতকর্তা:** অনেক লোক অযুর পরে নিজের মুখ হাতের পানি মুছে মসজিদে হাত ঝাড়তে থাকে। এটা হারাম ও নাজায়িয। ❁ পানিতে প্রস্রাব করাটা মাকরূহ যদি নদীতেও হয়। ❁ যেখানে কোন নাপাকী পড়ে রয়েছে, সেখানে তিলাওয়াত করাটা মাকরূহ। ❁ পানি নষ্ট করা হারাম। ❁ সম্পদ নষ্ট করা হারাম। ❁ যমযমের পানি দ্বারা গোসল ও অযু মাকরূহ ছাড়া জায়েয এবং প্রস্রাব ইত্যাদি করে ঢিলে দ্বারা শুষ্ক করে নেওয়ার পর যমযমের পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করা মাকরূহ এবং নাপাকি ধৌত করা (উদাহরণ স্বরূপ- প্রস্রাবের পর টিস্যু পেপার ইত্যাদি দ্বারা না শুকিয়ে) গুনাহ। ❁ ঐ অপচয় যেটা না জায়িয ও গুনাহ সেটা শুধু মাত্র ঐ দুই ক্ষেত্রে হয়, **এক:** কোন গুনাহের কাজে খরচ ও ব্যবহার করা, **দুই:** অনর্থক সম্পদ নষ্ট করা। ❁ মৃত ব্যক্তির গোসল শিখানোর জন্য মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালো এবং তাকে গোসল দেওয়ার নিয়্যত করেনি, মৃত ব্যক্তি পাক হয়ে গেলো। জীবিতদের মধ্যে থেকে ফরয আদায় হয়ে গেলো। কাজের ইচ্ছাই যথেষ্ট। হ্যাঁ! নিয়্যত ছাড়া সাওয়াব পাবে না।

হে রব্বে মুস্তফা! আমাদেরকে অপচয় থেকে বাঁচিয়ে শরয়ী ভাবে অযু করার পাশাপাশি সব সময় অযু সহকারে থাকার সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

৫ যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৫ হিজরী
০১-১০-২০১৪ইং

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

অযু সহকারে মৃত্যু বরণকারী শহীদ

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: “যদি তোমরা সব সময় অযু সহকারে থাকার ক্ষমতা রাখো, তবে এমনটাই করো। কেননা, মালাকুল মঊত যে বান্দার রূহ অযু অবস্থায় বের করেন, তার জন্য শাহাদাতের (মর্যাদা) লিখে দেওয়া হয়।” **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৮৩)**

সন্তান জন্মের সময় সহজতার ব্যবস্থাপত্র (মরিয়ম বিবির ফুল)

মরিয়ম বিবির ফুল[১]**:** কোন বাচ্চা জন্মের সময় ব্যথা শুরু হলে কোন খোলা বাসন বা বোতলের পানিতে ঢেলে দেওয়া হয়, তবে যতই ভিজতে থাকবে ও প্রস্ফুটিত হতে থাকবে **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় মরিয়ম বিবির ফুলের বরকতে বাচ্চার জন্ম খুব সহজ ভাবেই হবে।

অপারেশন ছাড়াই জন্ম হয়ে গেলো (মরিয়ম বিবির ফুলের উপকারীতা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনার এক শিক্ষক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা: আমার দ্বিতীয় বাচ্চার জন্মের দিন ছিলো। আমার বাচ্চার মা হাসপাতালের নির্দিষ্ট কক্ষে (লেবার রুমে) ভর্তি ছিলো।

---

[১] এটাকে মরিয়ম বুটি এবং মরিয়মের পাঞ্জাও বলা হয়। পাঞ্জার আকৃতিটা শুষ্ক অবস্থায় হয়ে থাকে। পাঁশারীর (দেশীয় ঔষধের) দোকানেও পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মক্কা মদীনায় স্থানীয় মহিলারা ও ছেলেরা জমিনের উপর রেখে জিনিসগুলো বিক্রি করে এবং তাদের কাছেও পাওয়া যাবে। এর বৈশিষ্ট্য ও বরকত সম্পর্কে অবহিত আশিকানে রাসূল সেখান থেকে তাবারুক আকারে গ্রহণ করেন এবং অন্যান্যদেরকেও উপহার হিসেবে পেশ করেন। যাকে দেওয়া হয় তার সেটা ব্যবহারের পদ্ধতি জানাটা জরুরী একটু পুরাতন হলে আরো ভালো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

কিছু সময় পর আমি এক মাদানী মুন্নার জন্মের সুসংবাদ পেলাম। হাসপাতালের অপেক্ষমান রুমে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো। তখন তিনি কথায় কথায় মরিয়ম বিবির ফুলের কথা আলোচনা করলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করার পর সে বললো: যদি বাচ্চার জন্মের পর ব্যথা শুরু হয়, তবে এই শুষ্ক ফুল কোন খোলা বাসন বা বোতলের পানিতে যদি ঢেলে দেওয়া হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাজা থাকবে এবং ফুটতে থাকবে। আর এর উপকারীতা হলো এটাই যে, বাচ্চার জন্মের সময় সহজতা হয়। তারপর কম ও বেশি দুই বছর পর যখন তৃতীয় বাচ্চার জন্মের পর্যায়ে আসলো। তখন মহিলা ডাক্তার আমার বাচ্চার মাকে অপারেশনের মাধ্যমে বাচ্চা জন্মের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে বললেন। আমি মরিয়ম বিবির ফুলের কথা স্মরণ করলাম, তখন আমি দেশীয় ঔষধের দোকান থেকে মরিয়ম বিবির ফুল সংগ্রহ করলাম। আর যখন বাচ্চা জন্মের সময় আসলো, তখন আমি সেটা পানির মধ্যে ঢেলে দিলাম। **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় অপারেশন ছাড়াই মাদানী মুন্নীর জন্ম হয়ে গেলো। এক বছর পর চতুর্থ বাচ্চার জন্যও ডাক্তার অপারেশনের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন, কিন্তু আমি অন্যান্য ওযীফার পাশাপাশি (যেটা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “ঘরোয়া চিকিৎসা” এর মধ্যে রয়েছে) মরিয়ম বিবির ফুল ব্যবহার করি। এভাবে ও অপারেশন ছাড়াই মাদানী মুন্নীর জন্ম হয়ে গেলো। এর কমপক্ষে দুই বছর পর যখন পঞ্চম বাচ্চার জন্মের পর্যায় আসলো, তখন আমি আমার ঘরের পাশ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সেখানেও ডাক্তাররা মেডিকেল রিপোর্ট ও তাদের গবেষণার দৃষ্টিতে অপারেশন করতে বলেন। আমি চেষ্টা করে টাকার ব্যবস্থাও প্রস্তুত রেখেছিলাম এবং ওযীফা আদায়ের পাশাপাশি যখন জন্মের সময় হলো, তখন মরিয়ম বিবির ফুল খোলা বোতলের পানিতে ঢেলে দিলাম, ডাক্তার অপারেশন ছাড়া জন্মানোর জন্য অনেক চেষ্টা করার পর অপারেশনের জন্য টাকা জমা করানোর জন্য বললেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

এখন অপারেশন ছাড়া উপায় নেই এবং অপারেশনের ব্যবস্থাও শুরু করে দেন। টাকা ব্যাংকে ছিলো, হাসপাতালের পাশে এটিএম বুথ থেকে টাকা বের করলাম এবং কাউন্টারের কাছে জমা করে দিলাম। কিন্তু অপারেশনের পূর্বেই **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় নিরাপদে মাদানী মুন্নার জন্মের সংবাদ পেলাম। মরিয়ম বুটির ব্যবহারের জন্য চার ও পাঁচ ইসলামী ভাইকে পরামর্শ দিলাম। তাদের মধ্য থেকে একজনকে ডাক্তার অপারেশনের জন্য বলে রেখেছিলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তার ঘরে অপারেশন ছাড়াই জন্ম হয়ে গেলো।

কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলা

হযরত সায়্যিদুনা হাওয়াছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমরা ইবাদতগুজার মহিলা রাহেলার নিকট গেলাম। সে অধিক হারে রোযা রাখতো। এমনভাবে কাঁদতো যে, তার চোখের জ্যোতি চলে যায়। এতো বেশি নামায পড়তো যে, দাঁড়াতে পারতো না তাই বসেই নামায আদায় করতো। আমরা তাকে সালাম করলাম। অতঃপর মহান **আল্লাহ্ তাআলার** ক্ষমা ও অনুগ্রহের আলোচনা করছিলাম যাতে তার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায়। সে এ কথা শুনে একটি চিৎকার দিলো এবং বললো: "আমার নফসের অবস্থা আমার জানা আছে; অর্থাৎ- সে আমার অন্তরকে আঘাতপ্রাপ্ত করে দিয়েছে এবং হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। **আল্লাহ্**র কসম! হায়! আমার ইচ্ছা হলো, তো যদি **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে সৃষ্টিও না করতেন এবং আমি কোন আলোচনার যোগ্য বস্তুও না হতাম। এটা বলে পুনরায় নামাযে দাঁড়িয়ে গেলো। (ইহ্ইয়াউল উলূম, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আহ সলবে ঈমান কা খউফ খায়ে জাতা হে,
কাশ মেরে মা নে হি মুজকো না জনা হুতা।

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه

অযু ও বিজ্ঞান

এই রিসালায় রয়েছে.....

অযু ও উচ্চ রক্তচাপ

স্মরণশক্তির জন্য

মুখের ফোস্কার চিকিৎসা

টুথ ব্রাশের অপকারিতা সমূহ

অন্ধত্ব থেকে নিরাপত্তা লাভ

তাসাউফের মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অযু ও বিজ্ঞান[১]

এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি অযু সম্পর্কিত আশ্চার্য্যজনক জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভে ধন্য হবেন।

আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণকারীগণ (দুইজন ইসলামী ভাই) যখন পরস্পর সাক্ষাৎ করে, অতঃপর মুসাফাহা (করমর্দন) করে এবং **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই দু'জনের আগের পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসনাদে আবি ইয়া'লা, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দুই দিন ব্যাপী ছাত্রদের ইজতিমায় (১৪২১ হিজরীর মুহাররামুল হারাম) পাকিস্তানের নওয়াব শাহে প্রদান করেছিলেন। প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করে লিখিতভাবে আপনাদের খেদমতে পেশ করা হলো।

-- উবাইদ রযা ইবনে আত্তার دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

অযুর রহস্য শুনার কারণে ইসলাম গ্রহণ

এক ব্যক্তির বর্ণনা: "আমি বেলজিয়ামে কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অমুসলীম শিক্ষার্থীকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। সে জিজ্ঞাসা করলো: "অযুর মধ্যে কি কি বৈজ্ঞানিক রহস্য আছে?" আমি নির্বাক হয়ে যাই। তাকে একজন আলিমের নিকট নিয়ে গেলাম কিন্তু তাঁর কাছেও এর কোন জ্ঞান ছিল না। অবশেষে বিজ্ঞানের জ্ঞান রাখেন এমন এক ব্যক্তি তাকে অযুর যথেষ্ট সৌন্দর্য বর্ণনা করলো কিন্তু গর্দান মাসেহ্ করার রহস্য বর্ণনা করতে তিনিও অপারগ হলেন। এরপর সে অমুসলীম (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী) চলে যায়। কিছু দিন পর এসে বলল, "আমাদের প্রফেসর লেকচারের মাঝখানে বলেছেন, "যদি গর্দানের পৃষ্ঠদেশে ও দু'পার্শ্বে দৈনিক কয়েক ফোটা পানি লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে মেরুদন্ডের হাড় ও দূষিত মজ্জার সংক্রমণ থেকে সৃষ্ট ব্যাধি সমূহ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।" এটা শুনে অযুর মধ্যে গর্দান মাসেহ্ করার রহস্য আমার বুঝে এসে যায়। অতএব আমি মুসলমান হতে চাই এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তবেই সে মুসলমান হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পশ্চিম জার্মানীর সেমিনার

পশ্চিমা দেশ সমূহে হতাশা **(DEPRESSION)** রোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে যাচ্ছে। পাগলখানার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞদের নিকট রোগীদের ভীড় সবসময় লেগেই থাকে। পশ্চিম জার্মানীর ডিপ্লোমা হোল্ডার একজন পাকিস্তানী ফিজিওথেরাপিষ্ট এর বক্তব্য: "পশ্চিম জার্মানীতে একটি সেমিনার হয়েছে যার আলোচ্য বিষয় ছিল: "মানসিক **(DEPRESSION)** রোগের চিকিৎসা ওষুধাপত্র ছাড়া আর কোন কোন উপায়ে হতে পারে।"

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

একজন ডাক্তার তার প্রবন্ধে এই বিস্ময়কর তথ্য খুলে বলেছেন যে, আমি ডিপ্রেশন (মানসিক রোগে) আক্রান্ত কতিপয় রোগীকে দৈনিক পাঁচবার মুখ ধৌত করিয়েছি। কিছুদিন পর তাদের রোগ কমে যায়। অতঃপর এইভাবে রোগীদের অপর দলকে দৈনিক পাঁচবার হাত, মুখ ও পা ধৌত করার ব্যবস্থা করেছি। এতে রোগ অনেকটা ভাল হয়ে যায়। এই ডাক্তার তার প্রবন্ধের উপসংহারে (শেষে) স্বীকার করেছেন; “মুসলমানদের মধ্যে মানসিক রোগ কম দেখা যায়। কেননা তারা দিনে কয়েকবার হাত, মুখ ও পা ধৌত করে (অর্থাৎ অযু করে)।”

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অযু ও উচ্চ রক্তচাপ

এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার খুবই জোর দিয়ে বলেছেন; “উচ্চ রক্ত চাপে আক্রান্ত রোগীকে প্রথমে অযু করান, তারপর ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করুন, অবশ্যই অবশ্যই তা কমে যাবে। এক মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার বলেন: “মানসিক রোগের উত্তম চিকিৎসা হলো অযু।” পশ্চিমা দেশের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞগণ রোগীদের শরীরে অযুর ন্যায় দৈনিক কয়েকবার পানি ঢেলে দেন।

অযু ও অর্ধাঙ্গ

অযুতে ধারাবাহিকভাবে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা হয়, তাও রহস্য শূন্য নয়। প্রথমে উভয় হাতে পানি ঢালাতে শরীরে শিরার কার্যক্রম সচল হয়ে উঠে। অতঃপর ধীরে ধীরে চেহারা ও মস্তিষ্কের রগগুলোর দিকে তার প্রভাব পৌঁছতে থাকে। অযুর মধ্যে প্রথমে হাত ধোয়া তারপর কুলি করা তারপর নাকে পানি দেয়া তারপর চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ধারাবাহিকতা অর্ধাংগ রোগ প্রতিরোধের জন্য উপকারী। অযু যদি মুখমন্ডল ধৌত করা ও মাথা মাসেহ্ করা দ্বারা শুরু করা হতো তাহলে শরীর অনেক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

মিসওয়াকের মূল্যায়ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযুর মধ্যে অনেক সুন্নাত রয়েছে এবং প্রত্যেকটা সুন্নাত অসংখ্য গুপ্ত রহস্যের ভান্ডার। যেমন-মিসওয়াকের কথাই ধরে নিন। শিশুরাও জানে যে, অযুর মধ্যে মিসওয়াক করা সুন্নাত। এই সুন্নাতের বরকত সমূহ কি চমৎকার! এক ব্যবসায়িয়র বক্তব্য: “সুইজারল্যান্ডে এক নও মুসলিমের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমি তাকে তোহ্ফা হিসেবে একটা মিসওয়াক দিলাম। তিনি খুশী হয়ে তা গ্রহণ করলেন এবং চুম্বন করে চোখে লাগালেন। হঠাৎ তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে এবং তার ভাজ খুললেন। দেখলাম, ওখান থেকে আনুমানিক দু’ইঞ্চি লম্বা একটা ছোট্ট মিসওয়াকের টুকরা বের হলো। তিনি বললেন: আমার ইসলাম গ্রহণের সময় মুসলমানগণ এই তোহফা আমাকে দিয়েছিল। আমি খুব যত্ন সহকারে এটা ব্যবহার করতে থাকি। এটা শেষ হতে চলেছিল বিধায় আমি চিন্তিত ছিলাম। এমতাবস্থায় **আল্লাহ্ তাআলা** দয়া করেছেন এবং আপনি আমাকে আরেকটি মিসওয়াক দান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: “দীর্ঘ দিন যাবত আমি দাঁত ও মাড়ির ব্যথায় ভুগছিলাম। আমাদের এখানকার দাঁতের চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা হচ্ছিল না। আমি এই মিসওয়াকের ব্যবহার আরম্ভ করি। অল্প দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠি। অতঃপর আমি ডাক্তারের নিকট গেলাম, তিনি আশ্চর্য্য হয়ে যান এবং জিজ্ঞাসা করলেন: “আমার ঔষধে এত তাড়াতাড়ি আপনার রোগ সেরে যেতে পারে না। ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন, অন্য কোন কারণ থাকতে পারে।” আমি যখন গভীরভাবে চিন্তা করলাম তখন আমার স্মরণ হলো যে, আমি তো মুসলমান হয়েছি এবং এই সব বরকত মিসওয়াক শরীফেরই। যখন আমি ডাক্তারকে মিসওয়াক শরীফ দেখালাম তখন তিনি বিস্মিত ও অপলক দৃষ্টিতে শুধু তা দেখতে থাকেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

স্মরণশক্তির জন্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিসওয়াক শরীফের মধ্যে ধর্মীয় ও দুনিয়াবী অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে। এতে বিভিন্ন রাসায়নিক অংশ রয়েছে, যা দাঁতকে সব ধরণের রোগ থেকে রক্ষা করে। তাহতাবীর পাদটীকায় রয়েছে: “মিসওয়াক দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, মাথা ব্যথা দূর হয় এবং মাথার রগগুলোতে প্রশান্তি আসে। এতে শ্লেষ্মা (কফ, সর্দি) দূর, দৃষ্টি শক্তি তীক্ষ্ম, পাকস্থলী ঠিক এবং খাদ্য হজম হয়, বিবেক বৃদ্ধি পায়। সন্তান প্রজননে বৃদ্ধি ঘটায়। বার্ধক্য দেরীতে আসে এবং পিঠ মজবুত থাকে।” (হাশিয়াতুত তাহতাভী, আল মারাকিল ফালাহ, ৬৮ পৃষ্ঠা)

মিসওয়াক সম্বন্ধে দু’টি বরকতময় হাদীস

(১) “যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মোবারক ঘরে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।” (সহীহ মুসলিম শরীফ, ১৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৩)

(২) “**নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন মিসওয়াক করতেন।” (আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস-৫৭)

মুখের ফোস্কার চিকিৎসা

ডাক্তারগণ বলেন: “অনেক সময় গরম ও পাকস্থলী হতে বের হওয়া এসিডের ফলে মুখে ফোস্কা পড়ে যায়। এই রোগ থেকে বিশেষ ধরণের জীবাণু মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এর চিকিৎসার জন্য তাজা মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করুন এবং এর লালাকে কিছুক্ষণ মুখের ভিতরের এদিক সেদিক ঘুরাতে থাকুন। এই ভাবে অনেক রোগী সুস্থতা লাভ করেছে।”

www.dawateislami.net

টুথ ব্রাশের অপকারিতা সমূহ

বিশেষজ্ঞগণের গবেষণা অনুযায়ী ৮০% রোগ পাকস্থলী ও দাঁতের দূষণ থেকে সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ দাঁতের পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য না রাখার ফলে মাড়িতে বিভিন্ন ধরণের জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। অতঃপর পাকস্থলীতে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের রোগের সৃষ্টি করে। মনে রাখবেন! টুথ ব্রাশ মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত নয় বরং বিশেষজ্ঞদের স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, (১) ব্রাশ যখন একবার ব্যবহার করা হয় তখন এতে জীবাণুর ভিত্তি জমে যায়। পানি দ্বারা ধৌত করার ফলেও ঐ জীবাণুগুলো যায় না বরং তা বংশবৃদ্ধি করে, (২) ব্রাশের কারণে দাঁতের উপরিভাগে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়, (৩) ব্রাশের ব্যবহারে মাড়ি ধীরে ধীরে নিজস্থান থেকে সরে যায়, যার ফলে দাঁত ও মাড়ির মধ্যে শূণ্যতা **(GAP)** সৃষ্টি হয় এবং তাতে খাদ্যের কণা লেগে পঁচে যায় এবং জীবাণুগুলো তাদের স্থান তৈরী করে নেয়। এতে অন্যান্য রোগ-ব্যাধি ছাড়াও চোখের নানা ধরণের রোগ-ব্যাধিও জন্ম নেয়। ফলে দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে পড়ে বরং কোন কোন সময় মানুষ অন্ধও হয়ে যায়।

আপনি কি মিসওয়াক করতে জানেন?

হতে পারে আপনি মনে মনে ভাবছেন যে, আমি তো বছরের পর বছর ধরে মিসওয়াক ব্যবহার করছি কিন্তু আমার তো দাঁত ও পেট উভয়েরই সমস্যা! আমার সহজ সরল ইসলামী ভাইয়েরা! এটা মিসওয়াকের নয় বরং আপনার নিজেরই ব্যর্থতা। আমি (সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বর্তমানে হয়ত লাখো মানুষের মধ্যে এক আধ জনই এইরূপ রয়েছে যারা সঠিক নিয়মে মিসওয়াক ব্যবহার করে। আমরা প্রায়ই তাড়াতাড়ি দাঁতের উপর মিসওয়াক মালিশ করে অযু করতে চলে যাই। অর্থাৎ এটাই বলুন যে, আমরা মিসওয়াক নয় বরং মিসওয়াকের প্রথাই আদায় করি।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মিসওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল

✱ **দু'টি ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: মিস্ওয়াক করে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮) ✱ মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। কেননা, তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৮৬৯) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি' লিস্সুয়ূতী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৮৬৭) ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: চারটি জিনিস জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্ওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (হায়াতুল হায়ওয়ান লিদ্দামীরী, ২য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) ✱ **ঘটনা:** হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বর্ণনা করেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর ওযুর সময় মিস্ওয়াকের প্রয়োজন হয়। খুজে দেখা হলো কিন্তু পাওয়া গেলো না। এজন্য এক দীনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মূদ্রা) বিনিময়ে মিস্ওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশি খরচ করে ফেলেছেন! কেউ এতো বেশি দাম দিয়ে কি মিস্ওয়াক নেয়? হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সকল বস্তু **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখেনা। যদি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি কি জবাব দেব,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

“তুমি আমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত কেন ছেড়ে দিলে?” যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তার বাস্তবতা তো আমার কাছে মশার ডানার সমপরিমাণও ছিল না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতকে (মিস্ওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা? (লাওয়াকিহুল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, ৩৮ পৃষ্ঠা) ✱ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** প্রথম খন্ডের ২৮৮পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: মাশায়েখে কেরাম বলেন: “যে ব্যক্তি মিস্ওয়াকে অভ্যস্থ হয়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা পড়া নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা নসীব হবে না।” ✱ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। ✱ মিস্ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✱ মিস্ওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশী লম্বা না হয়। বেশী লম্বা হলে সেটার উপর শয়তান আরোহণ করে। ✱ মিসওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক **(GAP)** সৃষ্টি করে। ✱ মিস্ওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। ✱ মিস্ওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটা উচিত, আঁশগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিস্ওয়াকে তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে। ✱ দাঁতের প্রস্থে মিস্ওয়াক করুন। ✱ যখনই মিস্ওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। ✱ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধূয়ে নিন। ✱ মিস্ওয়াক ডান হাতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিস্ওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। ✱ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিস্ওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিস্ওয়াক করবেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

✱ মুষ্ঠি বেধেঁ মিসওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ✱ মিস্ওয়াক ওযুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ঐ সময় হবে, যখন মুখে দুর্গন্ধ হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা) ✱ মিস্ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা, এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন। (বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" ১ম খন্ডের, ২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

হাত ধৌত করার রহস্যাবলী

অযুর মধ্যে সর্বপ্রথম হাত ধৌত করা হয়। এর রহস্যগুলো লক্ষ্য করুন। বিভিন্ন জিনিসে হাত দিতে থাকায় হাতের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক অনুকণা ও জীবাণু লেগে যায়। যদি সারা দিন ধৌত করা না হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হাত এই চর্মরোগের আক্রান্ত হতে পারে, (১) হাতের ঘামাছি, (২) চামড়া ফোলা, (৩) একজিমা, (৪) চর্মরোগ অর্থাৎ ঐ জীবাণু যেটা কোন জিনিসের উপর ময়লার মতো জমে যায়, (৫) চামড়ার রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। যখন আমরা হাত ধুয়ে নিই তখন আঙ্গুল সমূহের মাথা থেকে কিরণ **(RAYS)** বের হয়ে এমন এক বৃত্ত সৃষ্টি করে যার ফলে আমাদের আভ্যন্তরীন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা সচল হয়ে উঠে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ এক বৈদ্যুতিক স্রোত আমাদের উভয় হাতে একত্রিত হয়। এতে আমাদের উভয় হাতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।

কুলি করার রহস্যাবলী

প্রথমে হাত ধৌত করা হয়। ফলে তা জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়। অন্যথায় এগুলো কুলির মাধ্যমে প্রথমে মুখে তারপর পেটে গিয়ে বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে।

www.dawateislami.net

বাতাসের মাধ্যমে অসংখ্য ধ্বংসাত্মক জীবাণু, তাছাড়াও খাদ্যের অনুকণা আমাদের মুখ ও দাঁতের মধ্যে লালার সাথে লেগে থাকে। অতএব অযুর মধ্যে মিসওয়াক ও কুলির মাধ্যমে ভালভাবে মুখ পরিস্কার হয়ে যায়। যদি মুখ পরিস্কার করা না হয় তাহলে এই ব্যাধিগুলো সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, (১) এইডস যার প্রাথমিক লক্ষণের মধ্যে মুখ পাকাও রয়েছে, এইডস রোগের সমাধান ডাক্তাররা করতে পারে না, এই রোগে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা অচল হয়ে যায়। এতে রোগের মোকাবিলা করার শক্তি থাকে না এবং রোগী দূর্বল হয়ে যায় এবং রোগী তীলে তীলে মারা যায়। (২) মুখের পার্শ্বদ্বয় ফেটে যাওয়া, (৩) মুখ ও উভয় ঠোঁট দাদ, ছত্রাক **(MONILIASIS)** হওয়া, (৪) মুখের মধ্যে ক্ষত হওয়া ও ছাল পড়া। তাছাড়া রোজা না হলে কুলির সাথে গরগরা করাও সুন্নাত। নিয়মিতভাবে গরগরাকারী টনসিল **(TONSIL)** বৃদ্ধি ও গলার বহু রোগ এমনকি গলার ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকে।

নাকে পানি দেয়ার রহস্যাবলী

ফুসফুসের জন্য এমন বাতাস প্রয়োজন হয় যা জীবাণু, ধোঁয়া ও ধূলাবালি থেকে মুক্ত হবে। আর এতে ৮০% আর্দ্রতা থাকবে। এই বাতাস পৌঁছানোর জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে নাকের ন্যায় এক মহান নিয়ামত দান করেছেন। বাতাসকে স্যাঁতসেঁতে করার জন্য নাক দৈনিক প্রায় ১/৪ গ্যালন আর্দ্রতা সৃষ্টি করে। পরিশুদ্ধতা ও অপরাপর কঠিন কাজ নাকের বাঁশির (ছিদ্রের) লোমের মাথাগুলো সম্পাদন করে থাকে। নাকের ভিতর এক দূরবীন (সুক্ষ্মতি সূক্ষ্ম) অর্থাৎ **(MICROSCOPIC)** ঝাড়ু রয়েছে। এই ঝাড়ু খোলা চোখে দেখা যায় না এমন জালি রয়েছে যা বাতাসের মাধ্যমে প্রবেশকারী জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। তাছাড়া এই অদৃশ্য জালির দায়িত্বে অন্য এক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও রয়েছে। যাকে ইংরেজীতে **(LYSOZUIM)** বলা হয়। এর মাধ্যমে নাক উভয় চোখকে সংক্রমণ **(INFECTION)** হতে রক্ষা করে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অযুকারী নাকে পানি দেয়, যার ফলে শরীরের এই গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র নাকের পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়। পানির মধ্যে কার্যকরী বৈদ্যুতিক স্রোত নাকের ভিতরকার অদৃশ্য জালির কার্যকারীতাকে জোরদার করে। মুসলমানগণ অযুর বরকতে নাকের অসংখ্য সংকটর্পূণ রোগ থেকে নিরাপদ থাকে। স্থায়ী সর্দি-কাশি এবং নাকের ব্যথাজনিত রোগ-ব্যাধির জন্য নাক ধৌত করা (অর্থাৎ-অযুর ন্যায় নাকে পানি দেয়া) অত্যন্ত উপকারী।

মুখমন্ডল ধৌত করার রহস্যাবলী

বর্তমানে আকাশ বাতাসে ধোঁয়া ইত্যাদির দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সীসা প্রভৃতি আবর্জনার আকারে চোখ, চেহারা ইত্যাদিতে জমতে থাকে। যদি মুখমন্ডল ধৌত করা না হয় তাহলে চেহারা ও চোখ অনেক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এক ইউরোপীয় ডাক্তার তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন: যার শিরোনাম ছিল- “চোখ, পানি, স্বাস্থ্য **(EYE, WATER, HEALTH)**।” এতে তিনি এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে, আপনার উভয় চোখ দিনে কয়েকবার ধৌত করতে থাকুন অন্যথায় আপনাকে বিপজ্জনক রোগের কবলে পড়তে হতে পারে। মুখমন্ডল ধৌত করার ফলে মুখের উপর ব্রণ বের হয় না, আর হলেও তা খুবই কম। রূপ ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের এই বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, সবধরণের ক্রীম **(CREAM)** ও লোশন **(LOTION)** ইত্যাদি মুখমন্ডলে দাগ সৃষ্টি করতে পারে। চেহারাকে লাবণ্যময় করার জন্য চেহারাকে (দৈনিক) কয়েকবার ধৌত করা আবশ্যক। আমেরিকান কাউন্সিল ফারবিউটির শীর্ষস্থানীয় সদস্য ‘বায়চার’ যথার্থই উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেন: “মুসলমানদের জন্য কোন ধরণের রাসায়নিক লোশনের প্রয়োজন নেই। অযুর মাধ্যমে তারা তাদের মুখমন্ডল ধৌত করে বহু রোগ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।”

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

পরিবেশ বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ বলেন: “মুখমন্ডলের এলার্জি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য একে বার বার ধৌত করা উচিত।” اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এইরূপ শুধুমাত্র অযু দ্বারাই সম্ভব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অযুর মধ্যে মুখমন্ডল ধৌত করার ফলে এলার্জি থেকে চেহারা নিরাপদ থাকে, চেহারা ম্যাসেজ হয়ে যায়, রক্তের সঞ্চালন চেহারার দিকে সচল হয়, ময়লা-আবর্জনাও ঝরে যায় এবং চেহারার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায়।

অন্ধত্ব থেকে নিরাপত্তা লাভ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চোখের এমন একটি রোগ রয়েছে, যে রোগে চোখের মূল আর্দ্রতা কমে যায় অথবা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং রোগী ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে যদি ভ্রূগুলোকে সময়ে সময়ে সিক্ত করা হয় তাহলে এই ভয়ংকর রোগ থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অযুকারী মুখমন্ডল ধৌত করে আর এতে তার ভ্রূগুলো সিক্ত হতে থাকে। আশিকানে রাসূলের দাঁড়িও অযুতে ধৌত করা হয়, আর এতে সুন্দর রহস্য রয়েছে; ডাঃ প্রফেসর জর্জ আইল বলেন: “মুখ মন্ডল ধৌত করার ফলে দাঁড়িতে লেগে থাকা জীবাণুগুলো ভেসে যায়। গোড়ায় পানি পৌঁছার ফলে লোমগুলোর শিকড় মজবুত হয়। খিলাল করার দ্বারা উকুনের সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া দাঁড়িতে পানির আর্দ্রতার স্থিতির ফলে ঘাঁড়ের পাট্টা, থাই রাইড গ্ল্যান্ড ও গলার ব্যাধি সমূহ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

কনুই ধৌত করার রহস্যাবলী

কনুইতে তিনটি বড় বড় রগ রয়েছে যা হৃৎপিন্ড, যকৃৎ (কলিজা) ও মস্তিষ্কের সাথে সম্পৃক্ত। শরীরের এই অংশটা সাধারণত কাপড়ে আবৃত থাকে। যদি তাতে পানি ও বাতাস না লাগে তাহলে মস্তিষ্ক ও শিরার বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

অযু করার সময় কনুই সহ হাত ধৌত করার ফলে হৃৎপিন্ড, যকৃৎ (কলিজা) ও মস্তিষ্কে শক্তি পৌঁছে থাকে এবং এইভাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অযুকারী এই সমস্ত রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। তাছাড়া কনুই সহ হাত ধৌত করার ফলে বুকের মধ্যে সঞ্চিত চমকগুলোর সাথে সরাসরি মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং চমকগুলোর সমাগম এক অবস্থার আকার ধারণ করে। এই আমল দ্বারা হাতের জোড়া সমূহ আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে।

মাসেহ এর রহস্যাবলী

মাথা ও ঘাঁড়ের মাঝখানে হাবলুল ওয়ারীদ অর্থাৎ শাহরগ (গ্রীবাস্থি ধমনী) এর অবস্থান। তা মেরুদন্ডের হাড় ও মজ্জা এবং শরীরের সকল জোড়ার সাথে সম্পৃক্ত। যখন অযুকারী ঘাঁড় মাসেহ করে তখন উভয় হাতের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক স্রোত বের হয়ে শাহরগে জমা হয় এবং মেরুদন্ডের হাড় বয়ে শরীরের সকল শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে শিরা-উপশিরা শক্তি লাভ করে।

পাগলদের ডাক্তার

এক ব্যক্তির বর্ণনা: “আমি ফ্রান্সের এক স্থানে অযু করছিলাম। দেখলাম, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে খুব গভীরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। যখন আমি অযু শেষ করলাম তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি কে এবং কোথাকার অধিবাসী?” আমি বললাম: “আমি একজন পাকিস্তানী মুসলমান।” তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: “পাকিস্তানে কয়টি পাগলাগারদ আছে?” এই আশ্চর্যজনক প্রশ্নে আমি চমকে গেলাম, কিন্তু আমি বলে দিলাম: “দু’চারটা হবে।” জিজ্ঞাসা করলেন: “এক্ষুণি আপনি কি করলেন?” আমি বললাম: “অযু।” তিনি বললেন: “কি প্রতিদিন করেন?” আমি বললাম: “হ্যাঁ! বরং দৈনিক পাঁচবার।” তিনি খুবই আশ্চর্য্য হয়ে বললেন: “আমি মানসিক হাসপাতালের **(MENTAL HOSPITAL)** সার্জন এবং পাগলামির কারণ সমূহের গবেষণা আমার কাজ।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আমার গবেষণার সিদ্ধান্ত হলো এই যে, মস্তিষ্ক হতে সারা শরীরে সংকেত যায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে। আমাদের মস্তিষ্ক সব সময় তরল পদার্থে **(FLUID)** সাতরিয়ে **(FLOAT)** যাচ্ছে। এইজন্য আমরা দৌড়াদৌড়ি করলেও মস্তিষ্কের কিছু হয় না। যদি তা শক্ত **(RIGID)** কিছু হতো তাহলে এতদিনে হয়ত ভেঙ্গে যেতো। মস্তিষ্ক হতে কিছু সূক্ষ্ম রগ **(CONDUCTOR)** সঞ্চালক হয়ে আমাদের ঘাঁড়ের পিছন দিয়ে সারা শরীরে চলে গেছে। যদি চুলগুলোকে অতিরিক্ত লম্বা করা হয় এবং গর্দানের পিছনের অংশ শুষ্ক রাখা হয় তাহলে এই **(CONDUCTOR)** সঞ্চালক রগগুলোতে শুষ্কতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। অনেকের ক্ষেত্রে এইরূপও হয়ে থাকে যে, মস্তিষ্ক নিষ্ক্রীয় হয়ে তারা পাগলে পরিণত হয়। অতএব আমি ভাবলাম, ঘাঁড়ের পিছনের অংশ দিনে দু'চারবার যেন অবশ্যই ভিজানো হয়। এক্ষুণি দেখলাম আপনি হাত, মুখ ধৌত করার পাশাপাশি ঘাঁড়ের পিছনের অংশও কিছু করেছেন। বাস্তবিকই আপনারা পাগল হতে পারেন না।" তাছাড়া ঘাঁড় মাসেহ করার ফলে তাপের প্রভাবের ক্ষতি ও ঘাঁড় ভাঙ্গা জ্বর থেকেও বাঁচতে পারা যায়।

পা ধৌত করার রহস্যাবলী

পা সবচেয়ে বেশি ময়লাযুক্ত হয়ে থাকে। প্রথমে জীবাণু পায়ের আঙ্গুল সমূহের মাঝখানে থেকে শুরু হয়। অযু করার সময় পা ধৌত করার ফলে ধূলা-বালি ও জীবাণুগুলো **(INFECTION)** ভেসে যায় এবং অবশিষ্ট জীবাণু পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করার ফলে বের হয়ে যায়। অতএব অযুর মধ্যে সুন্নাত অনুসারে পা ধৌত করার ফলে ঘুমের স্বল্পতা, মস্তিষ্কের শুষ্কতা, ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা **(DEPRESSION)** এর মত অস্বস্তিকর রোগ সমূহ দুরীভূত হয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

অযুর অবশিষ্ট পানি

আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অযু করে বেঁচে যাওয়া পানি দাঁড়িয়ে পান করে নিতেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে: “৭০টি রোগের শিফা।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৫ পৃষ্ঠা) ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: যদি কোন পাত্র বা বদনায় অযু করা হয়, সেটার বেঁচে যাওয়া পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব। (তাবইনুল হকাইক, ১ম খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা) অযুর বেঁচে যাওয়া পানি পান করার ব্যাপারে এক মুসলমান ডাক্তার বলেছেন: (১) এর প্রথম প্রভাবে মূত্রথলীর উপর পড়ে, প্রশ্রাবের প্রতিবন্ধকতা দূর হয় এবং খোলাসাভাবে প্রশ্রাব বের হয়ে আসে, (২) অবৈধ কামভাব হতে মুক্তি পাওয়া যায়, (৩) যকৃত, (কলিজা) পাকস্থলী ও মূত্রথলীর উত্তাপ দূর হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মানুষ চাঁদে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযু ও বিজ্ঞানের আলোচনা চলছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রতি মানুষের আকর্ষন বেশি। বরং এই সমাজে এমন কিছু লোকও দেখা যায় যারা ইংরেজ গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের প্রতি যথেষ্ট দুর্বল। তাদের খিদমতে আরয: অনেক বাস্তব বিষয় এমন রয়েছে যেগুলোর সন্ধানে বৈজ্ঞানিকগণ বর্তমানে মাথা ঠুকছে অথচ আমার **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেগুলো অনেক পূর্বেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। দেখুন, তাদের দাবী অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকগণ এখন চাঁদে পৌঁছেছে। অথচ আমার **প্রাণ প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আজ থেকে প্রায় ১৪৩৮ বছর পূর্বে মিরাজ ভ্রমন হতেও অনেক উর্ধ্বে তাশরীফ নিয়ে যান।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ওরশ শরীফ উপলক্ষ্যে দারুল উলুম আমজাদিয়া, আলমগীর রোড, বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত এক মুশায়েরা মাহফিলে অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়েছে, যার মধ্যে হাদায়েক্বে বখশিশ শরীফের এই পংক্তি শিরোনাম রাখা হয়েছিল।

সর ওয়েহী সর জু তেরে কদমো পে কুরবান গেয়া।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, বাহারে শরীয়াতের লিখক, খলীফায়ে আ'লা হযরত, হযরত মওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর শাহজাদা মুফাস্সীরে কুরআন হযরত আল্লামা আবদুল মুস্তফা আযহারী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই মুশায়েরায় তাঁর যে কালাম পেশ করেছিলেন তার একটি শের (পংক্তি) লক্ষ্য করুন।

কেহতে হে সাতাহ পর চান্দ কি ইনসান গেয়া,
আরশে আজম সে ওয়ারা তৈয়্যবা কা সুলতান গেয়া।

অর্থাৎ- কেবল বলা হচ্ছে যে, এখন মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে! সত্যিই চাঁদ তো অতি নিকটে **আমার প্রিয়তম, মদীনার সুলতান, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের শাহানশাহ্, বিশ্বকুলের রহমত, সরদারে দোজাহান** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিরাজের রজনীতে চাঁদকে পিছনে রেখে আরশে আযমেরও অনেক উপরে তাশরীফ নিয়ে যান।

আরশ কি আকল দাঙ্গ হে চার্খ মে আসমান হে,
জানে মুরাদ আব কিদর হায়ে তেরা মকান হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)

নূরের খেলনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চাঁদ যেখানে পৌঁছে যাওয়ার দাবী করছে এখন বৈজ্ঞানিকগণ, ওই চাঁদতো **আমার প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমের অনুগত। যেমন- “দালায়িলুন নবুয়ত”এ বর্ণিত রয়েছে: **সুলতানে দোজাহান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: আমি বারগাহে রিসালাতে আরয করলাম: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার মধ্যে (মোবারক শৈশবে) এমন একটি বিষয় দেখেছি যা আপনার নবুওয়াতের প্রমাণ বহন করতো এবং আমার ঈমান আনয়নের কারণ সমূহের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। অতঃপর আমি দেখলাম যে, **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোলনায় শায়িত অবস্থায় চাঁদের সাথে কথা বলছিলেন এবং যেদিকে **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করতেন চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে যেতো।” **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আমি (চাঁদের) সাথে কথা বলতাম এবং চাঁদ আমার সাথে কথা বলতো এবং আমাকে কান্না থেকে ভুলিয়ে রাখতো। আমি তার পতিত হওয়ার আওয়াজ শুনতাম যখন আরশে ইলাহীর নিচে সিজদায় পড়তো।”

(দালায়িলুন নবুয়ত, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

চাঁদ ঝুক জা-তা জিধর উঙ্গুলি উঠাতে মাহদ মে,
কিয়াহি চলতা থা ইশারু পর খেলুনা নূর কা।

এক নবী প্রেমিক বলেছেন:

খেলতে থে চাঁদ ছে বাছপনমে আক্বা ইছলিয়ে,
ইয়ে সারা-পা নূর থে, উও থা খেলুনা নূর কা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার মুজিযা

বুখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে: মক্কার কাফিরগণ **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হয় এবং মুজিযা দেখার জন্য আবেদন করে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখান। (বুখারী, ২য় খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮৬৮) **আল্লাহ্ তাআলা** পারা- ২৭, সূরা- ক্বমরের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ করেন:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
اِقۡتَرَبَتِ السَّاعَۃُ وَ انۡشَقَّ الۡقَمَرُ ﴿۱﴾ وَ اِنۡ یَّرَوۡا اٰیَۃً یُّعۡرِضُوۡا وَ یَقُوۡلُوۡا سِحۡرٌ مُّسۡتَمِرٌّ ﴿۲﴾

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> **আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় দয়ালু। (১) নিকটে এসেছে কিয়ামত এবং দ্বিখণ্ডিত হয়েছে চাঁদ। (২) এবং যদি দেখে কোন নিদর্শণ, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর বলে; এতো যাদু, যা (শাশ্বতরূপে) চলে আসছে।

(পারা- ২৭, সূরা- ক্বমর, আয়াত- ১৩২)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আয়াতের এই অংশ (وَ انۡشَقَّ الۡقَمَرُ <u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> এবং দ্বিখণ্ডিত হয়েছে চাঁদ) এই আয়াতের মধ্যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক বড় মুজিযা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার আলোচনা হয়েছে। (নূরুল ইরফান, ৮৪৩ পৃষ্ঠা)

ইশারে ছে চান্দ ছিড় দিয়া, ছুপে হুয়ে খুর কো ফের লিয়া,
গেয়ে হুয়ে দিন কো আছর কিয়া, ইয়ে তাব ও তুয়া তোমারে লিয়ে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযুর ডাক্তারী উপকারীতা শুনে হয়তো আপনি আনন্দিত হয়ে গেছেন। কিন্তু আমি আরয করব চিকিৎসা শাস্ত্রের পুরোটাই ধারণা নির্ভর। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও চুড়ান্ত হয় না, পরিবর্তন হতে থাকে। হ্যাঁ! **আল্লাহ্ তাআলার** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানাবলী অটল, তা পরিবর্তন হবে না। সুন্নাত সমূহের উপর আমাদের আমল ডাক্তারী উপকারীতা লাভের জন্য নয় বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। অতএব এই জন্য অযু করা যে, আমার রক্তচাপ যেন স্বাভাবিক হয়ে যায় অথবা আমি স্বাস্থ্যবান হয়ে যাই কিংবা খাবার নিয়ন্ত্রণের জন্য রোযা রাখা যেন ক্ষুধার উপকারীতা পাওয়া যায়। মদীনা সফর এই উদ্দেশ্যে করা যে, আবহাওয়াও পরিবর্তন হবে এবং ঘর-বাড়ী ও কাজ কর্মের ঝামেলা থেকেও কিছুদিন শান্তি পাওয়া যাবে। অথবা ধর্মীয় কিতাব এই জন্য পড়া যেন সময় অতিবাহিত হয়। এই ধরণের নিয়্যতে আমলকারীগণ সাওয়াব কিভাবে পাবে? যদি আমরা **আল্লাহ্ তাআলা**কে সন্তুষ্ট করার জন্য আমল করি তাহলে সাওয়াবও পাওয়া যাবে এবং সাথে সাথে এর উপকারীতাও অর্জন হবে। অতএব যাহেরী ও বাতেনী নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদেরকে অযুও **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।

তাসাউফের (আধ্যাত্মিকতার) মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অযু করার পর আপনি যখন নামাযের দিকে মনোযোগী হবেন, তখন কল্পনা করুন যেসব প্রকাশ্য অঙ্গের উপর লোকজনের দৃষ্টি পড়ে, সেগুলো তো বাহ্যতঃ পবিত্র হয়েছে। কিন্তু অন্তরকে পবিত্র করা ব্যতীত **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে মুনাজাত করা লজ্জার পরিপন্থী। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** অন্তরগুলোকেও দেখে রয়েছেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(তিনি) আরও বলেন: প্রকাশ্য ভাবে অযু করার পর এই কথা মনে রাখা উচিত, অন্তরের পবিত্রতা তাওবা করা, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া এবং উত্তম চরিত্র অবলম্বন করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি অন্তরকে গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র না করে বরং প্রকাশ্য পবিত্রতা, সাজ-সজ্জাকে যথেষ্ট মনে করে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যে বাদশাহকে দাওয়াত দিয়ে নিজের ঘরের বাইরে খুব সাজসজ্জা করা, রং ও আলোকিত করা, কিন্তু ঘরের ভিতরের অংশে পরিস্কার করার প্রতি কোন দৃষ্টি দেয়না। অতএব, যখন বাদশাহ তার ঘরের ভিতর এসে ময়লা-আবর্জনা দেখবেন, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না সন্তুষ্ট হবেন, তা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই বুঝতে পারেন। **(ইহ্ইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)**

সুন্নাত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! **আমার আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী নয় এবং আমাদের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের অনুসরণ নয় বরং সুন্নাতের অনুসরণ। আমাকে বলতে দিন, যখন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ বছরের পর বছর তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলাফলে দরজা উন্মুক্ত করে তখন তাদের সম্মুখে হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তিমান **সুন্নাতে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ই নজরে পড়ে। দুনিয়ার মধ্যে আপনি লাখো ভ্রমণ বিনোদন করেন, যতই আনন্দ উল্লাস করেন না কেন; আপনার অন্তরে প্রকৃত শান্তি আসবে না। অন্তরের প্রশান্তি শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** স্মরণেই পাওয়া যাবে। অন্তরে স্বস্তি **ছারওয়ারে কাউনাইন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রেমেই পাওয়া যাবে। দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম টিভি, ভিসিআর ও ইন্টারনেটে নয় বরং সুন্নাতের অনুসরণেই পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

যদি আপনি বাস্তবিকই উভয় জগতের কল্যাণ চান তাহলে নামায ও সুন্নাত সমূহকে দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে ধরুন এবং এগুলো শিখার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় সফর করাকে আপনার দৈনন্দিন আমলে পরিণত করে নিন। প্রত্যেক ইসলামী ভাই যেন নিয়্যত করে যে, আমি জীবনে কমপক্ষে একবার ১২ মাস, প্রত্যেক ১২ মাসে ৩০ দিন এবং প্রতি মাসে ৩ দিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করব اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ।

তেরে সুন্নাতো পে চলকর মেরে রূহ জব নিকাল কর,
চলে তুম গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২১ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৪ হিজরী
০৬-১২-২০১২ইং

চাশত নামাযের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামায নিয়মিত ভাবে আদায় করে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় যদিও সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৮২)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰه

গোসলের পদ্ধতি (হানাফী)

এই রিসালায় রয়েছে.....

জায়নামাযে কা'বা শরীফের ছবি

অনুপম শাস্তি

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

বৃষ্টির পানিতে গোসল

হস্ত মৈথুনের শাস্তি

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

গোসলের পদ্ধতি

এ রিসালা সম্পূর্ণ পড়ে নিন, খুব সম্ভব গোসলের ক্ষেত্রে অনেক ভুল আপনার সামনে আসতে পারে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

খাতামুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, শফীউল মুযনীবিন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা অধিক হারে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৫ম খন্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৩৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অনুপম শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: ইবনুল কুরাইবী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন; একবার আমার স্বপ্নদোষ হলো, আমি তখন গোসল করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। প্রচন্ড শীতের রাত ছিলো। তাই আমার নফস আমাকে পরামর্শ দিলো: "এখনও রাতের অনেকাংশ বাকী আছে, এত তাড়াতাড়ি করার কী প্রয়োজন? সকালে প্রশান্ত মনে গোসল করে নিতে পারবে।"

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

আমি তাড়াতাড়ি আমার নফসকে একটি অনুপম শাস্তি দেয়ার শপথ করলাম। তা হলো: আমি প্রচন্ড শীতের মধ্যেই কাপড় সহ গোসল করব এবং গোসল করার পর কাপড় না নিংড়িয়ে ভিজা কাপড়েই থাকব এবং শরীরেই সে ভিজা কাপড় শুকাব, বাস্তবে আমি তাই করলাম। যে দুষ্ট নফস **আল্লাহ্ তাআলা**র কাজে অলসতা করার জন্য প্ররোচনা দিয়ে থাকে তার এরূপ শাস্তিই হয়ে থাকে।

(কিমিআয়ে সাআদাত, ২য় খন্ড, ৮৯২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নিহংগ ওয়াজিদহা মারা আগর ছে শের নর মারা,
বড়ে মওজি কো মারা নফসে আম্মারা কো গর মারা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা তাঁদের নফসের ধোঁকাবাজীকে দমন করার জন্য কত বড় বড় কষ্ট সহ্য করেছিলেন। বর্ণিত ঘটনা থেকে সে সকল ইসলামী ভাইদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা রাতে স্বপ্নদোষ হওয়ার পর পরকালের ভয়ানক লজ্জাকে ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের লজ্জায় বা অলসতার কারণে গোসল থেকে বিরত থেকে ফযরের নামাযের জামাআত নষ্ট করে। এমনকি **আল্লাহ্**র পানাহ! নামায পর্যন্তও কাযা করে ফেলে। যখন কোন কারণে গোসল ফরয হবে তখনই আমাদের গোসল করে নেয়া উচিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: “ফিরিশতারা সে ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি, কুকুর ও জুনুবী ব্যক্তি (অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার উপর স্ত্রী সহবাস বা স্বপ্নদোষ বা যৌন উত্তেজনাবশত বীর্যপাত হওয়ার কারণে গোসল ফরয হয়েছে) রয়েছে। (সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৭)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

গোসলের পদ্ধতি (হানাফী)

মুখে উচ্চারণ না করে প্রথমে মনে মনে এভাবে নিয়্যত করুন, আমি পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করছি। তারপর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করুন। তারপর ইস্তিন্জার স্থান যদিও নাপাকী থাকুক বা না থাকুক, তারপর শরীরের কোথাও নাপাকী থাকলে তা দূরীভূত করুন। অতঃপর নামাযের অযুর মত অযু করুন। কিন্তু পা ধৌত করবেন না। তবে চৌকি ইত্যাদির উপর গোসল করলে পাও ধুয়ে নিন। অতঃপর শরীরে তৈলের ন্যায় পানি মালিশ করুন বিশেষ করে শীতকালে। (এই সময় শরীরে সাবানও মালিশ করতে পারবেন) অতঃপর তিনবার ডান কাঁধে, তিনবার বাম কাঁধে এবং তিনবার মাথা ও সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করুন। তারপর গোসলের স্থান থেকে সরে দাঁড়ান। অযু করার সময় যদি পা ধুয়ে না থাকেন তাহলে এখন পা ধুয়ে নিন। গোসল করার সময় কিবলামুখী হবেন না। হাত দ্বারা সমস্ত শরীর ভালভাবে মেজে নিন। এমন জায়গায় গোসল করা উচিত যেখানে কারো দৃষ্টি না পড়ে। যদি তা সম্ভব না হয় পুরুষেরা নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটি মোটা কাপড় দ্বারা সতর ঢেকে নেবে। আর মোটা কাপড় পাওয়া না গেলে প্রয়োজনানুসারে দুইটি বা তিনটি কাপড় দ্বারা সতর ঢেকে নেবে। কেননা, গোসল করার সময় পরনে পাতলা কাপড় থাকলে পানি পড়ার সাথে সাথে তা শরীরের সাথে লেগে যায় এবং **আল্লাহ্**র পানাহ! হাঁটু, উরু ইত্যাদির আকৃতি প্রকাশ পায়। মহিলাদের জন্য তো সতর ঢাকার ক্ষেত্রে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। গোসল করার সময় কোন রকম কথাবার্তা বলবেন না এবং কোন দোয়াও পড়বেন না। গোসলের পর তোয়ালে, গামছা ইত্যাদি দ্বারা শরীর মুছতে কোন অসুবিধা নেই। গোসলের পর তাড়াতাড়ি কাপড় পরিধান করে নিন এবং মাকরূহ সময় না হলে গোসলের পর দু’রাকাত নফল নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

গোসলের ফরয তিনটি

(১) কুলি করা, (২) নাকে পানি দেয়া, (৩) সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা। **(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)**

(১) কুলি করা

মুখে সামান্য পানি নিয়ে সামান্য নড়াচড়া করে ফেলে দেয়ার নাম কুলি নয়। বরং মুখের ভিতরের প্রতিটি অংশে, প্রান্তে ও ঠোঁট হতে কণ্ঠনালীর গোঁড়া পর্যন্ত প্রতিটি স্থানে পানি পৌঁছাতে হবে। একিভাবে চোয়ালের পিছনে, গালের ভিতরস্থ চামড়াতে, দাঁতের ছিদ্র ও গোঁড়াতে, জিহ্বার প্রত্যেক পিঠে এবং গলার গভীরেও পানি পৌঁছাতে হবে। রোযা অবস্থায় না থাকলে গড়গড়া করাও সুন্নাত। দাঁতের ফাঁকে সুপারির দানা, বিচির খোসা ইত্যাদি আটকে থাকলে তা বের করে ফেলা আবশ্যক। তবে বের করে নেয়াতে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মাফ। গোসলের পূর্বে দাঁতের ছিদ্রে খোসা ইত্যাদি অনুভূত না হওয়ার কারণে তা নিয়েই নামায আদায় করা হলো কিন্তু নামায আদায়ের পর তা অনুভূত হলো, তাহলে তা বের করে সেখানে পানি পৌঁছানো ফরয। তবে ঐগুলো দাঁতের ফাঁকে থাকা অবস্থায় পূর্বে যে নামায আদায় করা হয়েছিল তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। যে পরা দাঁত বিভিন্ন উপাদান দ্বারা জমানো হয়েছিল বা তার দ্বারা বাঁধানো হয়েছিল কুলি করার সময় ঐ উপাদান বা তারের নিচে পানি না পৌঁছলেও মাফ। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৪৩৯-৪৪০ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা)** গোসলে যে ভাবে একবার কুলি করা ফরয, অযুতে সে ভাবে তিনবার কুলি করা সুন্নাত।

(২) নাকে পানি দেওয়া

তাড়াতাড়ি নাকের মাথায় সামান্য পানি লাগিয়ে নিলে নাকে পানি দেয়া বলা যায় না বরং নাকের ভিতর যতটুকু নরম জায়গা আছে তাতে এবং শক্ত হাঁড়ের শুরু পর্যন্ত পানি পৌঁছানো আবশ্যক।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

আর সেটা এইভাবে হতে পারে যে, নাকে পানি নিয়ে নিঃশ্বাস টেনে উপরে নিয়েই নাকের সম্পূর্ণ স্থানে পানি পৌঁছানো। এটা স্মরণ রাখবেন! নাকের ভিতর চুল পরিমাণ স্থানও যাতে অধৌত থেকে না যায়। অন্যথায় গোসল আদায় হবে না। নাকের ভিতর যদি শ্লেষ্মা শুকিয়ে যায়, তাহলে তা বের করে নেয়া ফরয। নাকের ভিতরের লোমগুলোও ধৌত করা ফরয। (বাহারে শরীয়াত, ৪৪২-৪৪৩ পৃষ্ঠা)

(৩) সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা

মাথার চুল থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরে প্রতিটি অংশে এবং প্রতিটি লোমে পানি প্রবাহিত করা আবশ্যক। শরীরে কিছু স্থান এমনও আছে যেগুলোতে সতর্কতার সাথে পানি পৌঁছানো না হলে তা শুষ্ক থেকে যায় ফলে গোসল আদায় হয় না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা)

গোসলের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ২১টি সতর্কতা

❀ পুরুষের মাথার চুল যদি বেনী বাঁধা হয়, তাহলে তা খুলে চুলের গোঁড়া থেকে আগা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ফরয। ❀ মহিলাদের জন্য শুধুমাত্র চুলের গোঁড়া ভিজিয়ে নেয়া আবশ্যক। চুলের খোঁপা বা বেনী খোলার প্রয়োজন নেই। তবে খোঁপা যদি এমন শক্তভাবে বাধা হয় যে, তা খোলা ব্যতীত চুলের গোঁড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো অসম্ভব, তাহলে খোঁপা খুলে নিতে হবে। ❀ যদি কানের দুল এবং নাকের ফুলের ছিদ্র থাকে এবং সেটা যদি বন্ধ না থাকে, তাহলে তাতে পানি পৌছানো ফরয। অযুতে শুধু নাকের ফুলের ছিদ্রে এবং গোসলে নাক ও কান উভয়ের ছিদ্রে পানি প্রবাহিত করুন। ❀ ভ্রু, গোঁফ ও দাঁড়ির প্রত্যেক লোমের গোঁড়া থেকে আগা পর্যন্ত এবং ঐগুলোর নিচের চামড়া ধৌত করা আবশ্যক। ❀ কানের প্রত্যেক অংশ এবং কানের ছিদ্রের মুখ ধৌত করতে হবে, ❀ কানের পিছনের চুল থাকলে তা সরিয়ে সেখানে পানি পৌঁছাতে হবে।

www.dawateislami.net

❋ চিবুক ও গলার সংযোগস্থলে চেহারা উত্তোলন করেই ধৌত করতে হবে, ❋ উভয় হাত ভালভাবে উত্তোলন করেই বগল ধৌত করতে হবে, ❋ বাহুর প্রত্যেক পার্শ্ব ধৌত করতে হবে, ❋ পিঠের প্রতিটি অংশ ধৌত করতে হবে, ❋ পেটের ভাঁজ উঠিয়েই পেট ধৌত করতে হবে, ❋ নাভীতেও পানি পৌঁছাতে হবে, যদি নাভিতে পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে নাভিতে আঙ্গুল ঢুকিয়েই নাভি ধৌত করতে হবে, ❋ শরীরের প্রতিটি লোম গোঁড়া থেকে আগা পর্যন্ত ধৌত করতে হবে, ❋ উরু ও তল পেটের সংযোগস্থল ধৌত করতে হবে, ❋ বসে গোসল করলে উরু ও গোড়ালীর সংযোগ স্থল ধৌত করার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, ❋ বিশেষ করে দাঁড়িয়ে গোসল করার সময় উভয় নিতম্বের সংযোগস্থলে পানি পৌঁছানোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, ❋ উরুর মাংসল গোলাকার অংশে এবং ❋ গোড়ালীর গোলাকার অংশে পানি প্রবাহিত করতে হবে, ❋ পুরুষাঙ্গ ও অন্ডকোষের নিম্নাংশ পর্যন্ত এবং ❋ অন্ডকোষের নিচের স্থান সমূহ গোড়া পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। ❋ যার খতনা করা হয়নি তার পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া যদি উপর দিকে উত্তোলন করা যায়, তাহলে চামড়া উপর দিকে উত্তোলন করেই পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ধৌত করতে হবে এবং পুরুষাঙ্গের চামড়ার ভিতরও পানি পৌঁছাতে হবে। (সংক্ষেপিত বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১৭-৩১৮ পৃষ্ঠা)

(পর্দানশীন) মহিলাদের জন্য ৬টি সতর্কতা

(১) ঝুলন্ত স্তনদ্বয়কে উত্তোলন করেই সেখানে পানি প্রবাহিত করতে হবে, (২) স্তন ও পেটের সংযোগ রেখা ধৌত করতে হবে, (৩) যোনির বাইরের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি পার্শ্বের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ভালভাবে ধৌত করতে হবে, (৪) যোনির ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তা ধৌত করা ফরয নয় বরং মুস্তাহাব। (৫) হায়েজ ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করলে একটি পুরাতন কাপড় দ্বারা যোনি পথের ভিতর থেকে রক্তের চিহ্ন পরিস্কার করে নেয়া মুস্তাহাব।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

(৬) যদি নখ পালিশ নখের সাথে লেগে থাকে তা নখ থেকে ছাড়িয়ে নেয়া ফরয নতুবা গোসল আদায় হবে না। তবে মেহেদীর রং থাকলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজ

ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ, পট্টি ইত্যাদি বাঁধা থাকলে এবং তা খুলতে গেলে ক্ষতি বা অসুবিধার সম্ভাবনা থাকলে গোসল করার সময় পট্টি বা ব্যান্ডেজের উপরই মাসেহ করলে যথেষ্ট হবে। অনুরূপ শরীরে কোন স্থানে রোগ বা ব্যথার কারণে পানি প্রবাহিত করা ক্ষতিকর হলে সে স্থানের সম্পূর্ণ অঙ্গেই মাসেহ করে নিবে। পট্টি বা ব্যান্ডেজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থান বেষ্টন করে বাঁধা উচিত নয়। কেননা, তাতে মাসেহ শুদ্ধ হবে না। যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থান বেষ্টন করে পট্টি বাঁধা ছাড়া উপায় না থাকে, যেমন বাহুতে আঘাত প্রাপ্ত হলো কিন্তু গোলাকার করেই বাহুতে পট্টি বাঁধা হলো, ফলে বাহুর অক্ষত অংশও পট্টির আওতায় চলে এল এবং পট্টি দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ল, এমতাবস্থায় পট্টি খোলা যদি সম্ভবপর হয় তাহলে পট্টি খোলেই সে অক্ষতস্থান ধৌত করা ফরয। আর যদি পট্টি খোলা অসম্ভব হয় বা সম্ভব হলেও পুনরায় সে রকম করে বাঁধা অসম্ভব হয় এবং তাতে ক্ষতস্থানের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে সম্পূর্ণ পট্টির উপরই মাসেহ করলে চলবে। শরীরের সে অক্ষত অংশও আর ধৌত করতে হবে না। (প্রাগুক্ত, ৩১৮ পৃষ্ঠা)

গোসল ফরয হওয়ার পাঁচটি কারণ

(১) যৌন উত্তেজনার ফলে বীর্য স্বস্থান থেকে পুরুষাঙ্গ বা যোনিপথ দিয়ে বের হলে। (২) স্বপ্নদোষ হলে অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হলে। (৩) মহিলার যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ তথা কর্তিত অংশ প্রবেশ করালে। কামোত্তেজনা বশত হোক বা না হোক এবং বীর্যপাত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় উভয়ের উপর গোসল ফরয।

www.dawateislami.net

(৪) হায়েজ তথা ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর, (৫) নিফাস তথা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে রক্ত বের হয় তা বন্ধ হওয়ার পর। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২১-৩২৪ পৃষ্ঠা)

নিফাসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা

অধিকাংশ মহিলাদের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মহিলারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত আবশ্যিকভাবে অপবিত্র থাকে। এটা সম্পূর্ণ ভুল, বিস্তারিত ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন: সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মহিলাদের যে রক্ত বের হয় তাকে নিফাস বলে। এর সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার চল্লিশ দিন পরও যদি ঐ রক্ত দেখা যায় তাহলে তা রোগ হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই মহিলাদেরকে গোসল করে পাক পবিত্র হতে হবে। আর যদি চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই ঐ রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, চাই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক মিনিট পরেই বন্ধ হোক না কেন, বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই গোসল করে নিতে হবে এবং নামায রোযা যথারীতি পালন করতে হবে। আর যদি চল্লিশ দিনের ভিতরে রক্ত একবার বন্ধ হয়ে পুনরায় আবার দেখা যায়, তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে শেষ রক্ত বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়ই নিফাসের সময়সীমাতে গণ্য হবে। যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দুই মিনিট পর্যন্ত রক্ত দেখা গিয়েছিল তারপর বন্ধ হয়ে গেলো এবং সন্তানের মা গোসল করে পবিত্র হয়ে নামায-রোযা ইত্যাদি যথারীতি পালন করতে লাগলো। চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার মাত্র দুই মিনিট বাকী ছিলো পুনরায় আবার রক্ত দেখা গেলো, তাহলে পূর্ণ চল্লিশ দিনই নিফাসের সময়সীমাতে গণ্য হবে এবং চল্লিশ দিন যাবৎ যে নামায রোযা পালন করা হয়েছিল তা সবই বৃথা যাবে। সে সময়ের মধ্যে উক্ত মহিলা কোন ফরয বা ওয়াজীব নামায বা রোযা কাযা দিয়ে থাকলে তা পুনরায় আদায় করে দিতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে সংকলিত, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৪-৩৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

পাঁচটি প্রয়োজনীয় মাসয়ালা

(১) যৌন উত্তেজনার কারণে বীর্য স্বস্থান ত্যাগ করে বের হয়নি বরং ভারী বোঝা উঠানোর কারণে বা উঁচু স্থান থেকে নামার কারণে বা মলত্যাগের জন্য জোর দেয়ার কারণে বীর্য বের হলো, গোসল ফরয হবে না কিন্তু অযু ভেঙ্গে যাবে। (২) যদি যৌন উত্তেজনা ব্যতীত এমনিতেই বীর্যের ফোঁটা পড়ে যায় এবং প্রস্রাবের সময় বা যে কোন সময় উত্তেজনা ব্যতীত এমনিতেই তার বীর্যের ফোঁটা বের হয়ে থাকে, তাহলে গোসল ফরয হবে না কিন্তু অযু ভেঙ্গে যাবে। (৩) যদি স্বপ্ন দোষ হওয়ার কথা মনে আছে কিন্তু এর কোন চিহ্ন কাপড় ইত্যাদিতে দেখা গেলো না, গোসল ফরয হবে না। (৪) নামাযের মধ্যে যৌন উত্তেজনার কারণে বীর্য স্বস্থান ত্যাগ করতে অনুভব হলো কিন্তু বের হওয়ার পূর্বেই নামায শেষ করে ফেলল, নামায শেষ করার পর বীর্য বের হলো। নামায হয়ে যাবে কিন্তু তার উপর গোসল ফরয হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২১-৩২২ পৃষ্ঠা) (৫) হস্ত মৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটালে গোসল ফরয হয়। হস্তমৈথুন করা একটি গুনাহের কাজ। হাদীস শরীফে হস্ত মৈথুনকারীকে মলঊন (অভিশপ্ত) আখ্যায়িত করা হয়েছে। (আমালী ইবনে বুশরান, ২য় খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৪৭৭। হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিউল ফালাহ, ৯৬ পৃষ্ঠা) হস্ত মৈথুনের দ্বারা পুরুষত্ব দূর্বল হয়ে পড়ে, ফলে মানুষ বিবাহের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং বিবাহ করতে ভয় পায়।

হস্ত মৈথুনের শাস্তি

আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর খেদমতে আরয করা হলো: এক ব্যক্তি হস্ত মৈথুন করে, সে এই খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকে না। প্রত্যেকবার তাকে বুঝানো হয়েছে, এখন আপনি বলুন, তার হাশর কিরূপ হবে এবং তাকে সে অভ্যাস থেকে মুক্তি লাভের জন্য কি দোয়া পড়তে হবে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

আ'লা হযরতের জবাব: সে গুনাহগার[১] ও অপরাধী। সেকাজ বারবার করার কারণে কবীরা গুনাহকারী এবং ফাসিক সাব্যস্ত হবে। হাশরের ময়দানে হস্ত মৈথুনকারীরা গর্ভিত হাত নিয়ে উঠবে। ফলে বিশাল জন সম্মুখে তাদের অপদস্ত হতে হবে। যদি তারা এ কাজ থেকে তাওবা না করে, আর **আল্লাহ্ তাআলা** যাকে ইচ্ছা শাস্তিও দিতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমাও করে দিতে পারেন। এ অভ্যাস থেকে মুক্তি লাভের জন্য হস্ত মৈথুনকারী ব্যক্তিদের সর্বদা لَاحَول শরীফ পাঠ করা উচিত। যখন শয়তান তাদের এ খারাপ কাজের প্রতি প্ররোচিত করবে, তখন সাথে সাথে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি ধ্যান মগ্ন হয়ে অধিকহারে لَاحَول শরীফ পাঠ করবে। সর্বদা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। ফযরের নামাযের পর নিয়মিত সূরায়ে ইখলাস পাঠ করবে। وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

শাজরায়ে আত্তারীয়্যার ২১ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে: যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফযরের নামাযের পর এগারবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, শয়তান তার সৈন্য সামন্ত দ্বারা গুনাহ করানোর শত চেষ্টা করলেও তার দ্বারা গুনাহ করাতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজ ইচ্ছায় গুনাহ না করে।

প্রবাহিত পানিতে গোসল করার পদ্ধতি

যদি প্রবাহিত পানি যেমন সমুদ্রের পানি, নদীর পানি ইত্যাদিতে গোসল করলে কিছুক্ষণ পানিতে ডুব দিয়ে থাকলে তিনবার ধৌত করা, ধারাবাহিক, অযু ইত্যাদি সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, তিনবার ধৌত করার প্রয়োজন নেই। আর যদি পুকুর ইত্যাদির বদ্ধ পানিতে গোসল করা হয় তাহলে তিনবার ডুব দিলে বা তিনবার স্থান পরিবর্তন করলে তিনবার ধৌত করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

---

[১] হস্ত মৈথুনের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে জানার জন্য সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) এর রিসালা **"লুত সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা"** পাঠ করুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

বৃষ্টির পানিতে (নল বা ফোয়ারার নিচে দাঁড়ানো) প্রবাহিত পানির মধ্যে দাঁড়ানোর হুকুমের মতো। প্রবাহিত পানিতে অযু করলে কিছুক্ষণ অঙ্গ পানিতে ডুবিয়ে রাখলে তিনবার ধৌত করা হয়ে যাবে। আর স্থির পানিতে অযু করলে অঙ্গকে তিনবার পানিতে ডুবালে তিনবার ধৌত করার (সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে)। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা)** যেখানেই অযু বা গোসল করে থাকুক না কেন তাকে অবশ্যই কুলি করতে হবে এবং নাকে পানি দিতে হবে।

ফোয়ারা (প্রস্রবন) প্রবাহিত পানির হুকুমের অন্তর্ভূক্ত

ফতোওয়ায়ে আহলে সুন্নাতে (অপ্রকাশিত) উল্লেখ আছে: ফোয়ারার (প্রস্রবনের) নিচে গোসল করা প্রবাহিত পানিতে গোসল করার মতো। সুতরাং অযু ও গোসল করতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয় ততটুকু সময় পর্যন্ত ঝর্ণা ধারার নিচে অবস্থান করলে তিনবার ধৌত করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর "দুররে মুখতার"এ উল্লেখ আছে: যদি কেউ প্রবাহিত পানিতে বা বড় হাউজে বা ঝর্ণাধারার নিচে অযু ও গোসল করার সময় পর্যন্ত অবস্থান করে তাহলে সে পূর্ণ সুন্নাত আদায় করল। **(দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা)**

স্মরণ রাখবেন! গোসল এবং অযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া আবশ্যক।

ফোয়ারাতে গোসল করার সময় সতর্কতা অবলম্বন

যদি আপনার ঘরের গোসল খানায় ফোয়ারা **(SHOWER)** থাকে, তাহলে ফোয়ারামুখী হয়ে উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার সময় ভালভাবে লক্ষ্য রাখবেন, যেন আপনার মুখ বা পিঠ কিবলার দিকে না থাকে। ইস্তিঞ্জাখানাতেও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ থাকার অর্থ হলো ফোয়ারার ৪৫° ডিগ্রী কোণের ভিতরে গোসল করা, সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন ফোয়ারার ৪৫° ডিগ্রী কোণের বাইরে থেকে গোসল করা না হয়। অনেক লোক এ মাসয়ালা সম্পর্কে অজ্ঞ।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

W.C কমোট (ওয়াটার ক্লজেট) এর দিক ঠিক করে নিন

দয়া করে নিজ ঘরের **W.C** কমোট ও ফোয়ারার দিক যদি তা ভুল স্থাপিত হয়, তাহলে তা সংশোধন করে নিন। সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বনের পন্থা হলো, **W.C** কমোট এর মুখ কিবলার দিক হতে ৯০° ডিগ্রী কোনে স্থাপন করা অর্থাৎ যেদিকে নামাযে সালাম ফিরানো হয় সেদিকে স্থাপন করা। রাজ মিস্ত্রিরা সাধারণত নির্মাণের সহজতা ও মানান সইয়ের জন্য কিবলার আদবের প্রতি তোয়াক্কা করে না। মুসলমানদের ঘর নির্মানের সময় ঘরের অনাবশ্যক চাকচিক্যের পরিবর্তে পরকালের প্রকৃত সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঘর নির্মাণ করা উচিত।

কুছ নেকীয়া কামালে জল্‌দ্ আখিরাত বানালে,
ভাই নেহী ভরোসা হ্যা কুয়ি জিন্দেগী কা।

কখন গোসল করা সুন্নাত

জুমার দিন, ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন, ৯ই জিলহজ্জ আরাফার দিন এবং ইহরাম বাধার সময় গোসল করা সুন্নাত।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

কখন গোসল করা মুস্তাহাব

(১) আরাফায় অবস্থানের জন্য, (২) মুযদালিফায় অবস্থানের জন্য, (৩) হেরম শরীফে প্রবেশ করার জন্য, (৪) **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা মোবারক যিয়ারতের জন্য, (৫) তাওয়াফ করার জন্য, (৬) মিনাতে প্রবেশ করার জন্য, (৭) (১০, ১১ ও ১২ ই জিলহজ্জ) জমরাতে কংকর নিক্ষেপের জন্য, (৮) কদরের রাতে, (৯) বরাতের রাতে, (১০) আরাফার রাতে, (১১), মীলাদ শরীফের মাহফিলে অংশগ্রহণ করার জন্য,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

(১২) অন্যান্য মাহফিলে অংশগ্রহণ করার জন্য, (১৩) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর, (১৪) পাগল ব্যক্তি পাগলামী মুক্ত হওয়ার পর, (১৫) অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর, (১৬) মাতলামী থেকে মুক্তি লাভের পর, (১৭) গুনাহ্ থেকে তাওবা করার জন্য, (১৮) নতুন কাপড় পরিধান করার জন্য, (১৯) সফর থেকে ফিরে আসার পর, (২০) ইস্তিহাজার রক্ত বন্ধ হওয়ার পর, (২১) চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামাযের জন্য, (২২) ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার নামায আদায়ের জন্য, (২৩) ভয়ভীতি, ভীষণ অন্ধকার ও তীব্র বাতাস প্রবাহ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে নামায আদায়ের জন্য, (২৪) শরীরে কোন স্থানে নাপাকী লেগেছে তা সঠিক জানা না থাকলে।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ১ম, খন্ড, ৩৪১-৩৪৩ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৪-৩২৫ পৃষ্ঠা)

একটি গোসলে কয়েকটি নিয়্যত

যার উপর কয়েকটি গোসল সম্পাদন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে, যেমন কারো স্বপ্নদোষ হলো, আবার ঈদ ও জুমার দিনও, তাহলে সে তিনটি গোসলের নিয়্যত করে একটি গোসল সম্পাদন করলে তার তিনটি গোসলই আদায় হয়ে যাবে এবং তিনটি গোসলেরই সাওয়াব পাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

বৃষ্টির পানিতে গোসল

মানুষের সামনে সতর খুলে গোসল করা হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সঙ্গ্রহীত), ৩য় খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা) বৃষ্টির পানিতে গোসল করলে পায়জামা বা সালওয়ারের উপর অতিরিক্ত একটি মোটা চাদর জড়িয়ে নিন, যাতে পায়জামা বা সালওয়ার পানিতে ভিজে শরীরের সাথে লেগে গেলেও উরু ইত্যাদির আকৃতি যেন স্পষ্ট না হয়ে ওঠে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

চিপচিপে পোষাক পরিহিত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কেমন?

পোশাক চিপচিপে হওয়ার কারণে বা তীব্র বাতাস প্রবাহের কারণে বা বৃষ্টির পানিতে গোসল করার কারণে বা নদী বা সমুদ্রে গোসল করার সময় নদী বা সমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ের কারণে যদিও সে মোটা কাপড় পরিধান করে গোসল করে থাকুক না কেন কাপড় যদি শরীরের সাথে লেগে গিয়ে সতরের কোন একটি পূর্ণ অঙ্গ যেমন উরুর সম্পূর্ণ গোলাকার অংশের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলে সে অঙ্গের দিকে অন্যান্য লোকদের দৃষ্টিপাত করা জায়িয নেই। অনুরূপ চিপচিপে পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তির সতরের স্পষ্ট হয়ে ওঠা পূর্ণ অঙ্গের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা (জায়িয নেই)।

উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার সময় খুব সাবধানতা

গোসলখানায় উলঙ্গ অবস্থায় একাকী গোসল করার সময় বা এমন পায়জামা পরিধান করে গোসল করার সময় যা শরীরের সাথে লেগে যাওয়ার কারণে উরু ইত্যাদির আকৃতি ও লাবন্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠে, এরূপ অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিবেন না।

গোসলের কারণে সর্দি বা কাশি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তখন?

যদি কারো সর্দি, কাশি বা চোখের রোগ থাকে এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে, মাথার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করে বা ডুব দিয়ে গোসল করলে তার সে সমস্ত রোগ বেড়ে যেতে পারে বা অন্য কোন রোগে সে আক্রান্ত হতে পারে, তাহলে সে কুলি করে ও নাকে পানি দিয়ে ঘাড়ের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করে গোসল করবে এবং সম্পূর্ণ মাথায় ভিজা হাত বুলিয়ে নিবে এরূপ করলে তার গোসল আদায় হয়ে যাবে। সুস্থ হওয়ার পর সে শুধুমাত্র মাথা ধৌত করলে চলবে। নতুনভাবে পুনরায় তাকে গোসল করতে হবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

বালতিতে পানি নিয়ে গোসল করার সময় সাবধানতা অবলম্বন

যদি বালতির মাধ্যমে গোসল করে তখন সতর্কতা মূলক বালতি টুল **(STOOL)** বা চৌকি ইত্যাদির উপর রাখবেন যাতে বালতিতে ব্যবহৃত পানির ছিটা না পড়ে, অনুরূপ গোসলের কাজে ব্যবহৃত মগও নিচে রাখবেন না।

চুলের জট

যদি চুলে জট পড়ে যায় তাহলে গোসল করার সময় তা খুলে তাতে পানি প্রবাহিত করা আবশ্যক নয়। (প্রাগুক্ত)

কোরআন শরীফ পড়া বা স্পর্শ করার দশটি আদব

(১) যার উপর গোসল ফরয তার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা, তাওয়াফ করা, কোরআন শরীফ স্পর্শ করা, কোরআন শরীফ স্পর্শ না করে এর কোন আয়াত বা সূরা মুখস্থ পড়া, কোরআন শরীফের কোন আয়াত লিখা, আয়াতের তাবিজ লিখা (এটা ঐ অবস্থায় হারাম যখন কাগজ স্পর্শ করা পাওয়া যাবে। যাতে আয়াতে কোরআন আছে আর যদি কাগজ স্পর্শ না করে লিখে তাহলে জায়েয) (অপ্রকাশিত ফতোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত) এমন তাবিজ স্পর্শ করা, এমন আংটি স্পর্শ করা বা পরিধান করা যাতে কোরআন শরীফের আয়াত বা হুরুফে মুকাত্তিয়াত লিখিত আছে সম্পূর্ণরূপে হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা) (মোম দ্বারা জামানো, প্ল্যাস্টিক দ্বারা মোড়ানো কাপড় বা চামড়াতে সেলাই করা তাবিজ স্পর্শ করলে বা গাঁয়ে দিলে কোন অসুবিধা নেই।)

(২) যদি কোরআন শরীফ জুজদানের (গিলাফ) মধ্যে থাকে, তাহলে অযু বা গোসল বিহীন অবস্থায় জুজদান স্পর্শ করলে কোন অসুবিধা নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(৩) অনুরূপভাবে অযু বা গোসলবিহীন অবস্থায় এমন কাপড় বা রুমাল দ্বারাও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয যা নিজের বা কোরআন শরীফের অধীনে নয়। (প্রাগুক্ত)

(৪) জামার আস্তিন, (ওড়না, শাড়ি) আঁচল ইত্যাদি দ্বারা এমন কি চাদরের এক পার্শ্ব কাঁধের উপর রেখে অন্য পার্শ্ব দ্বারাও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা হারাম। কেননা, এ সমস্ত কাপড় পরিধানকারীর অধীনস্থ। (প্রাগুক্ত)

(৫) দোয়ার নিয়্যতে বা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফের কোন আয়াত অযু বা গোসলবিহীন অবস্থায় পাঠ করলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন দোয়া বা বরকতের লাভের উদ্দেশ্যে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়লে বা শোকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়লে বা কোন মুসলমানের মৃত্যুর সংবাদ বা কোন দুঃখজনক সংবাদ শুনে اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পড়লে বা প্রশংসার নিয়্যতে সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা বা আয়াতুল কুরসী বা সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করলে এবং ঐগুলো পাঠ করার মধ্যে কোরআন তিলাওয়াতের নিয়্যত না থাকলে অযু বা গোসলবিহীন অবস্থায় পাঠ করাতে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত)

(৬) প্রশংসার নিয়্যতে 'قُلْ' শব্দ ব্যতীত তিন قُلْ অর্থাৎ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করা যাবে। কিন্তু 'قُلْ' শব্দ সহ প্রশংসার নিয়তেও ঐ তিনটি সুরা পাঠ করা যাবে না। কেননা, তখন তা কোরআনের আয়াত হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে নিয়্যত কার্যকর হবে না। (প্রাগুক্ত)

(৭) অযু বিহীন কোরআন শরীফ বা কোরআন শরীফের কোন আয়াত স্পর্শ করা হারাম। তবে কোরআন শরীফ স্পর্শ না করে মুখস্থ বা দেখে দেখে পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(৮) যে পাত্র বা বাটিতে কোরআন শরীফের কোন আয়াত বা সূরা লিখিত আছে, তা অযু ও গোসলবিহীন অবস্থায় স্পর্শ করা হারাম। (প্রাগুক্ত)

(৯) কোরআন শরীফের সূরা বা আয়াত লিখিত পাত্র বা বাটি ব্যবহার করা সকলের জন্য মাকরূহ তবে বিশেষ করে আরোগ্য লাভের নিয়্যতে তাতে পানি নিয়ে পান করলে কোন অসুবিধা নেই।

(১০) ফার্সী, উর্দূ, বাংলা বা যে কোন ভাষাতেই কোরআন শরীফ অনুবাদ হোক না কেন, কোরআন শরীফের সে অনুবাদও পড়া ও স্পর্শ করার হুকুম কোরআন শরীফের হুকুমেরই অনুরূপ। অর্থাৎ তাও বিনা অযু ও বিনা গোসলে স্পর্শ ও পড়া যাবে না। (প্রাগুক্ত)

অযু ছাড়া ধর্মীয় কিতাবাদি স্পর্শ করা

অযুবিহীন কিংবা যার উপর গোসল ফরয হয়েছে তার জন্য ফিকাহ, তাফসীর ও হাদীসের কিতাবাদি স্পর্শ করা মাকরূহ। তবে যদি সে সমস্ত কিতাবাদি কোন কাপড় দ্বারা যদিও তা পরিহিত বা মাথা বা কাঁধে জড়ানো হোক না কেন, স্পর্শ করা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সে সমস্ত কিতাবে কোরআন শরীফের আয়াত বা আয়াতের অনুবাদ থাকলে তা হাতে স্পর্শ করা হারাম। (প্রাগুক্ত)

বিনা অযুতে ইসলামী বই, রিসালা, সংবাদপত্র ইত্যাদি পড়া ও স্পর্শ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। কেননা, তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোরআন শরীফের আয়াত বা আয়াতের তরজমা (অনুবাদ) বিদ্যমান থাকে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

অপবিত্র অবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করা

যার উপর গোসল ফরয হয়েছে তার জন্য দরূদ শরীফ, দোয়া ইত্যাদি পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সর্বোত্তম হলো, অযু বা কুলি করে পড়া। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা) আযানের জবাব দেয়াও তার জন্য জায়িয।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

আঙ্গুলে কালির (INK) দাগ জমে থাকলে তখন?

রান্নাকারীর নখে আটা, লিখকের নখে কালির দাগ এবং সর্ব সাধারনের গায়ে মশা-মাছির বিষ্টা লেগে থাকলে এবং গোসল করার সময় তা দৃষ্টি গোচর না হলে গোসল হয়ে যাবে। তবে দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর তা পরিস্কার করে নেয়া এবং সে স্থান ধৌত করে নেয়া আবশ্যক। আর ঐগুলো বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যে নামায আদায় করা হয়েছিল তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

ছেলেমেয়ে কখন বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হয়?

ছেলের ১২ বছর আর মেয়ের ৯ বছরের কম বয়স পর্যন্ত কখনো বালিগ বালিগা (প্রাপ্ত বয়স্ক) হয় না এবং ছেলে মেয়ে উভয়েই হিজরী সন অনুসারে পরিপূর্ণ ১৫ বছরে অবশ্যই শরয়ী বালিগ বালিগা। যদিও বালিগ হওয়ার নিদর্শন প্রকাশ না পায়। এই বয়সের মধ্যে যদি নিদর্শন পাওয়া যায়, অর্থাৎ ছেলে বা মেয়ের ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত (অর্থাৎ মনি বের হয়) বা মেয়ের হায়েজ (ঋতুস্রাব) হয়। অথবা সহবাসের মাধ্যমে ছেলে মেয়েকে গর্ভবতী করে দিলো। অথবা সহবাসের কারণে মেয়ে গর্ভবতী হয়ে গেলো। তাহলে নিঃসন্দেহে তারা বালিগ বালিগা এবং যদি নিদর্শন না থাকে, কিন্তু তারা নিজেরাই বলছে আমরা বালিগ বালিগা এবং বাহ্যিক ভাবে তাদের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাচ্ছে না। তখনো তাদেরকে বালিগ বালিগা হিসেবে গন্য করা হবে এবং প্রাপ্ত বয়স্কের সমস্ত হুকুম আহকাম তাদের উপর প্রয়োগ হবে। আর ছেলের দাঁড়ি গোফ বা মেয়ের স্তন বৃদ্ধি হোক বা না হোক কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯তম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

কিতাবাদি রাখার নিয়ম

(১) সবার উপরে কোরআন শরীফ রাখতে হবে, এর নিচে তাফসীর, এর নিচে হাদীস, এর নিচে ফিকাহ, এর নিচে অন্যান্য ইসলামী বই রাখতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

(২) কিতাবের উপর অন্য কোন জিনিস এমন কি কলমও রাখা যাবে না, বরং যে সিন্দুক বা আলমারিতে কিতাব রাখা হয়েছে তার উপরেও কিছু রাখা যাবে না। (প্রাগুক্ত, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

ধর্মীয় বইয়ের পাতা দিয়ে ঠোঙা বানানো

(১) মাসয়ালার বা ধর্মীয় বইয়ের পাতা দিয়ে ঠোঙা বানানো, যে দস্তরখানা বা বিছানাতে কোন পংক্তি ইত্যাদি লিখা থাকে তা ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

(২) প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালার প্রতি আদব রক্ষা করা উচিত। (বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাতের 'ফয়যানে বিসমিল্লাহ' অধ্যায়টি ভালভাবে পড়ে নিন)

(৩) জায়নামাযের কোণায় সচরাচর কোম্পানীর নামের চিট (কাপড়ের টুকরো) সেলাই করা থাকে। তা ছিঁড়ে ফেলে দিন।

জায়নামাযে কা'বা শরীফের ছবি

যে সমস্ত জায়নামাযে পবিত্র কা'বা শরীফের বা সবুজ গুম্বজের নকশা অংকিত থাকে, সে সমস্ত জায়নামাযে নামায পড়লে পবিত্র নকশাতে পা বা হাঁটু পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই নামাযে এরূপ নকশাযুক্ত জায়নামায ব্যবহার করা উচিত নয়। (ফতোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

কুমন্ত্রণার একটি কারণ

গোসলখানাতে প্রস্রাব করলে মনে ওয়াস্‌ওয়াসার (কুমন্ত্রণার) সৃষ্টি হয়। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হতে বর্ণিত: “**রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم গোসলখানাতে প্রস্রাব করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন: এতে সচরাচর মনে ওয়াস্‌ওয়াসার (কুমন্ত্রণার) সৃষ্টি হয়।” (সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭)

তায়াম্মুমের বর্ণনা

তায়াম্মুমের ফরয সমূহ :-তায়াম্মুমের ফরয তিনটি যথা: (১) নিয়্যত করা, (২) সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করা, (৩) কনুই সহ উভয় হাত মাসেহ করা।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৫৩-৩৫৫ পৃষ্ঠা)

তায়াম্মুমের ১০টি সুন্নাত

(১) بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করা, (২) উভয় হাত মাটিতে মারা, (৩) উভয় হাত মাটিতে মারার পর প্রথমে উভয় হাত সামনের দিকে নিয়ে পরে পিছনের দিকে ফিরিয়ে আনা। (৪) মাটিতে হাত মারার সময় আঙ্গুল সমূহ ফাঁক রাখা, (৫) উভয় হাত মাটি থেকে উঠানোর পর ঝেড়ে ফেলা অর্থাৎ এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির গোঁড়া অপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির গোঁড়ার সাথে আঘাত করে ধুলা-বালি ঝেড়ে ফেলা। তবে আঘাত করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তালির আওয়াজ না হয়, (৬) প্রথমে মুখমন্ডল তারপর উভয় হাত মাসেহ করা, (৭) মুখমন্ডল মাসেহ করার সাথে সাথেই হাত মাসেহ করা, মাঝখানে বিরতি গ্রহণ না করা, (৮) প্রথমে ডান হাত তার পর বাম হাত মাসেহ করা, (৯) দাঁড়ি খিলাল করা, (১০) আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা যদি তাতে ধূলা-বালি লেগে থাকে। আর যদি ধূলা-বালি লেগে না থাকে যেমন পাথর ইত্যাদিতে হাত মারা হলো যাতে কোন ধূলা-বালি নেই তাহলে খিলাল করা ফরয। খিলাল করার জন্য পুনরায় মাটিতে হাত মারার প্রয়োজন নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

তায়াম্মুমের পদ্ধতি (হানাফী)

প্রথমে তায়াম্মুমের নিয়্যত করুন (অন্তরের ইচ্ছাই হলো নিয়্যত। তবে মুখে উচ্চারণ করলেও ভাল। যেমন বলবেন: আমি অযুহীনতা কিংবা গোসলহীনতা কিংবা উভয়টি হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য এবং নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য তায়াম্মুম করছি।) অতঃপর بِسۡمِ اللّٰه পড়ে উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহ ফাঁক রেখে উভয় হাত মাটি জাতীয় কোন পবিত্র বস্তু যেমন পাথর, চুনা, ইট, দেয়াল, বালি ইত্যাদিতে মেরে প্রথমে উভয় হাত সামনের দিকে নিয়ে তারপর পিছনের দিকে ফিরিয়ে আনবেন। হাতে যদি ধূলা-বালি বেশি লেগে থাকে তা ঝেড়ে নেবেন। অতঃপর উভয়হাত দ্বারা সমস্ত মুখমন্ডল এভাবে মাসেহ করবেন যাতে মুখমন্ডলে কোন অংশই বাদ না যায়। যদি চুল পরিমাণ স্থানও মাসেহ থেকে বাদ যায় তাহলে তায়াম্মুম হবে না। অনুরূপভাবে দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে তা দ্বারা উভয় হাতের নখ থেকে কনুই সহ মাসেহ করবেন। (হাত মাসেহ করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ব্যতীত বাকী চারটি আঙ্গুল একত্রিত করে ঐগুলোর পেট ডানহাতের পিঠের উপর রাখবেন। তারপর ঐ চারটি আঙ্গুলের পেট দ্বারা ডান হাতের আঙ্গুল সমূহের অগ্রভাগ হতে কনুই ডানহাতের পিঠ মাসেহ করবেন। অতঃপর বামহাতের তালু দ্বারা কনুই হতে কব্জী পর্যন্ত ডানহাতের পেট মাসেহ করবেন এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট দ্বারা ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পিঠ মাসেহ করবেন। অনুরূপভাবে ডান হাত দ্বারা বাম হাতও মাসেহ করবেন। আর যদি একবারেই এক হাতের সম্পূর্ণ তালু ও আঙ্গুল সমূহ দ্বারা অপর হাত মাসেহ করে নেন তখনও মাসেহ শুদ্ধ হবে। চাই কুনই হতে আঙ্গুল পর্যন্ত মাসেহ করুন বা আঙ্গুল হতে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করুন সর্বাবস্থায় মাসেহ শুদ্ধ হবে। তবে এভাবে মাসেহ করা সুন্নাতের বিপরীত। তায়াম্মুমের মধ্যে মাথা ও পা মাসেহ করার কোন বিধান নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৫৩,৩৫৪,৩৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

তায়াম্মুমের ২৫টি মাদানী ফুল

(১) যে সমস্ত বস্তু আগুনে পুড়ে ছাইয়ে পরিণত হয় গলেও না, নরমও হয় না তা মাটি জাতীয় এবং তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। বালি, চুনা সুরমা, গন্ধক, পাথর (মার্বেল), হলদে হীরা, মুক্তা, ফিরোযা পাথর, আকিক পাথর ইত্যাদি ধাতব পদার্থ দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। চাই ঐগুলোতে ধূলা-বালি থাকুক বা না থাকুক। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা। আল বাহরুর রায়িক্ব, ১ম খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

(২) পোড়ানো ইট, চীনামাটি বা কাদামাটির বরতন দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। তবে ঐগুলোতে যদি এমন কোন জিনিসের চিহ্ন থাকে যা মাটি জাতীয় নয় যেমন কাচ ইত্যাদির চিহ্ন (আবরণ) থাকে, তাহলে ঐগুলো দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা) সাধারণত চিনা মাটির প্লেটে কাঁচের কারুকাজ থাকলে এর দ্বারা তায়াম্মুম হবে না।

(৩) যে সমস্ত মাটি, পাথর দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে তা পাক হতে হবে অর্থাৎ তাতে নাপাকীর কোন চিহ্নই থাকতে পারবে না বা পূর্বে নাপাকী ছিলো কিন্তু বর্তমানে শুকিয়ে যাওয়ার কারণে নাপাকীর চিহ্ন নেই এরূপও হতে পারবে না। (প্রাগুক্ত, ৩৫৭ পৃষ্ঠা) (জমিন, দেয়াল এবং ধূলাবালি ইত্যাদিতে নাপাকী পতিত হওয়ার কারণে যদি তা নাপাক হয়ে যায়, অতঃপর রোদের তাপে বা বাতাসে সে নাপাকী শুকিয়ে যাওয়ার পর তাতে নাপাকীর কোন চিহ্ন বিদ্যমান না থাকে, তাহলে তা পবিত্র হয়ে যাবে এবং তাতে নামায আদায় করা জায়েয হবে কিন্তু তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না।)

(৪) যে মাটি বা পাথর দ্বারা তায়াম্মুম করব তাতে যদি কোন সময় নাপাকী ছিলো বলে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে সন্দেহ অমূল্যক ও ভিত্তিহীন। (প্রাগুক্ত, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

(৫) যদি কোন লাকড়ী, কাপড়, মাদুর ইত্যাদিতে এতটুকু পরিমাণ বালি থাকে যে, এতে হাত মারলে আঙ্গুলের চাপ ফুটে উঠবে, তাহলে তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। (প্রাগুক্ত, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(৬) চুনা, মাটি বা ইটের দেয়াল, চাই ঘরের হোক বা মসজিদের হোক তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। কিন্তু তাতে অয়েল প্রিন্ট, প্ল্যাস্টিক প্রিন্ট, মাইট ফিনিস, ওয়াল পেপার ইত্যাদি এমন কোন জিনিস থাকতে পারবে না যা মাটি জাতীয় নয়। দেয়ালে মার্বেল পাথর থাকলে তা দ্বারা তায়াম্মুম করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না।

(৭) যার অযু নেই বা ঘরে গোসল করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কিন্তু সে পানি ব্যবহারে অক্ষম তাহলে সে অযু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নেবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

(৮) রুগ্ন ব্যক্তি পানি দ্বারা অযু বা গোসল করতে গেলে তার রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার বা দেরীতে সুস্থ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে বা তার বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, যখনই সে পানি দ্বারা অযু বা গোসল করেছে তখনই তার রোগ বেড়ে গেছে অথবা কোন মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তার যিনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফাসিক নন, তাকে বলে দিয়েছেন যে, সে পানি ব্যবহার করলে তার রোগের প্রচুর ক্ষতি হবে, তাহলে উপরোক্ত অবস্থা সমূহতে সে তায়াম্মুম করতে পারবে। (দুররে মুখতার ও রদ্দে মুহতার, ১ম খন্ড, ৪৪১-৪৪২ পৃষ্ঠা)

(৯) যদি মাথার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করলে তা ক্ষতিকর হয় তাহলে গলার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করে গোসল করবে এবং সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

(১০) যেখানে চতুর্দিকে এক মাইলের ভিতরে পানি পাওয়া না যায়, সেখানে তায়াম্মুম করা যাবে। (প্রাগুক্ত)

(১১) যদি নিজের কাছে এতটুকু পরিমাণ জমজম শরীফের পানি থাকে যা দ্বারা অযু করা যাবে। তাহলে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। (প্রাগুক্ত)

(১২) এমন শীত যে, পানিতে গোসল করলে মারা যাওয়ার কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং গোসল করার পর শীত নিবারণের কোন উপকরণও নেই তখনও তায়াম্মুম করা জায়েয। (প্রাগুক্ত, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

(১৩) কয়েদী ব্যক্তিকে যদি কারা কর্তৃপক্ষ অযু করতে না দেয় তাহলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেবে কিন্তু পরে অযু করে সে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। আর যদি শত্রুরা বা কারা-কর্তৃপক্ষ কয়েদীকে নামাযও আদায় করতে না দেয় তাহলে ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবে এবং পরে সে নামায পুনরায় আদায় করে দিতে হবে। (প্রাগুক্ত, ৩৪৯ পৃষ্ঠা)

(১৪) যদি প্রবল ধারণা হয় যে, পানি তালাশ করতে গেলে কাফেলা চলে যাবে, তখনও তায়াম্মুম করা জায়েয। (প্রাগুক্ত, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

(১৫) মসজিদে ঘুমানো অবস্থায় গোসল ফরয হয়ে গেলে যেখানেই ছিলো সেখানেই তাড়াতাড়ি তায়াম্মুম করে নেবে। এটিই বাঁচার একমাত্র উপায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংগ্রহীত), ৩য় খন্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা) অতঃপর তাড়াতাড়ি মসজিদের বাইরে চলে আসবে, বের হতে দেরী করা হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

(১৬) সময় এতই সংকীর্ণ যে, অযু বা গোসল করতে গেলে নামায কাযা হয়ে যাবে। তাহলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেবে। অতঃপর অযু বা গোসল করে নামায পুনরায় আদায় করা আবশ্যক।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংগ্রহীত), ৩য় খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা)

(১৭) মহিলা হায়েজ বা নিফাস হতে পবিত্র হলো কিন্তু পানি ব্যবহারে অক্ষম, তাহলে তায়াম্মুম করে নেবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

(১৮) যদি কেউ এমন স্থানে আছে, যেখানে অযু করার জন্য পানিও নেই এবং তায়াম্মুম করার জন্য পবিত্র মাটিও নেই তাহলে সে নামাযের সময় নামাযী ব্যক্তির রূপ ধারণ করবে অর্থাৎ নামাযের নিয়্যত না করে নামাযের যাবতীয় কার্যাবলী আদায় করবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা) কিন্তু পরে পবিত্র পানি বা মাটি পাওয়া গেলে অযু বা তায়াম্মুম করে তাকে সে নামায পুনরায় আদায় করে নিতে হবে।

(১৯) অযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে তায়াম্মুমের পদ্ধতি একই রূপ। (জওহারা, ২৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

(২০) যার উপর গোসল ফরয তার জন্য অযু ও গোসল উভয়টির জন্য দুইবার তায়াম্মুম করার প্রয়োজন নেই বরং এক তায়াম্মুমেই অযু ও গোসল উভয়ের নিয়্যত করে নিলে আদায় হয়ে যাবে। আর শুধুমাত্র গোসলে বা শুধুমাত্র অযুর নিয়্যত করলেও চলবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

(২১) যে সমস্ত কারণে অযু ভেঙ্গে যায় বা গোসল ফরয হয় তা দ্বারা তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায় এবং পানি পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহারে সক্ষম হলেও তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়। (প্রাগুক্ত, ৩৬০ পৃষ্ঠা)

(২২) যদি মহিলারা নাকে নাকফুল ইত্যাদি পরিধান করে থাকে, তবে তায়াম্মুম করার সময় তা খুলে নিতে হবে। অন্যথায় নাক ফুলের স্থানে মাসেহ সম্পাদন হবে না। (প্রাগুক্ত, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

(২৩) ঠোঁটের যে অংশ সচারাচর মুখ বন্ধ থাকা অবস্থায় দেখা যায়, তাতেও মাসেহ করা জরুরী। যদি মুখমণ্ডল মাসেহ করার সময় কেউ জোরে ঠোঁট দাবিয়ে ফেলার কারণে ঠোঁটের কিছু অংশ মাসেহ থেকে বাদ যায়, তবে তায়াম্মুম হবে না। অনুরূপ মাসেহ করার সময় জোরে চোখ বন্ধ করলেও তায়াম্মুম আদায় হবে না। (প্রাগুক্ত)

(২৪) তাতে আংটি, ঘড়ি ইত্যাদি পরিধান করে থাকলে তা খুলে তার নিচে মাসেহ করা ফরয। ইসলামী বোনেরাও হাতের চুড়ি ইত্যাদি সরিয়ে তার নিচে মাসেহ করবেন। তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে অযুর চেয়ে খুব বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা অপরিহার্য্য। (প্রাগুক্ত)

(২৫) রুগ্ন ও হাত-পা বিহীন ব্যক্তি নিজে তায়াম্মুম করতে অক্ষম হলে অন্য ব্যক্তি তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে। এক্ষেত্রে যে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না, বরং যাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে তাকেই নিয়্যত করতে হবে। (প্রাগুক্ত, ৩৫৪ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

মাদানী পরামর্শ: অযুর আহকাম শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা “অযুর পদ্ধতি” এবং নামায শিখার জন্য “নামাযের পদ্ধতি” নামক রিসালা অধ্যয়ন করলে বিশেষ উপকার হবে।

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ! আমাদেরকে বারবার গোসলের মাসয়ালা পড়ার, বুঝার এবং অপরকে বুঝানোর এবং সুন্নাত অনুসারে গোসল করার তাওফীক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

৪ রবিউল গাউছ ১৪৩২ হিজরী

মৃত্যুর স্মরণে ক্ষুধার্ত থাকা মহিলা

হযরত সায়্যিদাতুনা মুয়াযাহ আদবিয়াহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا প্রতিদিন সকাল বেলা বলত: (হয়তো) এটা ঐ দিন যে দিন আমার মৃত্যু নির্ধারিত। অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু আহার করত না। অতঃপর যখন রাত আগমন করত তখন বলত (সম্ভবত) এটা ঐ রাত যে রাতে আমার মৃত্যু লিখিত, অতঃপর সকাল পর্যন্ত নামায আদায় করত। (প্রাগুক্ত, ১৫১ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরা দিল কাঁপ উঠটা হে কলিজা মুহ কো আতা হে,
করম ইয়া রব আন্দিরা কবর কা জব ইয়াদ আতা হে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আহাজারীকারী পরিবার

হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন রাশেদ শাইবানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা জামআ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মুহাস্সাবে অবস্থান করছিলেন। তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সাথে তাঁর স্ত্রী সন্তানও ছিলো। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নামায আদায় করলের। যখন সেহেরীর সময় হল তখন উচ্চ স্বরে আহ্বান করতে লাগলেন, হে রাতে অবস্থানকারী কাফেলার মুসাফিরগণ! সারা রাত কি ঘুমিয়ে থাকবে? উঠে কি সফর শুরু করবে না? তখন সে লোকেরা দ্রুত উঠে গেলো এবং একদিক থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসল। অপরদিক থেকে দোয়া করার আওয়াজ এবং অপরদিক থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। আবার কেউ অযু করতেছে। অতঃপর যখন ভোর হল তখন তিনি উচ্চ স্বরে বললেন, লোকেরা সকাল বেলা গমন করাকে ভাল মনে করে। (কিতাবুত তাহাজ্জুদ ওয়া কিয়ামুল লাইল মাআ মাওছুআ ইমাম ইবনে আবিদ দুনইয়া, ১ম খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, নং ৭২) আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মেরে গাউছ কা ওসীলা রহে শাদ সব কবিলা
উনহি খুলদ মে বছানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللّٰہ

ফয়যানে আযান

এই রিসালায় রয়েছে.....

- জায়নামাযে কা'বা শরীফের ছবি
- অনুপম শাস্তি
- তায়াম্মুমের পদ্ধতি
- বৃষ্টির পানিতে গোসল
- হস্ত মৈথুনের শাস্তি

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে আযান

(প্রতিদিন ৩ কোটি ২৪ লাখ নেকী অর্জন করুন)

এই রিসালাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করুন।
খুব বেশি সম্ভাবনা যে, আপনার অনেক ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) কুরআন পড়লো, আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করলো, অতঃপর **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পড়লো, তারপর নিজ প্রতিপালক থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, তবে সে মঙ্গলকে সেটার জায়গা থেকে তালাশ করে নিলো।" (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর পুরনূর ﷺ একবার আযান দিয়েছিলেন

রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফরে একবার আযান দিয়েছিলেন এবং কালিমায়ে শাহাদাত এভাবে বলেন: اَشْهَدُ اَنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসুল)।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা। তুহফাতুল মুহতাজ, ১ম খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

آذَان নাকি اَذَان?

অনেক লোক آذَان বলে থাকে এটি ভুল উচ্চারণ। آذَان শব্দটি اُذُنٌ এর বহুবচন, আর اُذُنٌ শব্দের অর্থ: কান। শুদ্ধ উচ্চারণ হলো اَذَان। اَذَان এর শাব্দিক অর্থ: সতর্ক করা।

আযানের ফযীলত সম্বলিত ৯টি বরকতময় হাদীস

(১) কবরে পোকামাকড় থাকবে না

“সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আযান দাতা ঐ শহীদের মত যে রক্তে রঞ্জিত আর যখন সে মৃত্যুবরণ করবে কবরের মধ্যে তার শরীরে পোকা পড়বে না।” (আল মুজামুল কবীর লিত তাবারনী, ১২তম খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৫৫৪)

(২) মুক্তার গম্বুজ

“আমি জান্নাতে গেলাম। এতে মুক্তার গম্বুজ দেখতে পেলাম আর এর মাটি মেশকের ছিলো। জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এটা কার জন্য? আরয করল: **আপনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মুয়াজ্জিন ও ইমামদের জন্য।”

(আল জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪১৭৯)

(৩) পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ

“যে (ব্যক্তি) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান ঈমানের ভিত্তিতে সাওয়াবের নিয়্যতে দিল তার যে সমস্ত গুনাহ পূর্বে সংঘটিত হয়েছে তা ক্ষমা হয়ে যাবে। আর যে (ব্যক্তি) ঈমানের ভিত্তিতে সাওয়াবের নিয়্যতে নিজের সাথীদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

(আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ১ম খন্ড, ৬৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৩৯)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

(৪) শয়তান ৩৬ মাইল দূরে পালিয়ে যায়

“শয়তান যখন নামাযের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আযান শুনে পালিয়ে রোহা চলে যায়।” বর্ণনাকারী বলেন: মদীনা শরীফ থেকে রোহা ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

(মুসলিম, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮৮)

(৫) আযান দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম

“যখন মুয়াজ্জিন আযান দেয় তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং দোয়া কবুল হয়।” (আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৪৮)

(৬) মুয়াজ্জিনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

“মুয়াজ্জিনের আওয়াজ যতটুকু পৌছে, তাঁর জন্য ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং প্রত্যেক জল-স্থলের মধ্যে যারা তাঁর আওয়াজ শুনে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬২১০)

(৭) আযান দেয়া হয় এমন দিন আযাব থেকে নিরাপদ

“যে এলাকাতে আযান দেয়া হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** আপন আযাব থেকে ঐ দিন এটিকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।”

(আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৪৬)

(৮) ভয়ভীতির চিকিৎসা

“যখন আদম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام জান্নাত থেকে হিন্দুস্থানে অবতরণ করেন তাঁর ভয়ভীতি অনুভব হয় তখন জিব্রাঈল عَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام অবতরণ করে আযান প্রদান করেন।” (হিলয়াতুল আওলিয়া, ৫ম খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৫৬৬)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

(৯) দুঃশ্চিন্তা দূর করার উপায়

“হে আলী! আমি তোমাকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় পাচ্ছি নিজের ঘরের কোন অধিবাসীকে কানে আযান দিতে বল। আযান দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখ প্রতিরোধকারী। (জামেউল হাদীস লিস সুয়ূতী, ১৫তম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০১৭) এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করার পর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه “ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে ৫ম খন্ডের, ৬৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন: মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এবং মাওলা আলী পর্যন্ত এই হাদীসের যতজন বর্ণনাকারী আছে সকলে বলেন: فَجَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذٰلِكَ (আমরা এর ব্যাপারে পরীক্ষা চালাই আর এটিকে ঐ রকম পেয়েছি)।

(মিরকাতুল মাফাতিহ্, ২য় খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা। জামেউল হাদীস, ১৫তম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬০১৭)

মাছেরাও ক্ষমা প্রার্থনা করে

বর্ণিত আছে: আযান প্রদানকারীর জন্য প্রত্যেক বস্তু ক্ষমা প্রার্থনা করে এমনকি সমূদ্রের মাছেরাও। মুয়াজ্জিন যে সময় আযান দেয় তখন ফিরিশতাগণও তার (সাথে সাথে আযানের) পূনরাবৃত্তি করতে থাকে আর যখন আযান শেষ হয়ে যায় তখন ফিরিশতাগণ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তার কবরের আযাব হয় না এবং মুয়াজ্জিন মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। কবরের কঠোরতা এবং সংকীর্ণতা হতেও নিরাপদ থাকে। (সূরা ইউসূফের তাফসীরের সার সংক্ষেপ, অনুদিত ২১ পৃষ্ঠা)

আযানের উত্তর দেয়ার ফযীলত

মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদা ইরশাদ করেন: “হে মহিলাগণ! যখন তোমরা বিলাল رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে আযান ও ইক্বামত দিতে শুনবে, তখন সে যেভাবে বলে তোমরাও অনুরূপ বলবে, কেননা **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের জন্য প্রত্যেক শব্দের বিনিময়ে এক লাখ নেকী লিখে দিবেন, এক হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং এক হাজার গুনাহ্ মুছে দিবেন।”

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

মহিলাগণ এটা শুনে আরয করলেন: এটা তো মহিলাদের জন্য, পুরুষদের জন্য কি রয়েছে? ইরশাদ করলেন: "পুরুষদের জন্য এর দ্বিগুণ।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫৫তম খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রতিদিন ৩ কোটি ২৪ লাখ নেকী অর্জন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার রহমতের উপর কুরবান! তিনি আমাদের জন্য নেকী অর্জন করা, মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং গুনাহ্ ক্ষমা করানোকে কতই সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু আফসোস! এত সহজ করে দেয়া সত্ত্বেও আমরা অলসতার মধ্যে রয়েছি। বর্ণিত হাদীস শরীফে আযানের উত্তর প্রদানের যে ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা লক্ষ্য করুন। اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ এখানে দু'টি শব্দ এভাবে পূর্ণ আযানের ভিতর ১৫টি শব্দ রয়েছে। যদি কোন ইসলামী বোন এক ওয়াক্ত নামাযের আযানের উত্তর দেয় অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যা বলে তার পুনরাবৃত্তি করে তখন তার ১৫ লাখ নেকী অর্জন হবে। ১৫ হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ১৫ হাজার গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে। আর ইসলামী ভাইদের জন্য এসব কিছুর দ্বিগুণ ফযীলত অর্জন হবে। ফজরের আযানে দু'বার اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم রয়েছে। আর এভাবে ফযরের আযানে ১৭টি শব্দ হলো, তাহলে ফযরের আযানের উত্তর প্রদানে ১৭ লাখ নেকী, ১৭ হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ১৭ হাজার গুনাহের ক্ষমাপ্রাপ্তি অর্জিত হলো। আর ইসলামী ভাইদের জন্য এর দ্বিগুণ। ইকামাতের মধ্যেও দুইবার قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ রয়েছে। ইকামাতের মধ্যেও ১৭টি শব্দ হলো সুতরাং ইকামাতের উত্তর প্রদানের সাওয়াবও ফজরের আযানের উত্তর প্রদানের সমপরিমাণ।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

[মোটকথা; যদি কোন ইসলামী বোন গুরুত্ব সহকারে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান ও ইকামাতের উত্তর দিতে সফলকাম হয়ে যায় তবে তার প্রতিদিন এক কোটি বাষট্টি লাখ নেকী, এক লাখ বাষট্টি হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং এক লাখ বাষট্টি হাজার গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে এবং ইসলামী ভাইদের এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩ কোটি ২৪ লাখ নেকী অর্জন হবে। ৩ লাখ ২৪ হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ৩ লাখ ২৪ হাজার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।]

আযানের উত্তর প্রদানকারী জান্নাতী হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, এক ব্যক্তির প্রকাশ্যভাবে কোন অধিক পরিমাণ নেক আমল ছিলো না, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উপস্থিতিতেই অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "তোমরা কি জানো! **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।" এতে লোকেরা অবাক হয়ে গেলো, কেননা বাহ্যিকভাবে তার কোন বড় আমল ছিলো না। সুতরাং এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর ঘরে গেলেন এবং তাঁর বিধবা স্ত্রী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে জিজ্ঞাসা করলেন: "তার কোন বিশেষ আমল আমাকে বলুন"। তখন সে উত্তর দিল: "তার এমন কোন বিশেষ বড় আমল আমার জানা নেই, শুধু এতটুকু জানি যে, দিন হোক বা রাত যখনই তিনি আযান শুনতেন তখন অবশ্যই উত্তর দিতেন।" (তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৪০তম খন্ড, ৪১২, ৪১৩ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

গুনাহে গদা কা হিসাব কিয়া উহ আগর ছে লাখ্ ছে হে ছিওয়া
মগর এ্যায় আফুউ তেরে আফ্উ কা তো হিসাব হে না শুমার হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

আযান ও ইকামাতের উত্তর প্রদানের পদ্ধতি

মুয়াজ্জিন সাহেবের উচিত, আযানের শব্দগুলো একটু থেমে থেমে বলা। اَللّٰهُ اَكۡبَرُ اَللّٰهُ اَكۡبَرُ (এখানে দুটি শব্দ কিন্তু) উভয়টাকে মিলিয়ে (সাক্‌তা না করে এক সাথে পড়ার কারণে) এটা একটি শব্দ হয়। উভয়টি বলার পর সাক্‌তা করবেন (অর্থাৎ থেমে যাবেন)। আর সাক্‌তার পরিমাণ হচ্ছে যে, উত্তর প্রদানকারী যেন উত্তর দেয়া শেষ করতে পারে। সাক্‌তা না করাটা মাকরূহ, আর এ ধরনের আযান পুনরায় দেয়া মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা) উত্তর প্রদানকারীর উচিত, যখন মুয়াজ্জিন সাহেব اَللّٰهُ اَكۡبَرُ اَللّٰهُ اَكۡبَرُ বলে সাক্‌তা করবেন অর্থাৎ চুপ হয়ে যাবেন তখন اَللّٰهُ اَكۡبَرُ اَللّٰهُ اَكۡبَرُ বলা। অনুরূপভাবে অন্যান্য শব্দাবলীরও উত্তর প্রদান করবে। যখন মুয়াজ্জিন প্রথমবার اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوۡلُ اللهِ বলবে তখন আপনি এভাবে বলবেন,

صَلَّى اللهُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ اللهِ (অনুবাদ: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার উপর দরূদ।) যখন দ্বিতীয়বার বলবে তখন আপনি বলবেন:

قُرَّةُ عَيۡنِيۡ بِكَ يَا رَسُوۡلَ اللهِ (**অনুবাদ: ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার নিকট আমার চোখের শীতলতা রয়েছে।) আর এ দুইটা বলার সময় প্রত্যেকবার বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখকে চোখে লাগিয়ে নিবেন এবং পরে বলবেন:

اَللّٰهُمَّ مَتِّعۡنِيۡ بِالسَّمۡعِ وَالۡبَصَرِ (হে **আল্লাহ্!** আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির দ্বারা আমাকে কল্যাণ দান করো।) (রদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা)

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الۡفَلَاحِ এর উত্তরে (চারবার)

لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ বলবেন এবং উত্তম হচ্ছে যে উভয়টা বলা। (অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যা বলে তাও বলা এবং لَا حَوۡلَ ও বলা) বরং সাথে এটাও বৃদ্ধি করে নিন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

مَاشَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ (অর্থাৎ- **আল্লাহ্** যা ইচ্ছা করেছেন তা হয়েছে, যা ইচ্ছা করেননি তা হয়নি।

(রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم এর উত্তরে বলবেন:

صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ (**অনুবাদ:** তুমি সত্য ও সৎ এবং তুমি সত্য বলেছ।)

(রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার, ৮৩ পৃষ্ঠা)

ইকামাতের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব। এর উত্তরও আযানের মতই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ এর উত্তরে বলবেন:

اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْض (**অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা** তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন যত দিন আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকে।) (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

আযানের ১৪টি মাদানী ফুল

(১) জুমাসহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায যখন মসজিদে সময় মত জামাআতে উলার (প্রথম জামাআত) সাথে আদায় করা হয় তখন এর জন্য আযান দেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, যার হুকুম ওয়াজিবের মতই। যদি আযান দেয়া না হয় তাহলে ঐ এলাকার সকল মানুষ গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)

(২) যদি কোন লোক শহরের মধ্যে ঘরে নামায আদায় করে তাহলে ঐ এলাকার মসজিদের আযান তার জন্য যথেষ্ট, তবে আযান দেয়া মুস্তাহাব।

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬২,৭৮ পৃষ্ঠা)

(৩) যদি কোন ব্যক্তি শহরের বাহিরে বা গ্রামে, বাগান বা ক্ষেত ইত্যাদিতে থাকে এবং ঐ স্থানটি যদি নিকটবর্তী হয় তাহলে শহর বা গ্রামের আযান যথেষ্ট হবে, এরপরও আযান দেয়াটা উত্তম আর যদি নিকটবর্তী না হয় তার জন্য ঐ আযান যথেষ্ট নয়। নিকটবর্তী হওয়ার সীমা হচ্ছে, ঐ আযানের শব্দ ঐ স্থানে পৌঁছা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

(৪) মুসাফির যদি আযান ও ইকামাত উভয়টা ছেড়ে দেয় অথবা ইকামাত না দেয় তাহলে মাকরূহ হবে। আর যদি শুধু ইকামাত দেয় তবে মাকরূহ হবে না কিন্তু উত্তম হচ্ছে যে, আযানও দেয়া। চাই সে একা হোক বা অন্যান্য সহযাত্রীরা সেখানে উপস্থিত থাকুক।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

(৫) সময় শুরু হওয়ার পরই আযান দিবে। যদি সময়ের পূর্বেই আযান দিয়ে দেয় অথবা সময় হওয়ার পূর্বে আযান শুরু করেছে আর আযানের মাঝখানে সময় হয়ে গেলো উভয় অবস্থায় আযান পুনরায় দিতে হবে। (আল হিদায়া, ১ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা) মুয়াজ্জিন সাহেবদের উচিত যে, তারা যেন সর্বদা সময়সূচীর ক্যালেন্ডার দেখতে থাকেন। কোন কোন স্থানে মুয়াজ্জিন সাহেবগণ সময়ের পূর্বেই আযান শুরু করে দেয়। ইমাম সাহেব ও কমিটির নিকটও মাদানী অনুরোধ থাকবে যে, তারাও যেন এ মাসআলার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখে।

(৬) মহিলাগণ নির্দিষ্ট সময়ানুসারে নামায পড়ুক বা কাযা নামায আদায় করুক তাদের জন্য আযান ও ইকামাত দেয়া মাকরূহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা)

(৭) মহিলাদের জন্য জামাআতের সাথে নামায আদায় করা না জায়েয তথা অবৈধ। (প্রাগুক্ত, ৩৬৭ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

(৮) বিবেকবান ছোট ছেলেরাও আযান দিতে পারবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

(৯) বিনা অযুতে আযান দিলে শুদ্ধ হবে তবে বিনা অযুতে আযান দেয়া মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা। মারাকিউল ফালাহ, ৪৬ পৃষ্ঠা)

(১০) হিজড়া, ফাসিক যদিও আলিম হোক, নেশাখোর, পাগল, গোসল বিহীন এবং অবুঝ বাচ্চাদের আযান দেয়া মাকরূহ। এসকল ব্যক্তিরা আযান দিলে তাদের সবার আযানের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

(১১) যদি মুয়াজ্জিনই ইমাম হন তাহলে তা উত্তম। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

(১২) মসজিদের বাহিরে কিবলামূখী হয়ে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে উচ্চ আওয়াজে আযান দিতে হবে, তবে শক্তির অধিক আওয়াজ উঁচু করা মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৬৮-৩৬৯ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা) আযানে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করানো সুন্নাত এবং মুস্তাহাব। কিন্তু (আঙ্গুল) হেলানো এবং ঘুরানো অনর্থক কাজ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

(১৩) حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ ডান দিকে মুখ করে বলবে এবং حَیَّ عَلَی الْفَلَاح বাম দিকে মুখ করে বলবে। যদিও আযান নামাযের জন্য না হয়। যেমন (ভূমিষ্ট হওয়ার পর) ছোট বাচ্চার কানে আযান দেয়া হয়। এ ফেরানোটা শুধু মুখের, পুরো শরীর ফিরাবেন না। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৯ পৃষ্ঠা) অনেক মুয়াজ্জিন "صَلٰوۃ" ও "فَلَاح" বলার সময় চেহারাকে হালকাভাবে ডানে ও বামে একটু করে ফিরিয়ে নেয়, এটা ভুল পদ্ধতি। সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমেই চেহারাকে ভালভাবে ডানে ও বামে ফিরাতে হবে এরপর حَیَّ বলা শুরু করতে হবে।

(১৪) ফজরের আযানে حَیَّ عَلَی الْفَلَاح এর পরে اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْم বলা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা) যদি নাও বলে তবুও আযান হয়ে যাবে। (কানুনে শরীয়াত, ৮৯ পৃষ্ঠা)

আযানের উত্তর প্রদানের ৯টি মাদানী ফুল

(১) নামাযের আযান ব্যতীত অন্যান্য আযানের উত্তরও প্রদান করতে হবে, যেমন-সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময়কার আযান। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়। তাড়াতাড়ি ডান কানে আযান বাম কানে তাকবীর বলবে যেন শয়তানের ক্ষতি এবং উম্মুস সিবয়ান থেকে বাঁচতে পারে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

মলফুজাতে আ'লা হযরত ৪১৭ পৃষ্ঠা থেকে ৪১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: (মৃগী রোগ) অনেক খারাপ বিপদ। আর যদি বাচ্চাদের হয় তবে এটিকে উম্মুস সিবায়ন বলা হয়, বড়দের হলে মৃগী রোগ বলে।

(২) মুক্তাদীদের উচিত, খুতবার আযানের উত্তর কখনো না দেয়া, এটাই সতর্কতা অবলম্বন। অবশ্য যদি এই আযানের উত্তর অথবা (দুই খুতবার মাঝখানে) দোয়া মনে মনে করে, মুখ দ্বারা মোটেই উচ্চারণ না করে তবে কোন অসুবিধা নেই। আর ইমাম অর্থাৎ খতীব সাহেব যদি মুখ দ্বারা আযানের উত্তর দেয় বা দোয়া করেন তবে তা নিঃসন্দেহে জায়িয।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৮ম খন্ড, ৩৩০-৩০১ পৃষ্ঠা)

(৩) আযান শ্রবণকারীদের জন্য উত্তর প্রদানের হুকুম রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা) অপবিত্র ব্যক্তিরাও (অর্থাৎ- যার উপর সহবাস বা স্বপ্নদোষের কারণে গোসল ফরয হয়েছে) আযানের উত্তর দিবেন। অবশ্য হায়েয, নিফাস বিশিষ্ট মহিলা, খুতবা শ্রবণকারী, জানাযার নামায আদায়রত ব্যক্তি, সহবাসে লিপ্ত বা বাথরুমে রয়েছে এমন ব্যক্তিগণ উত্তর দিবেন না। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা)

(৪) যতক্ষণ আযান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সালাম, কথাবার্তা ও সালামের উত্তর প্রদান এবং সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ রাখবেন। এমনকি কুরআন তিলাওয়াতও। আযানকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন এবং এর উত্তর দিন। ইকামাতের সময়ও এভাবে করবেন।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

(৫) আযান প্রদানকালীন সময়ে চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, প্লেইট, গ্লাস বা কোন বস্তু উঠানো ও রাখা, ছোট বাচ্চার সাথে খেলা করা, ইশারা-ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি সবকিছু বন্ধ রাখাই যথার্থ।

(৬) যে ব্যক্তি আযান চলাকালীন সময়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকে, **আল্লাহ্**র পানাহ তার মন্দ মৃত্যু হওয়ার (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার) আশংকা রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ১য় খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(৭) রাস্তায় চলাচল করা অবস্থায় যদি আযানের শব্দ কানে আসে তখন উচিত হচ্ছে দাঁড়িয়ে চুপচাপভাবে আযান শুনা এবং এর উত্তর প্রদান করা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) হ্যাঁ! আযান চলাকালীন সময়ে মসজিদ বা অযুখানার দিকে চলা এবং অযু করাতে কোন সমস্যা নেই। এর মধ্যে মুখে জবাবও দিতে থাকুন।

(৮) আযান চলাকালীন ইস্তিন্জাখানায় যাওয়া উচিত নয়, কেননা ঐখানে আযানের জবাব দিতে পারবে না এবং এটি অনেক বড় সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া। অবশ্য খুবই প্রয়োজন হলে কিংবা জামাআত না পাওয়ার সম্ভাবনা হলে যেতে পারবেন।

(৯) যদি কয়েকটি আযান শুনেন তাহলে প্রথম আযানের উত্তর দিতে হবে, তবে উত্তম হচ্ছে যে, প্রতিটি আযানের উত্তর প্রদান করা। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা) যদি আযান দেয়ার সময় উত্তর না দিয়ে থাকেন তবে যদি বেশিক্ষণ সময় অতিবাহিত না হয় তাহলে উত্তর দিয়ে দিবেন। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা)

ইকামাতের ৭টি মাদানী ফুল

(১) ইকামাত মসজিদের ভিতরে ইমামের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে দেয়া উত্তম। যদি ঠিক পিছনে সুযোগ পাওয়া না যায় তবে ইমামের ডান দিক থেকে দেয়া উচিত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে সংগৃহীত, ৫ম খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

(২) ইকামাত আযানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

(৩) ইকামাতের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

(৪) ইকামাতের শব্দাবলী তাড়াতাড়ি বলবেন এবং মাঝখানে “সাক্তা” অর্থাৎ চুপ থাকবেন না। (প্রাগুক্ত, ৪৭০ পৃষ্ঠা)

(৫) ইকামাতের মধ্যেও حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ ও حَیَّ عَلَی الْفَلَاح এর মধ্যে (বর্ণনা মোতাবেক) ডানে বামে মুখ ফিরাবেন। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(৬) ইকামাত দেয়ার অধিকার তারই যে আযান দিয়েছে, আযান প্রদানকারীর অনুমতিক্রমে অন্য কেউ ইকামাত দিতে পারবে। যদি বিনা অনুমতিতে ইকামাত দেয় আর মুয়াজ্জিন এটা অপছন্দ করে তবে মাকরূহ।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)

(৭) ইকামাতের সময় কোন ব্যক্তি আসল তখন সে (জামাআতের জন্য) দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটা মাকরূহ বরং বসে যাবে একই ভাবে যে সকল লোক মসজিদে রয়েছে তারাও বসা থাকবে এবং ঐ সময় দাঁড়াবে যখন মুয়াজ্জিন حَیَّ عَلَی الْفَلَاح পর্যন্ত পৌঁছে, এ হুকুম ইমাম সাহেবের জন্যও।

(প্রাগুক্ত, ৫৭ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

আযান দেয়ার ১১টি মুস্তাহাব স্থান

(১) (সন্তান ভূমিষ্ট হলে) সন্তানের (২) দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির (৩) মৃগী রোগীর (৪) রাগান্বিত ও বদমেযাজী ব্যক্তির এবং (৫) বদমেযাজী জন্তুর কানে আযান দেওয়া (৬) তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন সময় (৭) কোথাও আগুন লাগলে (৮) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর (৯) জ্বিন অত্যাচার করলে (বা যাকে জ্বিনে ধরেছে) (১০) জঙ্গলে রাস্তা ভুলে গেলে এবং কোন পথ প্রদর্শনকারী না থাকলে এ সময়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা) এমনকি (১১) মহামারী রোগ আসাকালীন সময়ে আযান দেওয়া মুস্তাহাব।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৫ম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

মসজিদের ভিতরে আযান দেয়া সুন্নাত পরিপন্থী

আজকাল অধিকাংশ মসজিদের ভিতরেই আযান দেয়ার প্রথা চালু রয়েছে যা সুন্নাত পরিপন্থী। "আলমগিরী" ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: আযান মসজিদের বাহিরেই দিতে হবে মসজিদের ভিতর আযান দিবেন না।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

আমার আক্বা, আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামীয়ে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল্ হাফিয আল্ ক্বারী আশ্ শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: “একটি বারের জন্যও এ কথার প্রমাণ নেই যে, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদের ভিতর আযান প্রদান করিয়েছেন।” সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আরো বলেন: মসজিদের ভিতর আযান দেয়া মসজিদ ও **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারের সাথে বেয়াদবী করা। মসজিদের প্রাঙ্গনের নিচে যেখানে জুতা রাখা হয় ঐ স্থানটি মসজিদের বাহিরের হয়ে থাকে, সেখানে আযান দেয়া বিনাদ্বিধায় সুন্নাত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৫ম খন্ড, ৪১১, ৪১২, ৪০৮ পৃষ্ঠা) জুমার দ্বিতীয় আযান যা আজকাল (খুতবার পূর্বে) মসজিদের ভিতরে খতিব ও মিম্বরের সামনেই দেয়া হয় এটাও সুন্নাতের পরিপন্থী। জুমার দ্বিতীয় আযানও মসজিদের বাহিরে দিতে হবে তবে মুয়াজ্জিন খতীবের সোজা সামনে থাকবে।

১০০ শহীদের সাওয়াব অর্জন করুন

সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: সুন্নাতকে জীবিত করা তো ওলামায়ে কিরামদের বিশেষ দায়িত্ব এবং যে মুসলমানের পক্ষে করা সম্ভব তার জন্য এটা সাধারণ হুকুম। প্রত্যেক শহরের মুসলমানদের উচিত হচ্ছে যে, আপন শহরে বা কমপক্ষে নিজ নিজ মসজিদ সমূহে (আযান ও জুমার দ্বিতীয় আযান মসজিদের বাহিরে দেয়ার) এ সুন্নাতকে জীবিত করা এবং শত শত শহীদের সাওয়াব অর্জন করা। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: “যে ফিৎনা-ফ্যাসাদের যুগে আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরবে সে একশত শহীদের সাওয়াব লাভ করবে।” (আয যুহুদুল কবীর লিল বায়হাকী, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৭। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা) এ মাসআলাকে বিস্তারিতভাবে জানতে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৫ম খন্ড, “বাবুল আযান ওয়াল ইকামাত” অধ্যয়ণ করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

আযানের পূর্বে এই দরূদে পাকগুলো পড়ুন

আযান ও ইকামাতের পূর্বে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পড়ে দরূদ ও সালামের এ চারটি বচন পড়ে নিন।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا حَبِيۡبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَانُوۡرَ اللّٰه

অতঃপর দরূদ ও সালাম এবং আযানের মাঝখানে দূরত্ব রাখার জন্য এ ঘোষণাটি করুন, "আযানের সম্মানার্থে কথাবার্তা এবং কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে আযানের উত্তর প্রদান করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।" এরপর আযান দিন। দরূদ ও সালাম এবং ইকামাতের মাঝখানে এটা ঘোষণা করুন, "ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, মোবাইল থাকলে বন্ধ করে দিন।" আযান ও ইকামাতের পূর্বে তাসমিয়্যাহ (بِسۡمِ اللّٰه) এবং দরূদ ও সালামের নির্দিষ্ট এ চারটি বচন বলার মাদানী অনুরোধ এই উদ্দীপনা নিয়ে করছি, যেন এভাবে আমার জন্যও কিছু সাওয়াবে জারীয়া অর্জনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আর বিরতি করার পরামর্শ (অর্থাৎ দরূদো সালাম ও আযানের মাঝখানে বিরতি এবং দরূদো সালাম ও ইকামাতের মাঝখানে বিরতি ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যার ফয়যান (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া পাঠ করে উপকৃত হয়ে তা) থেকে উপস্থাপন করেছি। যেমন একটি ফতোয়ার উত্তরে ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡه বলেন: "দরূদ শরীফ ইকামাতের পূর্বে পড়াতে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু (তারও) ইকামাতের মধ্যে বিরতি দেয়া চাই অথবা দরূদ শরীফের শব্দ যেন ইকামাতের শব্দ থেকে কিছুটা নিম্নস্বরে বলা হয়, যাতে করে তা যে স্বতন্ত্র তা বুঝা যায় এবং সর্বসাধারণ যেন দরূদ শরীফকে ইকামাতের অংশ মনে না করে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৫ম খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

কুমন্ত্রণা

সুলতানে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পার্থিব জীবনে এবং খোলাফায়ে রাশেদীন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর যুগে আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করা হতো না সুতরাং এটা করা মন্দ বিদআত এবং গুনাহ। (**আল্লাহ্ তাআলা**র পানাহ্)

কুমন্ত্রণার উত্তর

যদি এ নিয়ম মেনে নেয়া হয় যে, যে সমস্ত কাজ ঐ যুগে ছিলো না তা এখন করা মন্দ বিদআত ও গুনাহ্ তবে বর্তমান যুগের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে যাবে, অগণিত উদাহরণ সমূহ হতে শুধুমাত্র ১২টি উদাহরণ উপস্থাপন করছি যে, এ সমস্ত কাজ ঐ বরকতময় যুগে ছিলো না অথচ তা বর্তমানে সবাই গ্রহণ করে নিয়েছে (১) কুরআনে পাকে নুকতা ও হরকত হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৯৫ হিজরীতে প্রদান করেছেন। (২) তিনিই আয়াতের সমাপ্তির চিহ্ন স্বরূপ আয়াতের শেষে নুকতা প্রদান করেছেন, (৩) কুরআনে পাক মুদ্রণ করেছেন, (৪) মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে ইমাম সাহেব দাঁড়ানোর জন্য সিড়ি বিশিষ্ট মেহরাব প্রথমে ছিলো না, ওয়ালীদ মারওয়ানীর যুগে সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এটা তৈরী করেন। বর্তমানে কোন মসজিদ মেহরাব বিহীন নেই। (৫) ছয় কলেমা, (৬) ইলমে ছরফ ও নাহু, (৭) ইলমে হাদীস এবং হাদীসের প্রকারভেদ, (৮) দরসে নিজামী, (৯) শরীয়াত ও তরিকাতের চারটি সিলসিলা, (১০) মুখে নামাযের নিয়্যত বলা, (১১) উড়োজাহাজের মাধ্যমে হজ্জে গমন, (১২) আধুনিক অস্ত্র দ্বারা জিহাদ, এ সমস্ত বিষয় ঐ বরকতময় যুগে ছিলো না কিন্তু বর্তমানে কেউ এগুলোকে গুনাহ্ বলে না, তাহলে আযান ও ইকামাতের পূর্বে **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা কেন মন্দ বিদআত ও গুনাহের কাজ হয়ে গেল! **মনে রাখবেন!** কোন বিষয় না জায়িয বা অবৈধ হওয়ার কোন প্রমাণ না থাকাটাই স্বয়ং জায়িয বা বৈধ হওয়ার প্রমাণ।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

নিশ্চয়ই শরীয়াতের নিষেধাজ্ঞা নেই এমন সব নতুন বিষয় বিদআতে হাসানা এবং মুবাহ অর্থাৎ উত্তম বিদআত ও বৈধ। আর এটা অবশ্য স্বীকৃত বিষয় যে, আযানের পূর্বে দরূদ পাঠ করাকে কোন হাদীসের মধ্যে নিষেধ করা হয় নাই। সুতরাং নিষিদ্ধ না হওয়াটাই স্বয়ং **মদীনার তাজওয়ার, নবীদের ছরওয়ার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং মুসলিম শরীফের অধ্যায় "কিতাবুল ইলম" এর মধ্যে **মদীনার সুলতান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ كُتِبَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ

অনুবাদ: যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে কোন ভাল প্রথা চালু করে এবং এরপরে এ প্রথানুযায়ী আমল করা হয় তবে এ প্রথানুযায়ী আমলকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব তার (অর্থাৎ এ প্রথা চালুকারীর) আমলনামাতে লিখে দেয়া হবে এবং আমলকারীর সাওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না। (সহীহ মুসলিম, ১৪৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০১৭)

উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা চালু করে সে বড় সাওয়াবের অধিকারী। সুতরাং নিঃসন্দেহে যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আযান ও ইকামাতের পূর্বে দরূদ ও সালামের প্রথা চালু করেছেন তিনিও সাওয়াবে জারিয়্যার অধিকারী, কিয়ামত পর্যন্ত যে মুসলমান এ প্রথানুযায়ী আমল করতে থাকবে সে সাওয়াব পাবে এবং এ প্রথা চালুকারীও সাওয়াব পেতে থাকবেন তবে উভয়ের সাওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না। হতে পারে কারো মনে এ প্রশ্ন আসতে পারে, হাদীসে পাকের মধ্যে রয়েছে كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَّ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ অর্থাৎ প্রত্যেক বিদআত বা নব আবিষ্কৃত বিষয় গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৮৫)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এ হাদীস শরীফের মর্মার্থ কি? এর উত্তর হচ্ছে যে, এ হাদীসে পাক সত্য। এখানে বিদআত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে بِدْعَتِ سَيِّئَة অর্থাৎ মন্দ বিদআত। আর নিশ্চয় ঐ সমস্ত বিদআত মন্দ যা কোন সুন্নাতের পরিপন্থী হয় বা সুন্নাতকে বিলিন করে দেয়। যেমন- সায়্যিদুনা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যে বিদআত উসূল অর্থাৎ শরীয়াতের নিয়মাবলী ও সুন্নাত নিয়মানুযায়ী এবং ঐ অনুযায়ী কিয়াসকৃত হয় (অর্থাৎ শরীয়াত ও সুন্নাতের বিরোধী না হয়) তাকে "বিদআতে হাসানা" বলা হয় আর যা এর বিপরীত হবে তাকে গোমরাহী বিদআত বলা হয়। (আশিআতুল লামআত, ১ম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এখন ঈমান হিফাজতের জন্য চিন্তা করতে গিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃত প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর ৩৫৯ থেকে ৩৬২ পৃষ্ঠার বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন:

আযানের অবজ্ঞার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: আযানের অবজ্ঞা করা কেমন?

উত্তর: আযান ইসলামের নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি আর ইসলামের যে কোন নিদর্শনকে অবজ্ঞা করা কুফরী।

حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ এর ব্যাপারে হাসি-তামাশা করা

প্রশ্ন: আযানের মধ্যে حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ (অর্থ- নামাযের দিকে এসো) এবং حَیَّ عَلَی الْفَلَاح (অর্থ- কল্যাণের দিকে এসো) এ বাক্যগুলো শুনে যদি কৌতুক করে কেউ বলে: এসো সিনেমা ঘরের দিকে, নতুবা টিকিট শেষ হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

উত্তর: কুফরী। কেননা এটি আযানের উপহাস করা হয়েছে। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর খিদমতে প্রশ্ন করা হয়: জনাব! এই মাসআলা সম্পর্কে আপনার কি মতামত? যে, মসজিদের মুয়াজ্জিনের আযান শুনার সাথে সাথে যায়েদ নামক এক ব্যক্তি এরকম উপহাস করলো। অর্থাৎ- حَیَّ عَلَى الصَّلٰوة শুনে কৌতুক করে (ভাইয়্যা মারো ডান্ডা) এই ধরণের কোন বাক্য বললো। এ ধরণের বাক্য দ্বারা যায়েদের মুরতাদ হওয়া এবং বিবাহ ভেঙ্গে যাওয়া সাব্যস্ত হবে কিনা? আর যায়েদের বিবাহ বিনষ্ট হয়েছে কিনা? **জবাব:** আযানের সাথে উপহাস করা অবশ্যই কুফরী। যদি আযানের সাথেই সে উপহাস করলো। তবে নিঃসন্দেহে সে কাফির হয়ে গিয়েছে। তার স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন হতে বের হয়ে গিয়েছে। যদি সে পুনরায় মুসলমান হয় এবং তার স্ত্রীর সাথে পূনঃবিবাহ করে তখন তার সাথে এক বিছানায় শয়ন করা এবং সঙ্গম করা হালাল হবে। অন্যথায় তা যেনা হবে। আর যদি পুনঃইসলাম ও বিবাহ ছাড়া মহিলা তার সাথে এক বিছানায় শয়ন করে এবং সঙ্গম করতে রাজী হয়ে যায় তখন সে (মহিলা) ব্যভিচারিনী হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি যায়েদের আযানের সাথে উপহাস করা উদ্দেশ্য না হয়। বরং স্বয়ং মুয়াজ্জিনের সাথে উপহাস করা উদ্দেশ্য হয়। যেহেতু মুয়াজ্জিন ভুলভাবে আযানের শব্দ উচ্চারণ করেছেন। এজন্য সে মুয়াজ্জিনের সাথে কৌতুক করেছে, তবে এ অবস্থায় যায়েদ কাফির হবে না আর তার বিবাহও নষ্ট হবে না। তবে তাকে পুনঃইসলাম কবুল করা ও বিবাহ নবায়নের হুকুম দেয়া হবে। وَاللهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা)

আযান প্রসঙ্গে কুফরী বাক্যের ৮টি উদাহরণ

(১) যে (ব্যক্তি) আযানের সাথে উপহাস করেছে সে কাফির।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

(২) আযানকে অবজ্ঞা করতে গিয়ে বলা যে, ঘন্টার আওয়াজ নামাযের সময় জানার জন্য খুব ভাল। এটিও কুফরী বাক্য।

(৩) যে আযান দাতাকে আযান দেয়ার পর বলে "তুমি মিথ্যা বলেছ" এমন ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে কাজিখান, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

(৪) যে কোন মুয়াজ্জিন সম্পর্কে আযানকে উপহাস করে বললো: এটি কোন্ বঞ্চিত ব্যক্তি আযান দিচ্ছে? অথবা

(৫) আযান সম্পর্কে বললো: অপরিচিত আওয়াজের মত মনে হচ্ছে। অথবা বললো:

(৬) অপরিচিত ব্যক্তির আওয়াজের ন্যায় আযান দিচ্ছে। এ সকল কথা কুফরী বাক্য। (অর্থাৎ- যখন অবজ্ঞা ও তুচ্ছার্থে এ ধরণের কথা বলে থাকে)।

(মিনাহুর রাওজুল আযহারু লিল ক্বারী, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)

(৭) একজন আযান দিলো। তারপর অপর একজন উপহাস করার জন্য দ্বিতীয়বার আযান দিলো। তার উপর কুফরের হুকুম বর্তাবে।

(মাজমাউল আনহার, ২য় খন্ড, ৫০৯ পৃষ্ঠা)

(৮) আযান শুনে যদি কেউ বললো: কি চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। যদি স্বয়ং আযানকে অপছন্দ করে এরূপ বলে থাকে, তবে এটি কুফরী বাক্য।

(আলমগিরী, ২য় খন্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা)

আযান

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؕ
আল্লাহ্ মহান, **আল্লাহ্** মহান,	**আল্লাহ্** মহান, **আল্লাহ্** মহান,
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ছাড়া কোন মাবুদ নেই।	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ছাড়া কোন মাবুদ নেই

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ط	
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ **আল্লাহ্**র রাসূল।	
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ط	
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ **আল্লাহ্**র রাসূল।	
حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ ط	حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ ط
নামাযের দিকে আসুন	নামাযের দিকে আসুন
حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ ط	حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ ط
মুক্তি পেতে আসুন	মুক্তি পেতে আসুন
اَللهُ اَكْبَرُ ط اَللهُ اَكْبَرُ ط	
আল্লাহ্ মহান, **আল্লাহ্** মহান,	
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ط	
আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া কোন মাবুদ নেই।	

আযানের দোয়া

আযানের পর মুয়াজ্জিন ও শ্রোতাগণ দরূদ শরীফ পড়ে এ দোয়াটি পাঠ করবেন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ ط وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ ط اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ ط وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ط وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِیْ وَعَدْتَّهٗ ط وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ط بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ط

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্!** এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও সুপ্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই মালিক। তুমি আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দানকর ওয়াসীলা, সম্মান ও সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করো। যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর সুপারিশ নসীব করো। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না। আমাদের উপর আপন দয়া বর্ষণ করো, হে সবচেয়ে বড় দয়াবান।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

শাফায়াতের সুসংবাদ

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যখন তোমরা আযান শুনো তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও ঐ সকল শব্দগুলো আদায় করো (বলো), অতঃপর আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, এরপর ওয়াসীলা তালাশ করো। এরূপ করা ব্যক্তির উপর আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়।" (মুসলিম, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮৪)

ঈমানে মুফাস্সাল

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ط

অনুবাদ: আমি ঈমান আনলাম **আল্লাহ্ তাআলার** উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, আসমানী কিতাব সমূহের উপর, তাঁর রাসুলগণের উপর, শেষ দিবসের উপর, **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে নির্ধারিত তকদিরের ভাল-মন্দের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

ঈমানে মুজ্মাল

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ اِقْرَارٌ
بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ ط

অনুবাদ: আমি **আল্লাহ্ তাআলার** উপর ঈমান আনলাম, যেভাবে তিনি নিজের নাম সমূহ ও আপন গুণাবলীর সাথে আছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানকে মৌখিক স্বীকৃতি সহকারে ও অন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে মেনে নিলাম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

ছয় কলেমা

প্রথম 'কলেমা তায়্যিব'

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰهِ ط

অনুবাদ: **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই, (হযরত) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্**র রাসুল।

দ্বিতীয় 'কলেমা শাহাদাত'

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط

অনুবাদ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (হযরত) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রাসুল।

তৃতীয় 'কলেমা তামজীদ'

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط

অনুবাদ: **আল্লাহ্** পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য। **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই। **আল্লাহ্** মহান। আর গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি ও নেক আমল করার সামর্থ্য এক মাত্র **আল্লাহ্**রই পক্ষ থেকে, যিনি সবার চেয়ে মহান, অতীব মর্যাদাবান।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

চতুর্থ 'কলেমা তাওহীদ'

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ ط لَهُ الۡمُلۡكُ وَلَهُ الۡحَمۡدُ يُحۡيٖ وَيُمِيۡتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوۡتُ اَبَدًا اَبَدًا ط ذُو الۡجَلَالِ وَالۡاِكۡرَامِ ط بِيَدِهِ الۡخَيۡرُ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ط

অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র সাম্রাজ্য একমাত্র তাঁর। সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁর জন্য। তিনিই জীবন দান করেন। আর তিনিই মৃত্যু দান করেন । তিনি চিরঞ্জীব; তাঁর কখনো মৃত্যু আসবে না। তিনি খুবই মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। সমস্ত মঙ্গল তাঁরই হাতে। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

পঞ্চম 'কলেমা ইস্তিগফার'

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰهَ رَبِّىۡ مِنۡ كُلِّ ذَنۡبٍ اَذۡنَبۡتُهٗ عَمَدًا اَوۡ خَطَأً سِرًّا اَوۡ عَلَانِيَةً وَّ اَتُوۡبُ اِلَيۡهِ مِنَ الذَّنۡبِ الَّذِىۡ اَعۡلَمُ وَمِنَ الذَّنۡبِ الَّذِىۡ لَآ اَعۡلَمُ اِنَّكَ اَنۡتَ عَلَّامُ الۡغُيُوۡبِ وَسَتَّارُ الۡعُيُوۡبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوۡبِ وَلَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الۡعَلِىِّ الۡعَظِيۡمِ ط

অনুবাদ: আমি আমার পালনকর্তা **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করছি ঐ সমস্ত গুনাহ থেকে যা আমি জেনে শুনে অথবা ভুলবশত করেছি, গোপনে করেছি অথবা প্রকাশ্যে এবং আমি তাঁর দরবারে তাওবা করছি ঐ সমস্ত গুনাহ হতে যা আমার জানা রয়েছে এবং ঐ গুনাহ হতে যা আমার জানা নেই। নিশ্চয় তুমি গাইবের জ্ঞান রাখ, দোষ-ত্রুটি গোপনকারী, গুনাহ্ ক্ষমাকারী। আর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা আর নেক আমল করার তাওফীক একমাত্র **আল্লাহ্**রই পক্ষ থেকে। যিনি অতীব উচ্চ মর্যাদবান ও অত্যন্ত মহান।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ষষ্ঠ 'কলেমা রদ্দে কুফর'

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ اَنۡ اُشۡرِكَ بِكَ شَيۡئًا وَّ اَنَا اَعۡلَمُ بِهٖ وَ اَسۡتَغۡفِرُكَ لِمَا لَاۤ اَعۡلَمُ بِهٖ تُبۡتُ عَنۡهُ وَ تَبَرَّاۡتُ مِنَ الۡكُفۡرِ وَ الشِّرۡكِ وَالۡكِذۡبِ وَ الۡغِيۡبَةِ وَ الۡبِدۡعَةِ وَ النَّمِيۡمَةِ وَ الۡفَوَاحِشِ وَ الۡبُهۡتَانِ وَ الۡمَعَاصِىۡ كُلِّهَا وَ اَسۡلَمۡتُ وَ اَقُوۡلُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ ؕ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্**! জেনে শুনে তোমার সাথে কিছুকে শরিক করা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তোমার কাছে আমি সেই সব (শিরকের) গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমার জানা নেই। আমি সেই গুনাহ্ থেকে তাওবা করছি। আর আমি কুফর, শিরক, মিথ্যা, গীবত, বিদআত, চুগোলখুরি, অশ্লীলতা, অপবাদ দেওয়া এবং সকল প্রকার গুনাহের উপর (স্থায়ীভাবে) অসন্তুষ্ট। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি বলছি, **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই; (হযরত) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্র রাসুল**।

পান গুটকা ধ্বংসাত্মকতা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরতে আল্লামা মওলানা **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর পক্ষ থেকে-

আফসোস! আজকাল, পান, গুটকা, সুগন্ধীময় চুন সুপারি বিশিষ্ট মিষ্টান্ন এবং সিগারেট পান ইত্যাদি ব্যাপক হয়ে গেছে। **আল্লাহ্ তাআলা** না করুক যদি এ গুলোর মধ্যে কোন একটিতে অভ্যস্থ হোন তবে সবচেয়ে ডাক্তারের নিষেধের কারণে শত অনুতপ্ত হয়ে পরিত্যাগ করার পূর্বে **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের নগন্য সহানুভূতিশীল সগে মদীনা (عُفِىَ عَنۡهُ) এর আকুল আবেদন মেনে পরিত্যাগ করুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

অনেক সময় ইসলামী ভাইদের পান গুটকা দ্বারা রঞ্জিত মুখ দেখে মন কেঁদে উঠে এবং যখন কেউ এসে বলে যে, আমি পান বা সিগারেটের অভ্যাস বর্জন করেছি তখন মন খুশি হয়ে যায়। উম্মতের মঙ্গল কামনার প্রেরণা নিয়ে আবেদন করছি-অধিক হারে পান-গুটকা ইত্যাদি খাদকদের সর্ব প্রথম মুখ প্রভাবিত হয়। এক ইসলামী ভাই, যে গুটকা খেতে খেতে মুখ লাল করেছিল তার কাছে আমি (সগে মদীনা عُفِیَ عَنۡهُ) মুখ খুলতে বললাম, সে কোন ভাবে একটু খুলতে সক্ষম হলেন, জিহ্বা বের করতে অনুরোধ করলাম ভালভাবে বের করতে পারল না। জিজ্ঞাসা করলাম: মুখে ফোঁড়া হয়েছে? বললো: জ্বী হ্যাঁ। আমি তাকে গুটকা খাওয়া পরিত্যাগ করতে পরামর্শ দিলাম। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে এ গরীবের কথা মেনে গুটকা খাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিলো। প্রত্যেক পান বা গুটকা খাদক এভাবে আপন মুখের অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখুন কেননা সেটার অধিক ব্যবহার মুখের নরম মাংসকে শক্ত করে দেয় যার কারণে মুখ পূর্ণভাবে খোলা এবং জিহ্বা ঠোঁটের বাইরে বের করা কষ্টকর হয়ে যায়। সাথে সাথে নিয়মিত চুন ব্যবহারে মুখের চামড়া ছিড়ে ফোড়া হয়ে যায় এবং এটাই মুখের আলসার। এসব লোকের সুপারি গুটকা, মিষ্টি জর্দা ও পান ইত্যাদি থেকে তৎক্ষণাৎ বিরত থাকা চাই নতুবা এই আলসার বৃদ্ধি পেয়ে **আল্লাহ্**র পানাহ ক্যান্সারের রূপ ধারণ করতে পারে।

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

২০ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৫ হিজরী
২৫-১১-২০১৩

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

পান-গুট্‌কা ও পেটের ক্যান্সার

এ কথাটি ভেবে দেখুন, যে চুন আপনার মুখের মাংসকে ফেঁটে ফেলতে পারে, সেটি পেটে গেলে কী ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পারে? চুন পাকস্থলী ও তন্ত্রীতেও কখনো কখনো ছোট জখম লাগিয়ে দেয়। এটিকেই আলসার বলে। তাৎক্ষণিকভাবে আপনি তা বুঝতে না পারলেও পরবর্তীতে বাড়তে থাকলে তখন আপনি বুঝতে পারবেন। এই আলসারটি এক পর্যায়ে ভয়ানক ক্যান্সারের রূপ নিতে পারে।

পান-গুট্‌কা ও গলার ক্যান্সার

যারা **পান-গুট্‌কা** অধিক পরিমাণে খায় প্রথম প্রথম তাদের মুখের আওয়াজ নষ্ট হয়ে যায়, গলার স্বর বিগড়ে যায়। এই কষ্টটিকে যদি তারা সর্তক সঙ্কেত **(NOTICE)** হিসাবে ধরে নিয়ে **পান-গুট্‌কা** খাওয়া বাদ না দেয়, তাহলে তা বৃদ্ধি পেয়ে (**আল্লাহ** না করুন) গলার ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। কথিত আছে: **গলার ক্যান্সার (Throat cancer)** রোগীদের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন লোকই এমন রয়েছেন, যারা **পান-গুট্‌কা** খাওয়ায় অভ্যস্ত।

www.dawateislami.net

بِسۡـمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِـيۡمِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ الله

নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

এই রিসালায় রয়েছে.....

প্রচন্ড আহত অবস্থায় নামায

চোর দু'প্রকার

কার্পেটের ক্ষতি সমূহ

ধূলিময় কপালের ফযীলত

গাধার মতো চেহারা

সাহিবে মাযারের ইনফিরাদী কৌশিশ

মা চৌকি থেকে উঠে দাঁড়ালেন

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নামাযের পদ্ধতি(হানাফী)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর উপকারিতা নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, মাহবুবে গাফ্ফার, শাহানশাহে আবরার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের পর হামদ ও সানা অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দরূদ শরীফ পাঠকারীকে ইরশাদ করেন: “দোয়া করো কবুল করা হবে, প্রার্থনা করো প্রদান করা হবে।” (সুনানে নাসাঈ, ১ম খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআন ও হাদীসের মধ্যে নামায আদায় করার অগণীত ফযীলত এবং নামায বর্জন করার কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে। যেমন- পারা ২৮ ‘সূরা মুনাফিকুন’ এর আয়াত নং ৯ এর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ
হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই যেন তোমাদের **আল্লাহ্**র যিকির (স্মরণ) থেকে উদাসীন না করে; এবং যে কেউ তেমন করে তবে ঐ সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ যাহবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন; মুফাস্সিরীনে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বলেন: "এই আয়াতে মোবারাকার মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকির দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে বুঝানো হয়েছে, সুতরাং যে ব্যক্তি তার ধন সম্পদ অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য, জীবিকা ও জীবনযাত্রা, আসবাবপত্র এবং সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং সময়মত নামায আদায় করে না তারা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। (কিতাবুল কাবাইর, ২০ পৃষ্ঠা)

কিয়ামত দিবসের সর্ব প্রথম প্রশ্ন

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন বান্দার আমল সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। যদি সেটার উত্তর সঠিকভাবে দিতে সক্ষম হয় তবে সে সফলকাম হয়ে গেলো আর যদি এতে ঘাটতি হয় তাহলে সে অপদস্থ হলো এবং সে ক্ষতিগ্রস্থ হলো।" (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৮৮৮৩)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

নামায আদায়কারীর জন্য নূর

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে, নামায তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর, দলীল ও নাজাত (বা মুক্তি লাভের উপায়) হবে। আর যে ব্যক্তি এর হিফাযত করবে না, তার জন্য কিয়ামতের দিন না নূর হবে, না দলীল, না নাজাত হবে। আর ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ফিরআউন, কারুন, হামান এবং উবাই ইবনে খালাফের সঙ্গী হবে।" (মাজমাউয যাওয়াইয়িদ, ২য় খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৬১১)

কার সাথে কার হাশর হবে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন; "কতিপয় উলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: কিয়ামতের দিন নামায বর্জনকারীকে ঐ চার ব্যক্তি অর্থাৎ ফিরআউন, কারুন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফ এর সঙ্গে এজন্য উঠানো হবে যে, সাধারণত লোকেরা ধনসম্পদ, রাজত্ব, মন্ত্রীত্ব ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে নামায বর্জন করে থাকে। যে ব্যক্তি রাজত্বের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নামায ছেড়ে দেবে, তার হাশর ফিরআউনের সাথে হবে। যে ধনসম্পদ অর্জনে ব্যস্ত থাকার কারণে নামায ছেড়ে দেবে, তার হাশর কারুনের সাথে হবে। আর যদি নামায বর্জন করার কারণ মন্ত্রীত্বের জন্য হয়, তবে ফিরআউনের মন্ত্রী হামানের সাথে তার হাশর হবে। আর যদি ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকার কারণে নামায বর্জন করে, তাকে মক্কার অনেক বড় কাফির ব্যবসায়ী **উবাই ইবনে খালফের সাথে উঠানো হবে।**

(কিতাবুল কাবাইর, ২১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

প্রচন্ড আহত অবস্থায় নামায

যখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে হত্যা করার জন্য তাঁর উপর হামলা করা হয়েছিল তখন আরয করা হলো, “হে আমীরুল মু’মিনীন! নামায (এর সময় হয়েছে)”, বললেন: “জ্বি হ্যাঁ, শুনে নিন! যে ব্যক্তি নামাযকে নষ্ট করে তার জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই।” আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ প্রচন্ডভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও নামায আদায় করলেন।

(প্রাগুক্ত)

নামায নূর বা অন্ধকার হওয়ার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা উবাদা ইবনে সামিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবিয়্যে রহমত, শফীয়ে উম্মত, শাহানশাহে নুবুওয়াত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে অতঃপর নামাযের জন্য দন্ডায়মান হয়, এরপর রুকূ, সিজদা ও কিরাত যথাযথভাবে আদায় করে, তখন নামায তাকে বলে: “**আল্লাহ্ তাআলা** তোমার হিফাযত করুক, যেভাবে তুমি আমাকে হিফাযত করেছ। অতঃপর এ নামাযকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় এ নামায নূর হয়ে চমকাতে থাকে, সেটার জন্য আসমানের দরজা খুলে যায়। অতঃপর সেটাকে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে পেশ করা হয় এবং ঐ নামায ঐ নামাযীর জন্য সুপারিশ করে। আর যদি সে (নামাযী) সেটার রুকূ, সিজদা এবং কিরাত যথাযথভাবে আদায় না করে, তবে ঐ নামায তাকে বলে, “**আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে ছেড়ে দিক যেভাবে তুমি আমাকে নষ্ট করেছ।” অতঃপর ঐ নামাযকে আসমানের দিকে এভাবে নিয়ে যাওয়া হয় যে, সেটার উপর অন্ধকার ছেয়ে যায়, সেটার জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর সেটাকে পুরানো কাপড়ের মত ভাজ করে ঐ নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়।”

(কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৯০৪৯)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মন্দ মৃত্যুর একটি কারণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, যে নামায আদায়ের সময় রুকূ ও সিজদা যথাযথভাবে আদায় করছে না। তখন তিনি তাকে বললেন: "তুমি যে নামায আদায় করেছ, যদি এ নামাযরত অবস্থায় তুমি মৃত্যুবরণ করো তবে **হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তরিকা অর্থাৎ দ্বীনের উপর তোমার মৃত্যু সংগঠিত হবে না।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা) সুনানে নাসাঈর বর্ণনায় এটাও রয়েছে; তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কতদিন থেকে এভাবে নামায আদায় করে আসছো?" সে বলল: ৪০ বছর যাবত। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: "তুমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত মোটেই নামায আদায় করনি আর যদি এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায় তবে তুমি (হযরত) **মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের উপর মৃত্যুবরণ করবে না।"

(সুনানে নাসাঈ, ২য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)

নামায চোর

হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে নামাযের মধ্যে চুরি করে।" আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! নামাযের চোর কে? ইরশাদ করলেন: "(ঐ ব্যক্তি যে নামাযের) রুকূ, সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৮ম খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস-২২৭০৫)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

চোর দু’প্রকার

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এ হাদীসের আলোকে বলেন: “জানা গেলো, সম্পদের চোরের চাইতে নামাযের চোর সর্বনিকৃষ্ট। কেননা সম্পদের চোর যদি শাস্তিও পায় তবুও কিছু না কিছু চুরিকৃত সম্পদ দ্বারা উপকার অর্জন করে, কিন্তু নামাযের চোর শাস্তি পুরোপুরিই পাবে। অথচ তার জন্য এ ধরণের উপকার অর্জনের কোন সুযোগ নেই। সম্পদের চোর বান্দার হক নষ্ট করে, আর নামাযের চোর **আল্লাহ্ তাআলার** হক নষ্ট করে। এসব অবস্থা তার জন্য, যে নামায অসম্পূর্ণরূপে আদায় করে। এটা থেকে ঐ সব লোক শিক্ষাগ্রহণ করুন, যারা একেবারে নামায আদায় করে না। (মিরআত, ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রথমত মানুষ নামায আদায়ই করে না, আর যা-ও অল্প কিছু সংখ্যক আদায় করে তাদের অধিকাংশই সুন্নাতসমূহ শিখার উৎসাহ উদ্দীপনার স্বল্পতার কারণে আজকাল বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নামায আদায় করা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে নামায আদায় করার পদ্ধতি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। মদীনার দোহাই! খুব গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং নিজের নামাযকে সংশোধন করুন।

নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

অযু করে কিবলামুখী হয়ে এভাবে দাঁড়ান যেন উভয় পায়ের পাঞ্জার মধ্যভাগে চার আঙ্গুল দূরত্ব থাকে। এখন উভয় হাতকে কান পর্যন্ত নিয়ে যান যেন বৃদ্ধাঙ্গুল কানের লতি স্পর্শ করে। এ অবস্থায় আঙ্গুলকে বেশি খোলাও রাখবেন না আবার বেশি মিলিয়েও ফেলবেন না বরং স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবেন আর হাতের তালু কিবলার দিকে করে রাখবেন এবং দৃষ্টি সিজদার জায়গায় থাকবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

এবার যে নামায আদায় করবেন সেটার নিয়্যত করুন। অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা করুন, সাথে সাথে মুখেও উচ্চারণ করুন, কেননা এটা উত্তম। (যেমন- আমি আজকের যোহরের চার রাকাত ফরয নামাযের নিয়্যত করলাম, যদি জামাত সহকারে আদায় করেন তবে এটাও বলুন, এই ইমামের পিছনে) এবার তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ “اَللّٰہُ اَکۡبَرۡ” বলতে বলতে হাত নিচে নামিয়ে আনুন এরপর নাভীর নিচে উভয় হাত এভাবে বাঁধুন যেন ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর এবং ডান হাতের মাঝখানের তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির পিঠের উপর আর বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল কব্জির উভয় পার্শ্বে থাকে। এখন এভাবে সানা পড়ুন:

سُبۡحٰنَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمۡدِکَ
وَتَبَارَکَ اسۡمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ
وَلَآ اِلٰہَ غَیۡرُکَ ط

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র! আর আমি তোমার প্রশংসা করছি। তোমার নাম বরকতময়। তোমার মর্যাদা অতীব মহান। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।

অতঃপর তাআউয পড়ুন:

اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡم

অনুবাদ: আমি বিতাড়িত শয়তান হতে **আল্লাহ্**র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অতঃপর তাসমিয়া পড়ুন:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم

অনুবাদ: আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এরপর পরিপূর্ণ সূরা ফাতিহা পড়ুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ﴿۱﴾
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ﴿۲﴾
مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ؕ﴿۳﴾
اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ؕ﴿۴﴾
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۙ﴿۵﴾
صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۙ۬
غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا
الضَّآلِّیْنَ ۠﴿۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **১.** সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর, **২.** পরম দয়ালু, করুণাময়; **৩.** প্রতিদান দিবসের মালিক;, **৪.** আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি; **৫.** আমাদেরকে সোজাপথে পরিচালিত করো! **৬.** তাদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো, **৭.** তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়।

সূরা ফাতিহা শেষ করে নিম্নস্বরে (আমীন) বলুন। অতঃপর ছোট তিন আয়াত কিংবা একটি বড় আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান কোন সূরা, যেমন 'সূরা ইখলাস' পাঠ করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾
اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾
لَمْ یَلِدْ ۙ۬ وَ لَمْ یُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾
وَ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۠﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ১. আপনি বলুন, "তিনি **আল্লাহ্**, তিনি এক ২. **আল্লাহ্** পর-মুখাপেক্ষি নন ৩. না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং না আছে কেউ সমকক্ষ হবার।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এবার اَللّٰهُ اَكْبَر বলে রুকূতে যাবেন আর হাত দ্বারা হাঁটুদ্বয়কে এভাবে ধরবেন যেন হাতের তালুদ্বয় উপরে থাকে, হাতের আঙ্গুলগুলো ভালভাবে ছড়িয়ে থাকে। পিঠকে সোজা করে বিছাবেন যেন জমিনের ন্যায় সমান্তরাল হয়। আর মাথা পিঠ বরাবর সোজা থাকবে, উঁচু বা নিচু হবে না। দৃষ্টি থাকবে পা দ্বয়ের উপর। কমপক্ষে তিনবার রুকূর তাসবীহ অর্থাৎ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم[১] বলবেন: তারপর (তাসমী) অর্থাৎ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه[২] বলে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। এভাবে দাঁড়ানোকে “কওমা” বলে। আপনি যদি একাকি নামায আদায়কারী হয়ে থাকেন তবে এ সময় বলুন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد[৩] এরপর اَللّٰهُ اَكْبَر বলে এভাবে সিজদাতে যাবেন যেন প্রথমে হাঁটু, এরপর উভয় হাতের তালু, মাথাকে উভয় হাতের মাঝখানে রাখবেন। এরপর নাক, অতঃপর কপাল মাটি স্পর্শ করে, আর এটার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন, যেন নাকের অগ্রভাগ নয় বরং নাকের হাড্ডি ও কপাল জমিনের উপর ভালভাবে লাগে। সিজদারত অবস্থায় দৃষ্টি নাকের উপর থাকবে, বাহুদ্বয়কে পাজর থেকে, পেটকে উরু (রান) থেকে, উরু দুটি পায়ের গোড়ালী থেকে পৃথক রাখবেন। (হ্যাঁ, যদি কাতারে থাকেন তবে বাহুকে পাজরের সাথে লাগিয়ে রাখবেন) উভয় পায়ের ১০টি আঙ্গুলের মাথা এভাবে কিবলার দিকে রাখবেন যেন ১০টি আঙ্গুলের পেট অর্থাৎ আঙ্গুলসমূহের তলার উঁচু অংশ) জমিনের সাথে লেগে থাকে। হাতের তালুদ্বয় বিছানো অবস্থায় ও আঙ্গুল গুলো কিবলার দিকে থাকবে। কিন্তু উভয় কব্জিকে জমিনের সাথে লাগিয়ে রাখবেন না।

---

[১] অর্থাৎ আমার মর্যাদাবান পরওয়ারদিগারের পবিত্রতা।

[২] অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** শুনে নিয়েছেন, যে তাঁর প্রশংসা করেছে।

[৩] অর্থাৎ **হে আল্লাহ্!** হে আমার মালিক, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এবার কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ অর্থাৎ سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡاَعۡلٰی[১] পড়বেন। অতঃপর মাথাকে এভাবে উঠাবেন যেন প্রথমে কপাল, অতঃপর নাক, অতঃপর হাত উঠে। এরপর ডান পা খাড়া করে সেটার আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে নিবেন। আর বাম পা বিছিয়ে সেটার উপর সোজা হয়ে বসে যাবেন এবং হাতের তালুদ্বয়কে বিছিয়ে রানের উপর হাঁটুর নিকটে এভাবে রাখবেন, যেন হাত দুটোর আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে আর আঙ্গুলগুলোর মাথা হাঁটুদ্বয়ের বরাবর থাকে। উভয় সিজদার মাঝখানে বসাকে "জলসা" বলে। অতঃপর سُبۡحٰنَ اللّٰه বলার সমপরিমাণ অপেক্ষা করুন। (এ সময়ে اَللّٰھُمَّ اغۡفِرۡلِیۡ অর্থাৎ 'হে **আল্লাহ্!** আমাকে ক্ষমা করো' বলা মুস্তাহাব) অতঃপর اَللّٰهُ اَکۡبَر বলে প্রথম সিজদার মতো দ্বিতীয় সিজদা করবেন। এবার জমিন থেকে প্রথমে কপাল তারপর নাক উঠাবেন। অতঃপর হাত দুটোকে দুই হাঁটুর উপর রেখে পাঞ্জার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যাবেন। উঠার সময় একান্ত প্রয়োজন না হলে হাত দ্বারা জমিনে ঠেক লাগাবেন না। এভাবে আপনার এক রাকাত পূর্ণ হলো। এখন দ্বিতীয় রাকাতে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم পড়ে সূরা ফাতিহা ও এরপর আরেকটি সূরা পাঠ করবেন এবং আগের মত রুকূ ও সিজদা করবেন। দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পর ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসে যাবেন। দুই রাকাতের দ্বিতীয় সিজদার পর বসাকে (কা'দা) বলা হয়, এখন কা'দার মধ্যে তাশাহুদ পড়ুন:

[১] অর্থাৎ অতি পবিত্র উচ্চ মর্যাদাশীল আমার প্রতিপালক।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوٰتُ وَ الطَّيِّبٰتُ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ط اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ط

অনুবাদ: সকল মৌখিক, শারিরীক ও আর্থিক ইবাদত সমূহ **আল্লাহ্**রই জন্য। **হে নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর সালাম ও **আল্লাহ্**র রহমত ও বরকত। আমাদের প্রতিও **আল্লাহ্**র নেক বান্দাদের উপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ছাড়া কোন মাবুদ নেই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (হযরত) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রাসূল।

যখন তাশাহুদে لا এর কাছাকাছি পৌছাবেন তখন ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে বৃত্ত তৈরী করবেন আর কনিষ্ঠা ও তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলকে তালুর সাথে মিলিয়ে ফেলবেন এবং (اَشْهَدُ اَنْ এর পরপর) لا বলতেই শাহাদত আঙ্গুলকে উপরের দিকে উঠাবেন, তবে এদিক সেদিক নড়াচড়া করবেন না। আর اِلَّا শব্দটি বলতে বলতে নামিয়ে ফেলবেন এবং সাথে সাথে সমস্ত আঙ্গুল পুনরায় সোজা করে নিবেন। যদি দুইয়ের চেয়ে বেশি রাকাত আদায় করতে হয় তাহলে اَللّٰهُ اَكْبَر বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন। যদি চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায আদায় করে থাকেন তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতের কিয়ামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ার পর আলহামদু শরীফ অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবেন, এরপর অন্য সূরা মিলানোর প্রয়োজন নেই। বাকি অন্যান্য কার্যাবলী বর্ণিত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করবেন। আর যদি ৪ রাকাত বিশিষ্ট সুন্নাত ও নফল নামায হয় তবে ৩য় ও ৪র্থ রাকাতেও সূরায়ে ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলাবেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

(হ্যাঁ! যদি ইমামের পিছনে নামায আদায় করেন তবে কোন রাকাতের কিয়ামে কিরাত পড়বেন না, নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন) এভাবে চার রাকাত পূর্ণ করে কা’দায়ে আখিরা বা শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরূদে ইবরাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام পড়বেন:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط

অনুবাদ:
হে আল্লাহ্! দরূদ প্রেরণ করো (আমাদের সরদার) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর যেভাবে তুমি দরূদ প্রেরণ করেছো (সায়্যিদুনা) ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। **হে আল্লাহ্!** বরকত অবতীর্ণ করো। (আমাদের সরদার) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর যেভাবে তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছ (সায়্যিদুনা) ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

অতঃপর যেকোন দোয়ায়ে মাছুরা পড়ুন, যেমন- এ দোয়া পড়ুন:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً
وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্!** হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

অতঃপর নামায শেষ করার জন্য প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁধের উপর দৃষ্টি রেখে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলবেন: এরপর একইভাবে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলবেন, এখন নামায শেষ হয়ে গেলো।

(তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ২৭৮ পৃষ্ঠা। গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৬১ পৃষ্ঠা)

ইসলামী বোনদের নামাযে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে

এতক্ষণ পর্যন্ত একাকী নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো, তা শুধু ইমাম বা পুরুষদের জন্য। ইসলামী বোনেরা তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন তবে হাত চাদর ইত্যাদি থেকে বের করবেন না। (ফতহুল কদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা) কিয়ামে বাম হাতের তালু বক্ষের (সীনা) উপর স্তনের নিচে রেখে এর উপর ডান হাতের তালু রাখুন। রুকূতে সামান্য ঝুকবেন অর্থাৎ এতটুকু হাঁটুতে হাত রাখবেন, ভর দিবেন না এবং হাঁটুকে আকড়েও ধরবেন না। আর আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে রাখবেন এবং পা দুইটি ঝুকিয়ে রাখবেন। পুরুষদের মতো একেবারে সোজা করে রাখবেন না। সিজদা গুটিয়ে করবেন অর্থাৎ উভয় বাহু পাজরের সাথে, পেট উভয় উরুর (রানের) সাথে, উরু পায়ের গোড়ালীর সাথে, পায়ের গোড়ালী জমিনের সাথে লাগিয়ে রাখবেন। সিজদা ও কা’দাতে উভয় পা-কে ডান দিকে বের করে দেবেন। আর বাম পাছার উপর বসবেন এবং ডান উরুর মধ্যভাগে ডান হাত ও বাম উরুর মধ্যভাগে বাম হাত রাখবেন। অবশিষ্ট সব কাজ পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে করবেন। (রদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)

উভয়েই মনোযোগ দিন!

ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের প্রদত্ত নামাযের নিয়মাবলীতে কিছু কাজ হচ্ছে ফরয, যেগুলো ব্যতীত নামাযই হবে না, কতিপয় বিষয় ওয়াজীব, যেগুলো ইচ্ছাকৃত ভাবে বর্জন করা গুনাহ্ এবং এর জন্য তাওবা করে নামাযকে পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজীব।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আর ভূলবশতঃ ছুটে গেলে “সিজদায়ে সাহু” দেওয়া ওয়াজীব। আর কিছু রয়েছে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, সেগুলো ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস করলে গুনাহ্ হয়, আর কতিপয় মুস্তাহাব রয়েছে যেগুলো করলে সাওয়াব, না করলে গুনাহ্ নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ৬৬ পৃষ্ঠা)

নামাযের ৬টি শর্ত

(১) **পবিত্রতা:** নামায আদায়কারীর শরীর, পোষাক ও যে স্থানে নামায আদায় করবেন ঐ স্থান যে কোন ধরণের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া আবশ্যক। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ২০৭ পৃষ্ঠা)

(২) **সতর ঢাকা:** (ক) পুরুষের জন্য নাভীর নিচ থেকে উভয় হাঁটু সহ ঢেকে রাখা আবশ্যক। আর মহিলাদের জন্য পাঁচটি অঙ্গ যথা সম্পূর্ণ চেহারা, উভয় হাতের তালু এবং উভয় পায়ের তালু ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা আবশ্যক। অবশ্য যদি উভয় হাত (কবজি পর্যন্ত) ও উভয় পা (গোড়ালী পর্যন্ত) সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় তাহলেও একটি গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী নামায শুদ্ধ হবে। (দুররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা) (খ) যদি পরিহিত কাপড় এমন পাতলা হয়, যা দ্বারা শরীরের ঐ অঙ্গ যা নামাযে ঢেকে রাখা ফরয, দৃষ্টিগোচর হয় অথবা কাপড়ের বাহির থেকে চামড়ার রং প্রকাশ পায় তাহলে নামায হবে না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা) (গ) বর্তমানে পাতলা কাপড়ের প্রচলন বেড়েই চলেছে। এমন পাতলা কাপড়ের পায়জামা পরিধান করা, যাতে উরু অথবা সতরের কোন অংশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, তবে নামায হবে না। এমন পোষাক পরিধান করা নামাযের বাইরেও হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ৪২ পৃষ্ঠা) (ঘ) মোটা কাপড়, যা দ্বারা শরীরের রং প্রকাশ পায় না কিন্তু শরীরের সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যে, দেখলে শরীরের অবকাঠামো স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, এমন কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করলে যদিও হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

ঐ ধরণের পোষাক পরিহিত অবস্থায় প্রকাশ পাওয়া অঙ্গ সমূহের দিকে তাকানো অপরের জন্য জায়েয নেই। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা) এমন পোষাক মানুষের সামনে পরিধান করা নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্যতো একেবারেই নিষিদ্ধ। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ৪২ পৃষ্ঠা) (৬) কোন কোন মহিলা নামাযে খুব পাতলা চাদর পরিধান করে, যাতে চুলের কালো রং প্রকাশ পেয়ে যায় অথবা এমন পোষাক পরিধান করে যাতে শরীরের রং বুঝা যায়, এমন পোষাকেও নামায হবে না।

(৩) **<u>কিবলামূখী হওয়া</u>:** অর্থাৎ নামাযের মধ্যে কিবলা অর্থাৎ কা’বা শরীফের দিকে মুখ করা। (১) নামাযী যদি শরয়ী অপারগতা ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে কিবলার দিক থেকে বুককে ফিরিয়ে নেয় যদিও তৎক্ষণাৎ কিবলার দিকে ফিরে যায় তবুও নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ফিরে যায় ও তিনবার سُبْحٰنَ الله বলার পরিমাণ সময়ের পূর্বেই কিবলার দিকে ফিরে আসে তবে তার নামায ভঙ্গ হবে না। (আল বাহরুর রাইক, ১ম খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা) (২) যদি কিবলার দিক থেকে শুধু মুখ ফিরে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে আনা ওয়াজীব, এতে নামায ভঙ্গ হবে না। কিন্তু বিনা কারণে এরূপ করা মাকরূহে তাহরীমী। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২২২ পৃষ্ঠা) (৩) যদি এমন কোন স্থানে পৌঁছে থাকেন যেখানে কিবলা কোন্ দিকে তা জানার কোন মাধ্যম না থাকে, অথবা এমন মুসলমানও পাওয়া যাচ্ছে না, যার নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া যেতে পারে, তবে ‘তাহার্রী’ করুন অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করে কিবলা ঠিক করুন, যেদিকে কিবলা হওয়ার প্রতি মনের ধারণা বদ্ধমূল হয়, সেদিকেই মুখ করে নামায আদায় করুন। আপনার জন্য ঐ দিকটাই কিবলা। (ফতহুল কদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা) (৪) তাহার্রী বা চিন্তাভাবনা করে নামায আদায় করার পর জানা গেলো যে, কিবলার দিকে নামায আদায় করা হয়নি। তারপরও নামায হয়ে যাবে, পুনরায় আদায়ের প্রয়োজন নেই। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(৫) এক ব্যক্তি তাহার্‌রী বা চিন্তাভাবনা করে নামায পড়ছে, অন্য এক ব্যক্তিও তার দেখাদেখি ঐ দিকে মুখ করে নামায আদায় করলো। এমতাবস্থায় শেষোক্ত ব্যক্তির নামায হয়নি। কারণ ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতিও চিন্তাভাবনা করে দিক নির্ধারণ করার নির্দেশ রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

(৪) **সময়সীমা:** অর্থাৎ যে ওয়াক্তের নামায আদায় করবেন সেটার সময় হওয়া আবশ্যক। যেমন- আজকের আসরের নামায আদায় করতে হলে আসরের সময় আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। যদি আসরের সময় হওয়ার পূর্বেই নামায আদায় করে নেন তবে নামায হবে না। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২২৪ পৃষ্ঠা) (১) সাধারণতঃ বর্তমানে মসজিদ গুলোতে নামাযের সময়সীমা নির্ধারক ক্যালেন্ডার টাঙ্গানো হয়ে থাকে। সেগুলোর মধ্যে যেগুলো নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতগণ কর্তৃক সত্যায়িত করা হয়েছে সেগুলো দ্বারা নামাযের সময়সীমা জেনে নেয়া অধিক সহজতর। (২) ইসলামী বোনদের জন্য ফযরের নামায সময়ের শুরুতে আদায় করা মুস্তাহাব। আর অন্যান্য নামাযগুলোতে উত্তম হচ্ছে যে, পুরুষদের জামাআতের জন্য অপেক্ষা করা। যখন তাদের জামাআত শেষ হয়ে যায় তখন আদায় করবেন। (দুররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)

মাকরূহ ওয়াক্ত ৩টি

(১) সূর্যোদয় থেকে শুরু করে ২০ মিনিট পর পর্যন্ত (২) সূর্যাস্তের ২০ মিনিট আগে থেকে অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত (৩) দিনের মধ্যভাগে অর্থাৎ "দাহওয়ায়ে কুবরা" (মধ্যাহ্ন) থেকে শুরু করে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এ তিনটি সময়ে কোন নামায জায়েজ নেই। ফরয, ওয়াজীব, নফল, কাযা ইত্যাদি কোন নামাযই হোক না কেন? হ্যাঁ! যদি ঐ দিনের আসরের নামায আদায় না করে থাকেন আর ইতোমধ্যে মাকরূহ ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে তা আদায় করে নেবেন। তবে এতটুকু বিলম্ব করা হারাম।

(দুররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

নামায আদায় করার মাকরূহ ওয়াক্ত এসে যায় তখন?

সূর্যাস্তের কমপক্ষে ২০ মিনিট পূর্বে আসরের নামাযের সালাম ফিরিয়ে নেয়া উচিত। যেমন- আমার আক্বা, আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “আসরের নামায যতই দেরীতে পড়া হয় ততই উত্তম তবে মাকরূহ সময় আসার পূর্বেই যেন আদায় করে নেয়া হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ, নতুন ৫ম খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা) অতঃপর সে যদি সতর্কতা অবলম্বন করে এবং নামায দীর্ঘায়িত করে এবং নামায দীর্ঘায়িত করার ফলে নামাযের মধ্যভাগে মাকরূহ ওয়াক্ত এসে যায় তারপরেও কোন অসুবিধা নেই, নামায হয়ে যাবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ, (নতুন) ৫ম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নিয়্যত: নিয়্যত অন্তরের পাকাপোক্ত ইচ্ছাকে বলা হয়। (তাহতাবীর পাদটিকা, ২১৫ পৃষ্ঠা) (ক) মুখে নিয়্যত করা আবশ্যক নয়। অবশ্য অন্তরে নিয়্যত রেখে মুখে বলে নেয়া উত্তম। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা) আরবীতে বলাও জরুরী নয়, বাংলা, উর্দূ ইত্যাদি যে কোন ভাষায় বলা যায়। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা) (খ) মুখে নিয়্যত বলাটা বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ যদি অন্তরে যোহরের নামাযের নিয়্যত থাকে আর মুখে আসর উচ্চারিত হয়ে যায় তবে এমতাবস্থায় যোহরের নামায হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা) (গ) নিয়্যতের নিম্নতম স্তর হচ্ছে এটাই, যদি তখন কেউ জিজ্ঞাসা করে: “কোন নামায আদায় করেছেন?” তাহলে তৎক্ষণাৎ বলে দেওয়া। আর যদি অবস্থা এমনি হয় যে, চিন্তা ভাবনা করে বলে, তাহলে নামায হবে না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা) (ঘ) ফরয নামাযের মধ্যে ফরযের নিয়্যত করা আবশ্যক। যেমন- অন্তরে এ নিয়্যত থাকবে যে, আজকের যোহরের ফরয নামায আদায় করছি। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা) (চ) বিশুদ্ধ (অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ) মত হচ্ছে, নফল, সুন্নাত ও তারাবীতে শুধু নামাযের নিয়্যতই যথেষ্ট।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

তবে সাবধানতা হচ্ছে তারাবীতে তারাবীর অথবা ওয়াক্তের সুন্নাতের নিয়্যত করা। আর অন্যান্য সুন্নাতগুলোতে সুন্নাত বা **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণের নিয়্যত করবেন। এটা এজন্য যে, কোন কোন মাশাইখ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى উল্লেখিত নামায সমূহের মধ্যে সাধারণ নামাযে নিয়্যতকে যথেষ্ট নয় বলে সাব্যস্ত করেছেন। (গুনিয়াতুল মুসতামলা সম্বলিত মুনিয়াতুল মুসাল্লা, ২৪৫ পৃষ্ঠা) (ছ) নফল নামাযে শুধু নামাযের নিয়্যতই যথেষ্ট। যদিও নফল কথাটি নিয়্যতের মধ্যে না থাকে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৬) (জ) নিয়্যতে এটা বলাও শর্ত নয় যে, আমার মুখ কিবলা শরীফের দিকে রয়েছে। (প্রাগুক্ত) (ঝ) মুক্তাদীর জন্য ইকদিতা করার সময় এভাবে নিয়্যত করাও জায়েজ আছে যে, "যেই নামায ইমামের, সেই নামায আমারও।" (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা) (ঞ) জানাযার নামাযের নিয়্যত হচ্ছে, "নামায **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য আর দোয়া এই মৃত ব্যক্তির জন্য।" (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা) (ট) ওয়াজীব নামাযে ওয়াজিবের নিয়্যত করা আবশ্যক আর সেটাকে নির্দিষ্টও করবেন যেমন- ঈদুল ফিতর, ঈদুর আযহা, মান্নতের নামায, তাওয়াফের পর নামায (ওয়াজীব তাওয়াফ), অথবা ঐ নফল নামায যেটাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে 'ফাসিদ' (ভঙ্গ) করা হয়েছে, সেটার কাযা করাও ওয়াজীব হয়ে যায়। (তাহতাবীর পাদটিকা, ২২২ পৃষ্ঠা) (ঠ) 'সিজদায়ে শোকর' যদিও নফল তবে এর মধ্যেও নিয়্যত করা আবশ্যক যেমন- অন্তরে এই নিয়্যত থাকবে যে, আমি সিজদায়ে শোকর আদায় করছি। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা) (ড) সিজদায়ে সাহুতেও "নাহরুল ফাইক্ব" প্রণেতার মতে, নিয়্যত আবশ্যক। (প্রাগুক্ত) অর্থাৎ এ সময় অন্তরে এই নিয়্যত থাকতে হবে যে, আমি সিজদায়ে সাহু আদায় করছি।

(৬) **তাকবীরে তাহরীমা:** অর্থাৎ নামাযকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে শুরু করা আবশ্যক। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

নামাযের ৭টি ফরয

(১) তাকবীরে তাহরীমা, (২) কিয়াম করা, (৩) কিরাত পড়া, (৪) রুকূ করা (৫) সিজদা করা (৬) কা'দায়ে আখিরা বা শেষ বৈঠক, (৭) খুরুজে বিসুনইহি (সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা)।

(গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৩ থেকে ২৮৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)

(১) **তাকবীরে তাহরীমা:** মূলতঃ তাকবীরে তাহরীমা (অর্থাৎ প্রথম তাকবীর) নামাযের শর্তসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু নামাযের আভ্যন্তরিন কার্যাবলীর সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত, তাই সেটিকে নামাযের ফরয সমূহের মধ্যেও গণ্য করা হয়েছে। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৩ পৃষ্ঠা) (১) মুক্তাদী "তাকবীরে তাহরীমা" এর শব্দ " اَللّٰهُ" ইমামের সাথে বললো, কিন্তু "اَکْبَرُ" ইমামের পূর্বে শেষ করে নিলো তবে তার নামায হবে না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা) (২) ইমামকে রুকূতে পেল, আর সে তাকবীরে তাহরীমা বলতে বলতে রুকূতে গেলো অর্থাৎ তাকবীর এমন সময় শেষ হলো যে, হাত বাড়ালে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এমতাবস্থায় তার নামায হবে না। (খুলাসাতুল ফতোওয়া, ১ম খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা) (অর্থাৎ এ সময় ইমামকে রুকূতে পাওয়া অবস্থায় নিয়মানুযায়ী প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলে নিন এরপর اَللّٰهُ اَکْبَرُ বলে রুকূ করুন। ইমামের সাথে যদি সামান্যতম মুহুর্তের জন্যও রুকূতে অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে আপনার রাকাত মিলে গেলো আর যদি আপনি রুকূতে যাওয়ার পূর্বেই ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে যান তবে রাকাত পাওয়া হলো না। (৩) যে ব্যক্তি তাকবীর উচ্চারণে সক্ষম নয় যেমন- বোবা বা অন্য যে কোন কারণে যার বাকশক্তি বন্ধ হয়ে গেছে, তার জন্য মুখে তাকবীর উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়, তার অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট।

(তাবঈনুল হাকাইক, ১ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(৪) اَللّٰهُ শব্দকে آللّٰهُ অর্থাৎ আলিফকে টেনে বা اَكْبَرُ কে آكْبَرُ অর্থাৎ আলিফকে টেনে অথবা اَكْبَرُ কে اَكْبَارُ অর্থাৎ ب কে টেনে পড়লো তবে নামায হবে না বরং যদি এগুলোর ভুল অর্থ জেনে বুঝে বলে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা) নামাযীর সংখ্যা বেশি হওয়া অবস্থায় পিছনে আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য যেসব মুকাব্বিরগণ তাকবীর বলে থাকেন, সেসব মুকাব্বিরদের অধিকাংশই জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আজকাল اَكْبَرُ কে اَكْبَارُ অর্থাৎ ب কে দীর্ঘ টান দিয়ে বলতে শুনা যায়। এর ফলে তাদের নিজের নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায় এবং তার আওয়াজ সে সব লোক নামাযের রুকন আদায় করে (অর্থাৎ কিয়াম থেকে রুকূতে যায়, রুকূ থেকে সিজদাতে যায় ইত্যাদি) তাদের নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায়। এ জন্য না শিখে কখনো মুকাব্বির হওয়া উচিত নয়। (৫) প্রথম রাকাতের রুকূ পাওয়া গেলো, তাহলে ‘তাকবীরে ঊলা’ বা প্রথম তাকবীরের সাওয়াব পেয়ে গেলো। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

(২) **কিয়াম করা বা দাঁড়ানো:** (১) কিয়ামের নিম্নতম সীমা হচ্ছে যে, হাত বাড়ালে হাত যেন হাঁটু পর্যন্ত না পৌঁছে আর পূর্ণাঙ্গ কিয়াম হচ্ছে সোজা হয়ে দাঁড়ান। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা) (২) ততটুকু সময় পর্যন্ত কিয়াম করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কিরাত পাঠ করা হবে। যতটুকু পরিমাণ কিরাত পড়া ফরয ততটুকু পরিমাণ দাঁড়ানোও ফরয। যতটুকু পরিমাণ ওয়াজীব ততটুকু পরিমাণ কিরাত ওয়াজীব এবং যতটুকু পরিমাণ কিরাত সুন্নাত ততটুকু পরিমাণ দাঁড়ান সুন্নাত। (প্রাগুক্ত) (৩) ফরয, বিতর, দুই ঈদ এবং ফযরের সুন্নাতে দাঁড়ানো ফরয। যদি সঠিক কারণ (ওজর) ব্যতীত কেউ এসব নামায বসে বসে আদায় করে, তবে তার নামায হবে না। (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(৪) দাঁড়াতে শুধু একটু কষ্টবোধ হওয়া কোন ওযরের মধ্যে পড়ে না বরং কিয়াম ঐ সময় রহিত হবে যখন মোটেই দাঁড়াতে পারে না অথবা সিজদা করতে পারে না অথবা দাঁড়ানোর ফলে বা সিজদা করার কারণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা দাঁড়ানোর ফলে প্রস্রাবের ফোটা চলে আসে অথবা এক চতুর্থাংশ সতর খুলে যায় কিংবা কিরাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম হয়। এমনি দাঁড়াতে পারে কিন্তু তাতে রোগ বৃদ্ধি পায় বা দেরীতে সুস্থ হয় বা অসহ্য কষ্ট অনুভব হয় তাহলে এ সকল অবস্থায় বসে পড়ার অনুমতি রয়েছে। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৮ পৃষ্ঠা) (৫) যদি লাঠি দ্বারা খাদিমের সাহায্যে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তবে এ অবস্থায়ও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ফরয। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৮ পৃষ্ঠা) (৬) যদি শুধুমাত্র এতটুকু দাঁড়াতে পারে যে, কোন মতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারবে তবে তার জন্য ফরয হচ্ছে দাঁড়িয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা। এরপর যদি দাঁড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে বসে বসে নামায আদায় করা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৫৯ পৃষ্ঠা) (৭) সাবধান! কিছু লোক সামান্য কষ্টের (আঘাতের) কারণে ফরয নামায বসে আদায় করে, তারা যেন শরীয়াতের এ আদেশের প্রতি মনোযোগ দেয় যে, দাঁড়িয়ে আদায় করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যত ওয়াক্ত নামায বসে বসে আদায় করা হয়েছে সবগুলো পুনরায় আদায় করে দেওয়া ফরয। অনুরূপভাবে এমনি দাঁড়াতে পারে না, তবে লাঠি বা দেয়াল কিংবা মানুষের সাহায্যে দাঁড়ানো সম্ভব ছিলো কিন্তু বসে বসে পড়েছে তাহলে তাদের নামাযও হয়নি। তা পুনরায় পড়ে নেয়া ফরয। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ৬৪ পৃষ্ঠা) ইসলামী বোনদের জন্যও একই আদেশ। তারাও শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত বসে বসে নামায আদায় করতে পারবে না। অনেক মসজিদে বসে নামায আদায় করার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক বৃদ্ধলোক দেখা গেছে এতে বসে ফরয নামায আদায় করে থাকে, অথচ তারা পায়ে হেঁটে মসজিদে এসেছে, নামাযের পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তাও বলে, এমন সব বৃদ্ধ লোক যদি শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত বসে নামায আদায় করে থাকে তবে তাদের নামায হবে না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(৮) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসে আদায় করতে পারবে, তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বসে নামায আদায়কারী দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক (অর্থাৎ অর্ধেক সাওয়াব) (পাবে)। (সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা) অবশ্য অসুবিধার (অক্ষমতার) কারণে বসে পড়লে সাওয়াবে কম হবে না। বর্তমানে সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে, নফল নামায বসে পড়ার প্রথা চালু হয়ে গেছে। বাহ্যিকভাবে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, হয়ত বসে নামায আদায় করাকে উত্তম মনে করছে। এমন অনুমান করা একেবারে ভুল। বিতরের পর যে দুই রাকাত নফল পড়া হয় উহারও একই হুকুম যে, দাঁড়িয়ে পড়াটা উত্তম।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

(৩) কিরাত: (১) কিরাত হলো, সমস্ত অক্ষরসমূহ তার মাখরাজ (উচ্চারণের স্থান থেকে) আদায় করার নাম, যেন প্রত্যেক অক্ষর অন্য অক্ষর থেকে পৃথকভাবে বুঝা যায় ও উচ্চারণও বিশুদ্ধ হয়। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা) (২) নীরবে পড়ার ক্ষেত্রে এতটুকু আওয়াজে পড়া আবশ্যক যে, যেন নিজে শুনতে পায়। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৭১ পৃষ্ঠা) (৩) আর যদি অক্ষরগুলো বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছে, কিন্তু এত নিম্নস্বরে পড়েছে যে, নিজের কানেও শুনেনি অথচ এ সময় কোন অন্তরায় যেমন- হৈ চৈও ছিলো না, আবার কান ভারী (অর্থাৎ বধির)ও নয় তবে তার নামায হলো না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা) (৪) যদিও নিজে শুনাটা জরুরী তবে এটার প্রতিও এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক যে, নীরবে কিরাত পড়ার নামাযগুলোতে যেন কিরাতের আওয়াজ অন্যজনের কানে না পৌঁছে, অনুরূপভাবে তাসবীহ সমূহ আদায় কালেও এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(৫) নামায ব্যতীত যেসব স্থানে কিছু বলা বা পড়াটা নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানেও এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য যে, কমপক্ষে এমন আওয়াজ হয় যেন নিজে শুনতে পায়। যেমন- তালাক দেয়া, গোলাম আযাদ করা অথবা জন্তু যাবেহ করার জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র নাম নেয়া। এসব ক্ষেত্রে এতটুকু আওয়াজ আবশ্যক যেন নিজের কানে শুনতে পায়। (প্রাগুক্ত) দরূদ শরীফ ইত্যাদি ওযীফা সমূহ পড়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজ হওয়া উচিত যেন নিজে শুনতে পায়, তবেই পাঠ করা হিসেবে গণ্য হবে। (৬) শুধুমাত্র বড় এক আয়াত পাঠ করা ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে ফরয, আর বিতর, সুন্নাত ও নফলের প্রত্যেক রাকাতে ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী সকলের উপর ফরয। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাক্বিউল ফালাহ, ২২৬ পৃষ্ঠা) (৭) মুক্তাদির জন্য নামাযে কিরাত পড়া জায়েয নেই। না সূরায়ে ফাতিহা, না অন্য আয়াত, না নীরবে কিরাতের নামাযে, না উঁচু আওয়াজের কিরাতের নামাযে। ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ২২৭ পৃষ্ঠা) (৮) ফরয নামাযের কোন রাকাতে কিরাত পড়লো না বা শুধু এক রাকাতে পড়লো তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা) (৯) ফরয নামাযগুলোতে ধীরে ধীরে, তারাবীতে মধ্যম গতিতে ও রাতের নফল নামাযে তাড়াতাড়ি কিরাত পড়ার অনুমতি রয়েছে। তবে এমনভাবে পড়তে হবে যেন কিরাতের শব্দ সমূহ বুঝে আসে অর্থাৎ কমপক্ষে মদের (দীর্ঘ করে পড়ার) যতটুকু সীমা কারীগণ নির্ধারণ করেছেন ততটুকু যেন আদায় হয়, নতুবা হারাম হবে। কেননা তারতীল (অর্থাৎ থেমে থেমে) সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ রয়েছে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা) বর্তমানে অধিকাংশ হাফিয সাহেবগণ এভাবে পড়ে থাকেন যে, মদ সমূহের আদায়তো দূরের কথা আয়াতের শেষের দু'একটি শব্দ যেমন- تَعْلَمُوْن , يَعْلَمُوْن ছাড়া বাকী কোন শব্দই বুঝা যায় না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

এক্ষেত্রে অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না বরং দ্রুত পড়ার কারণে অক্ষরগুলো একটি অপরটির সঙ্গে সংমিশ্রণ হয়ে যায় আর এভাবে দ্রুত পড়ার কারণে গর্ববোধ করা হয় যে, অমূখ হাফিয সাহেব খুব তাড়াতাড়ি পড়ে থাকেন! অথচ এভাবে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হারাম ও শক্ত হারাম।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৮৬, ৮৭ পৃষ্ঠা)

অক্ষর সমূহ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক

অধিকাংশ লোক ط ت, ث س ص, ا ء ع, ح ہ, د ض, ذ ظ, এ সমস্ত অক্ষর সমূহ উচ্চারণের কোন পার্থক্য করে না। স্মরণ রাখবেন! অক্ষর সমূহের উচ্চারণ পরিবর্তন হওয়ার কারণে যদি অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে নামায হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১০৮ পৃষ্ঠা) যেমন- যে ব্যক্তি سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡعَظِیۡم এ عَظِیۡم কে عَزِیۡم (ظ এর স্থানে ز) পড়ে দিলো, তবে তার নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো। তাই, যে ব্যক্তি سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡعَظِیۡم শব্দটি শুদ্ধভাবে পড়তে পারে না সে যেন سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡکَرِیۡم পড়ে নেয়। (কানূনে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১১৯ পৃষ্ঠা)

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

যার বিশুদ্ধভাবে অক্ষরসমূহ উচ্চারিত হয় না, তার জন্য কিছুদিন অনুশীলন (বিশুদ্ধভাবে পাঠের প্রশিক্ষণ নেয়া) যথেষ্ট নয় বরং সেগুলো শিক্ষা করার জন্য যতদিন প্রয়োজন রাতদিন পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক। যদি বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে এমন লোকের পিছনে নামায আদায় করা সম্ভব হয় তাহলে তাঁর পিছনে নামায আদায় করা ফরয। অথবা সে যেন নামাযে ঐ আয়াতগুলো পড়ে, যেগুলোর অক্ষরসমূহ সে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে। আর এ দুটো নিয়মে নামায আদায় করা সম্ভব না হলে প্রচেষ্টাকালীন সময়ে নিজের নামায হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আজকাল বহুলোক এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, না তারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারে, না শিখার জন্য চেষ্টা করছে। মনে রাখবেন, এভাবে তাদের নামায সমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১১৬ পৃষ্ঠা) যে ব্যক্তি রাতদিন চেষ্টা করছে কিন্তু শিখতে পারছে না, যেমন- কিছুলোক এমনই রয়েছে, যাদের মুখ থেকে বিশুদ্ধভাবে অক্ষরসমূহ উচ্চারিত হয় না; তাদের জন্য রাতদিন শিখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। প্রচেষ্টকালীন সময়ে তিনি মাযূর (অপারগ) হিসাবে গণ্য হবেন, তার নামায হয়ে যাবে কিন্তু সে কখনো বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারীদের ইমাম হতে পারবে না। হ্যাঁ, যেসব অক্ষরের উচ্চারণ তার বিশুদ্ধ নয়, অনুরূপভাবে সেসব অক্ষরের উচ্চারণ অন্যান্যদেরও বিশুদ্ধ নয়, প্রশিক্ষণকালীন সময়ে সে ঐ সমস্ত লোকের ইমামতি করতে পারবে। আর যদি নিজে চেষ্টাই না করে তাহলে তার নিজের নামাযই তো হচ্ছে না, সুতরাং তার পিছনে অন্যান্যদের নামায কিভাবে শুদ্ধ হবে? (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

মাদ্‌রাসাতুল মদীনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কিরাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ভালভাবে ধারণা লাভ করেছেন। বাস্তবিকই ঐ সমস্ত মুসলমান বড়ই দূর্ভাগা যারা কুরআন শরীফ শুদ্ধভাবে পড়ার শিক্ষা গ্রহণ করে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র অগণিত মাদ্‌রাসা সমূহ "মাদ্‌রাসাতুল মদীনা" নামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেখানে মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের কুরআন শরীফ হিফ্‌য ও নাযারা বিনা পয়সায় শিক্ষা দেয়া হয়। তাছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে সাধারণত ইশার নামাযের পর হরফ সমূহ বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে সাথে সুন্নাত সমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আহা! যদি কুরআনের শিক্ষা ঘরে ঘরে ব্যাপক হয়ে যেত। আহা! যদি ঐ সব ইসলামী ভাই যারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে জানে তারা অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করতো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

ইসলামী বোনেরাও যদি এটা করত অর্থাৎ যারা বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে তারা অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকে পড়াতো আর যারা জানে না তারা যদি তাদের কাছ থেকে শিখে নিত, তাহলে তো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এ প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেলে আবারো চতুর্দিকে কুরআন শিক্ষার বাহার এসে যাবে এবং শিক্ষাদানকারী ও শিক্ষাগ্রহণকারী উভয়ের জন্য اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াবের ভান্ডার পড়ে যাবে।

ইয়েহী হে আরযু তা'লীমে কুরআ আম হো যায়ে,
তিলাওয়াত শওক ছে করনা হামারা কাম হো যায়ে।

(৪) রুকূ: এতটুকু ঝুঁকা যাতে হাত বাড়ালে হাত উভয় হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এটা রুকূর নিম্নতম পর্যায়। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) আর পূর্ণাঙ্গ রুকূ হচ্ছে পিঠকে সমান করে সোজাসুজি বিছিয়ে দেয়া। (তাহতাবীর পাদটিকা, ২২৯ পৃষ্ঠা)

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ্ তাআলা** বান্দার ঐ নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যাতে রুকূ ও সিজদা সমূহের মাঝখানে পিঠ সোজা করা হয় না।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৩য় খন্ড, ৬১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৮০৩)

(৫) সিজদা: (১) **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমাকে হুকুম করা হয়েছে সাতটি হাঁড় দ্বারা সিজদা করার জন্য। ঐ সাতটি হাড় হলো মুখ (কপাল) ও উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের পাঞ্জা আরও হুকুম হয়েছে যে, কাপড় ও চুল যেন সংকুচিত না করি।” (সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা) (২) প্রত্যেক রাকাতে দুইবার সিজদা করা ফরয। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা) (৩) সিজদাতে কপাল জমিনের উপর ভালভাবে স্থাপন করা আবশ্যক। ভালভাবে স্থাপনের অর্থ হচ্ছে; জমিনের কাঠিন্যতা ভালভাবে অনুভূত হওয়া। যদি কেউ এভাবে সিজদা করে যে, কপাল ভালভাবে জমিনে স্থাপিত হয়নি তাহলে তার সিজদা হয়নি। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) কেউ কোন নরম বস্তু যেমন ঘাস (বাগানের সতেজ ঘাস), তুলা অথবা কার্পেট **(CARPET)** ইত্যাদির উপর সিজদা করলো, যদি এমতাবস্থায় কপাল ভালভাবে স্থাপিত হয় অর্থাৎ কপালকে এতটুকু চাপ দিলো যে, এরপর আর চাপা যায় না, তাহলে তার সিজদা হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। (তাবঈনুল হাকাইক, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা) (৫) বর্তমানে মসজিদ সমূহে কার্পেট **(CARPET)** বিছানোর প্রচলন হয়ে গেছে। (বরং কোন কোন জায়গায় কার্পেটের নিচে ফোমও বিছিয়ে দেয়া হয়) কার্পেটের উপর সিজদা করার সময় এ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, কপাল যেন ভালভাবে স্থাপিত হয় নতুবা নামায হবে না। (নাকের ডগা নয় বরং) নাকের হাঁড় পর্যন্ত ভালভাবে চেপে না লাগালে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে, নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজীব হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, পৃষ্ঠা ৭১ হতে সংকলিত) (৬) স্প্রীং এর গদির উপর কপাল ভালভাবে বসে না। কাজেই এর উপর নামাযও হবে না। (প্রাগুক্ত)

কার্পেটের ক্ষতি সমূহ

কার্পেটে একেতো সিজদা করতে কষ্ট হয়, তদুপরি সঠিকভাবে এটাকে পরিস্কারও করা যায় না। তাই এতে ধূলাবালি ইত্যাদি জমে যায় এবং বিভিন্ন রোগ জীবাণু সৃষ্টি হয়। সিজদাতে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে রোগ জীবাণু ও কার্পেটের পশম নাকের ভিতরে প্রবেশ করে, কার্পেটের পশম ফুসফুসে গিয়ে একবার লেগে গেলে **আল্লাহ্**র পানাহ! ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অনেক সময় বাচ্চারা কার্পেটে বমি বা প্রস্রাব করে দেয়, বিড়ালও ময়লাযুক্ত করে ফেলে, ইঁদুর আর টিকটিকি মল ত্যাগ করে। এসব কারণে কার্পেট অপবিত্র হয়ে গেলে সাধারণত দেখা যায় এটা পবিত্র করার কষ্টও কেউ করে না। আহ্! যদি কার্পেট বিছানোর প্রথাই বন্ধ হয়ে যেত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

নাপাক কার্পেট পাক করার পদ্ধতি

কার্পেটের নাপাক অংশটি একবার ধৌত করে ঝুলিয়ে দিন। এতটুকু সময় পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখুন, যেন পানির ফোটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। অতপর পুনরায় ধৌত করে ঝুলিয়ে রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত পানি ঝরা বন্ধ হয়ে না যায়। অতপর পুনরায় একইভাবে ধুয়ে ঝুলিয়ে রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত পানি ঝরা পূর্বের মত বন্ধ হয়ে না যায়। তবেই কার্পেট পাক হয়ে যাবে। চাটাই, চামড়ার জুতো এবং মাটির থালা ইত্যাদি যে গুলোতে পাতলা নাপাক পানি শোষণ হয়ে যায় সে গুলোও একই পদ্ধতিতে পাক করে নিন। (এমন হালকা পাতলা কাপড় যা নিংড়ানো হলে ফেটে যাওয়ার আশংখা রয়েছে, তাও এই নিয়মে পাক করে নিতে পারেন।) নাপাক কার্পেট বা কাপড় ইত্যাদি যদি প্রবাহিত পানিতে (যেমন, সাগর, নদী অথবা পাইপ বা বদনা ইত্যাদি জলপাত্রের নালীর প্রবাহিত পানির নিচে) এতটুকু সময় পর্যন্ত রেখে দেয় যে, মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে, পানি নাপাকীকে বয়ে নিয়ে গেছে, তাহলেও পাক হয়ে যাবে। কার্পেটে বাচ্চা প্রস্রাব করে দিলে, ঐ জায়গায় শুধু পানির ছিটা দিলে তা পাক হবে না। স্মরণ রাখবেন! একদিনের ছেলে শিশু বা মেয়ে শিশুর প্রস্রাবও নাপাক।

(বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়াত ২য় অংশ অধ্যয়ন করুন)

(৬) <u>কা’দায়ে আখিরা (বা শেষ বৈঠক)</u>: অর্থাৎ নামাযের রাকাত সমূহ পূর্ণ করার পর সম্পূর্ণ তাশাহহুদ অর্থাৎ (আততাহিয়াত) পর্যন্ত পড়তে যত সময় লাগে এতক্ষণ পর্যন্ত বসা ফরয। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা) চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযে চতুর্থ রাকআতের পর কেউ ভুলে কা’দা করলো না, তাহলে পঞ্চম রাকাতের সিজদা না করা পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে যখনই মনে পড়বে তৎক্ষণাৎ বসে যাবে আর যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেলে অথবা ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতে বসলো না তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নিলো কিংবা মাগরিবে তৃতীয় রাকাতে না বসে চতুর্থ রাকাতের সিজদা করে নিলো,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

তবে এসব অবস্থায় ফরয বাতিল হয়ে যাবে। মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাযে আরো এক রাকাত মিলিয়ে নামায শেষ করবেন। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৮৪ পৃষ্ঠা)

(৭) **খুরুজে বিসুনইহী:** অর্থাৎ কা'দায়ে আখিরাহ্ এরপর সালাম বা কথাবার্তা ইত্যাদি এমন কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা যা নামায ভঙ্গ করে দেয়। তবে সালাম ব্যতীত অন্য কোন কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে নামায শেষ করলে ঐ নামায পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজীব। আর যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ ধরণের কোন কাজ করা হয় তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৮৬ পৃষ্ঠা)

নামাযের প্রায় ৩০টি ওয়াজীব

(১) তাকবীরে তাহরীমার মধ্যে ‘اَللّٰهُ اَكْبَرُ’ বলা, (২) ফরয নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাত ব্যতীত অবশিষ্ট সকল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে ‘আলহামদু’ শরীফ পাঠ করা ও সূরা মিলানো (অর্থাৎ কুরআনে পাকের একটি বড় আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান হয় কিংবা তিনটি ছোট আয়াত পাঠ করা।) (৩) আলহামদু শরীফ সূরার পূর্বে পাঠ করা, (৪) আলহামদু শরীফ ও সূরার মাঝখানে ‘আমীন’ ও بِسْمِ اللّٰه ব্যতীত আর কিছু না পড়া, (৫) কিরাতের পরপরই রুকূ করা, (৬) এক সিজদার পর নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয় সিজদা করা, (৭) তা'দীলে আরকান অনুসরণ করা, (অর্থাৎ রুকূ, সিজদা, কওমা ও জালসাতে কমপক্ষে একবার ‘سُبْحٰنَ اللّٰه’ বলার সময় পরিমাণ স্থির থাকা) (৮) কওমা অর্থাৎ রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। (অনেক লোক কোমর সোজা করে না, এভাবে তার একটি ওয়াজীব হাত ছাড়া হয়ে গেলো, (৯) জালসা অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা (অনেকেই তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সোজা হয়ে বসার পূর্বেই দ্বিতীয় সিজদার মধ্যে চলে যায়। এভাবে তার ওয়াজীব কাজগুলো ছুটে যায়। যত তাড়াতাড়িই হোক না কেন সোজা হয়ে বসা আবশ্যক নতুবা নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে এবং পুনরায় আদায় করা ওয়াজীব হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

(১০) কা’দায়ে উলা ওয়াজীব যদিও নফল নামায হয়। (মূলতঃ নফল নামাযের প্রত্যেক দুই রাকাতের পরের কাদা, কাদায়ে আখিরাহ। আর তা করা ফরয)। যদি কেউ কা’দা করলো না এবং ভুল করে দাঁড়িয়ে গেলো তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সিজদা না করে স্মরণ আসা মাত্র বসে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু করে নেবে। (এতে তার নামায হয়ে যাবে।) (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৫২ পৃষ্ঠা) যদি কেউ নফলের তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নেয় তবে চার রাকাত পূর্ণ করে সিজদায়ে সাহু করে নেবে। সিজদায়ে সাহু এখানে এজন্য ওয়াজীব যে, যদিও নফল নামায প্রত্যেক দু’রাকাতের পর কা’দা ফরয, কিন্তু তৃতীয় অথবা পঞ্চম (এ নিয়মে যত রাকাত হয়) রাকাতের সিজদা করার পর কা’দায়ে উলা ফরযের পরিবর্তে ওয়াজীব হয়ে গেছে। (তাহতাবী শরীফ, ৪৬৬ পৃষ্ঠা) (১১) ফরয, বিতর ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদার মধ্যে তাশাহহুদ (অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাত) এর পর কিছু না পড়া, (১২) উভয় কা’দা বা বৈঠকে ‘তাশাহহুদ’ পরিপূর্ণভাবে পাঠ করা, যদি একটি শব্দও ছুটে যায় তবে ওয়াজীব তরক হয়ে যাবে, সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হয়ে যাবে, (১৩) ফরয, বিতর ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদার নামাযে কা’দায়ে উলা বা প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর যদি কেউ অন্য মনস্ক হয়ে ভুলে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّد অথবা اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا বলে ফেলে তবে তার জন্য সিজদায়ে সাহু করা ওয়াজীব হয়ে যাবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত বলে ফেলে তবে তার উপর নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজীব হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা) (১৪) উভয়দিকে সালাম ফিরানোর সময় اَلسَّلَامُ শব্দটি উভয়বার বলা ওয়াজীব। عَلَيْكُمْ শব্দটি বলা ওয়াজীব নয় বরং সুন্নাত। (১৫) বিতিরের নামাযে কুনূতের তাকবীর বলা, (১৬) বিতিরের নামাযে দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করা, (১৭) দুই ঈদের নামাযে ছয়টি তাকবীর বলা, (১৮) দুই ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতের রুকূর তাকবীর এবং এই (ঈদের) তাকবীরের জন্য ‘اَللّٰهُ اَكْبَرُ’ বলা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(১৯) জাহেরী (প্রকাশ্য) নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাত পড়া। যেমন মাগরিব ও ইশার নামাযের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে আর ফজর, জুমা, দুই ঈদ, তারাবীহ ও রমযান শরীফের বিতরের প্রত্যেক রাকাতে ইমাম সাহেব এত উঁচু আওয়াজ সহকারে কিরাত পড়বেন যেন কমপক্ষে তিনজন লোক শুনতে পায়) (২০) নীরবে কিরাতের নামাযে (যেমন যোহর, আসরে) নীরবে কিরাত পাঠ করা। (২১) প্রত্যেক ফরয ও ওয়াজীবকে নিজ নিজ স্থানে আদায় করা। (২২) প্রত্যেক রাকাতে শুধু একবার রুকূ করা, (২৩) প্রত্যেক রাকাতে দুইবার সিজদা করা, (২৪) দ্বিতীয় রাকাতের পূর্বে কা'দা (বৈঠক) না করা, (২৫) চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে তৃতীয় রাকাতে কা'দা বা বৈঠক না করা, (২৬) সিজদার আয়াত পাঠ করলে তিলাওয়াতে সিজদা করা, (২৭) সিজদায়ে সাহুও ওয়াজীব হলে শেষ বৈঠকে সিজদায়ে সাহু আদায় করা, (২৮) নামাযের ভিতর দু'টি ফরয অথবা দু'টি ওয়াজীব কিংবা ফরয ও ওয়াজিবের মাঝখানে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় (অর্থাৎ তিনবার سُبْحٰنَ الله, বলার সমপরিমাণ) দেরী না করা, (২৯) ইমাম যখন কিরাত পড়েন চাই উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে সর্বাবস্থায় মুকতাদীর চুপ থাকা, (৩০) কিরাত ব্যতীত সকল ওয়াজীব কাজ সমূহে ইমামের অনুসরণ করা।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা)

নামাযের প্রায় ৯৬টি সুন্নাত

তাকবীরে তাহরীমার সুন্নাত সমূহ

(১) তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানো, (২) এ সময় হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। (অর্থাৎ না একেবারে মিলিয়ে রাখবেন, না ফাক রাখবেন) (৩) উভয় হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলোর পেট কিবলামূখী রাখা। (৪) তাকবীরের সময় মাথা না ঝুঁকানো, (৫) তাকবীর শুরু করার পূর্বেই উভয় হাতকে কান পর্যন্ত উঠিয়ে নেয়া, (৬) কুনূতের তাকবীর ও

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

(৭) দুই ঈদের তাকবীর গুলোতেও এগুলো সুন্নাত। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা) ইমামের উচ্চস্বরে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা, (৯) سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এবং (১০) সালাম বলা (প্রয়োজনের অতিরিক্ত আওয়াজকে উঁচু করা মাকরূহ) (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা) (১১) তাকবীরের পরপরই হাত বেঁধে ফেলা সুন্নাত। (অনেকেই তাকবীরে উলার পর হাত ঝুলিয়ে দেয় অথবা কনুই ঝুলিয়ে দেয় অথবা কনুই দু'টি পিছনের দিকে একবার ঝাঁকি দিয়ে তারপর হাত বাঁধে। তাদের এ কাজ সুন্নাতের পরিপন্থী)। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

কিয়াম (দাঁড়ানোর) সুন্নাত

(১২) পুরুষের নাভীর নিচে হাত বাঁধা (এটা এভাবে করবেন, ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির জোড়ার উপর রাখবেন, কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে কব্জির উভয় পার্শ্বে এবং অবশিষ্ট আঙ্গুলিকে হাতের কব্জির পিঠের উপর বিছিয়ে রাখবেন। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৯৪ পৃষ্ঠা) (১৩) প্রথমে সানা পড়া, (১৪) অতঃপর তা'আউয (অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم) পড়া (১৫) অতঃপর তাসমিয়াহ (অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم) পড়া, (১৬) এ তিনটি সুন্নাত একের পর এক তাড়াতাড়ি বলা, (১৭) এসব কিছুকে নীরবে পড়া। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা) (১৮) আমীন বলা, (১৯) সেটাকেও নীরবে বলা (২০) তাকবীরে ঊলার পরপরই সানা পড়া (প্রাগুক্ত)। (নামাযে তাআউয ও তাসমিয়াহ কিরাতের আনুসাঙ্গিক বিষয়। যেহেতু মুক্তাদির জন্য কিরাত নেই তাই তাআউয ও তাসমিয়াহও মুক্তাদীর জন্য সুন্নাত নয়। হ্যাঁ, যে মুক্তাদীর রাকাত বাদ পড়েছে সে আপন অবশিষ্ট রাকাত আদায় করার সময় তা পাঠ করবে। (ফতহুল কাদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা) (২১) “তাআউয” শুধুমাত্র প্রথম রাকাতে আর (২২) তাসমিয়াহ প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়া সুন্নাত। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

রুকূর সুন্নাত

(২৩) রুকূর জন্য ‘اَللّٰهُ اَكْبَرُ’ বলা। (ফতহুল কদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

(২৪) রুকূতে তিনবার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم বলা, (২৫) পুরুষদের জন্য উভয় হাঁটুকে হাত দ্বারা ধরা এবং (২৬) আঙ্গুল সমূহ ভালভাবে ছড়িয়ে রাখা, (২৭) রুকুতে পা সোজা রাখা, (২৮) রুকূতে পিঠকে এমনভাবে সোজা করে বিছিয়ে দেয়া যেন এ অবস্থায় তার পিঠের উপর পানি ভর্তি একটি পাত্র রেখে দিলে তা স্থির হয়ে থাকে এদিক সেদিক হেলবে না। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ২৬৬ পৃষ্ঠা) (২৯) রুকূতে মাথা উঁচু নিচু না হওয়া, পিঠ বরাবর থাকা, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ঐ ব্যক্তির নামায যথেষ্ট নয় (অর্থাৎ পরিপূর্ণ নয়) যে রুকূ ও সিজদাতে পিঠ সোজা করে না।” (সুনানুল কুবরা, ২য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা) **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরও ইরশাদ করেন: “রুকূ ও সিজদা পুরোপুরিভাবে আদায় করো। **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকেও দেখি। (মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) (৩০) উত্তম হচ্ছে এটাই, اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে রুকূতে যাওয়া যখন রুকূ করার জন্য ঝুঁকতে আরম্ভ করবেন তখন থেকে তাকবীর শুরু করে রুকূর শেষ সীমান্তে পৌঁছে তা সমাপ্ত করা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা) এ দূরত্বটাকে পূর্ণ করার জন্য “اَللّٰهُ” শব্দের لام কে দীর্ঘায়িত করুন। اَكْبَرُ এর ب কে এবং অন্যান্য হরফকে দীর্ঘায়িত করবেন না। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ৭২ পৃষ্ঠা) যদি آللّٰه বা آكْبَرُ বা اَكْبَارُ বলে তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

কওমার সুন্নাত

(৩১) রুকূ থেকে উঠার সময় হাত দুটি ঝুলিয়ে রাখা, (৩২) রুকূ থেকে উঠার সময় ইমামের জন্য سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলা, (৩৩) মুক্তাদীর জন্য اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد বলা, (৩৪) একাকী নামায আদায়কারীর জন্য উভয়টি বলা সুন্নাত, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد বললেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে কিন্তু رَبَّنَا এরপর "وَ" হওয়া উত্তম। সাথে اَللّٰهُمَّ মিলানো এর চাইতে উত্তম আর উভয়টি মিলানো সর্বাপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد বলা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩১০ পৃষ্ঠা) (৩৫) একাকী নামায আদায়কারী سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলতে বলতে রুকূ থেকে উঠবেন, যখন একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন তখন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد বলবেন। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)

সিজদার সুন্নাত

(৩৬) সিজদাতে যাওয়ার জন্য এবং (৩৭) সিজদা থেকে উঠার জন্য "اَللّٰهُ اَكْبَر" বলা। (ফাতহুল কদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা) (৩৮) সিজদায় কমপক্ষে তিনবার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলা। (প্রাগুক্ত) (৩৯) সিজদাতে উভয় হাতের তালু জমিতে রাখা। (৪০) হাতের আঙ্গুল সমূহ মিলিতভাবে কিবলামূখী করে রাখা, (৪১) সিজদাতে যাওয়ার সময় প্রথমে উভয় হাঁটু, তারপর (৪২) হাত, অতঃপর (৪৩) নাক, এরপর (৪৪) কপাল জমিতে রাখা, (৪৫) সিজদা থেকে উঠার সময় এর বিপরীত করা অর্থাৎ (৪৬) প্রথমে কপাল, তারপর (৪৭) নাক, অতঃপর (৪৮) হাত, এরপর (৪৯) উভয় হাঁটু উঠানো, (৫০) পুরুষের জন্য সিজদাতে সুন্নাত হচ্ছে-বাহু পাজর হতে এবং (৫১) উরু দুটি পেট থেকে আলাদা রাখা।

(ফতহুল ক্বাদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(৫২) উভয় হাতের কব্জি জমিনের উপর বিছিয়ে না দেয়া, তবে যখন কাতারে থাকবেন তখন বাহুকে পাজর থেকে পৃথক রাখবেন না।) (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা) (৫৩) সিজদাতে উভয় পায়ের দশটি আঙ্গুলের পেট এভাবে মাটির উপর লাগানো যেন দশটি আঙ্গুলই কিবলামূখী হয়। (ফতহুল কদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

জালসার সুন্নাত

(৫৪) দুই সিজদার মাঝখানে বসা। (এটাকে জালসা বলে) (৫৫) জালসার মধ্যে ডান পা খাড়া করে বাম পাকে বিছিয়ে তার উপর বসা, (৫৬) ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী রাখা, (৫৭) উভয় হাত উরুর (রানের) উপর রাখা। (তাবঈনুল হাকাইক, ১ম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠার সুন্নাত

(৫৮) দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠার সময় হাতের পাঞ্জা ব্যবহার করা, (৫৯) উভয় হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো সুন্নাত। অবশ্য দূর্বলতা বা পায়ে ব্যথা ইত্যাদি অপারগতার কারণে জমিনের উপর হাত রেখে দাঁড়ালেও ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা)

কা'দা বা বৈঠকের সুন্নাত

(৬০) পুরুষগণ ২য় রাকাতের সিজদা করে বাম পা বিছিয়ে, (৬১) উভয় নিতম্ব তার উপর রেখে বসা এবং (৬২) ডান পা দাঁড় করে রাখা। (৬৩) ডান পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে রাখা। (ফতহুল ক্বাদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা) (৬৪) ডান হাত ডান উরুর উপর এবং (৬৫) বাম হাত বাম উরুর উপর রাখা। (৬৬) আঙ্গু সমূহকে স্বাভাবিক অবস্থায় **(NORMAL)** রাখা (অর্থাৎ না অতিরিক্ত ছড়িয়ে রাখা, না একেবারে মিলিয়ে রাখা।) (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

(৬৭) আঙ্গুলগুলোর মাথা উভয় হাঁটুর পাশে রাখা। এ অবস্থায় হাঁটু আকড়িয়ে ধরা উচিত নয়। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা) (৬৮) আত্তাহিয়াতের শাহাদাতের সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা। এর পদ্ধতি হচ্ছে, কনিষ্ঠা ও তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলকে বন্ধ করে নিন, বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমা দ্বারা বৃত্ত তৈরী করুন আর لَا বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠান। এ সময় শাহাদাত আঙ্গুলকে এদিক সেদিক নড়াচড়া করবেন না এবং اِلَّا বলার সময় নামিয়ে ফেলবেন। অতঃপর সাথে সাথে সমস্ত আঙ্গুলকে সোজা করে নিন। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা) (৬৯) দ্বিতীয় বৈঠকেও ১ম বৈঠকের মত এবং ‘তাশাহহুদ’ পড়া (৭০) তাশাহহুদের পর দরূদ শরীফ পড়া। (ফতহুল ক্বাদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা) দুরূদে ইবরাহীম পড়া সর্বোত্তম। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ৮৫ পৃষ্ঠা) (৭১) নফল ও সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদায় কা’দায়ে উলা বা প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা। গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩২২ পৃষ্ঠা) (৭২) দরূদ শরীফের পর দোয়া পড়া। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

সালাম ফিরানোর সুন্নাত

(৭৩) এই শব্দগুলো বলে দুইবার সালাম ফিরানো اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله (৭৪) প্রথমে ডান দিকে, এরপর (৭৫) বাম দিকে চেহারা ফিরানো, (৭৬) ইমামের জন্য উভয় সালাম উঁচু আওয়াজে বলা সুন্নাত কিন্তু দ্বিতীয় সালাম প্রথমটির তুলনায় নিম্নস্বরে বলা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা) (৭৭) প্রথম বারের সালামে “সালাম” শব্দটি বলতেই ইমাম নামায থেকে বের হয়ে গেলেন যদিও “আলাইকুম” এখনো বলেননি। এ সময় যদি কেউ জামাআতে অংশগ্রহণ করে তবে তার ইকতিদা শুদ্ধ হবে না। অবশ্য সালামের পর যদি ইমাম সিজদায়ে সাহু করে তবে ইকতিদা শুদ্ধ হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, তাঁর উপর সিজদায়ে সাহু যদি ওয়াজীব হয়ে থাকে। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(৭৮) ইমাম ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় সম্বোধনের ক্ষেত্রে ঐ মুক্তাদীর নিয়্যত করবে যারা তার ডান দিকে আছে আর বাম দিকে ফিরানোর সময় বাম দিকের মুক্তাদীর নিয়্যত করবে তবে কোন মহিলার নিয়্যত করবে না যদিও তারা জামাআতে শরীক থাকে। সাথে সাথে সালামের মধ্যে কিরামান কাতেবীন ও হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাদের সম্বোধনের নিয়্যত করা। তবে নিয়্যতের মধ্যে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করবেন না। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা) (৭৯) মুক্তাদীগণও প্রত্যেক দিকের সালামে ঐ দিকের মুক্তাদী ও ফিরিশতাদের নিয়্যত করবে আর যেদিকে ইমাম রয়েছে ঐ দিকের সালামে ইমামেরও নিয়্যত করবে আর যদি ইমাম ঠিক সামনা সামনি হয় তবে উভয় সালামে ইমামেরও নিয়্যত করবে এবং একাকী নামায আদায়কারী শুধু উল্লেখিত ঐ ফিরিশতাদের নিয়্যত করবে। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা) (৮০) মুক্তাদীর সমস্ত পরিবর্তন (অর্থাৎ- রুকূ সিজদা ইত্যাদি) ইমামের সাথে হওয়া।

সালাম ফিরানোর পরের সুন্নাত

(৮১) সালামের পর ইমামের জন্য ডান অথবা বামদিকে ঘুরে বসা সুন্নাত। তবে ডান দিকে ফিরে বসাই উত্তম এবং মুক্তাদীর দিকে মুখ করেও বসতে পারবে যদি শেষ কাতার পর্যন্ত তার সামনে (অর্থাৎ তাঁর চেহারার বরাবর) কেউ নামাযরত না থাকে। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৩০ পৃষ্ঠা) (৮২) একাকী নামায আদায়কারী মুখ না ফিরিয়ে যদি সেখানে কিবলামূখী বসেই দোয়া করে তবে তাও জায়েজ হবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা)

ফরযের পরবর্তী সুন্নাত নামাযের সুন্নাত সমূহ

(৮৩) যেসব ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায আছে সেগুলোতে ফরয আদায়ের পর সুন্নাত শুরু করার পূর্বে কোন কথাবার্তা না বলা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(এমন করলে যদিও সুন্নাত নামায গুলো আদায় হয়ে যাবে কিন্তু সাওয়াব কম হবে। সুন্নাতগুলো আরম্ভ করতে বিলম্ব করাও মাকরূহ। তদ্রুপ এ সময় বড় বড় ওযীফা পড়ারও অনুমতি নেই।) (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৩১ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা) (৮৪) (ফরযের পর) সুন্নাতের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দোয়া করা উচিত অন্যথায় সুন্নাতের সাওয়াব কমে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ৮১ পৃষ্ঠা) (৮৫) সুন্নাত ও ফরযের মধ্যভাগে কথা বললে বিশুদ্ধতম অভিমতানুসারে সুন্নাত বাতিল হয় না ঠিক কিন্তু সাওয়াব কমে যায়। এই হুকুম একইভাবে ঐসব কাজের বেলায়ও যা তাহরীমার পরিপন্থী। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত তানবীরুল আবছার, ২য় খন্ড, ৫৫৮ পৃষ্ঠা) (৮৬) সুন্নাত সমূহ ঐ জায়গায় না পড়া বরং ডানে, বামে, সামনে বা পিছনে সরে আদায় করা কিংবা ঘরে গিয়ে আদায় করা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) (সুন্নাত আদায়ের জন্য ঘরে যাওয়ার কারণে যে সময়টুকু বিলম্ব হবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। স্থান পরিবর্তন করা বা ঘরে যাওয়ার জন্য নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা কিংবা তার দিকে মুখ করা গুনাহ্। যদি বের হওয়ার জন্য পথ পাওয়া না যায় তবে ঐখানেই সুন্নাত পড়ে নিন।)

সুন্নাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

যে ইসলামী ভাই ফরযের আগের সুন্নাত কিংবা পরের সুন্নাত পড়ে আসা-যাওয়া ও কথাবার্তার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়, সে যেন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর এই ফতোয়া থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। যেমন- একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: “আগের সুন্নাত সমূহের জন্য উত্তম হচ্ছে, ওয়াক্তের শুরুর সময়ে আদায় করা, তবে শর্ত হচ্ছে, ফরয ও সুন্নাতের মধ্যভাগে কোন কথাবার্তা না বলা কিংবা নামাযের পরিপন্থি কোন কাজ না করা। আর পরের সুন্নাত আদায়ের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হচ্ছে, ফরযের সাথে মিলিয়ে পড়া। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে পড়াতে যে সময়টুকু ব্যয় হয় তাতে অসুবিধা নেই, তবে অহেতুক কাজে সময় নষ্ট না করা উচিত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

কেননা এরূপ করলে তা আগের পরের সুন্নাত উভয়টার সাওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। এমনকি সেটাকে সুন্নাত পদ্ধতি থেকে বের করে দেয়।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, নতুন সংস্করণ খন্ড ৫ম, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

পূর্বে বর্ণিত ৮৬টি সুন্নাতের সঙ্গে ইসলামী বোনদের ১০ টি সুন্নাত

(১) ইসলামী বোনদের জন্য তাকবীর তাহরীমা ও কুনূতের তাকবীরের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো কাঁধ বরাবর হাত উঠানো। (ফতহুল ক্বাদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা) (২) কিয়ামে মহিলা ও খুনছা অর্থাৎ হিজড়াগণ তাদের বাম হাতের তালু বক্ষের (সীনা) উপর ছাতিমের নিচে রেখে সেটার পিঠের উপর ডান হাতের তালু রাখা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ২৯৪ পৃষ্ঠা) (৩) ইসলামী বোনদের জন্য রুকূতে হাঁটুর উপর হাত রাখা ও আঙ্গুলগুলোকে খোলা না রাখা সুন্নাত। (ফতহুল ক্বাদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা) (৪) রুকূতে স্বল্প পরিমাণ ঝুকা (অর্থাৎ শুধু এতটুকু ঝুকা যেন হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। পিঠ সোজা করবেন না এবং হাঁটুর উপর জোরও দেবেন না, শুধু হাত রাখবেন, হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবেন। উভয় পা সামনের দিকে একটু বাকা করে রাখবেন পুরুষদের মতো একেবারে সোজা করে রাখবেন না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা) (৫) সংকুচিত করে সিজদা করা (অর্থাৎ উভয় বাহু পাজরের সাথে) (৬) পেট রানের সাথে (৭) রান পায়ের গোছার সাথে এবং (৮) পায়ের গোছা মাটির সাথে মিলিয়ে দেওয়া (৯) ২য় রাকাতের সিজদা করে উভয় পা ডানদিকে বের করে দেয়া এবং (১০) বাম নিতম্বের উপর বসা।

(ফতহুল কদীর সম্বলিত হিদায়া, ১ম খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

নামাযের প্রায় ১৪টি মুস্তাহাব

(১) নিয়্যতের শব্দ সমূহ মুখে উচ্চারণ করা। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত তানবীরুল আবছার, ২য় খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা) (এটা অর্থবহ তখনই হবে যখন অন্তরে নিয়্যত থাকে অন্যথায় নামাযই হবে না।) (২) কিয়ামের মধ্যে উভয় পায়ের গোড়ালীর মধ্যভাগে চার আঙ্গুলের দূরত্ব থাকা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

(৩) কিয়াম অবস্থায় সিজদার স্থানে (৪) রুকূ অবস্থায় উভয় পায়ের পিঠের উপর (৫) সিজদাতে নাকের দিকে (৬) বৈঠকে কোলের উপর (৭) প্রথম সালামে ডান কাঁধের দিকে এবং (৮) দ্বিতীয় সালামে বাম কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত তানবীরুল আবছার, ২য় খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা) (৯) একাকী নামায আদায়কারী রুকূ ও সিজদার মধ্যে বিজোড় সংখ্যায় তিনবারের বেশি (যেমন- ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি) তাসবীহ বলা। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা) (১০) হিলইয়া ও অন্যান্য কিতাবে রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমামের জন্য তাসবীহ পাঁচবার বলা মুস্তাহাব। (১১) যার কাঁশি আসে তার উচিত যতটুকু সম্ভব কাঁশি না দেওয়া। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাক্বিউল ফালাহ, ২৭৭ পৃষ্ঠা) (১২) হাই আসলে মুখ বন্ধ করে রাখা। আর না থামলে ঠোঁটকে দাঁতের নিচে চেপে ধরা। এভাবেও যদি না থামে, তবে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাতের পিঠ এবং দাঁড়ানো ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় বাম হাতের পিঠ দিয়ে মুখ চেপে রাখুন। (‘হাই’ থামানোর উত্তম পন্থা হচ্ছে এ কল্পনা করা যে, **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অন্যান্য নবীগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কখনো হাই আসতো না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যাবে।) (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা) (১৩) যখন মুকাব্বির حَیَّ عَلَی الْفَلَاح বলে তখন ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই দাঁড়িয়ে যাওয়া। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) (১৪) কোন প্রতিবন্ধক ছাড়া জমিনে সিজদা করা। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাক্বিউল ফালাহ, ৩৭১ পৃষ্ঠা)

ওমর বিন আব্দুল আযীযের আমল

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বর্ণনা করেন: ‘হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সবসময় জমির উপরই সিজদা করতেন। (অর্থাৎ সিজদার স্থানে জায়নামাজ ইত্যাদি বিছাতেন না।) (ইহ্ইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

ধূলিময় কপালের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াসিলাহ বিন আসকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নামায থেকে অবসর হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের কপাল থেকে যেন (মাটি) পরিস্কার না করে। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত সিজদার চিহ্ন তার কপালে বিদ্যমান থাকে ফিরিশতাগণ তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ২য় খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৬১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের মধ্যে কপাল থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলা ভাল নয়, আর **আল্লাহ্**র পানাহ! অহংকার বশতঃ পরিস্কার করা গুনাহ্, আর নামায শেষে কারো যদি রিয়ার ভয় হয় তবে তার উচিত, নামাযের পর কপাল থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলা।

নামায ভঙ্গকারী ২৯টি বিষয়

(১) কথাবার্তা বলা। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা) (২) কাউকে সালাম করা (৩) সালামের উত্তর দেয়া। (তাহতাবী পাদটিকা সম্বলিত মারাক্বিউল ফালাহ, ৩২২ পৃষ্ঠা) (৪) হাঁচির উত্তর দেয়া। (নামাযে নিজের হাঁচি আসলে চুপ থাকবেন।) যদি "اَلْحَمْدُ لِلّٰه" বলেও ফেলেন তবু কোন অসুবিধা নেই আর যদি ঐ সময় তা না বলে থাকেন তবে নামায শেষ করে বলবেন (আলমগিরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮) (৫) সুসংবাদ শুনে উত্তরে "اَلْحَمْدُ لِلّٰه" বলা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৯) (৬) খারাপ সংবাদ (যেমন কারো মৃত্যুর সংবাদ) শুনে اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ বলা। (প্রাগুক্ত) (৭) আযানের উত্তর দেয়া। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০০) (৮) **আল্লাহ্ তাআলার** নাম শুনে উত্তরে جَلَّ جَلَالُهٗ বলা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৪২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(৯) **নবী করীম, রউফর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান নাম শুনে উত্তরে দরূদ শরীফ পড়া। (যেমন- صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলা) (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা) (অবশ্য যদি 'جَلَّ جَلَالُهٗ' বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ কথা গুলো উত্তরের নিয়্যতে না বলে থাকলে নামায ভঙ্গ হবে না।)

নামাযে কান্না করা

(১০) ব্যথা বা মুসীবতের কারণে যদি এ রকম শব্দাবলী যেমন "আহ্, উহ্, উফ, তুফ ইত্যাদি মুখ থেকে বের হয়ে যায় অথবা কান্না করার দ্বারা শব্দ সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি কান্নার সময় শুধু চোখের পানি বের হয়, শব্দ ও বর্ণ উচ্চারিত হয় না তাহলে কোন ক্ষতি নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা) আর যদি নামাযের মধ্যে ইমামের তিলাওয়াতের কারণে কান্না করতে থাকে আর মাঝে মাঝে "আরে, হ্যাঁ, হা, এ জাতীয় কিছু শব্দ মুখ থেকে বের হয়ে যায় তবে কোন ক্ষতি নেই। কারণ এটা হয়েছে একাগ্রতা ও বিনয়ের কারণে। যদি ইমামের সুন্দর কণ্ঠের কারণে মুগ্ধ হয়ে এসব শব্দাবলী বলে তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা)

নামাযে কাঁশি দেয়া

(১১) রোগীর মুখ থেকে যদি অনিচ্ছায় আহ্! শব্দ বের হয় তবে নামায ভঙ্গ হবে না। এভাবে হাঁচি, হাই, কাঁশি ও ঢেকুর ইত্যাদিতে যত অক্ষর অপারগ অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত ভাবে বের হয় তা ক্ষমাযোগ্য। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা) (১২) ফুঁক দিতে যদি শব্দ বের না হয় তবে তার হুকুম নিঃশ্বাসের মতই, তাতে নামায ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ফুঁক দেয়া মাকরূহ আর যদি এর ফলে দু'টি শব্দ বের হয় যেমন- উফ, তুফ তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (গুনিয়াহ, ৪২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(১৩) গলা পরিস্কার করার সময় যদি দু'টি অক্ষর প্রকাশ হয় যেমন (আখ্) তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি তা অক্ষমতা বা কোন উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, যেমন শরীরের চাহিদা বা আওয়াজ পরিস্কার করার জন্য অথবা ইমামকে লুকমা দেয়ার জন্য হয় অথবা কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হয়, তবে এসব কারণে কাঁশি দিলে কোন ক্ষতি নেই।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)

নামাযের মধ্যে দেখে তিলাওয়াত করা

(১৪) কুরআন শরীফ থেকে কোন আয়াত কিংবা কোন কাগজ বা মেহরাব ইত্যাদিতে লিখিত স্থান হতে দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করা। (অবশ্য যদি এমন হয় যে, মুখস্থ তিলাওয়াত করছে, এ সময় কুরআনের আয়াত বা মেহরাব ইত্যাদির উপর শুধু দৃষ্টি থাকে তবে কোন ক্ষতি নেই। যদি এমন হয়, কোন কাগজ ইত্যাদির উপর আয়াত লিখা রয়েছে কেউ তা দেখলো এবং বুঝে ফেললো, কিন্তু পড়ল না তবে এমতাবস্থায় কোন ক্ষতি নেই।) (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা) (১৫) ইসলামী কিতাব কিংবা ইসলামী বিষয়াদি নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃত দেখা এবং ইচ্ছাকৃত পড়া মাকরূহ। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা) যদি দুনিয়াবী বিষয়াদি হয়ে থাকে তাহলে আরো বেশি মাকরূহ। সুতরাং নামায অবস্থায় নিজের কাছে কিতাবাদী বা লেখাবিশিষ্ট পেকেট ও শপিং ব্যাগ, মোবাইল ফোন বা ঘড়ি ইত্যাদি এমনভাবে রাখবেন যেন এর উপর দৃষ্টি না পড়ে অথবা দৃষ্টিগোচর না হওয়ার জন্য সেগুলোর উপর রুমাল ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দেবেন। অনুরূপভাবে, নামাযের সময় দেয়াল ইত্যাদির গায়ে লাগানো ষ্টিকার, বিজ্ঞাপন ও ফ্রেম ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আমলে কসীরের সংজ্ঞা

(১৬) আমলে কসীর নামায ভঙ্গ করে দেয়। যদি তা নামাযের আমলগুলোর মধ্যকার না হয়, বা নামাযকে সংশোধন করার জন্য করা না হয়। যে কাজ সম্পাদনকারীকে দূর থেকে দেখতে এমন মনে হয় যে, সে নামাযের মধ্যে নেই, বরং যদি ধারণাও প্রবল হয় যে, সে নামাযে নেই তবে তাই হবে আমলে কসীর। আর যদি দূর থেকে দেখা ব্যক্তির এমন সন্দেহ হয় যে, সে নামাযের মধ্যে আছে কিংবা নেই তবে তা হবে আমলে কালীল। এর জন্য নামায ভঙ্গ হবে না। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)

নামাযের মধ্যে পোশাক পরিধান করা

(১৭) নামাযের মধ্যে জামা বা পায়জামা অথবা লুঙ্গি পরিধান করা। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৬৫ পৃষ্ঠা) (১৮) নামাযের মধ্যে সতর খুলে যাওয়া আর এমতাবস্থায় নামাযের কোন রুকন আদায় করা অথবা এমতাবস্থায় তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়া। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

নামাযের মধ্যে কিছু গিলে ফেলা

(১৯) স্বল্প পরিমাণ খাদ্য বা পানীয় (যেমন তিল না চিবিয়ে) গিলে ফেলা। কিংবা মুখে ফোটা পড়লো আর গিলে ফেললো। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৪১৮ পৃষ্ঠা) (২০) নামায শুরু করার আগে দাঁতের মধ্যে কোন বস্তু আটকানো ছিলো তা গিলে ফেলল তবে তা যদি চনার সমপরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা বড় হয়ে থাকে তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি তা চনার চেয়ে ছোট হয়ে থাকে তবে তা মাকরূহ হবে। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাক্বিউল ফালাহ, ৩৪১ পৃষ্ঠা) (২১) নামাযের পূর্বে কোন মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেয়েছিল এখন তার কোন অংশ এখন আর মুখে অবশিষ্ট নেই, কিন্তু মুখের লালায় কিছু স্বাদ রয়েছে মাত্র। এ অবস্থায় তা গিলে ফেললে নামায ভঙ্গ হবে না। (খুলাসাতুল ফতোওয়া, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(২২) মুখে চিনি ইত্যাদি রয়েছে, তা মিশে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে গেলো, নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত) (২৩) দাঁত থেকে যদি রক্ত বের হয় আর এতে থুথুর পরিমাণ বেশি হয়, এমতাবস্থায় তা গিলে ফেললে নামায ভঙ্গ হবে না। অন্যথায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা) (উল্লেখ্য যে, অধিক পরিমাণের চিহ্ন হচ্ছে কণ্ঠনালীতে রক্তের স্বাদ অনুভব হওয়া। তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। নামায ভঙ্গের জন্য স্বাদের বিষয়টি বিবেচ্য আর অযু ভঙ্গের জন্য রংয়ের বিষয়টি বিবেচ্য; সুতরাং অযু ঐ সময় ভঙ্গ হবে যখন থুথু লাল বর্ণ ধারণ করে আর যদি থুথু হলুদ বর্ণের হয় তবে অযু ভঙ্গ হবে না।)

নামাযের মাঝখানে কিবলার দিক পরিবর্তন করা

(২৪) বিনা কারণে বক্ষকে (সীনা) কা'বার দিক থেকে ৪৫° ডিগ্রী বা এর চাইতেও বেশি ফিরালে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (হ্যাঁ! যদি ওযরের কারণে হয়ে থাকে তবে নামায ভঙ্গ হবে না। যেমন হাদস্ অর্থাৎ অযু ভেঙ্গে গেছে বলে ধারণা হলো আর মুখ ফেরালো, এ অবস্থায় তার ধারণা ভুল বলে সুস্পষ্ট হলো তবে সে এ সময়ের মধ্যে মসজিদ থেকে বের না হলে নামায ভঙ্গ হবে না।

(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)

নামাযে সাপ মারা

(২৫) সাপ-বিচ্ছু মারলে নামায ভঙ্গ হয় না যতক্ষণ না, তিন কদম যেতে হয়, অথবা তিন আঘাতের প্রয়োজন হয়। তবে যদি তিন কদম যেতে হয় বা তিন আঘাতের প্রয়োজন হয় তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৪২৩ পৃষ্ঠা) সাপ বিচ্ছু মারা তখনই বৈধ হবে, যখন তা সামনে দিয়ে অতিক্রম করে এবং দংশন করার ভয় থাকে, যদি দংশন করার ভয় না থাকে, তবে মারা মাকরূহ। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা) (২৬) পরপর তিনটি চুল বা লোম উপড়ে ফেললে, অথবা তিনটি উকুন মারলে অথবা একটি উকুনকে তিনবার মারলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি পর পর না হয় তবে নামায ভঙ্গ হবে না তবে মাকরূহ হবে। (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্রাত)

নামাযে চুলকানো

(২৭) এক রুকনে তিনবার চুলকালে নামায ভঙ্গ হয়ে যায় অর্থাৎ এভাবে যে, চুলকানোর পর হাত সরিয়ে নিলো। অতঃপর আবার চুলকাল পুনরায় হাত সরিয়ে নিলো। দু'বার হলো। এখন যদি এভাবেই তৃতীয়বার করে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি একবার হাত রেখে কয়েকবার নাড়া দিলো (চুলকাল) তবে একবার চুলকাল বলে ধরে নেয়া হবে এক্ষেত্রে নামায ভঙ্গ হবে না।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৪২৩ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি

(২৮) রুকন পরিবর্তনকালীন তাকবীর বলার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ শব্দের الف কে দীর্ঘ করে পড়লে। اَللّٰه এর (আলিফ) কে দীর্ঘস্বরে অর্থাৎ آللّٰه বললো অথবা آكْبَرُ বললো অথবা ب এরপর الف কে অতিরিক্ত করলো অর্থাৎ اَكْبَارُ বললো, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো। আর যদি তাকবীরে তাহরীমাতে এমনি করলো তাহলে তো তার নামাযই শুরু হলো না। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা) অধিকাংশ মুকাব্বির (অর্থাৎ যারা জামাআত চলাকালীন ইমামের তাকবীর সমূহকে উঁচু আওয়াজে পেছন পর্যন্ত পৌঁছায়) ঐ ভুলগুলো অধিক করে থাকে আর এভাবে নিজের ও পরের নামাযগুলোকে বিনষ্ট করে দেয়। সুতরাং যারা এসব আহকাম ভালভাবে জানেনা, তাদের মুকাব্বির হওয়া উচিত নয়। (২৯) কিরাত অথবা নামাযের যিকিরগুলোতে এমন ভুল করা যাতে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

নামাযের ৩২টি মাকরূহে তাহরীমা

(১) নামাযরত অবস্থায় দাঁড়ি, শরীর কিংবা কাপড় ইত্যাদি নিয়ে খেলা করা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

(২) কাপড় গুটিয়ে নেয়া (যেমন- আজকাল কিছু কিছু লোক সিজদাতে যাওয়ার সময় পায়জামা ইত্যাদি সামনে অথবা পিছনের দিকে উঠিয়ে নেয়। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৩৭ পৃষ্ঠা) হ্যাঁ! যদি কাপড় শরীরের সাথে লেগে যায় তবে এক হাতে ছাড়িয়ে নিলে কোন ক্ষতি নেই।

কাঁধের উপর চাদর ঝুলানো

(৩) সাদল অর্থাৎ কাপড় ঝুলানো। যেমন- মাথা অথবা কাঁধে এমনভাবে চাদর বা রুমাল ইত্যাদি রাখা যে উভয় পার্শ্ব ঝুলতে থাকে। অবশ্য যদি এক পার্শ্বকে অপর কাঁধের উপর তুলে দেয় এবং অপরটি ঝুলতে থাকে, তবে ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা) (৪) আজকাল কিছু সংখ্যক লোক এক কাঁধের উপর এভাবে রুমাল রাখে যে, তার এক প্রান্ত পেটের উপর অপর প্রান্ত পিঠের উপর ঝুলতে থাকে এভাবে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১৬৫ পৃষ্ঠা) (৫) উভয় আস্তীন হতে একটি আস্তীনও যদি অর্ধ কব্জি অপেক্ষা বেশি উঠে থাকে তবে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে।

(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা)

প্রাকৃতিক হাজতের তীব্রতা

(৬) প্রস্রাব, পায়খানা অথবা বাতাস তীব্রভাবে আসা। যদি নামায শুরু করার পূর্বেই এ প্রয়োজন তীব্র হয়, তাহলে সময় বেশি থাকা অবস্থায় নামায শুরু করা গুনাহ। হ্যাঁ! যদি অবস্থা এমনি হয় যে, প্রয়োজন সেরে অযু করতে করতে নামাযের সময় শেষ হয়ে যাবে, তাহলে নামায আদায় করে নিন। আর যদি নামাযের মধ্যখানে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সময়ের অবকাশ থাকে তবে নামায ভঙ্গ করে দেয়া ওয়াজীব। যদি এইভাবে আদায় করে নেওয়া হয়, গুনাহগার হবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

নামাযে কঙ্কর ইত্যাদি সরানো

(৭) নামাযের সময় কঙ্কর ইত্যাদি সরানো মাকরূহে তাহরীমী। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৩৮ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি নামাযের ভিতর পাথর ইত্যাদি স্পর্শ করার ব্যাপারে বারিগাহে রিসালাতে صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরয করলাম, ইরশাদ হলো: “একবার, আর যদি তুমি এটা থেকে বেঁচে থাকো তবে কালো চোখ বিশিষ্ট একশত উটনী থেকে উত্তম।” (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ২য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস-৮৯৭) হ্যাঁ! যদি সুন্নাত অনুযায়ী সিজদা করা সম্ভব না হয় তবে একবার সরানোর অনুমতি রয়েছে। আর যদি সরানো ছাড়া ওয়াজীব আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে সরানোই ওয়াজীব, চাই একাধিকবার সরানোর প্রয়োজন হয়।

আঙ্গুল মটকানো

(৮) নামাযে আঙ্গুল মটকানো। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা) খাতিমুল মুহাক্কিকীন হযরত আল্লামা আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: “ইবনে মাজাহ শরীফের বর্ণনা মতে, **সুলতানে মদীনা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “নামাযে নিজের আঙ্গুল মটকাবে না।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৫১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৬৫) “মুজতাবা”র বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন: “**রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের জন্য অপেক্ষাকালীন সময়েও আঙ্গুল মটকাতে নিষেধ করেছেন।” আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে; “নামাযের জন্য যেতে যেতে আঙ্গুল মটকাতে নিষেধ করেছেন।” এই হাদীস সমূহ থেকে এ তিনটি বিধান প্রমাণিত হয় যে, (ক) নামায আদায়কালীন ও নামাযের আনুসাঙ্গিক বিষয় যেমন নামাযের জন্য গমন, নামাযের জন্য অপেক্ষাকালীন সময়ে আঙ্গুল মটকানো মাকরূহে তাহরীমী। (খ) নামাযের বাইরে (অর্থাৎ নামাযের আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলো ছাড়া) বিনা প্রয়োজনে আঙ্গুল মটকানো মাকরূহে তানযিহী।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

(গ) নামাযের বাইরে (অন্য যে কোন সময়) প্রয়োজনবশত যেমন: আঙ্গুলগুলোকে আরাম দেয়ার জন্য আঙ্গুল মটকানো মুবাহ (অর্থাৎ মাকরূহবিহীন জায়েয) (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা) (৯) তাশবীক করা (অর্থাৎ এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়া)। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৩৮ পৃষ্ঠা) **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি মসজিদের নিয়্যতে কেউ (ঘর থেকে) বের হয় সে যেন তাশবীক্ব অর্থাৎ এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ না করায়, নিশ্চয়ই সেটা নামাযের (হুকুমের) মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮১২৬) নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় ও নামাযের জন্য অপেক্ষাকালীন সময়েও এ দু'টি বিষয় অর্থাৎ আঙ্গুল মটকানো ও তাশবীক করা মাকরূহে তাহরীমী।

(তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাক্বিউল ফালাহ, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

কোমরে হাত রাখা

(১০) কোমরের উপর হাত রাখা। (প্রাগুক্ত, ৩৪৭ পৃষ্ঠা) নামায ছাড়াও (বিনা কারণে) কোমরের উপর (অর্থাৎ উভয় পার্শ্বের মাঝখানে) হাত রাখা উচিত নয়। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্র মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোমরে হাত রাখা জাহান্নামীদের প্রশান্তি (অভ্যাস)।" (আস্‌সুনানুল কুবরা, ২য় খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫৬৬) অর্থাৎ এটা ইহুদীদের কাজ। কেননা, তারা তো জাহান্নামী, অন্যথায় জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামে অপর কী প্রশান্তি রয়েছে!

(বাহারে শরীয়াতের পাদটিকা, ৩য় অংশ, ১১৫ পৃষ্ঠা)

আসমানের দিকে দেখা

(১১) আসমানের দিকে দৃষ্টি দেয়া। (আল বাহরুর রাইক, ২য় খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্র মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কী অবস্থা হবে ঐসব লোকদের? যারা নামাযের মধ্যে আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠায়, এটা থেকে বিরত থাকো। তা না হলে তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

(১২) এদিক সেদিক মুখ ফিরিয়ে দেখা। চাই সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে দেখুক বা সামান্য। মুখ ফিরানো ব্যতীত শুধু চোখ ফিরিয়ে এদিক সেদিক বিনা কারণে দেখা মাকরূহে তানযীহী। আর যদি কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হয় তবে ক্ষতি নেই। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১৯৪ পৃষ্ঠা) **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি নামাযে রত থাকে, **আল্লাহ্ তাআলার** বিশেষ রহমত তার প্রতি বর্ষণ হতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এদিক সেদিক না দেখে। যখন সে আপন মুখ ফেরায় তখন তার রহমতও ফিরে যায়।” (আবূ দাউদ, ১ম খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯০৯)
(১৩) পুরুষের সিজদারত অবস্থায় হাত দু’টি বিছিয়ে দেয়া।
(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

নামাযীর দিকে দেখা

(১৪) কারো মুখের সামনে (মুখোমুখী হয়ে) নামায আদায় করা। অন্যের জন্যও নামাযীর মুখোমুখী দাঁড়ানো নাজায়েজ ও গুনাহ্। কেউ প্রথম থেকেই মুখ করে বসে আছে আর এখন কেউ যদি তার চেহারার দিকে মুখ করে নামায আরম্ভ করে দেয়, তাহলে নামায আরম্ভকারী গুনাহ্গার হবে এবং ঐ নামাযীর জন্য মাকরূহ হবে। নামাযীর দিকে মুখ করে বসা ব্যক্তির কোন গুনাহ্ হবে না এবং তা মাকরূহও হবে না। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা) যে ব্যক্তি জামাআতের সালাম ফেরানোর পর নিজের ঠিক পিছনে নামায আদায়কারীর দিকে মুখ করে তাকে দেখে বা পিছনে যাওয়ার জন্য তার দিকে মুখ করে এই জন্য দাঁড়িয়ে থাকে যে, সালাম ফেরানোর পর বের হয়ে যাবে কিংবা নামাযীর ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে এলান করে, দরস দেয়, বয়ান করে তাদের সকলের তাওবা করে নেয়া উচিত। (১৫) নামাযের মধ্যে নাক ও মুখ ঢেকে নেয়া। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা)
(১৬) বিনা প্রয়োজনে কফ ইত্যাদি বের করা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(১৭) ইচ্ছাকৃত ভাবে হাই তোলা। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ৩৫৪ পৃষ্ঠা) (যদি এমনিতেই এসে যায় তবে অসুবিধা নেই, কিন্তু থামিয়ে দেয়া মুস্তাহাব)। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কারো নামাযে হাই আসে তখন সে যেন যতটুকু সম্ভব তা থামিয়ে রাখে। কেননা, তখন শয়তান মুখে প্রবেশ করে।" (সহীহ মুসলিম, ৪১৩ পৃষ্ঠা) (১৮) কুরআন মাজীদকে উল্টো দিক থেকে পাঠ করা। (যেমন- প্রথম রাকাতে "সূরাহ লাহাব" পড়ল ও দ্বিতীয় রাকাতে "সূরা নসর" পাঠ করা) (১৯) কোন ওয়াজীব বাদ দেয়া। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাক্বিউল ফালাহ, ৩৪৫ পৃষ্ঠা) (যেমন- কওমা ও জালসাতে পিঠ সোজা হওয়ার পূর্বেই রুকূ বা দ্বিতীয় সিজদাতে চলে যাওয়া) (আলমগিরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৭) এ গুনাহের মধ্যে বহু সংখ্যক মুসলমানদেরকে লিপ্ত হতে দেখা যায়। স্মরণ রাখবেন! যত নামাযই এভাবে আদায় করা হয়েছে সবগুলো নামাযকে পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজীব। (২০) 'কিয়াম' ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় (রুকন তথা রুকূ, সিজদা, বৈঠক ইত্যাদিতে) কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ৩৫১ পৃষ্ঠা) (২১) কিরাত রুকূতে গিয়ে শেষ করা। (প্রাগুক্ত) (২২) ইমামের আগে মুকতাদী রুকূ সিজদা ইত্যাদিতে চলে যাওয়া কিংবা তিনি উঠার পূর্বেই মাথা উঠিয়ে নেয়া। (রদ্দুল মুহতার খন্ড ২য়, ৫১৩ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ থেকে বর্ণনা করেন; **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় ও ঝুঁকায় তার কপালের চুল শয়তানের হাতে।" (মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালিক, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১২) হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরায়রা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্র মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় সে কি এটাকে ভয় করে না যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার মাথাকে গাধার মাথা করে দেবেন!" (সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

গাধার মতো চেহারা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম নাওয়াবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হাদীস সংগ্রহ করার জন্য দামেশকে একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট গেলেন। তিনি পর্দার আড়ালে থেকে পড়াতেন। দীর্ঘদিন যাবত তার নিকট অনেক কিছু পড়লেন কিন্তু তাকে দেখার কোন সুযোগ হলো না। এভাবে যখন দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলো এবং ঐ মুহাদ্দিস সাহিবও দেখলেন যে, এ ব্যক্তির (অর্থাৎ ইমাম নাওয়াবীর) ইলমে হাদীসের প্রতি খুব আগ্রহী তখন তিনি একদিন পর্দা সরিয়ে দিলেন। কি দেখলেন? দেখলেন যে, তার চেহারা গাধার মতোই!! মুহাদ্দিস সাহিব তখন ইমাম নাওয়াবীকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন: সাহিবজাদা! জামাআত আদায়কালীন সময়ে ইমামের অগ্রগামী হওয়া থেকে ভয় করো, কেননা এ হাদীস যখন আমার নিকট পৌঁছল আমি এটাকে মুসতাবায়াদ (অর্থাৎ কিছু বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে কিয়াস বহির্ভূত) মনে করেছি এবং আমি ইমামের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রগামী হয়েছি। তখন থেকে আমার মুখ এমন হয়ে গেছে যেমন তুমি এখন দেখছো। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ৯৫ পৃষ্ঠা) (২৩) অন্য কাপড় থাকা সত্ত্বেও শুধু পায়জামা অথবা লুঙ্গি পরে নামায আদায় করা, (২৪) কোন পরিচিত ব্যক্তির আগমনের কারণে ইমামের নামাযে দীর্ঘায়িত করা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা) যদি তার নামাযে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে এক দু’বার তাসবীহ বৃদ্ধি করে তবে তাতে অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত) (২৫) জবর দখলকৃত জমিন কিংবা (২৬) পরের ক্ষেত যাতে ফসল রয়েছে। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ২৫৮ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা) বা (২৭) চাষকৃত ক্ষেতে (প্রাগুক্ত) বা (২৮) কবরের সামনে, যখন নামাযী ও কবরের মধ্যভাগে কোন অন্তরায় না থাকে, এসব জায়গায় নামায আদায় করা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা) (২৯) কাফিরদের উপসানালয়ে নামায আদায় করা বরং সেগুলোতে যাওয়া নিষেধ। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা) (৩০) জামা ইত্যাদির বোতাম খোলা রাখা যাতে বুক দেখা যায়। এরূপ করাটা মাকরূহে তাহরীমী। হ্যাঁ! যদি ভিতরে অন্য কোন কাপড় থাকে, যা দ্বারা বুক ঢাকা থাকে, তাহলে মাকরূহে তানযীহী।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

নামায ও ছবি

(৩১) প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট পোষাক পরিধান করে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। নামাযের বাইরেও এমন কাপড় পরিধান করা নাজায়েয। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা) (৩২) নামাযীর মাথার উপরে অর্থাৎ ছাদের উপর বা সিজদার জায়গায় বা সামনে, ডানে, বামে প্রাণীর ছবি টাঙ্গানো থাকা মাকরূহে তাহরীমী। পিছনে থাকাও মাকরূহ। তবে গুরুত্বের দিক দিয়ে উপরোল্লেখিত অবস্থাদী অপেক্ষা কম। ছবি যদি মেঝেতে থাকে এবং সেটার উপর সিজদা করা না হয়, তাহলে মাকরূহ নয়। আর ছবি যদি জড় পদার্থের হয়, যেমন সাগর, পাহাড় ইত্যাদি তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। যদি ছবি এতই ছোট হয় যে, যা মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে দেখলে অঙ্গ স্পষ্টভাবে দেখা যায় না, (যেমন সাধারণত কা'বার তাওয়াফের দৃশ্যের ছবি খুবই ক্ষুদ্র হয়, এসব ছবি) তবে তা নামায মাকরূহ হওয়ার কারণ হবে না। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৪৭ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫০৩ পৃষ্ঠা) হ্যাঁ! যদি তাওয়াফের ভীড়ে একটি চেহারাও স্পষ্ট দেখা যায় তবে তার জন্যও নিষিদ্ধতা বহাল থাকবে। চেহারা ব্যতীত যেমন হাত, পা, পিঠ, মুখমন্ডলের পিছনের অংশ অথবা এমন মুখমন্ডল যার চোখ, নাক, ওষ্ঠ ইত্যাদি সকল অঙ্গ মুছা বা ঢাকা রয়েছে, এমন ছবিতে কোন অসুবিধা নেই।

নামাযের ৩৩টি মাকরূহে তানযীহী

(১) অন্য কাপড় থাকা সত্ত্বেও কাজ কর্মের পোষাকে নামায আদায় করা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৩৭ পৃষ্ঠা) মুখে এমন কোন জিনিস রাখা যার দ্বারা কিরাতই পড়া সম্ভব হয় না কিংবা এমন শব্দাবলী বের হয়ে যায় যা কুরআনে পাকের নয় তাহলে নামাযই ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার) (২) অলসতাবশতঃ খালি মাথায় নামায আদায় করা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা) নামাযরত অবস্থায় টুপি কিংবা ইমামা শরীফ পড়ে গেলে তা উঠিয়ে নেয়া উত্তম, যদি "আমলে কসীর" এর প্রয়োজন না হয়। "আমলে কসীর" করতে হলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আর বার বার উঠাতে হলে তবে তা পতিত অবস্থায় রেখে দিন। না উঠানোতে যদি একাগ্রতা ও বিনয় প্রকাশ উদ্দেশ্য হয় তাহলে না উঠানোই উত্তম। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা) যদি কাউকে খালি মাথায় নামায আদায় করতে দেখা যায় বা তার টুপি পড়ে যায় তাহলে তাকে অপর ব্যক্তি টুপি পরিয়ে দেবেন না। (৩) রুকূ কিংবা সিজদাতে বিনা প্রয়োজনে তিনবার অপেক্ষা কম তাসবীহ বলা। (যদি সময় সংকির্ণ হয় কিংবা ট্রেন ইত্যাদি ছেড়ে দেয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে সংক্ষেপ করাতে ক্ষতি নেই। যদি মুক্তাদী তিনবার তাসবীহ বলতে পারেনি, ইত্যবসরে ইমাম সাহেব মাথা উঠিয়ে নিয়েছেন, তাহলে ইমামের সঙ্গে মাথা উঠিয়ে নেবেন।) (৪) নামাযের মধ্যে কপাল থেকে মাটি বা ঘাস ঝেড়ে ফেলা। হ্যাঁ! যদি সেটির কারণে নামাযের মধ্যে ধ্যান অন্যদিকে হয়ে থাকে তাহলে ঝেড়ে ফেলাতে কোন ক্ষতি নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা) (৫) সিজদা ইত্যাদিতে আঙ্গুলকে কিবলা থেকে ফিরিয়ে নেয়া। (আলমগিরী সম্বলিত ফতোওয়ায়ে কাজী খান, ১ম খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা) (৬) পুরুষেরা সিজদাতে উরুকে (রান) পেটের সাথে লাগিয়ে দেয়া। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা) (৭) নামাযরত অবস্থায় হাত অথবা মাথার ইশারায় সালামের উত্তর প্রদান করা। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা) মুখে উত্তর দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ৩২২ পৃষ্ঠা) (৮) নামাযের মধ্যে বিনা কারণে চার জানু হয়ে বসা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৩৯ পৃষ্ঠা) (৯) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোচড়ানো (অলসতার কারণে) (১০) ইচ্ছাকৃতভাবে কাঁশি দেয়া, গলা পরিস্কার করা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৪০ পৃষ্ঠা) যদি স্বাভাবিক ভাবে হয়ে থাকে তবে অসুবিধা নেই। (১১) সিজদাতে যাওয়ার সময় বিনা কারণে হাঁটুর পূর্বে হাত জমিনের উপর রাখা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা) (১২) উঠার সময় বিনা কারণে হাতের পূর্বে উভয় হাঁটু জমিন থেকে উঠানো। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৩৫ পৃষ্ঠা) (১৩) রুকূতে মাথাকে পিঠ অপেক্ষা উঁচু-নীচু করা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৩৮ পৃষ্ঠা) (১৪) নামাযে 'সানা', 'তা'আউয' (আউযুবিল্লাহ), 'তাসমিয়্যাহ' (বিসমিল্লাহ) এবং 'আমীন' উচ্চস্বরে বলা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(১৫) বিনা কারণে দেয়াল ইত্যাদিতে হেলান দেয়া। (প্রাগুক্ত) (১৬) রুকূতে উভয় হাঁটুর উপর এবং (১৭) সিজদাতে মাটির উপর হাত না রাখা। (১৮) ডানে বামে হেলা-দোলা করা। আর কখনো ডান পায়ের উপর আবার কখনো বাম পায়ের উপর জোর (ভর) দেয়া, এটা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ২০২ পৃষ্ঠা) এবং সিজদাতে যাওয়ার সময় ডান দিকে জোর দেয়া আর উঠার সময় বাম দিকে জোর দেয়া মুস্তাহাব। (প্রাগুক্ত, ১০১ পৃষ্ঠা) (১৯) নামাযে উভয় চোখ বন্ধ করে রাখা। (অবশ্য যদি এতে একাগ্রতা ও বিনয় আসে তবে বন্ধ রাখাই উত্তম। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা) (২০) জলন্ত আগুনের সামনে নামায আদায় করা। অবশ্য মোমবাতি কিংবা প্রদীপের সামনে থাকলে অসুবিধা নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা) (২১) এমন কিছুর সামনে নামায আদায় করা যাতে মনযোগ চলে যায়। (যেমন-সাজসজ্জা ও খেলাধুলা ইত্যাদি)। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা) (২২) নামাযের জন্য দৌঁড়ানো (২৩) সাধারণ জন পথ (২৪) আবর্জনা ফেলার স্থানে (২৫) জবেহ করার স্থানে। অর্থাৎ যেখানে পশু জবেহ করা হয়। (২৬) ‘আস্তাবলে’ অর্থাৎ যেখানে ঘোড়া বাঁধা হয় (২৭) গোসলখানায় (২৮) পশুখানা, বিশেষ করে যেখানে উট বাঁধা হয় (২৯) পায়খানার (টয়লেটের) ছাদের উপর (৩০) আড়াল ব্যতীত খোলা মাঠে, যেখানে সামনে দিয়ে লোকজনের অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকে। এসব স্থানে নামায আদায় করা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৩৩৯ পৃষ্ঠা) (৩১) বিনা কারণে হাত দিয়ে মশা, মাছি তাড়ানো (আলমগিরী সম্বলিত ফতোওয়ায়ে ক্বাযী খান, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) (নামাযে উকুন বা মশা কষ্ট দিতে থাকলে ধরে মেরে ফেলাতে অসুবিধা নেই, যদি আমলে কসীর না হয়ে থাকে। (বাহারে শরীয়াত) (৩২) ঐ সমস্ত আমলে কালীল যা নামাযীর জন্য উপকারী সেগুলো সম্পন্ন করা জায়েয, যা উপকারী নয় তা করা মাকরূহ। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা) (৩৩) উল্টা কাপড় পরিধান করা।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৩৫৮-৩৬০ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, অপ্রকাশিত)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

হাফ হাতা জামা পরিধান করে নামায আদায় করা কেমন?

হাফ হাতা জামা বা শার্ট পরে নামায আদায় করা মাকরূহে তানজিহী, যদি তার নিকট অন্য জামা থাকে। হযরত সদরুশ শরীয়া মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: “যার নিকট কাপড় রয়েছে তার জন্য শুধু হাফ হাতা শার্ট কিংবা গেঞ্জী পরে নামায আদায় করা মাকরূহে তানযিহী আর কাপড় না থাকলে মাকরূহও হবে না।” (ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ১ম অংশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা) মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত কিবলা মুফতী ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: “হাফ হাতা জামা, শার্ট ইত্যাদি কাজ কর্মের পোষাকের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। (সাধারণত কাজ কর্মের পোষাক পরে মানুষ সম্মানী ব্যক্তিবর্গের সামনে যেতে ইতস্ততঃ বোধ করে) এজন্য যাদের হাফ হাতা জামা পরে অপর লোকের সামনে যেতে মন সায় দেয় না, তাদের নামায মাকরূহে তানযীহী হবে আর যে সব লোক এমন পোষাক পরে সবার সামনে যেতে খারাপ মনে করে না, তাদের নামায মাকরূহ হবে না।) (ওয়াকারুল ফতোওয়া, ২য় খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

যোহরের শেষের দু’রাকাত নফলের ব্যাপারে কী বলবো!

যোহরের (ফরয নামাযের) পর চার রাকাত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে: “যে ব্যক্তি যোহরের (ফরযের) পূর্বের চার রাকাত এবং যোহরের পরের চার রাকাত (নামাযের) প্রতি যত্নবান হবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর (জাহান্নামের) আগুন হারাম করে দেবেন।” (সুনানে নাসাঈ, ২২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮১৭) আল্লামা সৈয়্যদ তাহতাবী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: “শুরু থেকে জাহান্নামে প্রবেশই করবেন না এবং তার গুনাহ সমূহ মোচন করে দেয়া হবে ও তার উপর (বান্দার হক নষ্ট করার) যা পাওনা রয়েছে **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতিপক্ষকে সন্তুষ্ট করে দিবেন। অথবা এর মর্মার্থ হলো; তাকে এমন কাজের সামর্থ্য দান করবেন যার কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আল্লামা শামী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: "তার জন্য সুসংবাদ হলো, তার শেষ পরিণাম সৌভাগ্যের সাথে (অর্থাৎ ঈমানের উপর) মৃত্যু হবে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" (শামী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৫২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ যেখানে আপনারা যোহরের নামায দশ রাকাত পড়েন, সেখানে শেষে দুই রাকাত নফল আদায় করে বারভী শরীফের সাথে সম্পর্ক রেখে ১২ রাকাত আদায় করুন। এতে আর কত সময় লাগবে? স্থায়িত্বের সাথে দুই রাকাত নফল পড়ার নিয়্যত করে নিন।

ইমামতের বর্ণনা

সুস্থ সবল ব্যক্তির ইমামের জন্য ছয়টি শর্ত

(১) বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন মুসলমান হওয়া, (২) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, (৩) বিবেকবান হওয়া, (৪) পুরুষ হওয়া, (৫) কিরাত বিশুদ্ধ হওয়া, (৬) মা'যুর না হওয়া (শরয়ী ভাবে অক্ষম না হওয়া)। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা)

ইমামের অনুসরণ করার ১৩টি শর্ত

(১) নিয়্যত করা (২) ইক্তিদা করা আর ইক্তিদার নিয়্যত তাহরীমার সাথে হওয়া অথবা তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে হওয়া তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, নিয়্যত ও তাহরীমার মাঝখানে অন্য কোন বাহ্যিক কাজ দ্বারা যেন ব্যবধান সৃষ্টি না হয়) (৩) ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে একই স্থানে হওয়া, (৪) ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের নামায এক হওয়া বা ইমামের নামায মুক্তাদীর নামাযকে তার যিম্মায় (অর্থাৎ ইমামতির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে) নেওয়া। (৫) ইমামের নামায মুক্তাদীর মাযহাবের আলোকে সহীহ হওয়া এবং (৬) ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে এটাকে শুদ্ধ মনে করা, (৭) শর্তানুযায়ী মহিলা সামনে না থাকা, (৮) মুক্তাদী ইমামের আগে না হওয়া,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

(৯) ইমামের রুকন পরিবর্তন সম্পর্কে মুক্তাদী অবগত থাকা, (১০) ইমাম মুকীম বা মুসাফির হওয়ার ব্যাপারে মুক্তাদী অবগত হওয়া, (১১) রুকন সমূহ আদায়ে শরীক থাকা, (১২) রুকন সমূহ আদায়কালে মুক্তাদী ইমামের মত পরিপূর্ণ আদায় করুক বা কম (১৩) এভাবে শর্তাবলীর ক্ষেত্রে ইমামের চেয়ে মুক্তাদীর বেশি না হওয়া। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৮৪ থেকে ২৮৫ পৃষ্ঠা)

ইকামাতের পর ইমাম সাহেব ঘোষণা করবেন

আপনারা নিজেদের পায়ের গোড়ালী, গর্দান এবং কাঁধকে আপনার পার্শ্ববর্তী ভাইয়ের পায়ের গোড়ালী, গর্দান এবং কাঁধের সাথে সোজা এক বরাবর করে কাতার সোজা করে নিন। দুই জনের মাঝখানে জায়গা খালি রাখা গুনাহ্। একজনের কাঁধ অপর জনের কাঁধকে স্পর্শ করে রাখাটা ওয়াজীব। কাতার সোজা রাখা ওয়াজীব এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সামনের কাতার কোণায় কোণায় পূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জেনে বুঝে পিছনের কাতারে নামায শুরু করে দেয়া মানে ওয়াজীব বর্জন করা, যা হারাম এবং গুনাহ্। ১৫ বছরের ছোট না-বালিগ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) বাচ্চাদেরকে কাতারে দাঁড় করাবেন না, তাদেরকে কাতারের এক কোণায়ও পাঠাবেন না। ছোট বাচ্চাদের কাতার সবার শেষে তৈরী করবেন। **(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ২১৯ থেকে ২২৫ পৃষ্ঠা)**

জামাআতের বর্ণনা

সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন বিবেকবান, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন ও সক্ষম ব্যক্তির উপর মসজিদের প্রথম জামাআত ওয়াজীব। বিনা কারণে একবার বর্জনকারী গুনাহগার ও শাস্তির উপযুক্ত হবে আর কয়েকবার বর্জনকারী ফাসিক, সাক্ষীর অনুপযুক্ত (অর্থাৎ তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়) আর তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। যদি প্রতিবেশী (ইসলামী ভাই) তার জামাআত বর্জনের ব্যাপারে নিরব থাকে তবে সেও গুনাহগার হবে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

কতিপয় সম্মানিত ফকীহগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی বলেন: "যে ব্যক্তি আযান শুনে ঘরে ইকামাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে গুনাহগার হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।" **(আল বাহরুর রাইক্ব, ১ম খন্ড, ৪৫১, ৬০৪ পৃষ্ঠা)**

জামাআত বর্জন করার ২০টি উপযুক্ত কারণ

(১) রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, (যার মসজিদে যেতে খুব বেশি কষ্ট হয়) (২) বিকলাঙ্গ হলে, (৩) যার পা কেটে গেছে, (৪) অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হলে, (৫) বার্ধক্যের কারণে মসজিদ পর্যন্ত যেতে অক্ষম হলে, (৬) অন্ধ হলে, যদিও তার জন্য হাত ধরে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়ার লোক থাকে (৭) খুব বেশি বৃষ্টিপাত হলে, (৮) চলাচলের রাস্তায় অতিরিক্ত কাদা হলে, (৯) তীব্র শীত পড়লে, (১০) খুব বেশি অন্ধকার হলে, (১১) প্রবল ঝড় তুফান হলে, (১২) সম্পদ বা খাদ্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, (১৩) পথে কর্জদাতা পাকড়াও করার আশঙ্কা হলে, যদি সে অভাবগ্রস্থ হয়। (১৪) অত্যাচারীর ভয় থাকলে, (১৫) পায়খানা, (১৬) প্রস্রাব বা (১৭) বায়ু নির্গত হওয়ার প্রবল বেগ হলে, (১৮) খাবার উপস্থিত আর অন্তরের আকর্ষণও সেদিকে থাকলে, (১৯) কাফেলা চলে যাওয়ার আশঙ্কা হলে, (২০) রোগীর সেবা শুশ্রুষায় নিয়োজিত ব্যক্তি, যে জামাআতের জন্য গেলে রোগীর কষ্ট হবে ও ভয় পাবে। এসবগুলোই জামাআত বর্জন করার উপযুক্ত কারণ।

(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠা)

ইমানহারা হয়ে মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা

ইফতার মাহফিল, দাওয়াত (ইছালে সাওয়াবের মাহফিল বা ওরস সমূহ) ও না'ত ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার কারণে মসজিদের ফরয নামায সমূহের প্রথম জামাআত বর্জন করার অনুমতি শরীয়াতে নেই।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

যেসব লোক ঘর বা হল রুমে বা বাংলোর কম্পাউন্ড ইত্যাদিতে তারাবীহ এর জামাআতের ব্যবস্থা করে অথচ পাশেই মসজিদ রয়েছে তবে তাদের উপর ওয়াজীব হচ্ছে যে, সর্বপ্রথম ফরয নামায জামাআতে ঊলা অর্থাৎ প্রথম জামাআতের সাথে আদায় করা। যে সব লোক শরীয়াত অনুমোদিত কোন কারণ ব্যতীত শারীরিকভাবে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ফরয নামায মসজিদের প্রথম জামাআতের সাথে আদায় করে না তাদের ভয় করা উচিত। কেননা, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যার এটা পছন্দ হয় যে, কাল কিয়ামাতের ময়দানে **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে মুসলমান অবস্থায় সাক্ষাত করবে, তবে সে যেন এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায (জামাআতের সাথে) সেখানে নিয়মিত আদায় করে, যেখানে আযান দেয়া হয়। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের **নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য সুনানে হুদা বৈধ করেছেন আর এই (জামাআত সহকারে) নামায আদায় করাও সুনানে হুদা। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।” (মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা) এ হাদীসে পাক থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জামাআতে ঊলা নিয়মিত আদায়কারীর মৃত্যু ঈমানের সাথে হবে আর যে ব্যক্তি শরয়ী অপরাগতা ব্যতীত মসজিদের প্রথম জামাআত বর্জন করে তার জন্য **আল্লাহ্**র পানাহ্! কুফরির উপর মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যারা শুধুমাত্র অলসতার কারণে পূর্ণ জামাআতে অংশগ্রহণ করে না তারা মনোযোগ দিন! আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: “বাহরুর রা-ইক” এর মধ্যে রয়েছে: কনিয়াহ এর মধ্যে রয়েছে, যদি আযান শুনার পর মসজিদে প্রবেশ করার জন্য ইকামাতের অপেক্ষা করতে থাকে তবে গুনাহগার হবে।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা। আল বাহরুর রাইক, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ৬০৪) ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের একই পৃষ্ঠায় এটাও রয়েছে: “যে ব্যক্তি আযান শুনে ঘরের মধ্যে ইকামাতের জন্য অপেক্ষা করে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না।” (আল বাহরুর রাইক, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৫১)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি ইকামাতের আগ পর্যন্ত মসজিদে আসে না অনেক ফুকাহায়ে কিরামগণের (ফিকহবিদ) رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی মতে সে গুনাহগার এবং সাক্ষ্যদানের অনুপযুক্ত। তাহলে যারা বিনা কারণে ঘরে জামাআতের ব্যবস্থা করে অথবা জামাআত ছাড়া নামায আদায় করে কিংবা **আল্লাহ্**র পানাহ্! নামাযই পড়ে না তাদের কি অবস্থা হবে!

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ! আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদের প্রথম জামাআতের সাথে প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সাথে সবসময় আদায় করার সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাই পাঁচো নামাযে পড়ু বা-জামাআত, হো তওফিক এইছি আতা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিতির নামাযের ৯টি মাদানী ফুল

(১) বিতরের নামায ওয়াজীব। (আল বাহরুর রাইক, ২য় খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা) (২) যদি এটা ছুটে যায় তবে এর কাযা আদায় করা আবশ্যক। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা) (৩) বিতরের নামাযের সময়সীমা ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। (তাহতাবীর পাদটিক সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ১৭৮ পৃষ্ঠা) (৪) যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠতে সক্ষম তার জন্য উত্তম হচ্ছে, রাতের শেষ ভাগে উঠে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা এরপর বিতরের নামায আদায় করা। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৪০৩ পৃষ্ঠা) (৫) বিতর নামায তিন রাকাত। (তাহতাবীর পাদটিক সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ৩৭৫ পৃষ্ঠা) (৬) এতে কা'দায়ে উলা ওয়াজীব। কাদায়ে উলা করার পর শুধু তাশাহহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। (৭) তৃতীয় রাকাতে কিরাতের পর কুনূতের তাকবীর বলা ওয়াজীব। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(৮) যেভাবে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়, সেভাবেই প্রথমে হাত কান পর্যন্ত উঠাবেন, অতঃপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবেন (তাহতাবীর পাদটিকা, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) (৯) তারপর হাত বেঁধে দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করবেন:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ط اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّيْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ط

__অনুবাদ:__ **হে আল্লাহ্!** আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই এবং তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার উপর ঈমান রাখি। আর তোমার উপর ভরসা রাখি এবং তোমার খুবই উত্তম প্রশংসা করি এবং তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনা এবং আলাদা রাখি ও প্রত্যাখ্যান করি ঐ ব্যক্তিকে, যে তোমার নির্দেশ অমান্য করে। **হে আল্লাহ্!** আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই জন্য নামায পড়ি, সিজদা করি এবং একমাত্র তোমার প্রতিই দৌড়ে আসি এবং খিদমতের জন্য হাজির হই এবং তোমার রহমতের আশাবাদী এবং তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি শুধু কাফিরদের জন্য রয়েছে।

(১০) দোয়ায়ে কুনুতের পর দরূদ শরীফ পড়া উত্তম। (গুনিয়াতুল মুসতামলা, ৪০২ পৃষ্ঠা)

(১১) যারা দোয়ায়ে কুনূত পড়তে পারে না, তারা এটা পড়বে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

__অনুবাদ:__ **হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক!** আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতের কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

অথবা এটা পড়ুন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ অর্থাৎ- হে **আল্লাহ্**! আমাকে ক্ষমা করে দাও। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) (১২) যদি দোয়ায়ে কুনূত পড়তে ভুলে যান ও রুকূতে চলে যান তবে পুনরায় ফিরে আসবে বরং সিজদায়ে সাহু করে নিবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা) (৯) বিতর নামায জামাআতের সাথে আদায় করার সময় (যেমন- রমজানুল মোবারকে পড়া হয়) যদি মুক্তাদীর কুনূত পড়া শেষ হয়নি এমতাবস্থায় ইমাম রুকূতে চলে গেলে মুক্তাদীও রুকূতে চলে যাবে।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা। তাবঈনুল হাকাইক, ১ম খন্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা)

সিজদায়ে সাহু এর বর্ণনা

(১) নামাযের ওয়াজীবগুলোর মধ্য থেকে যদি কোন একটি ওয়াজীব ভুলে বাদ পড়ে যায় অথবা নামাযের ফরয ও ওয়াজীব সমূহে ভুলক্রমে দেরী হয়ে যায় তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৫৫ পৃষ্ঠা) (২) যদি সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হওয়া সত্ত্বেও করলো না, তবে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজীব। (প্রাগুক্ত) (৩) ইচ্ছাকৃত ভাবে ওয়াজীব বর্জন করলো, তবে সিজদায়ে সাহু দিলে যথেষ্ট হবে না। পুনরায় নামায আদায় করে দেওয়া ওয়াজীব। (৪) এমন কোন ওয়াজীব বাদ পড়লো, যা নামাযের ওয়াজীবগুলোর অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং তা ওয়াজীব হওয়াটা অন্য কোন কারণেই হয়েছে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে না। যেমন তরতীব ছাড়া (ধারাবাহিকতাবিহীন) কোরআনে পাক পড়া মানে ওয়াজীব বর্জন করা, যা গুনাহ্ কিন্তু এটার সম্পর্ক নামাযের ওয়াজীবের সাথে নয়। সে কারণে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। (তবে অবশ্যই এটা থেকে তাওবা করতে হবে।) (প্রাগুক্ত) (৫) ফরয বাদ পড়লে নামায বিনষ্ট হয়ে যায়। সিজদায়ে সাহু দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হয় না। সুতরাং এ নামায পুনরায় পড়ে দিতে হবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

(৬) সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহ যেমন- ‘সানা’, ‘তাআউয’, ‘তাসমিয়াহ্’, ‘আমীন’, এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার তাকবীর সমূহ ও তাসবীহ সমূহ বর্জন করলেও সাহু সিজদা ওয়াজীব হবে না। নামায হয়ে যাবে। (ফতহুল কাদীর, ১ম খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা) তবে পুনরায় পড়ে দেয়া মুস্তাহাব। ভুলক্রমে বর্জন হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক। (৭) নামাযে যদি দশটি ওয়াজীবও বাদ পড়ে যায়, দু’টি সিজদায়ে সাহুই সবগুলোর জন্য যথেষ্ট। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৫৫ পৃষ্ঠা) (৮) তা’দীলে আরকান করতে (যেমন- রুকূর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো অথবা দু’সিজদার মাঝখানে একবার ‘سُبۡحٰنَ اللهِ’ বলার সময় পরিমাণ সোজা হয়ে বসতে) ভুলে গেলে সিজদায়ে সাহুও ওয়াজীব হবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা) (৯) কুনূত বা কুনূতের তাকবীর বলতে ভুলে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা) (১০) কিরাত ইত্যাদি বা অন্য কোন স্থানে চিন্তা করতে করতে তিনবার ‘سُبۡحٰنَ اللهِ’ বলার সময় পরিমাণ বিরতি হয়ে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৫৫ পৃষ্ঠা) (১১) সিজদায়ে সাহু এর পরে পুনরায় ‘আত্তাহিয়্যাত’ পড়া ওয়াজীব। ‘আত্তাহিয়্যাত’ পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিবেন। উত্তম হচ্ছে; উভয় কা’দা বা বৈঠকে (অর্থাৎ সিজদায়ে সাহু এর পূর্বে এবং পরে) দরূদ শরীফও পাঠ করা। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা) (১২) ইমামের ভুল হলো এবং সিজদায়ে সাহুও করলো, এ অবস্থায় মুক্তাদীর জন্যও সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা) (১৩) মুক্তাদীর নিজের ভুলের জন্য ইকতিদা অবস্থায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব নয়। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা) এবং নামায পুনরায় পড়ারও প্রয়োজন নেই।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

অধিকাংশ ইসলামী ভাই অজ্ঞতাবশতঃ নিজের নামাযকে নষ্ট করে দেয়। তাই এই মাসয়ালাটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللّٰہعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(১৪) মাসবূক (অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক বা একাধিক রাকাত অতিবাহিত হওয়ার পর জামাআতে অন্তর্ভূক্ত হয়) ইমামের সাথে সালাম ফিরানো উচিত নয়, যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ফিরায় তবে নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর ভুলবশতঃ ইমামের সাথে বিরতি ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে সালাম ফিরিয়ে নেয় তবে কোন ক্ষতি নেই। এরকম খুব কমই হয়ে থাকে। আর যদি ভুলবশতঃ ইমামের কিছুক্ষণ পরে সালাম ফিরিয়ে নেয়, তবুও দাঁড়িয়ে যাবে এবং নিজের নামায পূর্ণ করে সিজদায়ে সাহু করবে। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৫৯ পৃষ্ঠা) (১৫) মাসবূক ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহু করবে যদিও নামাযে শরীক হবার পূর্বেই ইমামের ভুল সম্পন্ন হয়ে থাকে, আর যদি ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহু না করে এবং নিজের অবশিষ্ট নামায আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে শেষে সিজদায়ে সাহু করবে। আর যদি ঐ মাসবূকের নিজের নামাযেও ভুল হয়ে যায় তবে শেষভাগের ঐ সাহু সিজদা ইমামের এবং নিজের ভিতরের ভুলের জন্য যথেষ্ট হবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা) (১৬) প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর কেউ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّد পর্যন্ত পড়ে ফেলল তবে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হয়ে যাবে। তবে তার কারণ এই নয় যে, সে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে বরং এর কারণ হচ্ছে, সে তৃতীয় রাকাতে দাঁড়াতে দেরী করেছে। সুতরাং যদি এতটুকু সময় পরিমাণ চুপ থাকে তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে।

কাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবূ হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ স্বপ্নে একবার **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করেন। তখন **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: “দরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর তুমি কেন সিজদা ওয়াজীব বলেছো?”

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

আরয করলেন: এই কারণে যে, সে দরূদ শরীফ ভুল করে (অর্থাৎ অলসতাবশতঃ) পাঠ করেছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর এ উত্তর পছন্দ করলেন। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৫৭ পৃষ্ঠা) (১৭) কোন কা'দা বা বৈঠকে 'তাশাহুদ" এর কিছু অংশ থেকে গেলে, সিজদায়ে সাহু ওয়াজীব হবে। নফল নামায হোক বা ফরয। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি

শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়াত' পাঠ করে বরং উত্তম হলো, দরূদ শরীফও পাঠ করে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা করা। অতঃপর পুনরায় তাশাহুদ, দরূদ শরীফ ও দোয়া পড়ে সালাম ফিরাবে।

(আলমগিরী সম্বলিত ফতোওয়ায়ে কাজী খান, ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)

সিজদায়ে সাহু করতে ভুলে গেলে তখন....

সিজদায়ে সাহু করার কথা ছিলো কিন্তু ভুলে তা না করে সালাম ফিরিয়ে নিলো, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদ থেকে বের না হবেন এ সময়ের মধ্যে করে নিতে পারবেন। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৫৬ পৃষ্ঠা) মাঠে হলে যতক্ষণ পর্যন্ত কাতার সমূহ অতিক্রম না করেন বা সামনের দিকে সিজদা এর স্থান অতিক্রম না করে থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদায়ে সাহু করতে পারবেন। তবে যদি যে সমস্ত বিষয় নামায ভঙ্গের কারণ সে সব কিছু (যেমন- কথাবার্তা বলা বা নামাযের পরিপন্থী অন্য কোন কাজ করা) সালামের পর পাওয়া যায় তবে এখন আর সিজদায়ে সাহু করলে হবে না। (নামায পুনরায় পড়তে হবে)।

(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৫৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

তিলাওয়াতের সিজদা ও শয়তানের দুর্ভাগ্য

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " মানুষ যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করে, তখন শয়তান পালিয়ে যায় এবং কান্না করে বলতে থাকে: হায়! আমার ধ্বংস! আদম সন্তানকে সিজদার আদেশ দেয়া হয়েছে, সে সিজদা করেছে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছিল, আমি অস্বীকার করেছি, যার ফলে আমার জন্য জাহান্নাম রয়েছে। (সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা)

উদ্দেশ্য পূরণ হবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

যে কোন উদ্দেশ্যে একই মজলিসে সিজদার সবগুলো (অর্থাৎ-১৪টি) আয়াত পড়ে সিজদা করলে **আল্লাহ্ তাআলা** তার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিবেন। চাই একটি একটি আয়াত পাঠ করার পর একটি একটি সিজদা করবে কিংবা সবগুলো পাঠ করে সবশেষে ১৪টি সিজদা করবে। (গুনিয়াহ, দুররে মুখতার ইত্যাদি)

তিলাওয়াতে সিজদার ৮টি মাদানী ফুল

(১) সিজদার আয়াত পড়া বা শুনার দ্বারা সিজদা ওয়াজীব হয়ে যায়। পড়ার ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এতটুকু আওয়াজে পড়া যেন কোন অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতা না থাকলে নিজে শুনতে পায়। শ্রবণকারীর জন্য এটি আবশ্যক নয় যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে শ্রবণ করুক বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে, উভয় অবস্থায় তার উপর সিজদা ওয়াজীব হয়ে যায়। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা) (২) যে কোন ভাষায় সিজদার আয়াতের অনুবাদ পাঠকারী এবং শ্রবণকারী উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজীব হয়ে যায়। শ্রবণকারী এটা বুঝতে পারুক বা না পারুক যে, আয়াতে সিজদার অনুবাদ পাঠ করা হয়েছে। অবশ্য এটা জরুরী যে, তার জানা না থাকলে জানিয়ে দেয়া যে, এটা সিজদার আয়াতের তরজুমা ছিলো। আর (সিজদার) আয়াত পড়া হলে এটা জরুরী নয় যে, শ্রবণকারীকে আয়াতে সিজদা সম্পর্কে অবগত করিয়ে দেয়া।

(আলমগিরী, খন্ড ১ম, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(৩) সিজদা ওয়াজীব হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ আয়াতটি পড়া আবশ্যক কিন্তু পরবর্তী ওলামাগণের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی মতে, যে শব্দটিতে সিজদার মূল অংশটি পাওয়া যায় তার সাথে পূর্বের বা পরের কোন শব্দ মিলিয়ে পাঠ করলে তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজীব হয়ে যাবে। তাই সাবধানতা হলো, উভয় অবস্থায় তিলাওয়াতে সিজদা করা। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ২২৩, ২৩৩ পৃষ্ঠা) (৪) সিজদার আয়াত নামাযের বাইরে পড়া হলে তৎক্ষণাৎ সিজদা দেওয়া ওয়াজীব নয়। অবশ্য অযু থাকলে দেরী করা মাকরূহে তানযীহী। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত তানবীরুল আবছার, ২য় খন্ড, ৫৮৩ পৃষ্ঠা) (৫) নামায রত অবস্থায় তিলাওয়াতে সিজদা তৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজীব। যদি দেরী করে অর্থাৎ তিন আয়াতের অতিরিক্ত পড়ে নেয় তবে গুনাহগার হবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযে থাকবে ঐ সময়ের মধ্যে মনে পড়লে কিংবা সালাম ফিরানোর পর নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ না করে থাকলে তবে তিলাওয়াতে সিজদা করে সিজদায়ে সাহু আদায় করবে। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

সাবধান! হুশিয়ার!

(৬) রমজানুল মোবারকে তারাবীহ বা শাবীনাহ (অর্থাৎ রাতে পুরো কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করার মাহফিল) এর মধ্যে অংশগ্রহণ করেননি, নিজে আলাদাভাবে নামাযে লিপ্ত আছেন এ অবস্থায় সিজদার আয়াত শুনে নিলে আপনার উপরও তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজীব হয়ে যাবে। কাফির বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাছ থেকে সিজদার আয়াত শ্রবণ করলে তবুও তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজীব হয়ে যাবে। বালিগ হওয়ার পর থেকে যতবারই সিজদার আয়াত শুনে আসছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন সিজদা করেননি, এ অবস্থায় মনের প্রবল ধারণানুযায়ী হিসাব করে অযু অবস্থায় সবগুলো তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করে নেয়া উচিত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

তিলাওয়াতে সিজদার পদ্ধতি

(৭) দাঁড়িয়ে اَللهُ اَكْبَرُ বলতে বলতে সিজদাতে চলে যাবেন এবং কমপক্ষে তিনবার سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡاَعۡلٰی বলবেন, অতঃপর اَللهُ اَكْبَرُ বলতে বলতে দাঁড়িয়ে যাবেন। প্রথম ও শেষে উভয়বার اَللهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নাত এবং দাঁড়ানো থেকে সিজদাতে যাওয়া ও সিজদা হতে দাঁড়ানো উভয়বার কিয়াম করা মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা) (৮) তিলাওয়াতে সিজদার জন্য اَللهُ اَكْبَرُ বলার সময় হাত উঠাতে হবে না। এতে তাশাহহুদও নাই সালামও নাই।

(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত তানবীরুল আবছার , ২য় খন্ড, ৫৮০ পৃষ্ঠা)

সিজদায়ে শোকর এর বর্ণনা

সন্তান ভূমিষ্ট হলে বা ধন-সম্পদ অর্জিত হলে কিংবা হারানো বস্তু ফিরে পাওয়া গেলে অথবা রোগী সুস্থতা লাভ করলে বা মুসাফির বাড়ী ফিরে আসলে, মোটকথা এ ধরণের সকল নেয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শুকরিয়া স্বরূপ সিজদা করা মুস্তাহাব। এর পদ্ধতি ওটাই যা তিলাওয়াতে সিজদার মধ্যে রয়েছে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা) এভাবে যখনই কোন সুসংবাদ বা নেয়ামত অর্জন হয় তখন সিজদায়ে শোকর করা সাওয়াবের কাজ। যেমন- মদীনা মুনাওয়ারার ভিসা পাওয়া গেলে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাতে সফল হলে অর্থাৎ যাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করলেন সে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলাতে সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে, কোন সুন্নী আমলদার আলিমের সাক্ষাৎ হয়ে গেলে, বরকতময় স্বপ্ন দেখলে, ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্র পরীক্ষাতে সফলকাম হলে, বিপদ দূর হয়ে গেলে বা কোন ইসলামের শত্রুর মৃত্যু হলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিজদায়ে শোকর করা মুস্তাহাব।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করা মারাত্মক গুনাহ্

(১) রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি কেউ জানত যে, আপন নামাযী ভাইয়ের সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করার মধ্যে কী রকম গুনাহ্ রয়েছে তাহলে সে এক কদম চলা থেকে একশত বছর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা উত্তম মনে করতো।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৪৬)

(২) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন; হযরত সায়্যিদুনা কাবুল আহবার رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: "নামাযীর সামনে চলাচলকারী যদি জানতো যে এর মধ্যে কি পরিমাণ গুনাহ্ রয়েছে তবে সে জমিনে ধসে যাওয়াকে অতিক্রম করা থেকে উত্তম মনে করতো। (মুআত্তায়ে ইমাম মালিক, ১ম খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭১) (নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী অবশ্যই গুনাহগার হবে এতে নামাযীর কোন গুনাহ্ হবে না বা নিজের নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।)

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা সম্পর্কে ১৫টি বিধান

(১) মাঠ ও বড় মসজিদে নামাযীর পা থেকে সিজদার স্থান পর্যন্ত জায়গা দিয়ে গমন করা না জায়িয। সিজদার স্থান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখলে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হয় সেটাই সিজদার স্থান, তার মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয নেই। (তাবঈনুল হাকাইক, ১ম খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা) সিজদার স্থানের দূরত্ব আনুমানিক পা হতে তিনগজ পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে। (কানূনে শরীয়াত, প্রথম অংশ, ১৩১ পৃষ্ঠা) অতএব মাঠে নামাযীর পা হতে তিনগজ দূর দিয়ে অতিক্রম করাতে কোন অসুবিধা নেই। (২) ঘর বা ছোট মসজিদে নামাযীর সামনে যদি কোন সুতরা (কোন আড়াল) না থাকে তবে পা থেকে কিবলার দিকের দেওয়াল পর্যন্ত জায়গা দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

(৩) নামাযীর সামনে যদি সুতরা অর্থাৎ কোন আড়াল থাকে তবে ঐ সুতরার বাহির দিয়ে অতিক্রম করলে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত) (৪) সুতরা কমপক্ষে এক হাত উঁচু (অর্থাৎ প্রায় আধা গজ সমপরিমাণ) এবং আঙ্গুল বরাবর মোটা হওয়া আবশ্যক। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাক্বিউল ফালাহ, ৩৬৫ পৃষ্ঠা) (৫) ইমামের সুতরা মুক্তাদীর জন্যও যথেষ্ট। অর্থাৎ ইমামের সামনে সুতরা থাকলে যদি কোন মুক্তাদীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করে তবে সে গুনাহগার হবে না। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৮৪ পৃষ্ঠা) (৬) গাছ, মানুষ এবং প্রাণী ইত্যাদিও সুতরা হতে পারে। (আলমগিরী, খন্ড ১ম, ১০৪ পৃষ্ঠা) (৭) মানুষকে এমন অবস্থায় সুতরা বানানো যাবে যখন তার পিঠ নামাযীর দিকে হয়। (তাহতাবীর পাদটিকা, ৩৬৫ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা) কেউ নামায আদায়কারীর মুখোমুখী হলে নামাযীর জন্য মাকরূহ হবে না, যে মুখ করেছে তার জন্যই মাকরূহ হবে। সুতরাং ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পর পিছনে ফিরে দেখার ক্ষেত্রে সকলের সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কেননা তার সরাসরি পিছনে যদি কেউ অবশিষ্ট নামায আদায় করতে থাকে আর এ অবস্থায় সে যদি তার দিকে মুখ করে বসে তবে সে গুনাহগার হবেন। (৮) এক ব্যক্তি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে আড়াল করে তার চলার নির্দিষ্ট গতি অনুযায়ী তার সাথে সাথেই পথ অতিক্রম করে চলে যায় তবে প্রথম ব্যক্তি গুনাহগার হলো এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য এই প্রথম ব্যক্তিই সুতরা হয়ে গেলো। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা) (৯) জামাআত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম কাতারে স্থান থাকা সত্ত্বেও কেউ পিছনে নামায আরম্ভ করে দিলো তবে নতুন আগমনকারী তার গর্দানের উপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে পারবে কেননা সে নিজেই নিজের সম্মান নষ্ট করেছে। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা) (১০) যদি কেউ এমন উঁচু স্থানের উপর নামায আদায় করছে যে, তার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর অঙ্গ নামাযীর সামনে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, তাহলে অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(১১) যদি দু'ব্যক্তি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায় তবে তার পদ্ধতি হচ্ছে তাদের মধ্যে একজন নামাযীর সামনে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এবার তাকে আড়াল করে দ্বিতীয় ব্যক্তি অতিক্রম করে চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে প্রথম ব্যক্তির পিঠের পিছনে নামাযীর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে যাবে। এবার প্রথমজন চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তিও যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে সরে যাবে। (প্রাগুক্ত) (১২) কেউ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে নামাযীর জন্য এটা অনুমতি রয়েছে যে, সে তাকে বাঁধা দিতে পারবে। চাই 'سُبْحٰنَ الله' বলে কিংবা উচ্চ আওয়াজে কিরাত পাঠ করে বা হাত অথবা মাথা কিংবা চোখ দ্বারা ইশারার মাধ্যমে। এর অতিরিক্ত করার অনুমতি নেই। যেমন অতিক্রমকারীর কাপড় ধরে টান দেয়া বা তাকে হাত দ্বারা মারা বরং যদি আমলে কসীর হয়ে যায় তবে নামাযই ভঙ্গ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা। তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) (১৩) তাসবীহ ও ইঙ্গিত প্রদান উভয়টি বিনা প্রয়োজনে একত্রিত করা মাকরূহ। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা) (১৪) ইসলামী বোনদের সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে তিনি তাসফীক এর মাধ্যমে বাঁধা দিতে পারবেন। (তাসফীক হলো, ডান হাতের আঙ্গুলসমূহ বাম হাতের পিঠের উপর মারা। যদি পুরুষ তাসফীক করে এবং মহিলা তাসবীহ বলে নামায ভঙ্গ হবে না কিন্তু এটা সুন্নাতের পরিপন্থী। (প্রাগুক্ত) (১৫) তাওয়াফকারীর জন্য তাওয়াফ করার সময় নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয।

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৮২ পৃষ্ঠা)

পরিতুষ্ট হয়ে খাবার খেলে, কুষ্ঠ রোগ সৃষ্টি হয়।
(কুতুল কুলুব, ২য় খন্ড, ৫৮৯ পৃষ্ঠা)

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাকী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৬ জুমাদাল আখির ১৪৩২ হিজরী

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

সাহিবে মাযারের ইনফিরাদী কৌশিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে বুযুর্গানে কিরামদের অনেক সম্মান করা হয়, বরং বাস্তব সত্য এটাই যে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহক্রমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**, ফয়যানে আউলিয়া তথা আউলিয়া কিরামদের ফয়যের বদৌলতেই চলছে। যেমন এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনানুযায়ী এক সাহিবে মাযার رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কিভাবে মাদানী কাফেলার জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করেছেন তারই ঈমান তাজাকারী একটি ঘটনা তিনি তার নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপন করছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রসূলের একটি মাদানী কাফেলা চকওয়াল (পাঞ্জাব পাকিস্তান) এর মুযাফ্ফারাবাদ এবং তার আশে পাশের গ্রামসমূহে সুন্নাতের বাহার ছড়াতে ছড়াতে "আনওয়ার শরীফ" নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে হাতোহাত চার ইসলামী ভাই তিনদিনের জন্য মাদানী কাফেলাতে সফর করার জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে শরীক হয়ে গেলেন। এ চারজনের মধ্যে "আনওয়ার শরীফের "সাহিবে মাযার" বুযুর্গ এর বংশধরের একছেলেও তাতে সম্পৃক্ত ছিলেন। মাদানী কাফেলা জাঁকজমকের সাথে নেকীর দাওয়াত দিতে দিতে "ঘড়ি দো পাট্টা" (এক এলাকা) পৌঁছলেন। যখন "আনওয়ার শরীফবাসীদের তিনদিন পূর্ণ হলো তখন সাহিবে মাযারের رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বংশধর ছেলেটি বললেন: "আমি তো ভাই বাড়ী ফিরে যাবো না। কেননা আজ রাতে আমি আপন "হযরত" কে স্বপ্নে দেখলাম। উনি বলছিলেন: "বৎস! ঘরে ফিরে যেওনা, মাদানী কাফেলার ইসলামী ভাইদের সাথে আরো সফর করতে থাকো। সাহিবে মাযার رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর ইনফিরাদী কৌশিশ এর এ ঘটনা শুনে মাদানী কাফেলাতে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল; সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনাতে মদীনার ১২ চাঁদের চমক লেগে গেলো এবং আনওয়ার শরীফ থেকে আগত চার ইসলামী ভাই পুনরায় হাতোহাত মাদানী কাফেলাতে আরো সফর শুরু করে দিলেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

আউলিয়ায়ে কিরাম উনকা ফয়যানে আম, লৌটনে সব চলে কাফিলে মে চলো।
আউলিয়া কা করম তুম পে হো লা-জারাম, মিলকে সব চল পড়ে কাফিলে মে চলো।

মা চৌকি থেকে উঠে দাঁড়ালেন

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারংশ; আমার আম্মাজান কঠিন রোগের কারণে চৌকি থেকে উঠতে অক্ষম ছিলেন এবং ডাক্তাররা শেষ জাওয়াব দিয়ে দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একবার আমি শুনে ছিলাম যে, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলা সমূহে আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করলে দোয়া কবুল হয় এবং বিভিন্ন রোগ হতে আরোগ্য লাভ হয়। তাই আমিও অসুস্থ মায়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে মন স্থির করলাম এবং নিয়্যত করলাম যে, মাদানী কাফেলায় সফর করে মায়ের জন্য দোয়া করব। এ উদ্দেশ্য নিয়ে সুন্নাত সমূহের নূর বর্ষনকারী **দা’ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার ভিতরে স্থাপিত “মাদানী তরবিয়্যাহ গাহ এর মধ্যে উপস্থিত হয়ে তিনদিনের জন্য মাদানী কাফেলাতে সফর করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ইসলামী ভাইয়েরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাকে হাতোহাত তাদের কাফেলাতে গ্রহণ করে নিলেন। আশিকানে রাসূলের অর্থাৎ আমাদের মাদানী কাফেলার সফর শুরু হয়ে গেলো। আমরা বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের সাহরায়ে মদীনার নিকটস্থ এক গ্রামে পৌঁছে গেলাম। সফরের মধ্যে আশিকানে রাসূলের খিদমতে দোয়ার জন্য অনুরোধ করে আমি আমার আম্মাজানের মর্মান্তিক অবস্থার কথা বর্ণনা করলাম। তারা আমার আম্মাজানের জন্য পূর্ণ ইখলাছের সাথে দোয়া করলেন। এরপর আমাকে মায়ের আরোগ্যের ব্যাপারে যথেষ্ট আশ্বস্ত করলেন। তাদের এ রকম আন্তরিকতা দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমীরে কাফেলা (কাফেলার প্রধান) খুবই নম্রতার সাথে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে আরো ৩০ দিনের মাদানী কাফেলাতে সফর করার জন্য উৎসাহ যোগালেন, আমিও নিয়্যত করে নিলাম।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

কাফেলার সমষ্টিগত দোয়া ছাড়া আমি নিজে নিজেও আম্মাজানের সুস্থতার জন্য বিনয় সহকারে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে দোয়া করতে লাগলাম। তিনদিনের এ মাদানী কাফেলার তৃতীয় রাতে আমার এক উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট বুযুর্গের যিয়ারত লাভ হলো। তিনি বললেন: “বৎস! আম্মাজানের জন্য চিন্তা করো না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।” তিনদিনের মাদানী কাফেলা থেকে বিদায় নিয়ে আমি ঘরে চলে গেলাম। ঘরে পৌঁছে দরজাতে আঘাত করলাম, দরজা খুললে আমি আম্মাজানকে দরজার পাশে দাঁড়ানো দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সেখানে নির্বাক হয়ে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কেননা, আমার ঐ অসুস্থ আম্মাজান যিনি চৌকি থেকে উঠতেই পারছিলেন না, তিনি **আল্লাহ্ তাআলা**র মেহেরবানীতে আপন পায়ে হেঁটে এসে দরজা খুলে দিলেন! আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে মায়ের পায়ে চুমু খেতে লাগলাম এবং তাকে মাদানী কাফেলাতে দেখা স্বপ্নের কথা শুনালাম। এরপর আম্মাজান থেকে অনুমতি নিয়ে আরো ৩০ দিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য রাওয়ানা হলে গেলাম।

মা জো বীমার হো কর্জ কা বা-র হো,
গম মত্ করে কাফেলে মে চলো।
রবকে দরপর ঝুঁকে ইলতিজায়ে করে,
বাবে রহমত খুলে কাফেলে মে চলো।
দিল কি কালিক ধুলে মরজে ইছইয়া টলে,
আ-ও সব চল পড়ে কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه

মুসাফিরের নামায (হানাফী)

এই রিসালায় রয়েছে.....

ওমরার ভিসায় গিয়ে হজ্বের জন্য থেকে যাওয়া কেমন?

মুসাফির হওয়ার জন্য শর্ত

মালিক ও চাকরের এক সাথে সফর

চলন্ত গাড়িতে নফল নামায আদায়ের চরটি মাদানী ফুল

মাসাফিরের জন্য কি সুন্নাত সমূহ রহিত?

আরব দেশ সমূহে ভিসা নিয়ে অবস্থানকারীদের মাসয়ালা

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

মুসাফিরের নামায(হানাফী)

অনুগ্রহ করে এই রিসালাটি পুরোটাই পড়ে নিন, اِنْ شَآءَاللّٰہعَزَّوَجَلَّ এর উপকারিতা নিজেই দেখতে পাবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসলাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করেন যাদের হাতে রূপার কাগজ এবং স্বর্ণের কলম থাকে, তারা বৃহস্পতিবার দিন ও জুমার রাতে কে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদে পাক পাঠ করে তাদের নাম লিখেন। (কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৭৪)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

আল্লাহ্ তাআলা সূরা নিসার ১০১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖۗ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَكُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِیْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۱۰۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যখন তোমরা যমীনে সফর করো তখন তোমাদের এতে গুনাহ নেই যে, কোন কোন নামায 'কসর' করে পড়বে; যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। নিশ্চয় কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(পারা-৫, সূরা- নিসা, আয়াত- ১০১)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: কাফিরদের ভয় কসরের জন্য শর্ত নয়, হযরত সায়্যিদুনা ইয়ালা ইবনে উমাইয়া হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর নিকট আরয করলেন: "আমরাতো নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছি, তারপরেও কেন আমরা কসর করবো?" বললেন: "এতে আমারও আশ্চর্যবোধ হয়েছিল তখন আমি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলাম। **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমাদের জন্য এটা (কসর করা) **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে সদকা স্বরূপ, তোমরা তাঁর সদকা কবুল করে নাও।" (সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡہَا বর্ণনা করেন, নামায দুই রাকাত ফরয করা হয়েছিল অতঃপর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন মদীনায় হিযরত করলেন তখন চার রাকাত ফরয করা হয়েছে এবং সফরের নামায আগের ফরযের উপরই বহাল রাখা হলো।

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৫৬০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সফরের নামায দুই রাকাত নির্ধারণ করেছেন এবং এটা পরিপূর্ণ, স্বল্প নয়। অর্থাৎ যদিও বাহ্যিকভাবে দুই রাকাত কম হয়ে গেলো কিন্তু সাওয়াবের ক্ষেত্রে দুই রাকাত চার রাকাতের সমান।

(সুনানে ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১৯৪)

শরীয়াতের দৃষ্টিতে সফরের দূরত্ব

যে ব্যক্তি সাড়ে ৫৭ মাইল (প্রায় ৯২ কিলোমিটার) দূরত্বে যাওয়ার ইচ্ছায় আপন স্থায়ী বাসস্থান যেমন শহর বা গ্রাম থেকে রাওয়ানা হয়ে পড়ে, তাকে শরীয়াতের দৃষ্টিতে মুসাফির বলা হয়।

(সার সংক্ষেপ-ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)

মুসাফির কখন হবে?

শুধু সফরের নিয়্যত করলেই মুসাফির হবে না। বরং মুসাফিরের হুকুম তখন থেকেই প্রযোজ্য হবে, যখন আপন বাসস্থানের জনবসতি এলাকা থেকে বের হয়ে পড়বে। শহরে থাকলে শহরের জনবসতি এলাকা আর গ্রামে থাকলে গ্রামের জনবসতি এলাকা অতিক্রম করতে হবে। শহরবাসীদের জন্য এটাও আবশ্যক যে, শহরের আশে পাশের যেসব বসতি এলাকা শহরের সাথে সংযুক্ত তাও অতিক্রম করতে হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা)

জনবসতি এলাকা শেষ হওয়ার মর্মার্থ

জনবসতি এলাকা অতিক্রম করার মর্মার্থ হলো, যেদিকে যাচ্ছে সেদিকের জনবসতি এলাকা শেষ হয়ে যাওয়া, যদিও এর সোজাসুজি অপরাপর প্রান্তের জনবসতি এলাকা শেষ না হয়। (গুনিয়াতুল মুস্তামলা, ৫৩৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

শহরতলীর এলাকা

শহরতলী সংলগ্ন যে গ্রামগুলো আছে, শহরবাসীদের জন্য ঐ গ্রামগুলো অতিক্রম করে যাওয়া আবশ্যক নয়। অনুরূপ শহর সংলগ্ন বাগান থাকলে যদিও বাগানে এর পরিচর্যাকারী এবং রক্ষণাবেক্ষণ কারীরা বসবাস করে থাকে, তা সত্ত্বেও শহরবাসীদের জন্য উক্ত বাগান অতিক্রম করে যাওয়া আবশ্যক নয়। (রদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা)

শহরতলীর বাহিরে যে স্থান শহরের কাজে ব্যবহৃত হয় যেমন কবরস্থান, ঘোড়াদৌড়ের মাঠ, আবর্জনা ফেলার স্থান, যদি তা শহর সংলগ্ন হয় তাহলে তা অতিক্রম করে যাওয়া আবশ্যক। আর যদি তা শহর ও শহরতলী থেকে দূরে অবস্থিত হয়, তবে তা অতিক্রম করে যাওয়া আবশ্যক নয়। (প্রাগুক্ত, ৬০০ পৃষ্ঠা)

মুসাফির হওয়ার জন্য শর্ত

সফরের জন্য এটাও আবশ্যক, যে স্থান হতে যাত্রা শুরু করলো সেখান থেকে তিনদিনের রাস্তা (অর্থাৎ-প্রায় ৯২ কিলোমিটার) সফরের উদ্দেশ্য থাকতে হবে। আর যদি দুই দিনের রাস্তা (৯২ কিলোমিটার হতে কম) সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়, অতঃপর সেখানে পৌঁছে অন্য স্থানের উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হয়ে পড়ে, তাও তিন দিনের রাস্তা (তথা ৯২ কিলোমিটার এর) চেয়ে কম। এভাবে সারা দুনিয়া ভ্রমণ করে আসলেও সে মুসাফির হবে না। (গুনিয়া, দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)

এটাও শর্ত যে, একাধারে তিনদিনের রাস্তা সফরের উদ্দেশ্যে বের হতে হবে। যদি এভাবে ইচ্ছা করে যেমন দুই দিনের রাস্তায় পৌঁছে কিছু কাজ করব, তা শেষ করেই পুনরায় একদিনের রাস্তা সফর করব। এটা একাধারে তিনদিনের রাস্তা সফরের উদ্দেশ্য না হওয়ায় সে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

বাসস্থানের প্রকারভেদ

বাসস্থান দুই প্রকার (১) স্থায়ী বাসস্থান: অর্থাৎ ঐ স্থান যেখানে সে জন্মগ্রহণ করেছে বা তার পরিবারের লোকজন সেখানে বাস করে কিংবা সেখানে তারা স্থায়ী হয়ে গেলো এবং সেখান থেকে স্থানান্তর করার ইচ্ছা পোষণ না করে। (২) অবস্থানগত বাসস্থান: অর্থাৎ ঐ স্থান যেখানে মুসাফির পনের কিংবা তার চেয়ে বেশি দিন অবস্থানের ইচ্ছা পোষণ করে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

অবস্থানগত বাসস্থান বাতিল হয়ে যাওয়ার ধরণ

এক অবস্থানগত বাসস্থান অপর অবস্থানগত বাসস্থানকে বাতিল করে দেয় অর্থাৎ কোন এক স্থানে ১৫ দিন থাকার উদ্দেশ্যে অবস্থান করলো অতঃপর অপর জায়গায় সে ততদিন থাকার উদ্দেশ্যে অবস্থান করলো। তাহলে প্রথম স্থানটি আর বাসস্থান রইলো না। উভয়ের মাঝখানে সফরের দূরত্ব থাকুক বা না থাকুক। অনুরূপভাবে অবস্থানগত বাসস্থান, স্থায়ী বাসস্থানও সফর দ্বারাও বাতিল হয়ে যায়। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

সফরের দু’টি রাস্তা

কোন জায়গায় যাওয়ার দু’টি রাস্তা আছে, তন্মধ্যে একটি রাস্তা সফরের দূরত্বের সমপরিমাণ অপরটি তা থেকে কম। এমতাবস্থায় সে যে রাস্তা দিয়ে যাবে তাই ধরা হবে। নিকটবর্তী রাস্তা দিয়ে গেলে মুসাফির হবে না আর দূরবর্তী রাস্তা দিয়ে গেলে মুসাফির হবে। যদিও রাস্তা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তার কোন সঠিক, উদ্দেশ্য থাকে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

মুসাফির কতক্ষণ পর্যন্ত মুসাফির থাকবে?

মুসাফির ততক্ষণ পর্যন্ত মুসাফির থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে আপন এলাকায় পৌঁছে না যায় কিংবা সফরকৃত স্থানে পূর্ণ পনের দিন অবস্থানের নিয়্যত না করে। আর এটা তখন প্রযোজ্য হবে যখন সে পূর্ণ তিন দিনের রাস্তা (অর্থাৎ- প্রায় ৯২ কিলোমিটার) অতিক্রম করে থাকে। আর তিন মানযিল তথা ৯২ কিলোমিটার পৌঁছার পূর্বেই যদি সে ফিরে আসার ইচ্ছা করে, তাহলে সে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে না যদিও সে জঙ্গলে থাকুক না কেন।

(দুররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

অবৈধ উদ্দেশ্যে সফর করলে তখন?

জায়িয কাজের জন্য সফর করে থাকুক কিংবা নাজায়িয কাজের জন্য। সর্বাবস্থায় মুসাফিরের আহকাম তার উপর প্রযোজ্য হবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

মালিক ও চাকরের এক সাথে সফর

মাসিক বা বাৎসরিক (বেতনে) নিয়োজিত চাকর যদি তার মালিকের সাথে সফর করে, তবে সে মালিকের অনুসরণ করবে। পিতার অনুগত সন্তান পিতার অনুসরণ করবে এবং যে ছাত্র তার উস্তাদের কাছ থেকে খাবার পায় সে ওস্তাদের অনুসরণ করবে। অর্থাৎ- যে নিয়্যত মাতবু তথা অনুসরণীয় ব্যক্তি করবে, সে নিয়্যতই তার তথা অনুসারী ব্যক্তির নিয়্যত হিসাবে গন্য হবে। আর অনুসারী ব্যক্তির কর্তব্য হবে, অনুসরণীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে তার নিয়্যত সম্পর্কে অবগত হওয়া, সে যাই বলবে সে অনুযায়ী তাকে আমল করতে হবে। আর যদি সে কোন উত্তর না দেয়, তাহলে (অনুসরণীয় ব্যক্তি) মুকিম না মুসাফির। সে যদি মুকীম হয়, তবে নিজেকে মুকীম মনে করবে, আর মুসাফির হলে নিজেকে মুসাফির মনে করবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

আর এটাও জানা না গেলে তবে তিনদিনের রাস্তা (অর্থাৎ- প্রায় ৯২ কিলোমিটার) সফর করার পর কসর করবে এর পূর্বে পরিপূর্ণ নামায আদায় করবে। আর যদি জিজ্ঞাসা করে অনুসরণীয় ব্যক্তির নিয়্যত সম্পর্কে অবগত না হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করার পর উত্তর না পাওয়া অবস্থায় যে হুকুম সে হুকুমই হবে।

(রদ্দুল মুহতার হতে সংগৃহিত, ২য় খন্ড, ৬১৬, ৬১৭ পৃষ্ঠা)

কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে চলে যাবো!

মুসাফির কোন কাজের জন্য বা কোন বন্ধু বান্ধবের অপেক্ষায় দু’চার দিন কিংবা তের চৌদ্দ দিনের নিয়্যতে কোন স্থানে অবস্থান করলো অথবা এটা ইচ্ছা করলো যে, কাজ হয়ে গেলে চলে যাবো, উভয় অবস্থায় যদি আজ চলে যাবো, কাল চলে যাব করতে করতে বছরের পর বছর উক্ত স্থানে কাটিয়ে ফেলে তবুও মুসাফির থাকবে এবং কসর নামায আদায় করবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের সফরের মাসয়ালা

মহিলাদের মুহরিম লোক ব্যতীত তিনদিনের (প্রায় ৯২ কিলোমিটার) বা এর চেয়ে বেশি পথ সফর করা জায়িয নেই বরং একদিনের রাস্তাও। অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বালক বা অর্ধ পাগল লোকের সাথেও মহিলারা সফর করতে পারবে না। মহিলাদের সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্ক মুহরিম অথবা স্বামী থাকা আবশ্যক। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা) মুহরিম যদি নির্ভরযোগ্য মুরাহিক (অর্থাৎ-বালেগ হওয়ার কাছাকাছি ছেলে) হয়, তাহলে মহিলারা তার সাথেও সফর করতে পারবে। মুরাহিক প্রাপ্ত বয়স্কের হুকুমের মধ্যে রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা) মুহরিম চরম ফাসিক, নির্লজ্জ ও অবিশ্বস্থ না হওয়া আবশ্যক। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৮৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

মহিলাদের শশুর বাড়ী ও বাপের বাড়ী

বিবাহের পর যদি মহিলা শশুর বাড়ী চলে যায় এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে, তাহলে তার বাপের বাড়ী তার জন্য আর স্থায়ী নিবাস থাকবে না। অর্থাৎ শশুর বাড়ী যদি তিন মনযিল তথা ৯২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হয়, সেখান থেকে সে বাপের বাড়ী বেড়াতে আসে এবং সেখানে পনের দিন থাকার নিয়্যত না করে, তাহলে সে নামায কসর করে আদায় করবে। আর যদি বাপের বাড়ী সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ না করে বরং অস্থায়ীভাবে শশুর বাড়ী যায়, তাহলে বাপের বাড়ী আসার সাথে সাথেই তার সফর শেষ হয়ে যাবে এবং তাকে পরিপূর্ণ নামাযই আদায় করতে হবে। **(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৮৪ পৃষ্ঠা)**

আরব দেশ সমূহে ভিসা নিয়ে অবস্থানকারীদের মাসয়ালা

আজকাল চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কিছু লোক পরিবার পরিজন নিয়ে নিজ দেশ হতে অন্য দেশে গিয়ে সেখানে বসবাস করছে। তাদের নিকট নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বসবাসের ভিসা থাকে। যেমন আরব রাষ্ট্র সমূহে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত অবস্থানের ভিসা দেয়া হয়। এ ভিসা সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং প্রতি তিন বছর পরপর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে নবায়ন করতে হয়। যেহেতু ভিসা নির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য দেয়া হয়, তাই সে পরিবার-পরিজন সহ সেখানে বাস করলেও স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করার নিয়্যত করা তার জন্য অর্থহীন। এভাবে কেউ ভিসা নিয়ে একশ বছর পর্যন্ত আরব রাষ্ট্র সমূহে বসবাস করলেও তা কখনও তার জন্য স্থায়ী নিবাস হবে না। সে যখনই সফর থেকে ফিরে আসবে এবং সেখানে অবস্থান করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তাকে ইকামতের নিয়্যত করতে হবে। যেমন কেউ ভিসা নিয়ে দুবাই থাকে। সে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রাসূল সাথে দুবাই হতে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আমিরাতের রাজধানী আবুধাবীতে সুন্নাতে ভরা সফর করলো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

এখন সে আবুধাবী হতে দুবাই ফিরে এসে সেখানে পুনরায় অবস্থান করতে চাইলে, তাকে পুনরায় পনের কিংবা তারও বেশি দিন অবস্থান করার নিয়্যত করতে হবে অন্যথায় তার উপর মুসাফিরের হুকুম প্রয়োগ হবে। তবে হ্যাঁ, তার বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা যদি বুঝা যায় যে সে পনের কিংবা তারও বেশি দিন দুবাইতেই অবস্থান করবে, তাহলে নিয়্যত ছাড়াই সে মুকীম হয়ে যাবে। আর যদি তার ব্যবসা বাণিজ্য এরূপ হয় যে, সে পূর্ণ পনের দিন-রাত দুবাইতে থাকতে পারে না, প্রায় সময়ই তাকে শরয়ী সফর করতে হয়। এভাবে যদি সে সারা বছরই দুবাইতে তার পরিবার পরিজনের নিকট আসা যাওয়া করতে থাকে, সে মুসাফিরই থাকবে মুকীম হবে না, তাই তাকে নামায কসর করে আদায় করতে হবে। নিজ শহরের বাইরে দূরদূরান্তে মাল সাপ্লাইকারী, বিভিন্ন শহর ও দেশে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণকারী এবং ড্রাইবার সাহেবগণ এসব মাসয়ালা স্মরণ রাখবেন।

মদীনা শরীফ যিয়ারতকারীদের জন্য জরুরী মাসয়ালা

কেউ মক্কা শরীফে ইকামত তথা অবস্থানের নিয়্যত করলো, কিন্তু তার অবস্থার প্রেক্ষিতে বুঝা গেলো যে, সে পনের দিন সেখানে অবস্থান করবে না, তাহলে তার নিয়্যত শুদ্ধ হবে না। যেমন- কেউ হজ্ব করতে গেলো এবং যিলহজ্জ মাস শুরু হওয়া সত্ত্বেও সে ১৫ দিন মক্কা শরীফ থাকার নিয়্যত করলো, তার এ নিয়্যত নিষ্ফল হবে। কেননা সে যখন হজ্জের ইচ্ছা করলো, তখন পনের দিন মক্কা শরীফে থাকার সময় পাবে না। ৮ই যিলহজ্ব মীনা শরীফ এবং ৯ তারিখ আরাফা শরীফে তাকে অবশ্যই যেতে হবে, তাই একাধারে পনের দিন পর্যন্ত মক্কা শরীফে সে কিভাবে থাকতে পারে? তবে হ্যাঁ! মীনা শরীফ হতে ফিরে এসে যদি বাস্তবেই মক্কা শরীফে পনের কিংবা তারও বেশি দিন থাকার নিয়্যত করে, তবে তার নিয়্যত শুদ্ধ হবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭২৯ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, সে পনের দিনের মধ্যেই মদীনা শরীফে বা নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হয়ে পড়বে, তাহলে মীনা থেকে ফিরে আসার পরও সে মুসাফির থেকে যাবে।

ওমরার ভিসায় গিয়ে হজ্বের জন্য থেকে যাওয়া কেমন?

ওমরার ভিসায় গিয়ে অবৈধভাবে হজ্বের জন্য থেকে যাওয়া বা দুনিয়ার যে কোন দেশে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবৈধভাবে থাকার যার নিয়্যত থাকবে তার ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যেই শহর বা গ্রামের মুকিম হবে সেখানে যতদিন থাকবে তার জন্য মুকিমের হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদিও বছরের পর বছর পড়ে থাকুক মুকিম থাকবে। অবশ্য একবারই ৯২ কিলোমিটার বা তার চেয়ে বেশি দূরত্বে সফরের ইচ্ছায় ঐ শহর থেকে বের হয়, তবে নিজ বাসস্থান থেকে বের হতেই মুসাফির হয়ে যাবে। এখন তার স্থায়ী ভাবে অবস্থানের নিয়্যত করাটা অনর্থক। উদাহরণ স্বরূপ- কোন ব্যক্তি পাকিস্তান থেকে ওমরা ভিসায় মক্কা শরীফ গেলো, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মক্কা শরীফের মুকিম থাকবে। তখন তার উপর মুকিমের হুকুম প্রয়োগ হবে। এখন যদি উদাহরণ স্বরূপ- সেখানে থেকে জেদ্দা শরীফ বা মদীনা শরীফ চলে আসলো, তখন সে অবৈধ ভাবে পড়ে থাকলেও মুসাফির। এমনকি যদি সে দ্বিতীয়বার মক্কা শরীফে চলে আসে তার পরও মুসাফির থাকবে। তাকে নামায কসর আদায় করতে হবে। হ্যাঁ! যদি দ্বিতীয়বার ভিসা পাওয়া যায় তখন মুকিম হওয়ার নিয়্যত করা যেতে পারে। স্মরণ রাখবেন! যেই আইনের বিরোধীতা করার দ্বারা অপমান, ঘুষ এবং মিথ্যা ইত্যাদি বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই আইনের বিরোধীতা করা জায়েয নেই। অতঃপর আমার আক্কা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: মুবাহ অর্থাৎ জায়েয পদ্ধতির মধ্যে কিছু পদ্ধতি আইনানুগভাবে অপরাধ।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এই ধরণের আইনের বিরোধীতা করা নিজ ব্যক্তিত্ব্যকে কষ্ট ও অপমানের জন্য পেশ করার মতো। আর তা নাজায়িয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৭তম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা) এইজন্য ভিসা ছাড়া দুনিয়ার কোন দেশে থাকা বা হজ্বের জন্য অবস্থান করা জায়েয নেই। অবৈধভাবে হজ্বের জন্য থাকার মধ্যে সফলতা অর্জন করাকে **আল্লাহ্**র পানাহ! **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া বলাটা মারাত্মক নির্লজ্জতা।

কসর করা ওয়াজীব

মুসাফিরের জন্য কসর করে নামায আদায় করা ওয়াজীব অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযকে দুই রাকাত পড়বে। তার জন্য দুই রাকাতই হচ্ছে পূর্ণ নামায। কোন মুসাফির ইচ্ছাকৃতভাবে চার রাকাত নামায আদায় করলে এবং দুই রাকাতের পর বসলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে এবং পরবর্তী দুই রাকাত নফল হিসাবে গণ্য হবে। তবে ওয়াজীব বর্জন করার কারণে সে গুনাহগার হবে এবং জাহান্নামের শাস্তির হকদার হবে। তাই তাকে তাওবা করতে হবে। আর যদি দুই রাকাতের পর না বসে, তাহলে তার ফরয আদায় হবে না এবং ঐ নামায নফল হবে। তবে যদি তৃতীয় রাকাতের সিজদা করার পূর্বে ইকামতের নিয়্যত করে, তাহলে তার ফরয বাতিল হবে না কিন্তু তাকে কিয়াম ও রুকু পুনরায় করতে হবে। আর তৃতীয় রাকাতের সিজদাতে ইকামতের নিয়্যত করলে ফরয বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপ মুসাফির চার রাকাত নামায আদায় করার সময় প্রথম দুই রাকাত কিংবা এক রাকাতে কিরাত না পড়লে তার নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কসরের পরিবর্তে চার রাকাতের নিয়্যত করে ফেলল তবে...?

কোন মুসাফির যদি কসরের পরিবর্তে চার রাকাত ফরযের নিয়্যত করে ফেললো, কিন্তু স্মরণে আসার পর দুই রাকাতে সালাম ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। অনুরূপ মুকীম ব্যক্তিও চার রাকাত ফরযের পরিবর্তে দুই রাকাত ফরযের নিয়্যত করলে এবং চার রাকাত আদায় করার পর সালাম ফেরালে তার নামাযও হয়ে যাবে। ফকীহগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی বর্ণনা করেন: নামাযের নিয়্যতে রাকাতের সংখ্যা উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। কেননা এটা প্রাসঙ্গিকভাবে বুঝা যায়। নিয়্যতে রাকাতের সংখ্যা উল্লেখ করার সময় ভুল হলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। (দুররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৯৭,৯৮ পৃষ্ঠা)

মুসাফির ইমাম ও মুকীম মুকতাদী

ইকতিদা শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত এটাও যে, ইমামের মুকীম বা মুসাফির হওয়া সম্বন্ধে অবগত হওয়া। চাই নামায আরম্ভ করার সময় অবগত হোক কিংবা পরে। আর ইমামেরও উচিত, নামায শুরু করার সময় তার মুসাফির হওয়ার কথা মুকতাদীদের জানিয়ে দেয়া। আর যদি মুসাফির হওয়ার কথা শুরুতে না জানায়, তাহলে নামায শেষ করে তাকে বলে দিতে হবে যে, "মুকীম ইসলামী ভাইয়েরা আপনারা আপনাদের নামায পূর্ণ করে নিন, আমি মুসাফির।" (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬১১, ৬১২ পৃষ্ঠা) নিজের মুসাফির হওয়ার কথা নামাযের শুরুতে বলে থাকলেও নামাযের পর আবারও বলে দিতে হবে, যাতে যে সমস্ত লোক নামায শুরু করার সময় উপস্থিত ছিল না তারা জানতে পারে। আর যদি ইমামের মুসাফির হওয়াটা সকলের জানা থাকে, তবে নামাযের পর ঘোষণা করাটা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৭৩৫-৭৩৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

মুকীম মুকতাদী ও অবশিষ্ট দু’রাকাত

কসর বিশিষ্ট নামাযে মুসাফির ইমাম সালাম ফিরানোর পর মুকীম মুকতাদী যখন নিজের অবশিষ্ট নামায আদায় করবে তখন ফরযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পরিবর্তে অনুমান করে ততটুকু সময় পর্যন্ত চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

মুসাফিরের জন্য কি সুন্নাত সমূহ রহিত?

সুন্নাতের মধ্যে কসর নেই বরং পূর্ণ চার রাকাতই আদায় করতে হবে। ভীতিকর অবস্থায় সুন্নাত ছেড়ে দিতে পারবে আর নিরাপদ থাকলে আদায় করতে হবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

চলন্ত গাড়িতে নফল নামায আদায় করার চারটি মাদানী ফুল

(১) শহরের বাহিরে (অর্থাৎ- শহরের বাইরে দ্বারা উদ্দেশ্য যেখান থেকে মুসাফিরের উপর নামায কসর করা ওয়াজীব) সাওয়ারীর উপর (যেমন চলন্ত কার, বাস, মালগাড়ী ইত্যাদিতেও) নফল নামায পড়া যেতে পারে। তখন কিবলামুখী হওয়া শর্ত নয় বরং সাওয়ারী বা গাড়ি যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই মুখ করতে হবে। সেদিকে মুখ না করলে নামায শুদ্ধ হবে না। এমনকি নামায শুরু করার সময়ও কিবলামুখী হওয়া শর্ত নয় বরং সাওয়ারী বা গাড়ি যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই মুখ করতে হবে। এমতাবস্থায় রুকু ও সিজদা ইশারা করে আদায় করতে হবে এবং রুকুর তুলনায় সিজদাতে অধিক পরিমাণ ঝুঁকতে হবে (অর্থাৎ- রুকুতে যতটুকু পরিমাণ ঝুঁকবে সিজদাতে তার চেয়ে বেশি ঝুঁকতে হবে। (দুররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা) চলন্ত ট্রেন ও এমন সব যানবাহন যেগুলোতে স্থানের সংকুলান আছে সেগুলোতে কিবলামুখী হয়ে নিয়মানুযায়ী নফল নামায আদায় করতে হবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(২) গ্রামে বসবাসকারী লোক যখন গ্রাম থেকে বের হয়ে পড়বে তখন সাওয়ারী বা গাড়িতে নফল নামায আদায় করতে পারবে।

(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

(৩) শহরের বাইরে সাওয়ারীর উপর নামায শুরু করেছিল এবং নামায পড়া অবস্থায় শহরে প্রবেশ করলো। তাহলে ঘরে না পৌঁছা পর্যন্ত সাওয়ারীর উপর নামায পূর্ণ করতে পারবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৮৭, ৪৮৮ পৃষ্ঠা)

(৪) শরীয়াত সম্মত অসুবিধা ব্যতীত চলন্ত গাড়িতে ফরয নামায, ফজরের সুন্নাত, সমস্ত ওয়াজীব যেমন-বিতর ও মান্নতের নামায এবং যে সমস্ত নফল নামায শুরু করার পর পূর্ণ না করেই ভঙ্গ করা হয়েছে তা, তিলাওয়াতে সিজদা যদি সিজদার আয়াত জমিনে তিলাওয়াত করা হয় আদায় করা যাবে না। আর যদি শরীয়াত সম্মত অসুবিধা থাকে, তাহলে চলন্ত গাড়িতে তা আদায় করার জন্য শর্ত হলো, কিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে তা আদায় করতে হবে, যদি সম্ভবপর হয়, অন্যথায় যেভাবে সম্ভব সেভাবেই আদায় করবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা)

মুসাফির তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে তবে...

কসর বিশিষ্ট নামাযে মুসাফির যদি তৃতীয় রাকাত শুরু করে দেয়, তখন এর দু'টি পদ্ধতি:

(১) তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তৃতীয় রাকাতের সিজদা না করা পর্যন্ত সে বসে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু দিয়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে নেবে। না বসে দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম ফিরিয়ে নিলেও তার নামায হয়ে যাবে, তবে সুন্নাতের পরিপন্থি হবে। আর যদি তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে ফেলে, তাহলে আরো এক রাকাত মিলিয়ে সিজদায়ে সাহু দিয়ে নামায পূর্ণ করে নেবে, এমতাবস্থায় তার শেষ দুই রাকাত নামায নফল হিসাবে গণ্য হবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(২) দুই রাকাতের পর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ না বসেই যদি তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তৃতীয় রাকাতের সিজদা না করলে ফিরে আসবে এবং সিজদায়ে সাহু দিয়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে নেবে। আর যদি তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে ফেলে, তাহলে তার ফরয বাতিল হয়ে যাবে। সে আরো এক রাকাত মিলিয়ে সিজদায়ে সাহু দিয়ে নামায পূর্ণ করে নেবে তখন চার রাকাতই নফল নামায হিসাবে গণ্য হবে। (পরে দুই রাকাত ফরয নামায তাকে অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে।)

(দুররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা)

সফরে কাযা নামায

মুকীম অবস্থায় কাযাকৃত নামায সফরে আদায় করলে পূর্ণ নামাযই আদায় হবে আর সফরে কাযাকৃত নামায মুকীম অবস্থায় আদায় করলে কসরই পড়তে হবে।

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২৭ রজবুল মুরজ্জব ১৪২৬ হিজরী

চাশতের নামাযের সময়

এর সময়, সূর্য উপরে উঠার পর থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। তবে উত্তম হলো দিনের এক চতুর্থাংশে আদায় করে নেওয়া। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা) ইশরাকের নামাযের পরও ইচ্ছা করলে চাশতের নামায আদায় করা যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

হিফয ভুলে যাওয়ার শাস্তি

নিঃসন্দেহে কুরআনুল কারীম হিফয করা বড় সাওয়াবের কাজ। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! কুরআন শরীফ হিফয করা সহজ, তবে সারা জীবন তা মনে রাখা খুবই কঠিন। হাফিয সাহেব ও হাফিযা সাহেবাগণের উচিত যে, দৈনিক কমপক্ষে এক পারা অবশ্যই তিলাওয়াত করে নেয়া। যে সমস্ত হাফিয সাহেবগণ রমযানুল মুবারক আসার কিছুদিন পূর্বে শুধুমাত্র মুসল্লীদেরকে শুনানোর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা ঘর সরগরম করে তোলে, এছাড়া **আল্লাহ্**র পানাহ! সারা বছর অলসতার কারণে তারা কুরআনের অনেক আয়াত ভুলে যায়, তাদের উচিত নিয়মিত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে ভীত হওয়া। যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি আয়াতও ভুলে গিয়েছে সে তা পুনরায় মুখস্থ করে নেবে এবং কুরআনের আয়াত ভুলে যাওয়ার কারণে তার যে গুনাহ হয়েছে তা থেকে সত্যিকার তাওবা করে নেবে।

(১) যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের কোন আয়াত মুখস্থ করার পর তা আবার ভুলে যায়, কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে।

(পারা- ১৬, সূরা- ত্বাহা, আয়াত- ১২৫, ১২৬)

ফরমানে মুস্তফা ﷺ

(২) আমার উম্মতের সাওয়াব আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, আমি এতে ঐ ক্ষুদ্র খড়কুটাও দেখতে পেয়েছিলাম, যা লোকেরা মসজিদ হতে বাইরে নিক্ষেপ করেছিল এবং আমার উম্মতের গুনাহসমূহও আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, এতে আমি আমার উম্মতের কোন লোক কুরআন শরীফের একটি সূরা বা আয়াত মুখস্থ করার পর তা ভুলে যাওয়ার কারণে তার যে গুনাহ হয়েছিল তার চাইতে কোন বড় গুনাহ দেখতে পাইনি।

(জামে তিরমিযী, হাদীস- ২৯১৬)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

(৩) যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্থ করার পর তা আবার ভুলে যায়, কিয়ামতে দিন সে **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে কুষ্ঠ রোগী হয়ে সাক্ষাৎ করবে।

(আবু দাউদ শরীফ, হাদীস- ১৪৭৪)

(৪) কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে যে গুনাহের জন্য পরিপূর্ণ শাস্তি দেয়া হবে তা হচ্ছে, তাদের কেউ কুরআন শরীফের কোন সূরা মুখস্থ করার পর তা আবার ভুলে গেলো। **(কানযুল উম্মাল, হাদীস- ২৮৪৬)**

(৫) আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه বর্ণনা করেন: "সে ব্যক্তি হতে মূর্খ আর কে আছে? যাকে **আল্লাহ্ তাআলা** এমন শক্তি (অর্থাৎ কুরআন শরীফ মুখস্থ করার শক্তি) দান করেছেন, আর সে তা নিজেই হাতছাড়া করে দিয়েছে। যদি সে কুরআন শরীফ মুখস্থ করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারত এবং কুরআন শরীফ মুখস্থ করাতে যে সাওয়াব ও মর্যাদা রয়েছে তা অবগত হতে পারত, তাহলে সে কুরআন শরীফ মুখস্থ করাকে নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি প্রিয় মনে করতো।"

তিনি আরো বলেন: "যতটুকু সম্ভব কুরআন শরীফ শিক্ষাদান, মুখস্থ করানো এবং নিজে মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবে। যাতে এর জন্য **আল্লাহ্** প্রদত্ত যে সাওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয় এবং কিয়ামতের দিন অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী হয়ে উঠা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৪৫, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله

কাযা নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

এই রিসালায় রয়েছে.....

কবরে আগুনের লেলিহান শিখা

তাওবার তিনটি রুকন

সর্ব সাধারণের হক অনুধাবন করার কাহিনী

‘জুমাতুল বিদা’য় কাযায়ে ওমরী

কাযায়ে ওমরী আদায় করার নিয়ম

নামাযের ফিদিয়া

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কাযা নামাযের পদ্ধতি(হানাফী)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও এই রিসালা সম্পূর্ণ পড়ে নিন।
اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর উপকারিতা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

দো'জাহানের সুলতান, সারওয়ারে যীশান, মাহবুবে রহমান, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ পুলসিরাতের উপর তোমাদের জন্য নূর হবে। যে (ব্যক্তি) জুমার দিন আমার উপর ৮০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার ৮০ বছরের গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।”

(আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮১৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৩০ পারায় (সুরাতুল মাউন) এর আয়াত নং ৪ ও ৫ এ ইরশাদ হচ্ছে:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং ঐ সকল নামাযীদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে, যারা আপন নামায থেকে ভুলে বসেছে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ সূরা মাঊন এর ৫নং আয়াতের টীকায় বলেন: নামায থেকে ভুলে বসার কিছু ধরণ রয়েছে: কখনো না পড়া, নিয়মিত ভাবে নামায না পড়া, নির্ধারিত সময়ে নামায না পড়া, শুদ্ধভাবে নামায না পড়া, আগ্রহ ভরে না পড়া, বুঝে-শুনে নামায আদায় না করা, অলসতা ও বেপরোয়া ভাবে নামায আদায় করা। **(নূরুল ইরফান, ৯৫৮ পৃষ্ঠা)**

জাহান্নামের ভয়ানক উপত্যকা

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: জাহান্নামে “ওয়াইল” নামের একটি ভয়ানক উপত্যকা রয়েছে, যার ভয়াবহতা থেকে স্বয়ং জাহান্নামও আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর জেনে বুঝে নামায কাযা কারীরাই ঐ স্থানের যোগ্য।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

পাহাড় উত্তপ্ততায় গলে যাবে

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেছেন: জাহান্নামে একটি উপত্যকা আছে, যার নাম হলো وَیۡل (ওয়াইল)। যদি তাতে দুনিয়াবী পাহাড় নিক্ষেপ করা হয়, তবে তাও তার উত্তপ্ততায় গলে যাবে। আর এটা ঐ লোকদেরই ঠিকানা হবে যারা নামাযে অলসতা করে আর নির্ধারিত সময়ের পরে কাযা করে আদায় করে। তবে যদি তারা নিজ অলসতার জন্য লজ্জিত হয় এবং **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাওবা করে (তবে হয়তঃ তারা মুক্তি পেতে পারে)। **(কিতাবুল কাবাইর, ১৯ পৃষ্ঠা, দারু মাকতাবাতুল হায়াত, বৈরুত)**

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

মাথা দ্বিখন্ডিত করার শাস্তি

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদেরকে عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ইরশাদ করেন: “আজ রাতে দুইজন ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام ও হযরত মিকাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام) আমার নিকট আসলেন। আমাকে তারা আরদে মুকাদ্দাসায় (পবিত্র ভুমিতে) নিয়ে গেলেন। আমি দেখতে পেলাম যে, এক ব্যক্তি শুয়ে আছে আর তার মাথার নিকট আরেক ব্যক্তি একটি পাথর উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং একের পর এক পাথর দিয়ে তার মাথাকে দ্বিখন্ডিত করছে। প্রত্যেক বার দ্বিখন্ডিত হওয়ার পর মাথা পুনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আমি ফিরিস্তাদের বললাম: سُبۡحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ এই ব্যক্তি কে? তারা আরয করল: আপনি আরো সামনে তাশরীফ নিন। (আরো অনেক দৃশ্যাবলী দেখানোর পর) ফিরিস্তারা আরয করল: ঐ প্রথম ব্যক্তি যাকে আপনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখেছেন সে হলো ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শরীফ হিফজ করে ভুলে গিয়েছে এবং ফরয নামাযের সময় ঘুমিয়ে পড়তো। তার উপর এ শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।”

(বুখারী, ১ম ও ৪র্থ খন্ড, ৪২৫ ও ৪৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৮৬, ৭০৪৭)

হাজার বছরের আযাবের হকদার

আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ১৫৮ থেকে ১৫৯ পৃষ্ঠায় বলেন: যে (ব্যক্তি) ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত (নামায) ছেড়ে দিয়েছে, সে হাজার বছর জাহান্নামে থাকার হকদার হলো। যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা না করে এবং এর কাযা আদায় না করে। মুসলমান যদি তার জীবনে একেবারে ছেড়ে দেয় তখন তার সাথে কথা না বলা, তার নিকটে না বসা চাই, তবে তা এটির (এই আচরণের) যোগ্য। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

وَاِمَّا یُنْسِیَنَّكَ الشَّیْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۶۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দেবে। অতঃপর স্বরণ আসতেই যালিমদের নিকটে বসো না।

(পারা: ৭, সূরা: আন'আম, আয়াত: ৬৮)

কবরে আগুনের লেলিহান শিখা

এক ব্যক্তির বোন মারা গেলো। যখন সে তাকে দাফন করে ঘরে ফিরে এল, তখন তার মনে পড়ল যে, তার টাকার থলেটি কবরে পড়ে গেছে। তাই সে কবর থেকে থলে বের করে আনার জন্য কবরস্থানে গিয়ে তার বোনের কবর পুনরায় খনন করলো! কবর খনন করার পর তার সামনে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য প্রকাশ পেলো। সে দেখতে পেল, তার বোনের কবরে আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। অতঃপর সে কবরে তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিয়ে ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের নিকট এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলো: হে প্রিয় আম্মাজান! আমার বোনের আমল কেমন ছিলো? মা বললেন: বৎস! কেন জিজ্ঞাসা করছো? সে বললো: আমি আমার বোনের কবরে আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখেছি। এটা শুনে তার মাও কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: আফসোস! তোমার বোন নামাযে অলসতা করত এবং যথাসময়ে নামায আদায় না করে কাযা করে আদায় করত। (কিতাবুল কাবায়ির, ২৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন নামায কাযাকারীদের জন্য এরূপ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তবে যে সমস্ত হতভাগা মোটেও নামায আদায় করে না তাদের পরিণাম কি হবে! (ভেবে দেখুন!)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

যদি নামায আদায় করতে ভুলে যান, তবে...?

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়াত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে নামায আদায় করতে ভুলে যায় কিংবা নামাযের সময় ঘুমিয়ে পড়ে, তখন স্মরণে আসতেই তা পড়ে নিবে। কেননা, ঐ সময়ই হলো তার জন্য নামাযের সময়। (মুসলিম, ৩৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৮৪) ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى বলেন: ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা ভুলে কারো নামায কাযা হয়ে গেলে তখন তার উপর ঐ নামায কাযা পড়ে নেয়া ফরয। অবশ্য কাযা হওয়ার গুনাহ্ তার জন্য হবে না। কিন্তু জাগ্রত হয়ে কিংবা স্মরণে আসতেই যদি মাকরূহ সময় না হয় তখন ঐ সময়েই নামায আদায় করে নিবে। দেরী করলে মাকরূহ হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭০১ পৃষ্ঠা)

ঘটনাক্রমে চোখ না খুলে তবে...?

ফতোওয়ায়ে রযবীয়াতে বর্ণিত আছে: ❁ যখন জানে যে, এখন শুয়ে গেলে নামায চলে যাবে ঐ সময় ঘুমানো বৈধ নয় কিন্তু যখন কোন জাগ্রতকারীর উপর ভরসা থাকে, ❁ এমন সময়ে ঘুমাল যে, অভ্যাসগতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে চোখ খুলে যায় হঠাৎ চোখ খুলে নি তবে (সে) গুনাহগার হবে না।

(ফাওয়ায়েদে জলীলীয়া ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪র্থ খন্ড, ৬৯৮ পৃষ্ঠা)

অপারগতায় "আদা" এর সাওয়াব পাবে কি না?

চোখ না খোলার কারণে ফযরের নামায কাযা হয়ে গেলে "আদা" এর সাওয়াব পাবে কি না? এ প্রসঙ্গে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নে'মাত, আজিমুল বারাকাত, আজিমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বা-ইসে খাইরো বারাকাত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ আল হাফিয আল ক্বারী আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ৮ম খন্ডের, ১৬১ পৃষ্ঠায় বলেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

উপরোক্ত অবস্থায় “আদা” এর সাওয়াব পাওয়া একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** মর্জির অধিনেই থাকবে। যদি তিনি জানেন যে, সে নিজের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি করেনি। সকাল পর্যন্ত জাগ্রত থাকার ইচ্ছায় বসা ছিলো আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখে ঘুম চলে আসে তবে অবশ্য তার জন্য গুনাহ নেই। **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “ঘুমন্ত অবস্থায় কোন অপরাধ নেই। অসতর্কতা ঐ ব্যক্তির যে (জাগ্রত অবস্থায়) নামায আদায় করে না এমনকি অপর নামাযের সময় চলে আসে।” (মুসলিম, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাতে শেষাংশে শয়ন করা কেমন?

নামাযের সময় প্রবেশ করার পর কেউ ঘুমালে এমতাবস্থায় যদি নামাযের সময় চলে যায় এবং নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে, যখন জাগ্রত হওয়ার প্রতি তার পূর্ণ আস্থা না থাকে অথবা কোন জাগ্রতকারী ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে। বরং ফযরের ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বে নিদ্রা যাওয়ার মোটেও অনুমতি নেই, যখন রাতের অধিকাংশ সময় বিনিদ্রা অবস্থায় কাটায় এবং ধারণা হয় যে, এখন ঘুমিয়ে পড়লে নামাযের সময়ের মধ্যে চোখ খুলবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭০১ পৃষ্ঠা)

রাতের বেশি সময় জাগ্রত থাকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নাত শরীফের মাহফিল, যিকির এর মাহফিল সমূহে কিংবা সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণকারীরা অধিক রাত জাগ্রত কাটিয়ে দেয়ার পর ঘুমের কারণে যদি ফযরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তখন ই’তিকাফের নিয়্যতে মসজিদের মধ্যে অবস্থান করবে,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

কিংবা এমন স্থানে ঘুমাবে যেখানে কোন বিশ্বস্থ ইসলামী ভাই জাগ্রতকারী বিদ্যমান থাকে কিংবা এলার্ম যুক্ত ঘড়ি থাকে, যার কারণে চোখ খুলে যায়। কিন্তু একটি ঘড়ির উপর নির্ভর করা যাবে না। হয়তঃ ঘুমন্ত অবস্থায় হাত লাগার কারণে কিংবা নিজে নিজে তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুই কিংবা প্রয়োজন সংখ্যক অধিক ঘড়ি বিদ্যমান থাকলে ভাল কথা। ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی বলেছেন: “যদি ঘুমের কারণে ফযরের নামায ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া রাতের বেশি সময় পর্যন্ত জাগ্রত থাকা নিষেধ।” (রদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)

আদা, কাযা ও ওয়াজীবুল ইয়াদা এর সংজ্ঞা

যে সকল বিষয়ে বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যথাসময়ে তা পালন করার নামই হলো আদা। আর সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তা পালন করে নেয়ার নাম কাযা। আর যদি ঐ হুকুম (নির্দেশ) পালন করতে গিয়ে কোন রকমের সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন ঐ সমস্যাকে দূরীভূত করার জন্য পুনরায় ঐ হুকুম পালন করে দেয়াকে ওয়াজীবুল ইয়াদা বলা হয়। ওয়াক্তের মধ্যে যদি কোন রকমে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নিতে সক্ষম হয় তখন নামায কাযা হবে না বরং আদা হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬২৭ ও ৬৩২ পৃষ্ঠা) কিন্তু ফযর, জুমা ও দুই ঈদের নামাযে ওয়াক্তের ভিতরেই সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা আবশ্যক। অন্যথায় নামায হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭০১ পৃষ্ঠা) শরয়ী কোন কারণ ছাড়া অহেতুক নামায কাযা করা খুবই কঠিন গুনাহ্। তার উপর ফরয হলো, কাযা আদায় করে দেয়া এবং সত্য মনে তাওবা করা। তাওবার মাধ্যমে কিংবা হজ্বে মকবুল দ্বারা اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নামায কাযা করার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যেতে পারে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬২৬ পৃষ্ঠা) আর তাওবা তখন শুদ্ধ হবে যখন কাযা আদায় করে নিবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কাযা আদায় করা ব্যতীত তাওবা করলে তাওবা হবে না। কেননা, যে নামায তার দায়িত্বে ছিলো তা আদায় না করার কারণে এখনো পর্যন্ত তার দায়িত্বে অবশিষ্ট রয়ে গেলো। সুতরাং সে যখন গুনাহ হতে ফিরে এলোনা, তখন তার তাওবাও হলো কোথায়?” (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬২৭ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহিনশাহে নবুওয়াত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “গুনাহের উপর অটল থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি, আপন প্রতিপালক এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী ব্যক্তির মতো।

(শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭১৭৮)

তাওবার তিনটি রুকন

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: তাওবার রুকন তিনটি। যথা- (১) কৃত পাপ স্বীকার করা। (২) এতে লজ্জিত হওয়া। (৩) ঐ গুনাহের কাজ ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। আর যদি ঐ গুনাহের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে পরবর্তীতে যথাযথভাবে তা ক্ষতিপূরণ করে নেয়া আবশ্যক। যেমন- নামায ত্যাগকারী ব্যক্তির তাওবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য ঐ নামায কাযা আদায় করে নেয়া জরুরী। (খাযায়েনুল ইরফান, ১২ পৃষ্ঠা)

ঘুমন্ত ব্যক্তিকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়া ওয়াজীব

কেউ ঘুমাচ্ছে কিংবা নামায আদায় করতে ভুলে গিয়েছে তবে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির জন্য জরুরী হবে যে, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দেয়া কিংবা ভুলে যাওয়া ব্যক্তিকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭০১ পৃষ্ঠা) (অন্যথায় সে গুনাহগার হবে।) মনে রাখবেন! জাগ্রত করা কিংবা স্মরণ করিয়ে দেয়া তখনই ওয়াজীব হবে, যখন আপনার প্রবল ধারণা হয় যে, এ ব্যক্তি অবশ্যই নামায পড়বে অন্যথায় ওয়াজীব নয়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ফযরের সময় হয়েছে উঠে যান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খুব বেশি করে সদায়ে মদীনা দিতে থাকুন। অর্থাৎ ঘুমন্তদেরকে নামাযের জন্য জাগ্রত করুন এবং অফুরন্ত সাওয়াব অর্জন করুন। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলাকে ‘সদায়ে মদীনা দেয়া’ বলা হয়। সদায়ে মদীনা প্রদান করা ওয়াজীব নয়। ফযরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়া সাওয়াবের কাজ। যা প্রত্যেক মুসলমানকে সময় ও স্থান অনুযায়ী করা প্রয়োজন। আর সদায়ে মদীনা প্রদানের সময় এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী যে, যেন কোন মুসলমান কষ্ট না পায়।

একটি কাহিনী

একজন ইসলামী ভাই আমাকে (সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ (লিখক) কে) বলেছিলেন যে, আমরা কয়েকজন ইসলামী ভাই মেগাফোন (ছোট্ট মাইক) দ্বারা ফযরের সময় সদায়ে মদীনা প্রদান করছিলাম। পথিমধ্যে একটি গলি দিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি আমাদেরকে বাধা প্রদান করলেন এবং তিনি বললেন: আমার ছেলে সারারাত ঘুমায়নি। এই মাত্র তার চোখ লেগে এসেছে (অর্থাৎ তার ঘুম এসেছে), আপনারা মেগাফোন বন্ধ করে দিন। ঐ ব্যক্তির উপর আমাদের খুব রাগ এলো। জানিনা সে কেমন মুসলমান! আমরাতো নামাযের জন্য লোকদেরকে জাগ্রত করে দিচ্ছি। আর ঐ ব্যক্তি একটি সৎকাজে আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে। অনুরূপ দ্বিতীয় দিনেও আমরা সদায়ে মদীনা প্রদান করতে করতে ঐ গলির নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। তখন দেখতে পেলাম ঐ ব্যক্তি পূর্ব থেকেই গলির মুখে খুবই মর্মাহত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

সে আমাদেরকে বললেন: আজ রাতেও আমার ছেলে সারারাত ঘুমায়নি। এইমাত্র তার ঘুম এসেছে। তাই আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, যাতে আপনারা আমার গলি দিয়ে যাওয়ার সময় চুপে চুপে চলার জন্য আপনাদের খেদমতে আবেদন করতে পারি। এর থেকে বুঝা গেলো, মেগাফোন ব্যতীতই সদায়ে মদীনা দিতে হবে। অনুরূপ এমন উচ্চ স্বরেও সদায়ে মদীনা দেয়া যাবে না, যা দ্বারা ঘরে নামায ও তিলাওয়াতে রত ইসলামী বোন, দূর্বল, রুগ্ন ও শিশুদের কষ্ট হয়। অথবা যারা প্রথম ওয়াক্তে ফযরের নামায আদায় করে ঘুমাচ্ছেন তাদের ঘুমের বিঘ্ন ঘটে। আর যদি কোন মুসলমান নিজ ঘরের নিকট সদায়ে মদীনা প্রদানে বাধা প্রদান করে, তাহলে তার সাথে অযথা তর্কে লিপ্ত না হয়ে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবেন এবং তার সম্পর্কে এই সু-ধারণা পোষণ করবেন যে, নিশ্চয়ই কোন মুসলমান নামাযের জন্য জাগানোর বিরোধীতা করতে পারে না। হয়ত এই বেচারা কোন অসুবিধার কারণে বাধ্য হয়ে বাধা প্রদান করছে। আর যদি বাস্তবে সে বেনামাযীও হয়, তারপরও তার উপর কঠোরতা করার কোন অবকাশ আপনার নেই। অন্য কোন উপযুক্ত সময়ে অধিক নম্রতা ও বিনয়ের সাথে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে তাকে নামাযের প্রতি উৎসাহিত করবেন। মসজিদ সমূহেও ফযরের আযান ব্যতীত অযথা মাইক ব্যবহারকারী কিংবা গ্রামে গঞ্জে বা বাড়ীতে অনুষ্ঠিত মাহফিল সমূহে মাইক ব্যবহারকারীদের খেয়াল রাখতে হবে যে, নিজ নিজ ঘরে ইবাদতে রত ব্যক্তিবর্গ, অসুস্থ, দুগ্ধপোষ্য শিশু কিংবা ঘুমন্ত ব্যক্তিরা যেন তার মাইকের শব্দ দ্বারা কষ্ট না পায়।

সর্ব সাধারণের হক অনুধাবন করার কাহিনী

সর্ব সাধারণের হকের কথা খেয়াল রাখা খুবই জরুরী। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমন- হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খিদমতে এক ব্যক্তি কয়েক বছর যাবৎ উপস্থিত হয়ে ইল্ম অর্জন করছিল। একদিন যখন সে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে আসল, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে বার বার মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: তুমি তোমার ঘরের রাস্তার পার্শ্বস্থ দেয়ালে চোড়া লাগিয়ে দেয়ালকে রাস্তার দিকে এক কদম পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছ। অথচ এটা মানুষেরই চলাচলের পথ। অর্থাৎ আমি তোমার উপর কিভাবে সন্তুষ্ট থাকতে পারি যে, তুমি মানুষের চলাচলের পথকে সংকীর্ণ করে দিয়েছ? (ইয়াহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা) এ ঘটনা থেকে ঐ সকল ব্যক্তিরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ, যারা নিজ ঘরের বাইরে বৈঠকখানা ইত্যাদি নির্মাণ করে মুসলমানদের চলাচলের পথকে সংকীর্ণ করে দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাড়াতাড়ি কাযা আদায় করে নিন

যার যিম্মায় কাযা নামায রয়ে গেছে তার অতি দ্রুত কাযা আদায় করে নেয়া ওয়াজীব। কিন্তু শিশু সন্তানের লালন পালন কিংবা নিজের অতি প্রয়োজনীয় কারণে বিলম্ব করা জায়েয রয়েছে। তাই প্রয়োজনীয় কাজকর্মও করুন আর অবসর সময় পাওয়া মাত্র কাযা নামাযগুলো আদায় করতে থাকবেন। যাতে আপনার কাযা নামায পূর্ণ হয়ে যায়। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

কাযা নামায গোপনে আদায় করুন

কাযা নামায সমূহ গোপনে আদায় করুন মানুষ কিংবা পরিবারবর্গ এমনকি ঘনিষ্ট বন্ধুর নিকটও তা প্রকাশ করবেন না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(যেমন- তাদেরকে এ কথা বলবেন না যে, আজ আমার ফযরের নামায কাযা হয়েছে অথবা আমি 'কাযায়ে ওমরী' আদায় করছি ইত্যাদি।) কেননা, গুনাহের কথা প্রকাশ করাও মাকরূহে তাহরীমী ও গুনাহের কাজ। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৫০ পৃষ্ঠা) তাই মানুষের সামনে বিতরের নামায কাযা আদায় করলে কুনুতের তাকবীরের জন্য হাত উঠাবেন না।

'জুমাতুল বিদা'য় কাযায়ে ওমরী

রমযানুল মুবারকের শেষ জুমাতে কিছু লোক জামাআত সহকারে কাযায়ে ওমরীর নামায আদায় করে থাকে এবং এই ধারণাপোষণ করে থাকে যে, সারা জীবনের কাযা নামায এই এক নামাযের মাধ্যমে আদায় হয়ে গেলো। এটা ভুল ধারণা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭০৮ পৃষ্ঠা)

সারা জীবনের কাযা নামাযের হিসাব

যে ব্যক্তি জীবনে কখনো নামায আদায় করেনি। এখন তাওফীক হয়েছে সে 'কাযায়ে ওমরী' পড়ে দেয়ার ইচ্ছা করছে। তাহলে সে বালিগ হওয়ার সময় থেকে নামায হিসাব করে নিবে। আর যদি বালিগ হওয়ার দিন, তারিখ জানা না থাকে, তাহলে সাধারণতঃ মহিলারা যেহেতু ০৯ বছরে আর পুরুষেরা ১২ বছরে বালিগ হয়, সেহেতু ঐ সময় হতে হিসাব করে কাযা নামায আদায় করবে।

কাযা নামাযে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

কাযায়ে ওমরী আদায় করার সময় এই নিয়মও পালন করা যায় যে, প্রথমে ফযরের সকল নামায আদায় করে নিবে। অতঃপর যোহরের সকল নামায আদায় করে নিবে, অতঃপর আছরের, তারপর মাগরিবের, তারপর ইশার নামায আদায় করে নিবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **মফরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কাযায়ে ওমরী আদায় করার নিয়ম(হানাফী)

প্রত্যেক দিনের কাযা হয় মাত্র ২০ রাকাত। ফজরের ২ রাকাত, জোহরের ৪ রাকাত, আছরের ৪ রাকাত, মাগরিবের ৩ রাকাত, ইশার ৪ রাকাত এবং বিতরের ৩ রাকাত মিলে মোট ২০ রাকাত। আর এভাবেই নিয়্যত করবে যে; “সর্বপ্রথম ফযরের যে নামায আমার উপর কাযা রয়েছে তা আমি আদায় করে দিচ্ছি।” প্রত্যেক নামাযে এভাবেই নিয়্যত করবে। আর যার যিম্মায় অধিক নামায কাযা রয়েছে সে সহজের জন্য এভাবে পড়লেও জায়েয হবে যে, প্রত্যেক রুকু ও সিজদাতে ৩+৩ বার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم, سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়ার পরিবর্তে মাত্র ১+১ বার পড়বে। কিন্তু সর্বদা এবং সব ধরণের নামাযে এটা খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয় যে, রুকুতে পরিপূর্ণভাবে পৌঁছার পরেই “سُبْحٰنَ” এর সীন শুরু করবে (এর আগে নয়।) এবং “عَظِيْم” শব্দের মীম পড়া শেষ করেই রুকু থেকে মাথা উঠাবে। এরূপ সিজদাতেও করতে হবে। সহজতার এক পদ্ধতিতো এটা হলো। আর “দ্বিতীয় পদ্ধতি” এই যে, ফরয নামায সমূহের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতের মধ্যে اَلْحَمْدُ পড়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র ৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়ে রুকুতে চলে যাবে। কিন্তু বিতরের প্রত্যেক রাকাতেই اَلْحَمْدُ এবং সুরা অবশ্যই পড়তে হবে। আর “তৃতীয় সহজতর পদ্ধতি” এই যে, শেষ বৈঠকে তাশাহুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাত এর পরে উভয় দরূদ শরীফ এবং দোয়ায়ে মাছুরার পরিবর্তে শুধু اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِه পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিবে। আর “চতুর্থ সহজতর পদ্ধতি হলো, বিতরের ৩য় রাকাতের মধ্যে দোয়ায়ে কুনুত এর পরিবর্তে “اَللّٰهُ اَكْبَرُ” বলে মাত্র একবার কিংবা তিনবার رَبِّ اغْفِرْ لِىْ পড়ে নিবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া হতে সংগৃহীত, ৮ম খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ মফরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

মনে রাখবেন! সহজতার এই পদ্ধতির অভ্যাস কখনো বানাবেন না। সামগ্রিক নামায সুন্নাত মোতাবেক আদায় করবেন এবং তাতে ফরয, ওয়াজীব সমূহের সাথে সাথে সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহের ও খেয়াল রাখবেন।

কসর নামাযের কাযা

যদি সফর অবস্থায় কাযাকৃত নামায ইকামত (স্থায়ী বসবাসকালীন) অবস্থায় পড়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন তাহলে কসরই পড়তে হবে। আর ইকামত অবস্থায় কাযাকৃত নামায সফরকালীন সময়ে আদায় করলে সম্পূর্ণ নামাযই পড়তে হবে। কসর পড়া যাবে না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)

ধর্মদ্রোহীতা কালীন নামায

যে ব্যক্তি (**আল্লাহ্**র পানাহ) ধর্মদ্রোহী হয়ে গেছে অতঃপর পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তার উপর ধর্মদ্রোহীতা কালীন নামায সমূহ কাযা আদায় করা আবশ্যক নয়। তবে মুরতাদ হওয়ার পূর্বে ইসলাম ধর্মে থাকাকালীন সময়ে যে নামাযগুলো সে পড়েনি, তা (ওয়াজীব) অবশ্যই তাকে কাযা আদায় করে দিতে হবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

সন্তান প্রসবকালীন সময়ের নামায

ধাত্রী নামায আদায় করতে গেলে যদি সন্তান মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে ধাত্রীর জন্য সে ওয়াক্তের নামায কাযা করা জায়িজ হবে এবং এটা তার জন্য নামায কাযা করার একটি গ্রহণযোগ্য কারণ হিসাবে বিবেচ্য হবে। সন্তানের মাথা বেরিয়ে আসল কিন্তু নিফাসের পূর্বেই নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে সন্তানের মাতার উপর সে ওয়াক্তের নামায আদায় করা ফরয হবে। নামায না পড়লে গুনাহগার হবে। এমতাবস্থায় সে কোন পাত্রে সন্তানের মাথা রেখে যাতে তার ক্ষতি না হয় নামায আদায় করে নিবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আর যদি এ পদ্ধতিতেও সন্তান মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার জন্য নামায দেরী করে আদায় ক্ষমাযোগ্য হবে। নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে সে উক্ত নামায কাযা পড়ে দিবে। (প্রাগুক্ত, ৬২৭ পৃষ্ঠা)

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য নামায কখন ক্ষমাযোগ্য

এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে ইশারায় নামায আদায় করতে পারছে না। তার এ অবস্থা যদি একাধারে ছয় ওয়াক্ত নামাযের সময় পর্যন্ত থাকে, তাহলে এমন অসুস্থ অবস্থায় তার যে সব নামায ছুটে গিয়েছে তার কাযা ওয়াজীব হবে না।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)

সারা জীবনের নামায পূনরায় আদায় করা

যার আদায়কৃত নামাযে ঘাটতি, অপূর্ণতা থাকে বলে ধারণা হয় সে যদি সারা জীবনের নামাযকে পূনরায় আদায় করে নেয়, তাহলে ভাল কথা। আর যদি কোন রকমের অপূর্ণতা না থাকে তাহলে এমন করার প্রয়োজন নেই। আর যদি ঐ নামায পূনরায় আদায় করে দিতে চায়, তাহলে ফযর ও আছরের পরে পড়বে না। আর সকল রাকাতগুলোতে (সূরা ফাতিহা'র সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়বে) আদায় করবে এবং বিতর নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে তৃতীয় রাকাতের পরে কা'দা করে (বৈঠকে বসে) এর সাথে আরো অপর একটি রাকাত মিলিয়ে চার রাকাত পরিপূর্ণ করে নামায শেষ করবে (আর নামায কবুল হয়ে থাকলে যেন এ নামায নফল নামায হিসেবে গণ্য হয়। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)

কাযা শব্দ উচ্চারণ করতে ভুলে যায় তখন কি করবে?

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমাদের মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন: 'কাযা' নামায 'আদা' নামাযের নিয়্যত দ্বারা, অনুরূপ 'আদা' নামায 'কাযা' নামাযের নিয়্যত দ্বারা আদায় করলে উভয়ই সহীহ ও বিশুদ্ধ হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৮ম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কাযা নামায (আদায় করা) নফল নামায আদায় করা থেকে উত্তম

ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত আছে: কাযা নামায আদায় করা নফল নামায আদায় করা থেকে উত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, চাশতের নামায, সালাতুত তাসবীহ এবং ঐ নামায যেগুলোর ব্যাপারে হাদীসে মোবারকায় বর্ণিত আছে। যেমন- তাহাইয়াতুল মসজিদ, আসরের প্রথম চার রাকাত (সুন্নাতে গাইর মুয়াক্কাদা) এবং মাগরিবের পরে ছয় রাকাত আদায় করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৬৪৬ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! অবশ্য সুন্নাতে গাইর মুয়াক্কাদা এবং হাদীস সমূহের মধ্যে বর্ণিত নির্দিষ্ট নফল সমূহ পড়লে, সাওয়াবের হকদার হবে কিন্তু ঐ সব নামায না পড়ার কারণে কোন গুনাহ নেই। চাই তার দায়িত্বে কাযা নামায থাকুক বা না থাকুক।

ফযর ও আছরের নামাযের পরে নফল নামায আদায় করা যাবে না

ফযর ও আছরের নামাযের পরে ঐ সকল নফল নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরিমী হবে যা নিজ ইচ্ছাধীন হয়। যদিও তা তাহিয়্যাতুল মসজিদ এর নামায হয়। আর ঐ সকল নামাযও যা অন্য কাজের জন্য আবশ্যক হয়েছে যেমন- মান্নতের ও তাওয়াফের নফল নামায সমূহ, আর ঐ সকল নফল নামাযও যা শুরু করে ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। যদিও তা ফযর ও আছরের সুন্নাত ই হোক না কেন। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা) কাযা নামায আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নেই। যখনই আদায় করা হবে তখনই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহর এ তিন সময়ে নামায আদায় করা যাবে না। কেননা, উক্ত সময়গুলোর মধ্যে নামায আদায় করা জায়েয নেই।

(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭০২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত যদি আদায় করতে না পারেন তখন কি করবেন?

যদি জোহরের ফরয নামায আগে পড়ে নেন, তবে জোহরের পরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করেই পূর্বেই চার রাকাত সুন্নাত পড়ে নিবেন। যেমন- আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: জোহরের চার রাকাত সুন্নাত যদি ফরযের পূর্বে আদায় করা না হয়, তাহলে ফরযের পরে বরং গ্রহণযোগ্য মতানুসারে জোহরের পরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করেই পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত আদায় করতে হবে। তবে শর্ত হলো, তখনও জোহরের সময় অবশিষ্ট থাকতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৮ম খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

ফজরের সুন্নাত যদি অবশিষ্ট থেকে যায় তখন কি করবেন?

সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে যদি ফজরের জামাআত চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে সুন্নাত না পড়েই জামাআতে শরীক হয়ে যাবেন। কিন্তু ফরজের সালাম ফেরানোর পর পরই ঐ সুন্নাত সমুহ পড়ে দেয়া জায়েজ নেই। সুর্যোদয় হওয়ার কমপক্ষে বিশ মিনিট পর থেকে নিয়ে 'দাহওয়ায়ে কুবরা' দ্বিপ্রহর তথা সূর্য ঠিক সোজা স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের যে কোন সময়ে আদায় করে নেয়া মুস্তাহাব। এর পরে মুস্তাহাবও নয়।

মাগরিবের সময় মূলতঃ কি খুব সংকীর্ণ কিনা?

মাগরিবের নামাযের সময় সূর্য ডুবে যাওয়ার পর থেকে ইশার সময়ের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত। তবে এ সময়টি স্থানকাল ভেদে কম-বেশি হয়। যেমন- বাবুল মদিনা করাচীতে নামাযের সময়সূচীর নকশা মোতাবেক মাগরিবের সময় কমপক্ষে ১ ঘন্টা ১৮ মিনিট।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی বলেন: "মেঘের দিন (যেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে) ব্যতীত সর্বদা মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব। আর দুই রাকাত নামায আদায় করার সময়ের চেয়ে বেশী সময় পর্যন্ত মাগরীবকে বিলম্ব করলে নামায মাকরূহে তানযিহী হবে। আর সফর, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে তারকা উদিত হওয়া পর্যন্ত মাগরিবকে বিলম্ব করলে নামায মাকরূহে তাহরিমী হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত তারকারাজী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের মুস্তাহাব সময় থাকে। আর মাগরিবের নামায ততটুকু সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়া যে, বড় বড় তারকাগুলো তো বটে, এমন কি ছোট ছোট তারকাগুলোও উজ্জল হয়ে দেখা যায় তবে মাকরূহ হবে। (ফতোওয়ায়ে রযাবীয়া, ৫ম খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা) আর আছর ও ইশার পূর্বে যে রাকাত সমূহ রয়েছে তা হলো সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা। এর কোন কাযা নেই।

নামাজে তারাবীহের কাযার বিধান কি?

যদি তারাবীহের নামায ছুটে যায়, তাহলে ঐ নামাযের কোন কাযা নেই। জামাআতের সাথে কিংবা একাকী কোনভাবে এর কাযা দিতে হবে না। আর যদি কেউ তারাবীহের কাযা আদায় করে থাকে তাহলে এটা আলাদা নফল নামায রূপে গণ্য হবে। তারাবীহের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

(তানবিরুল আবছার ওয়া দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

নামাযের ফিদিয়া

যাদের আত্মীয় স্বজন মারা গিয়েছে তারা অবশ্যই এ পর্বটি পড়ে নিবেন

মৃত ব্যক্তির বয়স হিসাব করে তা থেকে মহিলার ক্ষেত্রে ৯ বছর আর পুরুষের ক্ষেত্রে ১২ বছর নাবালিগ সময় বাদ দিয়ে দিবে। এরপর যত বছর অবশিষ্ট থাকবে তা হিসাব করে দেখবে যে, কত বৎসর যাবৎ মৃত ব্যক্তি নামায আদায় করেনি বা রোযা রাখেনি, কিংবা সর্বাধিক কতদিনের নামায বা কতটি রোযা তার কাযা হয়েছিল তা ভালভাবে হিসাব করে দেখবে। আর ইচ্ছে করলে মৃত ব্যক্তির মোট বয়স থেকে না বালিগ কাল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ বয়স হিসাব করে নিবে। অতঃপর প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য এক একটি (সদকায়ে ফিতর) আদায় করুন। প্রতিটি সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হবে আনুমানিক দুই কেজি থেকে ৮০ গ্রাম কম গম কিংবা তার আটা বা তার সমমূল্য টাকা। দৈনিক ছয় ওয়াক্ত নামায হিসাব করতে হবে। তন্মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয এবং এক ওয়াক্ত বিতর যা ওয়াজীব। যেমন ধরুন, দুই কেজি ৮০ গ্রাম গমের মূল্য ১২ টাকা। তাহলে এক দিনের নামাযের জন্য ফিদিয়া আসবে ৭২ টাকা। ৩০ দিনের নামাযের জন্য আসবে ২১৬০ টাকা। আর এক বৎসরের নামাযের জন্য আসবে প্রায় ২৫৯২০ টাকা। এভাবে কোন মৃত ব্যক্তি ৫০ বৎসর যাবৎ কাল নামায না পড়ে থাকলে, তার নামাযের জন্য ১২৯৬০০০ (বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা ফিদিয়া দিতে হবে। স্পষ্টতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ফিদিয়া স্বরূপ প্রদান করার সামর্থ্য রাখে না। তাই ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی ফিদিয়ার ক্ষেত্রে একটি শরীয়াত সম্মত হিলা উদ্ভাবন করেছেন। আর তা হলো; সে ৩০ দিনের নামাযের কাফ্ফারা হিসাবে ফিদিয়ার নিয়্যতে ২১৬০ টাকা কোন ফকীর (ফকীর ও মিসকীনের সংজ্ঞা পৃষ্ঠা নং ২৮-এ দেখুন) এর মালিকানায় দিয়ে দিবে। তাহলে এতে ৩০ দিনের নামাযের ফিদিয়া আদায় হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

অতঃপর উক্ত ফকীর ব্যক্তি ঐ টাকা গুলো দাতাকে হিবা (উপহার) স্বরূপ দিয়ে দিবে। দাতা টাকাগুলো গ্রহণ করে আবার ৩০ দিনের নামাযের ফিদিয়ার নিয়্যতে পুনরায় উক্ত ফকীরকে দিয়ে দিবে। এভাবে আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল নামাযের ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। ত্রিশ দিনের টাকা দিয়ে যে হিলা করতে হবে তা বাধ্যতামূলক নয়। ইহা কেবলমাত্র বুঝানোর জন্য উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে। সুতরাং কারো হাতে যদি ৫০ বছরের ফিদিয়ার টাকা নগদ থাকে, তাহলে একবার প্রদান করার মাধ্যমেই ৫০ বছরের নামাযের ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। আর ফিতরার টাকার হিসাব গমের বর্তমান বাজার দর দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে প্রতিটি রোযার জন্যও একটি ফিতরা আদায় করতে হবে। নামাযের ফিদিয়া আদায় করার পর রোযার ফিদিয়াও একই পদ্ধতিতে আদায় করা যাবে। ধনী-গরীব সকলেই ফিদিয়া আদায়ের হিলা (পন্থা) অবলম্বন করতে পারেন। মৃতের ওয়ারিশরা যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষে ফিদিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করে তাহলে তা মৃত ব্যক্তির জন্য বড়ই উপকার হবে। এতে মৃত ব্যক্তিও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ফরযের বোঝা থেকে মুক্তি লাভ করবে আর ওয়ারিশগণও অধিক সাওয়াবের ভাগী হবে। কিছু কিছু লোক মসজিদ মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে কুরআন শরীফের একটি কপি দান করে নিজেদের শান্তনা দিয়ে থাকে যে, আমরা মৃত ব্যক্তির সকল নামাযের ফিদিয়া আদায় করে দিয়েছি। কিন্তু এটা তাদের ভুল ধারণা মাত্র। (বিস্তারিত দেখুন: ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৮ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! মৃত ব্যক্তির নামাযের ফিদিয়া ছেলে এবং অন্যান্য ওয়ারিশদের মতো কোন সাধারণ মুসলমানও দিতে পারবে।

(মিনহাতু খালিকি আলাল বাহরির রায়িক লিইবনে আবিদিন, ২য় খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

মৃত মহিলার ফিদিয়া আদায়ের একটি মাসয়ালা

মহিলার হায়িয তথা মাসিক ঋতুস্রাব হওয়ার দিনগুলো যদি জানা থাকে তাহলে সে পরিমাণ দিন, আর জানা না থাকলে নয় বছরের পর থেকে প্রত্যেক মাস হতে তিন দিন করে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট দিনগুলোর নামাযের ফিদিয়া আদায় করতে হবে। কিন্তু যতবারই ঐ মহিলা গর্ভবর্তী ছিলো গর্ভকালীন মাস সমূহ হতে হায়েজের দিনগুলো বাদ দেয়া যাবে না। কেননা, গর্ভকালীন সময়ে মহিলার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। অনুরূপ মহিলার নিফাসের দিনগুলো যদি জানা থাকে তাহলে প্রত্যেকবার সন্তান প্রসবের পর সে পরিমাণ দিন বাদ দিয়ে, আর জানা না থাকলে কোন দিন বাদ না দিয়ে মহিলার নামাযের ফিদিয়া আদায় করতে হবে। নিফাসের দিন জানা না থাকা অবস্থায় কোন দিন বাদ না দেয়ার কারণ হলো, নিফাসের সর্ব নিম্ন সময়সীমা শরীয়াত নির্ধারণ করেনি। যেভাবে হায়েজের ক্ষেত্রে তিনদিন নির্ধারণ করেছে। আর নিফাসের ক্ষেত্রে মাত্র এক মিনিট নিফাসের রক্ত বের হওয়ার পর পুনরায় তা বন্ধ হয়ে পবিত্র হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৮ম খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

সায়্যিদ জাদাগণকে নামাযের ফিদিয়া দেয়া যাবে না

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ কে সায়্যিদ জাদাগণ এবং অমুসলিমদেরকে নামাযের ফিদিয়া দেয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: এই সদকা (নামাযের ফিদিয়া) হযরত সা'আদাতে কিরামের উপযুক্ত নয় এবং হিন্দু ও অপরাপর অমুসলিমরা এই সদকার উপযুক্ত নয়। এই দু'জনকে দেওয়ার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে অনুমতি নেই। আর তাদেরকে দিলে আদায় হবে না। মুসলমান মিসকিন নিকটাত্মীয় হাশেমী ব্যতীত (অর্থাৎ মুসলমান আত্মীয়-স্বজন হাশেমী বংশ ব্যতীত) লোকদেরকে দেয়া দ্বিগুণ সাওয়াব।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৮ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

১০০টি বেতের হিলা

শরয়ী হিলা তথা উপরোক্ত উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বনের বৈধতা কুরআন হাদীস ও হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব সমূহ দ্বারা স্বীকৃত আছে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আইয়ূব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর স্ত্রী মুহতরমা একদা তাঁর খিদমতে দেরীতে উপস্থিত হলে তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام শপথ করে বললেন: "আমি সুস্থ হলে তাঁকে ১০০টি চাবুক মারব। সুস্থ হওয়ার পর **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে ১০০টি বেতযুক্ত একটি ঝাড়ু নিয়ে মাত্র একবার প্রহার করার নির্দেশ প্রদান করেন। যেমন- **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র কুরআনে ২৩তম পারায় সূরা সোআদ এর ৪৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন: তোমার হাতে একটি ঝাড়ু নিয়ে তা দ্বারা প্রহার কর আর শপথ ভঙ্গ করিও না।

(পারা- ২৩, রুকু- ১৩)

"ফতোওয়ায়ে আলমগিরীতে" হিলার একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ও রয়েছে, যার নাম "কিতাবুল হিয়ল"। ফতোওয়ায়ে আলমগীরী এর "কিতাবুল হিয়ল" এ বর্ণিত আছে, যে হিলা কারো হক নষ্ট করার জন্য বা তাতে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য কিংবা বাতিল তথা অসত্য দ্বারা কাউকে ধোঁকা দেয়ার জন্য অবলম্বন করা হয়, সে হিলা মাকরূহ। আর যে হিলা মানুষ হারাম থেকে বাঁচার জন্য কিংবা হালাল বস্তুকে অর্জনের জন্য অবলম্বন করে থাকে তা ভাল ও বৈধ। এরূপ হিলা (পন্থা) অবলম্বনের বৈধতা মহান **আল্লাহ্ তাআলার** নিম্নোক্ত বাণীটি দ্বারা প্রমাণিত;

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন: তোমার হাতে একটি ঝাড়ু নিয়ে তা দ্বারা প্রহার কর আর শপথ ভঙ্গ করিও না।

(পারা- ২৩, ৪৪ পৃষ্ঠা)
(আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

কর্ণ ছেদনের প্রথা কখন থেকে শুরু হয়?

হিলার বৈধতার উপর আরেকটি দলিল দেখুন; হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: একদা হযরত সায়্যিদাতুনা সারা ও হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا এর মাঝে সামান্য মনোমালিন্য হয়। এতে হযরত সায়্যিদাতুনা সারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا শপথ করে বললেন যে, আমি যদি সুযোগ পাই, তাহলে আমি হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কোন অঙ্গ কেটে নেব। **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَیْهِ السَّلَام কে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর খিদমতে প্রেরণ করলেন যেন আপনি তারা উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে দিন। হযরত সায়্যিদাতুনা সারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا আরয করলেন: مَا حِيْلَةُ يَمِيْنِي অর্থাৎ আমার শপথ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি? তখন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয় যে, “আপনি হযরত সারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا কে নির্দেশ দিন যে, সে যেন হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কর্ণ ছেদন করে দেয়।” তখন থেকে মহিলাদের কর্ণ ছেদনের প্রথার প্রচলন হয়। (গুমুজে উয়ুনুল বছায়ির লিল হামায়ী, ৩য় খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

গাভীর মাংসের হাদিয়া

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **দো'জাহানের সুলতান, মাহবুবে রহমান, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে গাভীর মাংস হাজির করা হলে জনৈক ব্যক্তি আরয করলেন যে, এই মাংস গুলো হযরত সায়্যিদাতুনা বারিরাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا এর উপর সদকা করা হয়েছে, তখন **সায়্যিদুল মুরসালিন, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ অর্থাৎ ইহা বারিরাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا এর জন্য সদকা ছিলো তবে আমাদের জন্য এটা হাদিয়া স্বরূপ।” (মুসলীম, ৫৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৭৫)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

যাকাতের শরয়ী হিলা

উপরোক্ত হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, হযরত সায়্যিদাতুনা বারিরাহ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا যিনি সদকার হকদার ও যোগ্য ছিলেন, সদকা হিসাবে প্রাপ্ত গাভীর মাংস যদিও তাঁর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا জন্য সদকা ছিলো, কিন্তু তিনি তা হাতে আসার পর যখন বারগাহে রিসালাতে পেশ করলেন, তখন তার হুকুম পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং তা আর সদকা রইল না। অনুরূপ যাকাতের হকদার কোন ব্যক্তি যাকাত তার মালিকানায় নিয়ে নেয়ার পর উপহার হিসাবে যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করতে কিংবা মসজিদ ইত্যাদিতে দিতে পারবে। কেননা, উল্লেখিত যাকাতের হকদার ব্যক্তি যখন তা অপর ব্যক্তিকে উপহার হিসাবে দিয়ে দিল তখন তা আর যাকাত রইলনা, বরং তা হাদিয়া বা উপহার ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে গেলো। ফোকাহায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان যাকাতের শরয়ী হিলার পদ্ধতি এভাবে বলেছেন: যাকাতের টাকা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন কিংবা মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা যাবে না। কেননা, এতে ফকীরকে মালিক বানানো পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কাফন দাফন কিংবা মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদির কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করতে হয়, তাহলে এভাবে করতে হবে যে, প্রথমে যাকাতের টাকা কোন ফকীরের মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে, এরপর ঐ ফকীর যাকাতের টাকা কাফন দাফন কিংবা মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ব্যয় করবে। আর এভাবে তারা উভয়ই সাওয়াব পাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৯০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখেছেন! হিলায়ে শরয়ীর মাধ্যমে কাফন দাফন কিংবা মসজিদ নির্মাণের কাজেও যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে। কেননা, যাকাত মূলত: ফকীরদেরই হক ছিলো, ফকীর যখন তা গ্রহণ করল তখন সে তার মালিক হয়ে গেলো, এখন সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। হিলায়ে শরয়ীর বরকতে দাতার যাকাতও আদায় হবে এবং ফকীরও মসজিদ ইত্যাদিতে দান করার কারণে সাওয়াবের ভাগী হবে। আর শরয়ী ফকীরকে হিলার মাসয়ালা অবশ্যই অবগত করাতে হবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

ফকীরের সংজ্ঞা

ফকীর ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় (ক) যার কাছে কিছু না কিছু সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তা নিসাবের সমপরিমাণ নয়। (খ) অথবা যার কাছে নিসাবের সমপরিমাণ সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তা তার হাজতে আসলীয়া তথা প্রয়োজনীয় জীবন নির্বাহে ব্যয় হয়ে যায় (সেও ফকীর)। যেমন- কারো কাছে থাকার বাসস্থান, ঘরের ব্যবহার্য আসবাবপত্র, আরোহণের জন্তু (স্কুটার কিংবা কার গাড়ি) কারিগরি যন্ত্রপাতি, পরিধানের কাপড়, সেবার চাকর-চাকরানী, শিক্ষা ও শিক্ষণের প্রয়োজনীয় ইসলামী বই পুস্তক আছে, কিন্তু তা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। (গ) অনুরূপ ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি যার কাছে নিসাব পরিমাণ টাকা আছে ঠিক, কিন্তু ঋণ পরিশোধ করার পর তার কাছে আর নিসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না, সেও ফকীর হিসাবে বিবেচিত হবে, যদিও তার কাছে একাধিক নিসাবের টাকা জমা থাকুক না কেন। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯২৪ পৃষ্ঠা)

মিসকীনের সংজ্ঞা

মিসকীন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কাছে কিছুই নেই। এমন কি খাবার ও শরীর আবৃত করার জন্যও তাকে মানুষের নিকট হাত পাততে হয় এবং তার জন্য ভিক্ষা করা হালাল। ফকীরের জন্য (অর্থাৎ যার নিকট কমপক্ষে একদিনের খাবার ও পরিধানের ব্যবস্থা আছে) বিনা প্রয়োজনেও বিনা বাধ্যতায় ভিক্ষা করা হারাম। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, যে সমস্ত ভিক্ষুক উপার্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে ও বিনা বাধ্যতায় পেশা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে তারা অবশ্যই গুনাহগার হবে এবং জাহান্নামে যাওয়ার হকদার হবে। আর তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও যারা তাদেরকে দান খায়রাত করা বৈধ নয়।

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা
ও বিনা হিসাবে
জান্নাতুল ফিরদাউসে
প্রিয় আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

১লা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৫ হিজরী
০৬-১১-২০১৩ইং

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰہ

জানাযার নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

এই রিসালায় রয়েছে.....

ঘটনা

জান্নাতী ব্যক্তির জানাযা

জানাযার দোয়া

গায়েবানা জানাযার নামায হতে পারে না

পাগল অথবা আত্মহত্যাকারীদের জানাযা

বাচ্চার জানাযা বহন করার পদ্ধতি

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জানাযার নামাযের পদ্ধতি(হানাফী)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর উপকারিতা আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীদের সুলতান, রহমতে আলামিয়ান, সরদারে দো-জাহান, মাহবূবে রহমান صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য এক ক্বীরাত সাওয়াব লিখে দেন। আর এক ক্বীরাত হচ্ছে ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।"

(মুসান্নফে আব্দুর রাজ্জাক, ১ম খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্‌র ওলীর জানাযায় অংশগ্রহণ করার বরকত

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা সারী সাকতী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করলেন। রাতে ঐ ব্যক্তির স্বপ্নে হযরত সায়্যিদুনা সারী সাকতী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর যিয়ারত নসীব হলো। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ-**আল্লাহ্ তাআলা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে এবং আমার জানাযার নামাযে অংশগ্রহণকারী সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

ঐ ব্যক্তি আরয করলো: ইয়া সায়্যিদী! আমিওতো আপনার জানাযায় অংশগ্রহণ করে জানাযার নামায আদায় করেছিলাম। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি তালিকা বের করলেন কিন্তু এতে ঐ ব্যক্তির নাম অন্তর্ভূক্ত ছিলো না, যখন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তখন দেখা গেলো, তার নাম তালিকার পার্শ্বটিকাতে ছিলো। (তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ২০তম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ভালবাসা পোষণকারীদেরও ক্ষমাপ্রাপ্তি

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইন্তেকালের পর কাসিম বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্নের মধ্যে তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ- **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন: "হে বিশর! শুধু তোমাকে নয় বরং তোমার জানাযাতে অংশগ্রহণকারী সবাইকেও আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।" তখন আমি আরয করলাম: **হে মালিক!** আমাকে যারা ভালবাসে তাদেরকেও ক্ষমা করে দাও। তখন **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ার সাগরে জোয়ার আসল আর ইরশাদ করলেন: কিয়ামত পর্যন্ত যারা তোমাকে ভালবাসবে তাদের সবাইকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। (তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ১০তম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আ'মাল না দেখে ইয়ে দেখা, হে মেরে ওলীকে দরকা গদা,
খালিক নে মুঝে য়ূ বখশ দিয়া, سُبْحٰنَ الله سُبْحٰنَ الله।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্র ওলীদের সাথে সম্পর্ক রাখা সৌভাগ্য লাভের মাধ্যম। তাদের প্রশংসা করা ও জীবনী আলোচনা করা রহমত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম, তাঁদের সংস্পর্শ উভয় জগতের জন্য বরকতময়, তাঁদের মাযারে পাকের যিয়ারত করাটা গুনাহের রোগের ঔষধ এবং তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা আখিরাতে মুক্তির সনদ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরাও সমস্ত আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی কে ভালবাসি এবং ওলীয়ে কামিল হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর প্রতি আমাদের অফুরন্ত ভালবাসা রয়েছে। **হে আল্লাহ্!** তাঁর সদকায় আমাদেরকেও ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিশরে হাফী ছে হামেতো পেয়ার হে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কাফন চোর

এক মহিলার জানাযার নামাযে একজন কাফন চোর অংশগ্রহণ করলো এবং কবরস্থানে সবার সাথে গিয়ে ঐ মহিলার কবরের নিশানাও জেনে নিল। যখন রাত গভীর হলো তখন সে কাফন চুরি করার উদ্দেশ্যে কবর খনন করলো। তৎক্ষণাৎ মরহুমা বলে উঠল: سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! একজন ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আরেক ক্ষমাপ্রাপ্তা মহিলার কাফন চুরি করছে! শুনো: **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার জানাযার নামাযে অংশগ্রহণকারী সবাইকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন আর তুমিও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলে। এটা শুনে সে তৎক্ষণাৎ কবরে মাটি ঢেলে দিল এবং সত্য অন্তরে তাওবা করে নিল। (শুয়াবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা, নং- ৯২৬১) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলের ক্ষমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! নেক বান্দাদের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা কত সৌভাগ্যের বিষয়! যখনই সুযোগ হয় বরং সময় বের করে মুসলমানদের জানাযাতে অংশগ্রহণ করা উচিত। হতে পারে কোন নেক বান্দার জানাযায় অংশগ্রহণ করা আমাদের জন্য ক্ষমার মাধ্যম হয়ে যাবে। পরম দয়ালু **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের উপর আমাদের জান কতাওবান, যখন তিনি কোন মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন তখন তার জানাযাতে অংশগ্রহণকারীদেরকেও ক্ষমা করে দেন। এ প্রসঙ্গে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত আছে; **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মু'মিন বান্দাকে মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম পুরস্কার (প্রতিদান) এটাই দেয়া হবে যে, তার জানাযাতে অংশগ্রহণকারী সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪র্থ খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩)

কবরে প্রথম উপহার

মদীনার সরদার, দো-আলমের মালিক ও মুখতার, শাহানশাহে আবরার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কেউ আরয করলো: মু'মিন বান্দা যখন কবরে প্রবেশ করে, তখন তার প্রথম উপহার হিসাবে কি দেয়া হয়? তখন ইরশাদ করলেন: "তার জানাযার নামায আদায়কারীদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯২৫৭)

জান্নাতী ব্যক্তির জানাযা

প্রিয় আকা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন কোন জান্নাতী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ সমস্ত লোকদেরকে শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করেন যারা তার জানাযা নিয়ে চলে, যারা জানাযার পিছনে চলে এবং যারা তার জানাযার নামায আদায় করেছে।"

(আল ফিরদাউস বিমা সুরিল খিতাব, ১ম খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১০৮)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

জানাযার সঙ্গে চলার সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে আরয করলেন: “**হে আল্লাহ্!** যে ব্যক্তি শুধু তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জানাযার সঙ্গে চলে তার প্রতিদান কি?” **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: “যে দিন সে মৃত্যু বরণ করবে সে দিন ফিরিস্তাগণ তার জানাযার সঙ্গে চলবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।” (শরহুস সুদূর, ৯৭ পৃষ্ঠা)

ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি (ঈমানের দাবীর ভিত্তিতে ও সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে) আপন ঘর থেকে বের হয়ে জানাযার সাথে চলে, জানাযার নামায আদায় করে এবং দাফন পর্যন্ত জানাযার সঙ্গে থাকে তার জন্য দুই ক্বীরাত সাওয়াব রয়েছে। যার প্রত্যেক ক্বীরাত ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। আর যে ব্যক্তি শুধু মাত্র জানাযার নামায আদায় করে ফিরে আসে তাহলে সে এক ক্বীরাত সাওয়াব পাবে।” (মুসলিম, ৪৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৪৫)

জানাযার নামায শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন; আমাকে **সুলতানে দো-আলম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “কবর যিয়ারত করো যাতে আখিরাতের কথা স্মরণ হয়ে যায়, মৃত ব্যক্তির গোসল দাও, কেননা ধ্বংসশীল দেহ (অর্থাৎ-মৃতের শরীর) স্পর্শ করাটা অনেক বড় নসীহত, জানাযার নামায আদায় করো যাতে এটা তোমাকে চিন্তিত করে দেয়, কেননা চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলার** আশ্রয়ে হয়ে থাকে এবং নেক কাজ করতে প্রেরণা যোগায়।” (আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ১ম খন্ড, ৭১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৩৫)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান ও অন্যান্য কার্যাবলীর ফযীলত

হযরত মাওলায়ে কায়েনাত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **সুলতানে দো-জাহান, শাহানশাহে কাওনো মাকান, রহমতে আলামিয়ান, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়, কাফন পরায়, সুগন্ধি লাগায়, জানাযা কাধে উঠায়, নামায আদায় করে এবং (মৃত ব্যক্তির) যে সব মন্দ বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় তা গোপন রাখে, সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেভাবে ঐদিন সে তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছিল।” (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৬২)

জানাযার লাশবাহী খাট দেখে পাঠ করার ওযীফা

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আনাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ইন্তেকালের পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ-**আল্লাহ্ তাআলা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?” বললেন: “একটি বাক্যের কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ জানাযাকে দেখে বলতেন: (বাক্যটি হলো:) سُبْحٰنَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ (অর্থাৎ- ঐ পুতঃপবিত্র সত্ত্বা যিনি জীবিত, যার কখনো মৃত্যু আসবে না।) সুতরাং আমিও জানাযা দেখে এরূপ বলতাম, আর এ বাক্য বলার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” (ইহইয়াউল উলূম থেকে সংগৃহীত, ৫ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রথম কার জানাযার নামায আদায় করেছেন?

জানাযার নামাযের শুরু হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর যুগ থেকে হয়েছে। ফেরেশতারা সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জানাযা মোবারকে চারবার তাকবীর বলেছিলো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

ইসলামের জানাযা নামায ওয়াজীব হওয়ার হুকুম মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়। হযরত সায়্যিদুনা আসআদ বিন যুরারা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ইন্তিকাল হিজরতের নবম মাসের শেষের দিকে হয়েছিলো। তিনিই প্রথম মৃত সাহাবী ছিলেন। **রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৫ম খন্ড, ৩৭২-৩৭৫ পৃষ্ঠা)

জানাযার নামায ফরযে কিফায়া

জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তি আদায় করলে সকলেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে, নতুবা যাদের নিকট মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছেছে কিন্তু জানাযায় উপস্থিত হয়নি তারা সবাই গুনাহগার হবে। জানাযার নামাযের জন্য জামাআত শর্ত নয়। মাত্র একজন ব্যক্তিও যদি আদায় করে নেয় তবে ফরয আদায় হয়ে যাবে। এ নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা কুফরী।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২৫ পৃষ্ঠা)

জানাযার নামাযে দুইটি রুকন ও তিনটি সুন্নাত

রুকন দুইটি হচ্ছে: (১) চারবার اَللّٰهُ اَکۡبَرۡ (আল্লাহু আকবর) বলা, (২) ক্বিয়াম বা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা) তিনটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হচ্ছে: (১) সানা পড়া, (২) দরূদ শরীফ পাঠ করা, (৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২৯ পৃষ্ঠা)

জানাযার নামাযের পদ্ধতি(হানাফী)

মুক্তাদী এভাবে নিয়্যত করবে: আমি **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে এই ইমামের পিছনে এই মৃত ব্যক্তির দোয়ার জন্য এই জানাযার নামাযের নিয়্যত করছি।

(ফতোওয়ায়ে তাতারখানিয়্যাহ, ২য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

এবার মুক্তাদী ও ইমাম উভয়ে প্রথমে কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে দ্রুত নিয়মানুযায়ী নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিবেন এবং সানা পড়বেন। সানা পড়ার সময় وَتَعَالٰى جَدُّكَ এরপর وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ط পড়বেন। অতঃপর হাত উঠানো ব্যতীত اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবেন, অতঃপর দুরূদে ইবরাহীম পড়বেন, এরপর হাত না উঠিয়ে আবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবেন এবং দোয়া পাঠ করবেন (ইমাম সাহেব তাকবীর সমূহ উচ্চ আওয়াজে বলবেন আর মুক্তাদীগণ নিম্নস্বরে। বাকী দোয়া, যিকির আযকার ইত্যাদি ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই নিম্নস্বরে পাঠ করবেন।) দোয়া পাঠ শেষে পুনরায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবেন এবং হাত ছেড়ে দিবেন, অতঃপর উভয় দিকে সালাম ফিরাবেন। সালামে মৃত ব্যক্তি ফেরেশতাগণ এবং নামাযে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গদের নিয়্যত করবেন। ঐভাবে যেমন অন্যান্য নামাযের সালামে নিয়্যত করা হয়, এখানে এতটুকু কথা বেশি যে মৃত ব্যক্তিরও নিয়্যত করবেন।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২৯, ৮৩৫ পৃষ্ঠা)

বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) পুরুষ ও মহিলার জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا ط اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَان

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও আমাদের প্রত্যেক জীবিতকে ও আমাদের প্রত্যেক মৃতকে, আমাদের প্রত্যেক উপস্থিতকে ও প্রত্যেক অনুপস্থিতকে, আমাদের ছোটদেরকে ও আমাদের বড়দেরকে, আমাদের পুরুষদেরকে ও আমাদের নারীদেরকে। **হে আল্লাহ!** তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো। আর আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করবে, তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করো।

(আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ১ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৬৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

নাবালিগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ছেলের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَآ اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا ط

অনুবাদ: হে আল্লাহ! এই (ছেলে)কে আমাদের জন্য আগে গিয়ে সামগ্রী সঞ্চয়কারী করে দাও! তাকে আমাদের জন্য প্রতিদান (এর মাধ্যম) এবং সময় মতো কাজে আসার উপযোগী করে দাও। আর তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানিয়ে দাও এবং তেমনই করো, যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

(কানযুদ দাকায়িক, ৫২ পৃষ্ঠা)

নাবালিগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) মেয়ের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَآ اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً ط

অনুবাদ: হে আল্লাহ! এই (মেয়ে)কে আমাদের জন্য আগে গিয়ে সামগ্রী সঞ্চয়কারীনী করে দাও! তাকে আমাদের জন্য প্রতিদান (এর মাধ্যম) এবং সময় মতো উপকারে আসার উপযোগী করো, তাকে আমাদের জন্য কারো সুপারিশকারীনী এবং এমনই যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

জুতার উপর দাঁড়িয়ে জানাযার নামায আদায় করা

জুতা পরিহিত অবস্থায় যদি জানাযার নামায আদায় করা হয়, তাহলে জুতা এবং মাটি দুটোই পবিত্র হওয়া আবশ্যক, আর জুতা খুলে যদি এর উপর দাঁড়িয়ে পড়ে, তাহলে জুতার তলা এবং মাটি পবিত্র হওয়া আবশ্যক নয়। আমার আক্বা, আ’লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এক প্রশ্নের জবাবে বলেন: যদি ঐ জায়গা প্রস্রাব ইত্যাদিতে নাপাকী ছিলো। অথবা ঐ জুতার তলায় নাপাকী ছিলো এবং ঐ অবস্থায় জুতা পরিধান করে নামায আদায় করে, তার নামায হবে না। সাবধানতা যে, জুতা খুলে এটার উপর পা রেখে নামায পড়বে। তবে মাটি ও তলা যদি নাপাক হয়, তাহলে নামাযে বিঘ্নতা আসবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৯ম খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

গায়েবানা জানাযার নামায হতে পারে না

জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তি সামনে থাকাটা আবশ্যক। গায়েবানা (অর্থাৎ- লাশের অনুপস্থিতিতে) জানাযার নামায কখনো হতে পারে না। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১২৩, ১৩৪ পৃষ্ঠা) মুস্তাহাব হচ্ছে, ইমাম সাহেব মৃত ব্যক্তির সীনা (বুক) বরাবর দাঁড়াবেন।

কয়েকটি জানাযার একত্রে নামায আদায়ের পদ্ধতি

কয়েকটি জানাযাকে একত্র করে এক সাথে নামায আদায় করা যাবে। এক্ষেত্রে এটার অনুমতি রয়েছে যে, সবগুলোকে সামনে পিছনে করে রাখবে যেন সব জানাযার সীনা (বুক) ইমামের সোজা সামনে থাকে। অথবা কাতারবন্দী করে রাখবে। অর্থাৎ-একটি জানাযার সোজা পা বরাবর অপরটির মাথা রাখবে এবং দ্বিতীয়টির পা বরাবর তৃতীয়টির মাথা রাখবে। وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاس (অর্থাৎ-এই নিয়মের উপরই পরবর্তীগুলোর অনুমান করুন।)

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৩৯ পৃষ্ঠা)

জানাযায় কতটি সারি (কাতার) হবে?

উত্তম হলো, জানাযায় তিনটি কাতার হওয়া। যেহেতু হাদীসে পাকে রয়েছে: "যার (জানাযার) নামায তিন কাতারে আদায় করা হয়েছে তার গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" যদি উপস্থিত সর্বমোট সাতজন লোক হয় তাহলে একজন ইমাম হবেন আর এখন প্রথম কাতারে তিনজন দাঁড়াবে, দ্বিতীয় কাতারে দুই জন এবং তৃতীয় কাতারে একজন দাঁড়াবে। (গুনিয়া, ৫৮৮ পৃষ্ঠা) জানাযার নামাযে পিছনের কাতার সব কাতারের চেয়ে উত্তম। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

জানাযার নামাযের সম্পূর্ণ জামাআত না পেলে তবে?

মাসবূক (অর্থাৎ- যার কয়েকটি তাকবীর ছুটে গেছে সে) নিজের ছুটে যাওয়া অবশিষ্ট তাকবীরগুলো ইমামের সালাম ফিরানোর পর বলবে আর যদি এরূপ ধারণা হয় যে, (তাকবীরের সাথে সাথে) দোয়া ইত্যাদি পড়লে তা পূর্ণ করার পূর্বেই লোকেরা জানাযা কাঁধ পর্যন্ত তুলে নিবে তাহলে সে শুধু তাকবীরগুলো বলবে এবং দোয়া ইত্যাদি পড়া বাদ দিবে। ইমামের ৪র্থ তাকবীর বলার পর যে ব্যক্তি আসল সে (যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম সালাম না ফেরান) জামাআতে শরীক হয়ে যাবে এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পর তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

পাগল অথবা আত্মহত্যাকারীর জানাযা

যে জন্মগত পাগল অথবা বালিগ হওয়ার পূর্বেই পাগল হয়ে গেছে এবং এই পাগলাবস্থায় তার মৃত্যু হলে তার জানাযার নামাযে নাবালিগের দোয়াটি পড়বেন। (জওহারা, ১৩৮ পৃষ্ঠা। গুনিয়া, ৫৮৭ পৃষ্ঠা) যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে তার জানাযার নামায আদায় করা যাবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

মৃত বাচ্চাদের জানাযার বিধান

মুসলমানদের বাচ্চা জীবিত জন্ম হলো, অর্থাৎ-শরীরের অধিকাংশ অংশ বাহির হওয়া পর্যন্ত জীবিত ছিলো অতঃপর মারা গেলো, তবে তার গোসল ও কাফন দিতে হবে এবং তার জানাযার নামায আদায় করতে হবে। আর যদি শরীরে অধিকাংশ অংশ বের হওয়ার পূর্বেই মারা যায় তবে তাকে ঐ অবস্থায় গোসল দিয়ে একটি কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করে দিবে। তার জন্য সুন্নাত মোতাবেক গোসল ও কাফন নেই এবং নামাযও পড়া হবে না। মাথার দিক থেকে অধিকাংশের সীমা হচ্ছে; মাথা থেকে সীনা (বুক) পর্যন্ত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

অতএব যদি তার মাথা বের হয়েছিল এবং চিৎকার করে কান্না করলো কিন্তু সীনা পর্যন্ত বের হওয়ার পূর্বেই মারা গেলো তবে তার জানাযা আদায় করা যাবে না। পায়ের দিক থেকে অধিকাংশের সীমা হচ্ছে পা থেকে কোমর পর্যন্ত। বাচ্চা জীবিত জন্ম হোক বা মৃত বা অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় প্রসব হোক তার নাম রাখতে হবে এবং তাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৫২, ১৫৪ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৪১ পৃষ্ঠা)

জানাযার লাশবাহী খাট কাঁধে নেয়ার সাওয়াব

হাদীসে পাকে রয়েছে: "যে ব্যক্তি জানাযাকে নিয়ে চল্লিশ কদম চলবে তার চল্লিশটি কবীরা গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" হাদীস শরীফে এটাও রয়েছে: "যে ব্যক্তি জানাযার চারটি পায়াকে কাঁধে নিবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে পরিপূর্ণ (অর্থাৎ- স্থায়ী) ক্ষমা করে দিবেন।" (আল জাওহারাতুন নায়্যারাহ্, ১ম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা। দুররে মুখাতার, ৩য় খন্ড, ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২৩ পৃষ্ঠা)

জানাযার লাশবাহী খাট কাঁধে নেওয়ার পদ্ধতি

জানাযা কাঁধে নেওয়া ইবাদত। সুন্নাত হচ্ছে: একের পর এক চারটি পায়াকে কাঁধে নেয়া এবং প্রতিবারে দশ কদম করে চলা। পূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে: প্রথমে মাথার দিকের ডান পাশ কাঁধে নিবে এরপর ডান পায়ের দিকের ডান পাশ, অতঃপর মাথার দিকের বাম পাশ এবং সর্বশেষে পায়ের দিকের বাম পাশ কাঁধে বহন করবে এবং দশ কদম করে চলবে তাহলে মোট চল্লিশ কদম হবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২২ পৃষ্ঠা) অনেকেই জানাযার শোভাযাত্রায় ঘোষণা করে থাকে যে, দুই কদম করে করে চলুন! তাদের উচিত হচ্ছে এভাবে ঘোষণা করা: "দশ কদম করে চলুন।"

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

বাচ্চার জানাযা বহন করার পদ্ধতি

ছোট বাচ্চার জানাযাকে যদি এক ব্যক্তি হাতে করে নিয়ে পথ চলে, এতে কোন অসুবিধা নেই আর তাই এক জনের পর অন্যজন করে হাতে নিয়ে পথ চলতে থাকুন। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা) মহিলাগণ (ছোট হোক বা বড়, কারো) জানাযার সাথে যাওয়া না-জায়িয ও নিষিদ্ধ।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২৩ পৃষ্ঠা)

জানাযার নামাযের পর ফিরে আসার মাসয়ালা

যে ব্যক্তি জানাযার সাথে রয়েছে তার জন্য জানাযার নামায আদায় না করে ফিরে আসা উচিত নয়। নামাযের পর মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ফিরে আসতে পারবে আর দাফনের পর অনুমতির প্রয়োজন নেই। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

স্বামী কি তার স্ত্রীর জানাযার লাশবাহী খাট কাঁধে নিতে পারবে?

স্বামী তার স্ত্রীর জানাযা কাঁধে নিতে পারবে, কবরে নেমে রাখতেও পারবে এবং মুখও দেখতে পারবে। শুধুমাত্র গোসল দেয়া এবং বিনা পর্দায় (আবরণ ব্যতীত) শরীর স্পর্শ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮১২, ৮১৩ পৃষ্ঠা)

মুরতাদের জানাযার নামাযের শরয়ী হুকুম

মুরতাদ এবং কাফিরের জানাযার নামাযের একই হুকুম। ধর্ম পরিবর্তন করে খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়া ব্যক্তির জানাযার নামায আদায়কারীদের ব্যাপারে কৃত এক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে সায়্যিদী আ'লা হযরত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ১৭০ পৃষ্ঠাতে বলেন:

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

যদি শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় মৃত ব্যক্তি (**আল্লাহ্**র পানাহ) ধর্ম পরিবর্তন করে খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছেন, তবে অবশ্যই তার জানাযার নামায এবং মুসলমানদের মত তার কাফন-দাফন করা সব অকাট্য হারাম। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তাদের মধ্যে কারো মৃতের উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং না তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন। (পারা: ১০, সূরা- তাওবা, আয়াত- ৮৪)

কিন্তু নামায আদায়কারীরা যদি তার খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়ার কথা না জানে আগের জানা মতে তাকে মুসলমান মনে করত। তার (মৃতের) কাফন-দাফন ও নামায পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির নিকট তার খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়ার প্রমাণিত হয়নি। তবে এই সব কর্মকান্ডে সে এখনও অপারগ এবং নির্দোষ। কেননা তার জানা মতে সে মুসলমান ছিলো। এসব কর্মকান্ড সম্পাদন করা এমনিতেই তার উপর আবশ্যক ছিলো। হ্যাঁ যদি সেও তার খ্রীষ্টান হওয়ার ব্যাপারে জানতো। এতদসত্ত্বেও সে জানাযার নামায, কাফন-দাফন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে, অকাট্য ভাবে মারাত্মক গুনাহ এবং কঠিন আযাবে লিপ্ত হলো। যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করবে না, তার পিছনে নামায আদায় করা মাকরূহ। কিন্তু মুরতাদের কর্মকান্ড এর পরেও পরীক্ষা করা জায়েয নয়, কেননা এসব লোকও এই গুনাহ দ্বারা কাফির হবে না। আমাদের পবিত্র শরীয়াত সহজ সরল পথ। শরীয়াতের কোন বিষয়ে অতিরঞ্জিত করা বা কমিয়ে ফেলা পছন্দ করে না। অবশ্য যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে তাকে খ্রীষ্টান জেনে না শুধু বরং অজানা ও অজ্ঞতার কারণে কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্য এমনকি নিজে তাকে খ্রীষ্টান হওয়ার কারণে সম্মানের পাত্র এবং কাফন-দাফন এবং জানাযার নামাযের উপযুক্ত মনে করে তবে যাদের এরকম ধারণা হবে তারা সকলে কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেলো। আর তাদের সাথে ঐ সকল আচরণ করা ওয়াজীব যা মুরতাদের সাথে করা হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আল্লাহ্ তাআলা ১০ পারার সূরাতুত তাওবার ৮৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلَا تُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۸۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তাদের মধ্যে কারো মৃতের উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং না তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন। নিশ্চয় তারা **আল্লাহ্** ও **রাসুলকে** অস্বীকার করেছে এবং নির্দেশ অমান্য করার ফাসিকী (কুফরীর) মধ্যেই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। (পারা: ১০, সূরা- তাওবা, আয়াত- ৮৪)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে; কাফিরের জানাযার নামায কোন অবস্থায় জায়েয নেই এবং কাফিরের কবরে দাফন ও যিয়ারতের জন্য দাঁড়ানো নিষিদ্ধ। (খাযায়িনুল ইরফান, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ্ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সে যদি অসুস্থ হয়ে যায় তবে তাকে দেখতে যেও না। মারা গেলে জানাযাতে অংশগ্রহণ করো না।"

(ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯২)

জানাযা সম্পর্কিত পাঁচটি মাদানী ফুল

"অমুক আমার জানাযার নামায পড়াবে" এরকম ওসিয়তের হুকুম

(১) মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করেছিল যে, আমার জানাযার নামায অমুক পড়াবে বা আমাকে অমুক ব্যক্তি গোসল দিবে তবে এই ওসিয়ত বাতিল হবে, অর্থাৎ- এই ওসিয়ত দ্বারা (মৃত ব্যক্তির) অভিভাবকের অধিকার বাতিল হবে না। হ্যাঁ! অভিভাবকের স্বাধীনতা রয়েছে যে, নিজে না পড়িয়ে তার দ্বারা পড়িয়ে দিবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৩৭ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা) যদি কোন মুত্তাকী বুযুর্গ বা আলিম সম্পর্কে ওসিয়ত করে থাকে তবে উত্তরাধিকারীদের উচিত যে, এর উপর আমল করা।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

ইমাম মৃত ব্যক্তির বুক বরাবর দাঁড়াবে

(২) মুস্তাহাব হচ্ছে; মৃত ব্যক্তির বুক বরাবর ইমাম দাঁড়াবে আর মৃত ব্যক্তি থেকে দূরে হবে না। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা, প্রাপ্ত বয়স্ক হোক বা না-বালিগ। এটি ঐ সময় হবে যখন, একজন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ানো হয়। আর যদি কিছু সংখ্যক হয়, তবে যে কোন একটির সীনা তথা বুক বরাবর এবং কাছাকাছি দাঁড়াবে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

জানাযার নামায আদায় না করে দাফন করে দিলো তবে?

(৩) মৃত ব্যক্তিকে জানাযার নামায আদায় না করে দাফন করে দিল এবং মাটিও দেয়া হলো তবে এখন তার কবরে জানাযার নামায পড়বে যতক্ষণ ফেটে যাওয়ার ধারণা না হয়। আর মাটি দেয়া না হলে বের করে নামাযে জানাযা আদায় করে দাফন করবে। আর কবরে নামায আদায় করার সময় সীমা কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই যে,কতদিন পর্যন্ত আদায় করা যাবে। এটা মৌসুম, জমিন, এবং মৃত ব্যক্তির শরীর ও অসুস্থতার ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। গরমের মৌসুমে তাড়াতাড়ি ফেটে যাবে এবং শীতকালে দেরীতে ও বর্ষাকালে বা লবণাক্ত ভূমিতে তাড়াতাড়ি, শুকনো এবং লবণাক্ত নয় এমন জমিতে দেরীতে ফাটে মোটা শরীর তাড়াতাড়ি হালকা-পাতলা শরীর দেরীতে ফাটে।

ঘরে চাপা পড়া মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায

(৪) কূপে পড়ে গিয়ে মারা গেলো বা তার উপর ঘর ভেঙ্গে পড়ল আর মৃত লাশ বের করা যাচ্ছে না তবে ঐ জায়গায় তার জানাযার নামায আদায় করে নিবে। সমূদ্রে ডুবে গেলো আর তাকে পাওয়া গেলো না তবে তার জানাযার নামায হতে পারে না কেননা মৃত লাশ নামায আদায়কারীদের সামনে থাকা পাওয়া যাচ্ছে না। (রদ্দে মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

জানাযার নামাযে লোকসংখ্যা বাড়ানোর জন্য দেরী করা

(৫) জুমার দিন কারো ইন্তিকাল হলো তবে যদি জুমার আগে কাফন-দাফন হতে পারে তবে প্রথমে করে নিবেন, এই ধারণায় বিরত থাকা যে, জুমার পরে লোক সমাগম বেশি হবে, তবে তা মাকরূহ।

(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৪০ পৃষ্ঠা)

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২৫ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৫ হিজরী
৩০-১১-২০১৩ইং

সালাতুত তাসবীহ

এ নামাযের অফুরন্ত সাওয়াব রয়েছে। **হুযুর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন চাচা হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে ইরশাদ করলেন: "হে আমার চাচা! যদি সামর্থ রাখেন তাহলে প্রতিদিন একবার করে সালাতুত তাসবীহের নামায আদায় করুন। যদি প্রতিদিন না পারেন, তাহলে প্রত্যেক জুমার দিনে একবার, আর এটাও না হলে প্রতি মাসে একবার আদায় করুন। তাও না হলে বৎসরে একবার আদায় করুন এবং তাও না হলে জীবনে একবার আদায় করে নিন।"

(সুনানে আবি দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৯৭)

www.dawateislami.net

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰه

ফয়যানে জুমা

এই রিসালায় রয়েছে.....

১০ দিন পর্যন্ত বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা

২০০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব

জুমার দিন গোসল করার সময়

গরীবদের হজ্ব

রূহ সমূহ একত্রিত হয়

প্রথম আযানের সাথে সাথেই কাজ কর্ম নাজায়িয হয়ে যায়

দশ হাজার বছরের রোযার সাওয়াব

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

ফয়যানে জুমা

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে ঈমানকে সতেজ করুন।

জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত

নবীদের সুলতান, রহমতে আলামিয়ান, সরদারে দো-জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন দুইশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার দুইশত বছরের গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।” (জমউল জাওয়ামেয় লিস সুয়ূতী, ৭ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৩৫৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা কতই না সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলায় আমাদেরকে বরকতময় জুমার নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। আফসোস! আমরা অকৃতজ্ঞরা অন্যান্য দিনের মতো জুমার দিনটিকেও অলসতার মধ্যে অতিবাহিত করি। অথচ জুমার দিন ঈদের দিন, জুমার দিন সকল দিনের সরদার, জুমার দিনে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হয় না, জুমার রাতে জাহান্নামের দরজা খোলা হয় না,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

জুমাকে কিয়ামতের দিন নববধূর মতো উঠানো হবে, জুমার দিনে মৃত্যুবরণকারী সৌভাগ্যবান মুসলমান শহীদের মর্যাদা লাভ করে এবং কবরের আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বর্ণনা অনুসারে; "জুমার দিন হজ্ব হলে সেটার সাওয়াব সত্তরটি হজ্জের সাওয়াবের সমপরিমাণ হবে। জুমার দিনের একেকটি সৎকাজের সাওয়াব সত্তরগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। (যেহেতু জুমার দিনের মর্যাদা অনেক বেশি, তাই) জুমার দিনে গুনাহের শাস্তিও সত্তর গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। (মীরআত, ২য় খন্ড, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

বরকতময় জুমার ফযীলত সম্পর্কে আর কী বলব? **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র কুরআনে "সুরাতুল জুমা" নামে পরিপূর্ণ একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। যা কুরআনুল করীমের ২৮তম পারায় শোভা পাচ্ছে। **আল্লাহ্ তাআলা** "সুরা- জুমা" এর নবম আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! যখন নামাযের আযান হয় জুমা দিবসে, তখন **আল্লাহ্**র যিকরের দিকে দৌঁড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো, এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো।

হুযুর পুরনূর ﷺ প্রথম জুমা কখন আদায় করেছিলেন?

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন হিজরত করে মদীনা শরীফ তাশরীফ আন ছিলেন তখন রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ (৬২২ খ্রীষ্টাব্দ) রোজ সোমবার চাশতের (দ্বিপ্রহর) সময় 'কুবা' নামক স্থানে অবস্থান করেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার সেখানে অবস্থান করেন এবং মসজিদের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন। জুমার দিন তিনি মদীনা শরীফ যাওয়ার সংকল্প করলেন। বনী সালেম ইবনে আউফ এর "বতনে ওয়াদী" এলাকায় জুমার সময় উপস্থিত হলে ঐ জায়গায় লোকেরা মসজিদ তৈরী করলেন এবং **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে জুমা আদায় করেন এবং খোৎবা দেন। (খাযায়েনুল ইরফান, ৮৮৪ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজও ঐ স্থানে সুন্দর "জুমা মসজিদ" বিদ্যমান রয়েছে। যিয়ারতকারীগণ বরকত লাভের জন্য সে মসজিদটির যিয়ারত করেন এবং সেখানে নফল নামায আদায় করেন।

জুমার অর্থ

প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যেহেতু সেদিনই (জুমার দিন) সমস্ত সৃষ্ট জীবের অস্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, সেদিনই হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মাটি একত্রিত করা হয়, আর সেদিনই লোকেরা একত্রিত হয়ে জুমার নামায আদায় করে। এই কারণে সে দিনকে জুমা বলা হয়। ইসলামের পূর্বে আরবরা এটাকে 'আরুবা' নামে অভিহিত করতো। (মিরাতুল মানাজিহ, ২য় খন্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা)

হুযুর পুরনূর ﷺ সর্বমোট কয়টি জুমা আদায় করেছিলেন?

প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় ৫০০টি জুমার নামায আদায় করেন। কেননা, জুমা হিজরতের পর শুরু হয় আর হিজরতের পর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দশ বছর সময়কাল পর্যন্ত জাহেরী জিন্দেগীতে ছিলেন। ঐ সময়ে জুমার সংখ্যা ৫০০ ওয়াক্তই হয়।

(মীরআত, ২য় খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা। লুমআত লিশ শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, ৪র্থ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪১৫)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

তিন জুমা অলসতায় বর্জনকারীর অন্তরে মোহর

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি অলসতার কারণে তিন জুমার নামায পরিত্যাগ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন।" (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০০) জুমা ফরযে আইন, এর ফরযিয়্যত (অর্থাৎ ফরয হওয়ার ভিত্তি) যোহর থেকেও বেশি সুদৃঢ় আর এর অস্বীকারকারী কাফির।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা।বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৬২ পৃষ্ঠা)

জুমার নামাযে ইমামার (পাগড়ীর) ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর ফিরিশতাগণ জুমার দিনে পাগড়ী পরিধানকারীদের উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২য় খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০৭৫)

শিফা (আরোগ্য) প্রবেশ করে

হযরত হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন তার নখ কাটে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার শরীর থেকে অসুস্থতা দূর করে সুস্থতা প্রবেশ করান।"

(মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ২য় খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা)

১০ দিন পর্যন্ত বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, আল্লামা মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন; হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে দ্বিতীয় জুমা ও পরবর্তী আরো তিনদিন সহ সর্বমোট দশ দিন পর্যন্ত যাবতীয় বালা মুসীবত থেকে রক্ষা করবেন।"

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তাঁর নিকট রহমতের আগমন ঘটবে এবং তার গুনাহ দূর (ক্ষমা) হবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ২২৬ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮-৬৬৯ পৃষ্ঠা)

রিযিক সঙ্কুচিত হওয়ার একটি কারণ

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। তবে অতিরিক্ত বেড়ে গেলে জুমাবারের (শুক্রবারের) জন্য অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি নখ কেটে ফেলা উচিত। নখ বড় রাখা ভালো নয়। কারণ নখ বড় থাকলে রিযিক সঙ্কুচিত হয়ে যায়।" (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ২২৫ পৃষ্ঠা)

ফিরিশতারা সৌভাগ্যবানদের নাম লিখেন

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন জুমার দিন আসে তখন মসজিদের দরজায় ফিরিশতারা আগমনকারী মুসল্লীদের নাম লিখতে থাকেন। যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম মসজিদে আগমন করে, তার নাম সর্বপ্রথম লিখেন। জুমার দিন সর্বপ্রথম মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি **আল্লাহ্**র রাস্তায় একটি উট সদকাকারীর মতো। এরপর যে আসবে সে একটি গাভী সদকাকারীর মতো। এরপর যে আসবে সে একটি ভেড়া সদকাকারীর মতো। এরপর যে আসবে সে একটি মুরগী সদকাকারীর মতো। এরপর যে আসবে সে একটি ডিম সদকাকারীর মতো সাওয়াব পাবে। আর যখন ইমাম সাহেব খুৎবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে আরোহণ করেন, তখন ফিরিশতারা মুসল্লীদের ঐ আমলনামাটি বন্ধ করে খোৎবা শ্রবণ করতে থাকেন।"

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯২৯)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কিছু ওলামায়ে কিরাম বলেন, ফিরিশতারা জুমার দিন ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে মসজিদের দরজায় দাঁড়ায়। কেউ কেউ বলেন, সূর্য আলোকিত হওয়ার পর দাঁড়ায়। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে তারা দাঁড়ায়। কেননা, তখন থেকে জুমার সময় শুরু হয়। জানা গেলো; ঐ ফিরিশতারা সকল আগমনকারীর নাম জানেন। উল্লেখ্য যে, যদি সর্বপ্রথম একশত লোক একত্রে মসজিদে আগমন করে থাকে তবে তারা সবাই প্রথম আগমনকারী হিসাবে গন্য হবে। (মীরআত, ২য় খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রথম শতাব্দীতে জুমার প্রতি মানুষের উৎসাহ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: প্রথম শতাব্দীতে সাহরীর সময় ও ফযরের পর রাস্তায় মানুষের ভীড় দেখা যেতো। তখন তারা বাতি নিয়ে জুমার নামায আদায়ের জন্য জামে মসজিদে যেতো, মনে হতো যেন ঈদের দিন। অতঃপর জুমার জন্য মানুষের খুব তাড়াতাড়ি যাওয়ার গমনের এ প্রবণতার পরিসমাপ্তি ঘটলো। এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, ইসলামে সর্বপ্রথম যে বিদআতটি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো (জুমার নামাযের জন্য) জামে মসজিদে দ্রুত যাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করা। আফসোস! ইহুদীদের দেখে মুসলমানদের লজ্জাবোধ হয় না কেন? তারা শনি ও রবিবার খুব ভোরে তাদের উপসনালয়ে যায়, এমনকি দুনিয়া প্রত্যাশীরা ব্যবসা বাণিজ্য ও দুনিয়া লাভের জন্য খুব ভোরে হাট বাজারে যায়, তাহলে পরকালের কল্যাণকামনা কারীরা কেন তাদের মোকাবেলা করে না! (ইহ্ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড. ২৪৬ পৃষ্ঠা) যে মসজিদে জুমার নামায আদায় হয়, তাকে “জামে মসজিদ” বলে।

www.dawateislami.net

গরীবদের হজ্ব

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; **মাহবুবে রব, শাহে আরব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلۡجُمُعَۃُ حَجُّ الۡمَسَاکِیۡن অর্থাৎ জুমার নামায মিসকিনদের হজ্ব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে; اَلۡجُمُعَۃُ حَجُّ الۡفُقَرَاء অর্থাৎ জুমার নামায গরীবদের হজ্ব।"

(জমউল জাওয়ামে লিস সুয়ূতী, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১১০৮, ১১১০৯)

জুমার জন্য তাড়াতাড়ি বের হওয়া হজ্ব

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য প্রত্যেক জুমার দিন একটি হজ্ব ও একটি ওমরা রয়েছে। এই কারণে জুমার নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি বের হওয়া তোমাদের জন্য হজ্ব এবং জুমার নামাযের পর আসরের নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ওমরা।" **(আস্ সুনানুল কুবরা, লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৫০)**

হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: (জুমার নামাযের পর) আসরের নামায আদায় করা পর্যন্ত মসজিদেই অবস্থান করবে আর যদি মাগরিব পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয় তবে তা উত্তম হবে। বলা হয়ে থাকে: যে ব্যক্তি জামে মসজিদে (জুমা আদায় করার পর সেখানেই অবস্থান করে) আসরের নামায আদায় করে তার জন্য হজ্ব এর সাওয়াব এবং যে ব্যক্তি সেখানে অবস্থান করে মাগরিবের নামাযও আদায় করে তার জন্য হজ্ব ও ওমরা উভয়ের সাওয়াব রয়েছে।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

সকল দিনের সর্দার

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জুমার দিন হলো সকল দিনের সর্দার এবং **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন। এমনকি তা তাঁর নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনের ৫টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: (১) **আল্লাহ্ তাআলা** ঐ দিন আদম عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টি করেছেন, (২) ঐ দিন পৃথিবীতে তাঁকে পাঠিয়েছেন, (৩) ঐ দিন তাঁকে ওফাত দিয়েছেন, (৪) ঐ দিনে এমন একটি সময় রয়েছে, বান্দা ঐ সময় **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট যা চাইবে **আল্লাহ্ তাআলা** তা তাকে দান করবেন যদি সে হারাম কোন কিছু না চায় এবং (৫) ঐ দিনেই কিয়ামত সংগঠিত হবে। **আল্লাহ্ তালার** সান্নিধ্য লাভকারী ফিরিশতা, আসমান, জমিন, বাতাস, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র এমন কোন জিনিস নেই, যে জুমার দিনকে ভয় করে না। (সুনানে ইবনে মাযাহ্, ২য় খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৮৪)

জন্তুদের কিয়ামতের ভয়

অপর এক বর্ণনায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরো ইরশাদ করেছেন: "মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত এমন কোন জীব জন্তু নেই, যারা জুমার দিন ভোর হওয়া থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত হওয়ার ভয়ে চিৎকার করে না।"

(মুআত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৬)

দোয়া কবুল হয়

নবী করীম, রাসূলে আমীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জুমার দিন এমন একটা মূহুর্ত রয়েছে, যদি কোন মুসলমান সেটা পেয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট কোন কিছু চায় তবে অবশ্যই **আল্লাহ্ তাআলা** তা দান করবেন। তবে ঐ মূহুর্তটা খুবই সংক্ষিপ্ত।"

(সহীহ মুসলিম, ৪২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৫২)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে অনুসন্ধান করো

মক্কী আক্বা, মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জুমার দিনের কাঙ্ক্ষিত সময়টা আসরের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে অনুসন্ধান করো।" (সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৯)

বাহারে শরীয়াত প্রণেতার অভিমত

হযরত সদরুশ শরীয়া মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: দোয়া কবুল হওয়ার সময়ের ব্যাপারে দুইটি নির্ভরযোগ্য অভিমত রয়েছে: (১) ইমাম খোৎবার জন্য বসার পর থেকে নামায শেষ করা পর্যন্ত। (২) জুমার নামাযের পরবর্তী সময়। (বাহরে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠা)

দোয়া কবুল হওয়ার সময় কোনটি?

প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: "প্রত্যেক রাতে দোয়া কবুল হওয়ার সময় আসে কিন্তু দিনের মধ্যে শুধুমাত্র জুমার দিনই দোয়া কবুল হওয়ার সময়। তবে নিশ্চিতভাবে জানা নেই যে, জুমার দিন কখন দোয়া কবুল হয়? নির্ভরযোগ্য মতানুসারে দোয়া কবুল হওয়ার সে সময়টা দুই খোৎবার মধ্যবর্তী সময়ে কিংবা মাগরিবের কিছু পূর্বে। অন্য আরেক হাদীস প্রসঙ্গে মুফতী সাহেব বলেন: দোয়া কবুল হওয়ার সময়ের ব্যাপারে ৪০টি অভিমত রয়েছে। তন্মধ্যে ২টি অভিমত সব চাইতে মজবুত। এদের একটি হলো দুই খোৎবার মধ্যবর্তী সময় আর অপরটি হলো সূর্যাস্তের সময়। (মীরআত, ২য় খন্ড, ৩১৯-৩২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কাহিনী

হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا তখন (সূর্যাস্তের সময়) আপন কক্ষে অবস্থান করতেন এবং খাদিমা ফিদ্দাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا কে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। যখনই সূর্য অস্ত যাওয়া শুরু করতো তখন খাদিমা এসে তাঁকে সূর্য অস্ত যাওয়ার কথা বলত, তখন তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন। (প্রাগুক্ত, ৩২০ পৃষ্ঠা) ঐ সময় (সামগ্রিক) প্রার্থনা মূলক দোয়া করাই উত্তম। যেমন- কুরআনী দোয়া: رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَةً وَّ فِی الۡاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾ (পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২০১) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো। (মীরআত, ২য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা) দোয়ার নিয়্যতে দরূদ শরীফও পড়া যায়। কেননা দরূদ শরীফও একটি অতি উত্তম দোয়া। (মিরআত, ২য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা) সর্বোত্তম এটাই যে, দুই খোৎবার মাঝখানে হাত উঠানো ব্যতীত মুখে উচ্চারণ করা ছাড়া মনে মনে দোয়া করা।

প্রত্যেক জুমার দিন ১ কোটি ৪৪ লক্ষ জাহান্নামীদের মুক্তি

সুলতানে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জুমার দিনের রাত-দিন ২৪ ঘন্টার মধ্যে এমন কোন ঘন্টা নেই, যার মধ্যে প্রতিনিয়ত ৬ লক্ষ দোযখীকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে না, যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজীব হয়ে গেছে।"

(মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ২৯১, ২৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৪২১, ৩৪৭১)

কবরের আযাব থেকে মুক্ত

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন কিংবা জুমার রাতে মৃত্যুবরণ করবে, সে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে এবং কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে উঠবে যে, তার উপর শহীদদের মোহর থাকবে।" (হিলআতুল আউলিয়া, ৩য় খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬২৯)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ্ সমূহের ক্ষমা

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সর্দার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে, যথাসাধ্য পবিত্রতা অর্জন করে, তৈল মালিশ করে, ঘরে সুগন্ধি যা পায় তা লাগায় অতঃপর নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয়, এবং পাশাপাশি বসা দুইজন ব্যক্তিকে সরিয়ে তাদের মাঝখানে না বসে। তার উপর ফরযকৃত জুমার নামায আদায় করে এবং ইমাম যখন খোৎবা পড়ে তখন চুপ থাকে, তাহলে তার এই জুমা এবং পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ্ সমুহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৮৩)

২০০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর ও হযরত সায়্যিদুনা ইমরান বিন হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বর্ণনা করেন; **প্রিয় রাসূল, রাসূলে মাকবুল, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে তার গুনাহ ও ত্রুটি সমূহ মুছে দেয়া হয় এবং যখন (মসজিদের দিকে) চলা শুরু করে, তখন প্রতিটি কদমে ২০টি নেকী লিখা হয়। **(আল মুজামুল কবীর, ১৮তম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৯২)** অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক কদমে ২০ বছরের আমলের (সাওয়াব) লিখা হয়। আর যখন নামায শেষ করে তখন সে ২০০ বছরের আমলের সাওয়াব পায়। **(আল মু'জামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৩৯৭)**

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

মরহুম পিতা-মাতার নিকট প্রত্যেক জুমাতে আমল পেশ করা হয়

নবী করীম, রউফুর রহীম,রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে মানুষের আমল সমূহ পেশ করা হয় এবং প্রতি জুমাবার আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও পিতামাতার সামনে আমল সমূহ পেশ করা হয়। তারা নেকী সমূহের উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাদের চেহারার পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তোমরা **আল্লাহ্ তাআলাকে** ভয় করো এবং তোমাদের মৃতদেরকে নিজেদের গুনাহ্ দ্বারা কষ্ট দিও না।” (নাওয়াদিরুল উসূল লিল হাকীমিত তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা)

জুমার দিনের ৫টি বিশেষ আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সর্দার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এক দিনে পাঁচটি কাজ সম্পাদন করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জান্নাতী হিসাবে লিখে দিবেন: (১) যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যাবে, (২) জানাযার নামাযে উপস্থিত হবে (৩) রোযা রাখবে, (৪) জুমার নামাযে যাবে এবং (৫) গোলাম আযাদ (মুক্ত) করবে।”

(আল ইহসান বিতরতিবে সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪র্থ খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৬০)

জান্নাত ওয়াজীব হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, উভয় জগতের দাতা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি জুমার নামায আদায় করে, ঐ দিন রোযা রাখে, কোন অসুস্থ ব্যক্তির সমবেদনা জ্ঞাপন করে, কোন জানাযায় উপস্থিত হয়, কারো বিয়েতে অংশগ্রহণ করে, তবে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজীব হয়ে গেলো।”

(আল মুজামুল কবীর, ৮ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৪৮৪)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

শুধু জুমার দিন রোযা রাখবেন না

শুধুমাত্র জুমাবার কিংবা শনিবার রোযা রাখা মাকরূহে তানযিহী। তবে নির্দিষ্ট কোন তারিখের রোযা যেমন ১৫ ই শাবান শবে বরাতের রোযা, ২৭শে রজব শবে মেরাজের রোযা ইত্যাদি যদি জুমাবার কিংবা শনিবার এসে যায়, তাহলে ঐ দিন রোযা রাখা মাকরূহ নয়। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “জুমার দিন তোমাদের জন্য ঈদের দিন। সুতরাং তোমরা ঐ দিন রোযা রেখো না। তবে তার আগের দিন বা পরের দিনে রোযা রাখো।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১)

দশ হাজার বছরের রোযার সাওয়াব

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: “বর্ণিত আছে যে, জুমাবারের রোযার সাথে বৃহস্পতিবার অথবা শনিবারের রোযা মিলিয়ে রাখলে দশ হাজার বছরের রোযার সমান সাওয়াব পাওয়া যাবে।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, নতুন সংস্করণ, ১০তম খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)

জুমার রোযা কখন মাকরূহ

জুমার রোযা প্রত্যেক ক্ষেত্রে মাকরূহ নয়, মাকরূহ শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে হবে, যখন কোন বিশেষত্বের সাথে জুমার রোযা রাখা হয়। অতঃপর জুমার রোযা কখন মাকরূহ এই প্রসঙ্গে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া নতুন সংস্করন ১০ম খন্ড, ৫৫৯ পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তর লক্ষ্য করুন: **প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসয়ালা প্রসঙ্গে কি বলেন যে, জুমার নফল রোযা রাখা কেমন? এক ব্যক্তি জুমার দিন রোযা রাখলো, অন্যজন তাকে বললো: জুমা মু'মিনদের ঈদ। এই দিন রোযা রাখা মাকরূহ এবং বাগবিতণ্ডার পর দুপুরেই তার রোযা ভাঙ্গিয়ে দিলো। **উত্তর:** জুমার দিনের রোযা বিশেষ করে এই নিয়্যতে যে, আজ জুমা, এর নির্দিষ্ট রোযা রাখা উচিত, তখন মাকরূহ।

www.dawateislami.net

কিন্তু সেই মাকরূহ হওয়ার কারণে ভেঙ্গে ফেলাটা আবশ্যক নয় এবং যদি বিশেষ করে নির্দিষ্ট ভাবে কোন নিয়্যত ছিলো না, তখন মৌলিকভাবে কোন মাকরূহ নয়। ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির মাকরূহ এর ব্যাপারে অবগত ছিলো না, তবে তার ব্যাপারে অভিযোগ করা শুরু থেকেই বোকামী হলো এবং রোযা ভেঙ্গে ফেলাটা শরয়ীভাবে মারাত্মক দুঃসাহসীকতা। আর যদি অবগতও হয়, তাহলে মাসয়ালা জানিয়ে দেওয়াটা যথেষ্ট ছিলো রোযা ভাঙ্গানো নয়। আর তাও দুপুরের পর যেটার অধিকার নফল রোযার ক্ষেত্রে মা-বাবা আর কারো নয়। ভঙ্গকারী ও যে রোযা ভাঙ্গিয়ে দেয় উভয়ে গুনাহগার হলো। ভঙ্গকারীর উপর কাযা আবশ্যক হলো। মৌলিক কাফ্ফারা নয়। وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

জুমার দিন (শুক্রবার) পিতা-মাতার কবরে উপস্থিতির সাওয়াব

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আপন পিতা-মাতা উভয়ের কিংবা একজনের কবরে প্রত্যেক জুমার দিন যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণকারী হিসেবে লিখা হয়।”

(আল মু'জামুল আউসাত লিত তাবারানী, ৪র্থ খন্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬১১৪)

মাতা-পিতার কবরে “সূরা ইয়াসিন” পাঠ করার ফযীলত

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন তার পিতা-মাতা উভয়ের কিংবা একজনের কবর যিয়ারত করবে এবং কবরের পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আল কামিল ফি দুয়াফায়ির রিজাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

তিন হাজার মাগফিরাত

আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার দিন তার মাতা-পিতা উভয়ের কিংবা একজনের কবর যিয়ারত করে সেখানে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে সূরা ইয়াসিন শরীফে যতটি অক্ষর আছে তত সংখ্যক ক্ষমা প্রদর্শন করবেন।”

(ইত্তেহাফুস সাদাত, ১৪তম খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জুমার দিন মৃত পিতামাতা উভয়ের কিংবা একজনের কবরে উপস্থিত হয়ে সেখানে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার কারণে পাঠকারীর তরী তো পার হয়েই গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সূরা ইয়াসীন শরীফে ৫টি রুকু, ৮৩ টি আয়াত, ৭২৯টি শব্দ ও ৩০০০টি অক্ষর আছে। যদি বাস্তবে **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট এ গণনা সঠিক হয় তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াতকারী তিন হাজার মাগফিরাতের সাওয়াবের অধিকারী হবেন।

জুমার দিন সূরা ইয়াসীন শরীফ পাঠকারীর মাগফীরাত হবে

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি জুমার রাত (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মধ্যবর্তী রাত) সূরা ইয়াসীন শরীফ পড়বে তার মাগফীরাত (ক্ষমা) হয়ে যাবে।”

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১ম খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪)

রূহ সমূহ একত্রিত হয়

জুমার দিন রূহ সমূহ একত্রিত হয়, তাই সে দিন কবর যিয়ারত করা উচিত। জুমার দিন জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হয় না। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা) আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: “কবর যিয়ারতের সর্বোত্তম সময় হলো, জুমার দিন ফযরের নামাযের পর।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সূরা কাহাফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, তাজদারে রিসালাত** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন 'সুরা কাহাফ' পাঠ করবে, তার কদম থেকে আসমান পর্যন্ত নূর দ্বারা আলোকিত হবে এবং কিয়ামতের দিন ঐ নূর তার সামনে উদ্ভাসিত হবে। আর দুই জুমার মধ্যবর্তী দিন সমূহে তার থেকে সংগঠিত গুনাহ সমূহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২)

দুই জুমার মধ্যবর্তী দিন সমূহে নূর

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন 'সুরা কাহাফ' পাঠ করবে, দুই জুমার মধ্যবর্তী দিন সমূহ তার জন্য নূর দ্বারা আলোকিত থাকবে।" (আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৯৬)

কা'বা পর্যন্ত নূর

অপর বর্ণনায় রয়েছে; "যে ব্যক্তি জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে) 'সুরাতুল কাহাফ' পাঠ করবে, তার জন্য সেখান থেকে কা'বা শরীফ পর্যন্ত নূর দ্বারা আলোকিত হবে।" (সুনানে দারমী, ২য় খন্ড, ৫৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৪০৭)

সূরা হা-মীম আদ্ দুখান এর ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন কিংবা জুমার রাতে সূরা হা-মীম আদ্ দুখান পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।" (আল মুজামুল কবীর লিত্ তাবরানী, ৮ম খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮০২৬) অপর বর্ণনায় রয়েছে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮৯৮)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

৭০ হাজার ফিরিশতার ক্ষমা প্রার্থনা

নবী করীম, রউফুর রহীম, রহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার রাতে 'সূরা হা-মীম আদ দুখান' পাঠ করবে, তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা সকাল পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করবে।"

(সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮৯৭)

সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, উভয় জগতের দাতা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন ফযরের নামাযের পূর্বে তিনবার- اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ পাঠ করবে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার চেয়েও অধিক হয়।

(আল মু'জামুল আউসাত লিত তাবারানী, ৫ম খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৭১৭)

জুমার নামাযের পর

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের ২৮ তম পারার সূরা জুমার দশম আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِیْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন নামায শেষ হলো, তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং **আল্লাহ্**র অনুগ্রহ তালাশ করো আর **আল্লাহ্**কে খুব স্মরণ করো! এ আশায় যে, সাফল্য লাভ করবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানের মধ্যে বলেন: ‘জুমার নামাযের পর জীবিকা অর্জনের কাজে লিপ্ত হওয়া, কিংবা জ্ঞানার্জন, রোগীর সমবেদনা, জানাযায় অংশগ্রহণ, আলিম ওলামাদের সাক্ষাৎ ও অনুরূপ সৎকাজের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে পূণ্য অর্জন করো।’

ইলমে দ্বীনের মজলিশে শরীক হওয়া

জুমার নামাযের পর ইলম চর্চার মজলিসে অংশগ্রহণ করা মুস্তাহাব। যেমনিভাবে- হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বাণী হচ্ছে: “এই আয়াতে শুধুমাত্র বেচা-কেনা এবং দুনিয়াবী উপার্জন উদ্দেশ্য নয় বরং জ্ঞান অর্জন করা, আপন ভাইদের সাথে সাক্ষাত করা, রোগীদের সেবা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা এবং এই ধারণের অন্যান্য সৎকাজ।”

(কিমিআয়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জুমার নামায আদায় করা ওয়াজীব হওয়ার জন্য ১১টি শর্ত রয়েছে। সেখান থেকে একটিও বাদ পড়লে জুমার নামায ফরয হবে না। এরপরও যদি কেউ জুমার নামায আদায় করে তাহলে হয়ে যাবে। প্রত্যেক বিবেকবান, সুস্থ বিবেক সম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য জুমার নামায আদায় করা উত্তম। অপ্রাপ্ত বয়স্ক জুমার নামায আদায় করলে তা নফল হিসাবে গণ্য হবে কেননা তার উপর জুমা ফরয নয়। (রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)

জুমা আদায় করা ফরয হওয়ার জন্য ১১টি শর্ত

❁ শহরে মুকীম হওয়া। ❁ সুস্থ হওয়া, অসুস্থের উপর জুমা ফরয নয়। অসুস্থ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, জুমা মসজিদ পর্যন্ত যেতে অক্ষম অথবা মসজিদে গেলে রোগ বৃদ্ধির কিংবা দেরীতে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির হুকুমের অন্তর্ভূক্ত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

❁ স্বাধীন হওয়া, গোলামের উপর জুমা ফরয নয়। তার মুনিব তাকে (জুমা আদায়ে) বাধা দিতে পারবে। ❁ পুরুষ হওয়া, ❁ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, ❁ বিবেকবান হওয়া, এই দু'টি শর্ত জুমার জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং প্রত্যেক ইবাদত ফরয হওয়ার জন্য বিবেকবান ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত। ❁ দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হওয়া, ❁ হাটতে সক্ষম হওয়া, ❁ বন্দী না হওয়া, ❁ বাদশা (শাসক) অথবা চোর, ডাকাত ইত্যাদি কোন প্রকারের জালিমের ভয়ের আশংকা না থাকা। ❁ ঝড়, তুফান, শিলাবৃষ্টি ও ঠান্ডা ইত্যাদির ক্ষতির সম্ভাবনা হতে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ তা এতটুকু পরিমাণ হওয়া যাতে ক্ষতি হওয়ার সত্যিই সম্ভাবনা রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭০-৭৭২ পৃষ্ঠা) যার উপর নামায ফরয কিন্তু কোন শরয়ী ওযরের কারণে জুমার নামায ফরয হয়নি, তাকে অবশ্যই জুমার দিন যোহরের নামায আদায় করে দিতে হবে। কেননা, জুমার দিন জুমার নামায আদায় করতে না পারলে, কিংবা শর্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে জুমার নামায ফরয না হলে, যোহরের নামায মাফ হবে না। তা অবশ্যই আদায় করতে হবে।

জুমার সুন্নাত সমূহ

জুমার নামাযের জন্য প্রথম ওয়াক্তে যাওয়া, মিসওয়াক করা, উত্তম (ভাল) ও সাদা কাপড় পরিধান করা, তৈল ও সুগন্ধি লাগানো এবং প্রথম কাতারে বসা মুস্তাহাব আর জুমার দিন গোসল করা সুন্নাত।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা। গুনিয়া, ৫৫৯ পৃষ্ঠা)

জুমার দিন গোসল করার সময়

প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমূল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কতিপয় ওলামায়ে কিরাম বলেন; জুমার দিন গোসল করা জুমার নামাযের জন্য সুন্নাত। জুমার দিনের জন্য নয়। সুতরাং যার উপর জুমা ফরয নয়, তার জন্য জুমার দিন গোসল করাও সুন্নাত নয়।

www.dawateislami.net

কিছু কিছু ওলামায়ে কিরাম বলেন: জুমার দিনের গোসল জুমার নামাযের এতটুকু আগে করা উচিত, যেন ঐ গোসলের ওযু দ্বারা নামায আদায় করা যায়। তবে সঠিক এটাই যে, জুমার দিন গোসল করার সময় ফযর উদয় হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়। (মীরআত, ২য় খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা) জানা গেলো, নারী, মুসাফির ইত্যাদি যাদের উপর জুমার নামায ফরয নয়, তাদের জন্য জুমার দিন গোসল করাও সুন্নাত নয়।

জুমার গোসল সুন্নাতে যায়িদা

হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: জুমার নামাযের জন্য গোসল করা সুন্নাতে যায়িদা। এটা ত্যাগ করলে কোন অসুবিধা নেই। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

খোৎবার সময় কাছাকাছি থাকার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা সামুরা ইবনে জুনদুব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা খোৎবা পাঠের সময় উপস্থিত থাকো এবং ইমামের কাছাকাছি থেকেই তা শ্রবণ করো। কেননা খোৎবা পাঠের সময় যে ইমাম থেকে যতটুকু পরিমাণ দূরত্বে থাকবে, সে জান্নাতেও ততটুকু পরিমাণ পিছনে থাকবে। যদিও সে (অর্থাৎ মুসলমান) নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুনানে আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১০৮)

তখন জুমার নামাযের সাওয়াব পাওয়া যাবে না

তাজেদারে রিসালাত, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি, ইমাম জুমার খোৎবা দেয়ার সময় কথা বলে, তার উদাহরণ ঐ গাধার মতো, যে কিতাব বহন করে। আর ঐ সময় যে কেউ তার সাথীকে এরূপ বলল যে, "চুপ থাক" বলে সে জুমার সাওয়াব পাবে না।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বল, ১ম খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৩৩)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

নিরবে খোৎবা শুনা ফরয

যে সমস্ত কাজ নামাযের মধ্যে হারাম যেমন- পানাহার করা, সালাম ও সালামের জবাব দেওয়া ইত্যাদি তা খোৎবার সময়ও হারাম। এমনকি নেকীর দা'ওয়াত দেয়াও হারাম। তবে খতিব সাহেব নেকীর দাওয়াত দিতে পারবেন। যখন খোৎবা পাঠ করা হয় তখন খোৎবা শুনা এবং নিরব থাকা উপস্থিত সকল মুসল্লীদের উপর ফরয। আর যে সমস্ত লোক ইমাম থেকে দূরে এবং খোৎবার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না তাদের উপরও নিরব থাকা ওয়াজীব। খোৎবা পাঠের সময় কাউকে কোন খারাপ কথা বলতে দেখলে তাকে হাত বা মাথার ইশারা দ্বারা নিষেধ করতে পারবে। মুখ দ্বারা নাজায়িয।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৪ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

খোৎবা শ্রবণকারী দরূদ শরীফ পড়তে পারবে না

খতিব সাহেব খোৎবাতে **সুলতানে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক উচ্চারণ করার সময় উপস্থিত মুসল্লীরা মনে মনে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। খোৎবা পাঠের সময় মুখে দরূদ শরীফ পড়ার অনুমতি নেই। অনুরূপ সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নাম উচ্চারণ করার সময়ও মুখে رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলার অনুমতি নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৫ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

বিয়ের খোৎবা শুনা ওয়াজীব

জুমার খোৎবা ছাড়াও অন্যান্য খোৎবা ও শ্রবণ করা ওয়াজীব। যেমন-দুই ঈদের খোৎবা ও বিয়ের খোৎবা ইত্যাদি। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

প্রথম আযানের সাথে সাথেই কাজ কর্মও নাজায়িয হয়ে যায়

প্রথম আযান হওয়ার সাথে সাথেই জুমার নামাযে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজীব। ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি যা জুমায় যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা পরিত্যাগ করা ওয়াজীব। এমন কি জুমার নামাযের জন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ও ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয নেই।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আর মসজিদে ক্রয় বিক্রয় করা জঘন্যতম গুনাহ। খাবার গ্রহণ করার সময় যদি জুমার আযান শুনা যায় এবং খাবার শেষ করতে গেলে যদি জুমার নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে খাবার শেষ না করেই জুমার নামাযের জন্য চলে যেতে হবে। ধীর-স্থির ও শান্তভাবে জুমার নামাযের জন্য যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৫ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা) বর্তমানে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের সময় মানুষ অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় খোৎবা শুনার মতো এক মহান ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতেও বিভিন্ন ধরণের ভুল-ভ্রান্তি করে অনেক গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। তাই খতিব সাহিবের প্রতি আমার মাদানী অনুরোধ তিনি যেন অসংখ্য নেকী অর্জনের জন্য প্রত্যেক জুমাতে খোৎবার আযানের পূর্বে মিম্বরে উঠার আগে এ ঘোষণা দেন।

খোৎবার ৭টি মাদানী ফুল

❁ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি জুমার দিন মানুষের গর্দান টপকিয়ে টপকিয়ে সামনে যায়, সে যেন জাহান্নামের দিকে পুল তৈরী করল।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫১৩) জাহান্নামের দিকে পুল তৈরী করার অর্থ হলো, তার উপর আরোহণ করে মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৬১-৭৬২ পৃষ্ঠা) ❁ খতিবের দিকে মুখ করে বসা সাহাবীদের সুন্নাত। (মিশকাত শরীফ হতে সংকলিত, ১২৩ পৃষ্ঠা) ❁ বুজুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی বলেন: দু’জানু হয়ে বসে খোৎবা শ্রবণ করুন। প্রথম খোৎবায় (নামাযের মত) হাত বেঁধে এবং দ্বিতীয় খোৎবায় উরুর উপর হাত রেখে খোৎবা শুনলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুই রাকাআত নামাযের সাওয়াব পাওয়া যাবে। (মিরাতুল মানাজীহ, ২য় খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা) ❁ আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: “খোৎবার মধ্যে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক শুনলে মনে মনে দরূদ শরীফ পড়তে হবে। কেননা, খোৎবা পাঠের সময় চুপ থাকা ফরয।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা) ❁ “দুররে মুখতার” কিতাবে উল্লেখ আছে; খোৎবার সময় পানাহার করা, কথা বলা যদিও سُبْحٰنَ الله বলুক না কেন, সালাম ও সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের কথা বলা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে হারাম। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ’দী)

❁ আ’লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: খোৎবা পাঠের সময় মসজিদে হাটাহাটি করা হারাম। ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: খোৎবা চলাকালীন সময়ে কেউ মসজিদে আসলে মসজিদের যে পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে সেখানেই বসে যাবে, সামনে অগ্রসর হবে না। অগ্রসর হলেই তা কাজে পরিগণিত হবে। আর খোৎবা চলাকালীন সময়ে কোন কাজ বৈধ নয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

❁ আ’লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ আরো বর্ণনা করেন, “খোৎবা পাঠের সময় কোন দিকে ঘাঁড় ফিরিয়ে দেখাও হারাম।” (প্রাগুক্ত, ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

জুমার ইমামতির গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

একটি অতীব জরুরী বিষয়, যার প্রতি সাধারণ মানুষের মোটেও মনযোগ নেই। আর তা হলো, তারা জুমার নামাযকে অন্যান্য নামাযের মতো মনে করে। যার ইচ্ছা সে জুমা কায়েম করে ফেলে, আর যার ইচ্ছা সে জুমার নামায পড়িয়ে দেয়। অথচ এটা নাজায়েয। কেননা, জুমা কায়েম করা ইসলামী সাম্রাজ্যের বাদশা অথবা তাঁর প্রতিনিধিরই কাজ। যেখানে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে সবচেয়ে বড় ফকীহ্ই সুন্নী আলিম বিশুদ্ধ আকীদা পোষণকারী শরীয়াতের বিধি বিধান বাস্তবায়নে মুসলিম বাদশাহের স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং তিনিই জুমা কায়েম করবেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত জুমা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। আর এরূপ ফকীহ না থাকলে সাধারণ মানুষ যাকে ইমাম নিযুক্ত করবেন তিনিই জুমা কায়েম করতে পারবেন। আর আলিম বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সাধারণ জনগণ কাউকে নিজেদের ইচ্ছামত ইমাম নিযুক্ত করতে পারবে না। এটাও হতে পারে না যে, দু’চারজন লোক মিলে কাউকে ইমাম নিযুক্ত করলো এ ধরনের জুমার কোথাও প্রমাণ নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৬৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২৫ রবিউল গাউছ ১৪৩২ হিজরী

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله

ঈদের নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

(ঈদুল ফিতর ও কোরবানীর ঈদ)

এই রিসালায় রয়েছে.....

ঈদের জামাআত পাওয়া না গেলে তখন...?

তাকবীরে তাশরিকের ৮টি মাদানী ফুল

তাকবীরে তাশরিকের ৮টি মাদানী ফুল

অন্তর জীবিত থাকবে

ঈদের ২০টি সুন্নাত ও আদব

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ঈদের নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর উপকারিতা আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার রাত ও জুমার দিন আমার উপর একশত বার দরূদ শরীফ পড়বে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার ১০০টি অভাব পূরণ করবেন। (তার মধ্যে) ৭০টি আখিরাতে আর ৩০টি দুনিয়াতে।”

(তারিখে দিমিশ্‌ক লি ইবনে আসাকির, ৫৪তম খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা, দারুল ফিক্‌র বৈরুত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অন্তর জীবিত থাকবে

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে (অর্থাৎ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত দু’টিতে) সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে জেগে থেকে ইবাদত করেছে, তার অন্তর ঐ দিন মরবেনা, যেদিন মানুষের অন্তর মরে যাবে।”

(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৮২, দারুল মারেফা বৈরুত)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

জান্নাত ওয়াজীব হয়ে যায়

অন্য এক জায়গায় হযরত সায়্যিদুনা মু'আয বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: "যে ব্যক্তি পাঁচটি রাতে জেগে থাকে (অর্থাৎ-জেগে সারা রাত ইবাদতে কাটায়) তার জন্য জান্নাত ওয়াজীব হয়ে যায়। (সে রাতগুলো হলো,) যিলহজ্জ শরীফের ৮, ৯ ও ১০ তারিখের রাত, (তিন রাততো এভাবে হলো) আর ৪র্থ রাতটি হলো ঈদুল ফিতরের রাত এবং ৫ম রাতটি হলো শাবানের ১৫ তারিখ রাত (অর্থাৎ-শবে বরাত)। (আত্তারগীব ওয়াত্‌তারহীব, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২)

ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বেকার সুন্নাত

হযরত সায়্যিদুনা বুরাইদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেয়ে নামাযের উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। আর ঈদুল আযহার দিন নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু খেতেন না। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৪২, দারুল ফিক্‌র বৈরুত) বুখারী শরীফের বর্ণনায় হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খেয়ে (নামাযের উদ্দেশ্যে) তাশরীফ নিয়ে যেতেন না। আর খেজুরের সংখ্যা বিজোড় হতো। (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৫৩)

ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়া আসার সুন্নাত সমূহ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঈদের দিন (ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে) এক রাস্তা দিয়ে (তাশরীফ নিয়ে) যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৪১)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

ঈদের নামাযের পদ্ধতি(হানাফী)

প্রথমে এভাবে নিয়্যত করুন, আমি **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে কিবলামূখী হয়ে এই ইমামের পিছনে অতিরিক্ত ছয় তকবীরের সাথে ঈদুল ফিতরের অথবা ঈদুল আযহার দুই রাকাত নামাযের নিয়্যত করছি।" অতঃপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলে স্বাভাবিকভাবে নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিবেন এবং সানা পড়বেন। এরপর কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলে হাত (না বেঁধে) ঝুলিয়ে রাখবেন। অতঃপর কান পর্যন্ত পুনরায় হাত উঠাবেন এবং اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলে ঝুলিয়ে রাখবেন। অতঃপর আবার কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলে হাত বেঁধে নিবেন। অর্থাৎ- ১ম তাকবীরের পর হাত বাঁধবেন, এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে হাত (না বেঁধে) রাখবেন এবং ৪র্থ তাকবীরে হাত বেঁধে নিবেন। এটাকে এভাবে স্মরণ রাখবেন, দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে পর যেখানে কিছু পড়তে হবে সেখানে হাত বাঁধতে হবে আর যেখানে পড়তে হবে না সেখানে হাত ঝুলিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর ইমাম সাহেব তাআউয়ুজ ও তাসমিয়াহ (অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ) নিম্নস্বরে পড়বেন এবং সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরাকে (উচ্চ স্বরে) পড়বেন, এরপর রুকু করবেন। দ্বিতীয় রাকাতে প্রথমে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সুরাকে উচ্চস্বরে পড়বেন। অতঃপর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং প্রতিবারে اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলবেন। এ সময় হাত বাঁধবেন না বরং ঝুলিয়ে রাখবেন। এরপর ৪র্থ তাকবীরে হাত উঠানো ছাড়াই اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলে রুকুতে চলে যাবেন এবং নিয়মানুযায়ী নামাযের বাকী অংশটুকু সম্পন্ন করবেন। প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝখানে তিনবার "سُبْحٰنَ اللّٰه" বলার পরিমাণ সময় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮১ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

ঈদের নামায কার উপর ওয়াজীব?

দুই ঈদের (অর্থাৎ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার) নামায ওয়াজীব। যাদের উপর জুমার নামায ওয়াজীব শুধুমাত্র তাদের জন্য (ঈদের নামায ওয়াজীব)। ঈদের নামাযে আযানও নেই, ইকামতও নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা)

ঈদের নামাযে খোৎবা সুন্নাত

দুই ঈদের নামায আদায়ের শর্তাবলী জুমার নামাযের ন্যায়। শুধুমাত্র এতটুকুই পার্থক্য যে, জুমার নামাযে খোৎবা শর্ত আর ঈদের নামাযে খোৎবা সুন্নাত। জুমার খোৎবা নামাযের আগে আর ঈদের খোৎবা নামাযের পর দিতে হয়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮১ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা)

ঈদের নামাযের সময়

এই দুই ঈদের নামাযের সময় হলো, সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠার (অর্থাৎ-সূর্যোদয়ের ২০ অথবা ২৫ মিনিট) পর থেকে দাহওয়ায়ে কুবরা" অর্থাৎ-শরয়ীভাবে অর্ধ্বদিন পর্যন্ত। কিন্তু ঈদুল ফিতরের নামায একটু দেরীতে আর ঈদুল আযহার নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮১ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা)

ঈদের জামাআত কিছু অংশ পাওয়া গেলে তখন......?

ইমামের প্রথম রাকাতের তাকবীর সমূহের পর যদি মুক্তাদী (নামাযে) সম্পৃক্ত হয় তখন ঐ সময়ই (তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অতিরিক্ত) তিনটি তাকবীর বলবে যদিও ইমাম ক্বিরাত পড়া শুরু করে দেয়। ইমাম যদিও তিনটির চেয়ে অতিরিক্ত বলে থাকেন তবুও মুক্তাদী তিনটিই বলবে এবং যদি তার তাকবীর বলার পূর্বেই ইমাম রুকুতে চলে যায় তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর না বলে ইমামের সাথে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানেই তাকবীর গুলো বলবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

যদি ইমামকে রুকুতে পাওয়া যায় এবং মুক্তাদীর এই প্রবল ধারণা জন্মে যে, তাকবীরগুলো বলার পরও ইমামকে রুকুতে পাওয়া যাবে তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে এবং তারপর রুকুতে যাবে আর যদি তা না হয় তবে (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানে তাকবীরগুলো পড়বে। যদি রুকুতে তাকবীরগুলো শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেন তখন বাকী তাকবীর সমূহ রহিত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ অবশিষ্ট তাকবীর সমূহ এখন আর বলবে না)। আর যদি ইমাম রুকু থেকে উঠার পর মুক্তাদী জামাআতে সম্পৃক্ত হয়, তবে এখন আর তাকবীর বলবে না বরং (ইমাম সালাম ফেরানোর পর) যখন আপনার অবশিষ্ট নামায পড়বেন তখন তা বলবেন। রুকুতে তাকবীর বলার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে হাত উঠাবে না আর যদি মুক্তাদী দ্বিতীয় রাকাতে জামাআতে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে প্রথম রাকাতের তাকবীরগুলো এখন বলবে না বরং যখন তার না পাওয়া রাকাতটি আদায় করার জন্য দাঁড়াবে তখন তাকবীরগুলো বলবে। দ্বিতীয় রাকাতের তাকবীরগুলো যদি ইমামের সাথে পাওয়া যায় তবে ভাল আর তা না হলে এক্ষেত্রে তা-ই প্রযোজ্য হবে যা প্রথম রাকাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮২ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা)

ঈদের জামাআত পাওয়া না গেলে তখন কি করবে...?

ইমাম নামায পড়ে নিলেন আর এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট রয়ে গেলো। চাই সে শুরু থেকেই জামাআতে সম্পৃক্ত হতে না পারুক অথবা অংশগ্রহণ করল কিন্তু কোন কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো, তাহলে সে অন্য কোন জায়গায় নামায পাওয়া গেলে নামায আদায় করে নেবে, অন্যথায় জামাআত ছাড়া নামায পড়া যাবে না। তবে উত্তম এটাই যে, সে চার রাকাত চাশ্‌তের নামায আদায় করে নেবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

ঈদের খোৎবার হুকুম

নামাযের পর ইমাম সাহেব দুইটি খোৎবা পড়বেন এবং জুমার খোৎবায় যে সমস্ত কাজ সুন্নাত, ঈদের খোৎবায়ও তা সুন্নাত। আর যেগুলো জুমার খোৎবায় মাকরূহ ঈদের খোৎবায়ও সেগুলো মাকরূহ। শুধু দুইটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে; জুমার খোৎবা দেয়ার পূর্বে খতিবের (মিম্বরে) বসা সুন্নাত আর ঈদের নামাযে না বসাটা সুন্নাত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে; ঈদের প্রথম খোৎবার পূর্বে ৯ বার এবং দ্বিতীয় খোৎবার পূর্বে ৭ বার এবং মিম্বর থেকে অবতরণের পূর্বে ১৪ বার (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা সুন্নাত আর জুমার খোৎবাতে এরকম বিধান নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮৩ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

ঈদের ২০টি সুন্নাত ও আদব

(১) ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন করা (তবে ঈদের দিন এইসব কাজ (সুন্নাত) মুস্তাহাব, বাবরী চুল রাখবেন, ইংলিশ কাট নয়), (২) নখ কাটা, (৩) গোসল করা, (৪) মিসওয়াক করা, (এটা ওযুর জন্য যে মিসওয়াক করা হয়, তা ব্যতীত) (৫) উত্তম কাপড় পরিধান করা, নতুন থাকলে নতুন, নতুবা ধোলাই করা), (৬) খুশবু লাগানো, (৭) আংটি পরা, (যখনই আংটি পরবেন, তখন এ কথার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন যে, শুধু সাড়ে চার মাশাহ্ (রত্তি) থেকে কম ওজন রূপার একটি মাত্র আংটি যেন হয়। একটির চেয়ে বেশি যেন না হয় এবং আংটিতে পাথরও যেন একটি হয়। একাধিক পাথর যাতে না হয়। পাথর ছাড়াও যেনো না পরা হয়। পাথরের ওজনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। রূপার আংটি অথবা বর্ণিত পরিমাণ ওজনের রূপা ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোন ধাতব পদার্থের আংটি পুরুষ পরতে পারবে না), (৮) ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে আদায় করা,

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

(৯) ঈদুল ফিতরের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটা খেজুর খেয়ে নেয়া, তিন, পাঁচ, সাত কিংবা কম বেশি, কিন্তু বিজোড় হওয়া চাই; খেজুর না থাকলে কোন মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেয়ে নেবে। যদি নামাযের পূর্বে কিছুই না খায়, তবুও গুনাহ হবে না; কিন্তু ইশা পর্যন্ত না খেলে ‘ইতাব’ (তিরস্কার) করা যাবে, (১০) ঈদের নামায ঈদগাহে আদায় করা, (১১) ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া, (১২) যানবাহনে করে গেলেও ক্ষতি নেই; কিন্তু যে পায়ে হেটে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে, তার জন্য পায়ে হেটে যাওয়া উত্তম। আর ফেরার পথে যানবাহন করে ফিরলেও ক্ষতি নেই, (১৩) ঈদের নামাযের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা, (১৪) ঈদের নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা। (এটাই উত্তম, তবে ঈদের নামাযের পূর্বে দিতে না পারলে পরে দিয়ে দিবেন) (১৫) আনন্দ প্রকাশ করা, (১৬) বেশি পরিমাণে সদকা দেয়া, (১৭) ঈদগাহে প্রশান্ত মনে, হাসোউজ্জল ও দৃষ্টিকে নিচু করে যাওয়া, (১৮) ফিরার সময় পরস্পর পরস্পরকে মুবারকবাদ দেয়া, (১৯) ঈদের নামাযের পর মুসাহাফা অর্থাৎ হাত মিলানো ও মুয়ানাকা অর্থাৎ আলিঙ্গন করা, যেমন- সাধারণতঃ মুসলমানদের মধ্যে এটার প্রচলন রয়েছে, এরূপ করাটা উত্তম কাজ, কারণ এতে খুশী প্রকাশ পায়। কিন্তু ‘আমরাদ’ বা সুদর্শন বালকের সাথে গলা মিলানো ফিৎনার আশঙ্কা থাকে। (২০) ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় নিম্নস্বরে তাকবীর বলবে আর ঈদুল আযহার নামাযের জন্য যাওয়ার পথে উচ্চরবে তাকবীর বলবে। তাকবীর হচ্ছে নিম্নরূপ:

اَللّٰہُ اَکۡبَرُ ط اَللّٰہُ اَکۡبَرُ ط لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکۡبَرُ ط اَللّٰہُ اَکۡبَرُ وَلِلّٰہِ الۡحَمۡدُ ط

অনুবাদ: **আল্লাহ্ তাআলা** মহান, **আল্লাহ্ তাআলা** মহান, **আল্লাহ্ তাআলা** ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই, **আল্লাহ্ তাআলা** মহান, **আল্লাহ্ তাআলা** মহান, **আল্লাহ্ তাআলার** জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৯-৭৮১ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা, দারুল ফিক্র বৈরুত)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কুরবানী ঈদের একটি মুস্তাহাব

"ঈদুল আযহা (অর্থাৎ কুরবানীর ঈদ) সমস্ত হুকুম ঈদুল ফিতরের মতই। শুধু কিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, যেমন-কুরবানীর ঈদে মুস্তাহাব হচ্ছে; কুরবানী করুক বা না করুক নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া আর যদি খেয়েও নেয় তাহলেও কোন মাকরূহও নয়।

তাকবীরে তাশরিকের ৮টি মাদানী ফুল

(১) যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের ফযর থেকে শুরু করে ১৩ তারিখের আছর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের পর মসজিদে জামাআত সহকারে আদায়রত নামাযীদেরকে একবার উচ্চ আওয়াজে তাকবীর বলা ওয়াজীব এবং তিনবার বলা উত্তম। আর একেই তাকবীরে তাশরীক বলা হয় এবং সেটি হচ্ছে:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

(তানবীরুল আবছার সম্বলিত, ৩য় খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৯-৭৮৫ পৃষ্ঠা)

(২) তাকবীরে তাশরীক সালাম ফেরানোর পরপরই বলা ওয়াজীব। অর্থাৎ-যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোন আমল না হয় যার কারণে (নামাযরত অবস্থায় হলে) নামায পুনরায় আদায় করতে হয়। যেমন-মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে ওযু ভেঙ্গে ফেলল, চাই ভুল করে কথা বলুক, তবে তাকবীর রহিত হয়ে গেলো। আর যদি বিনা ইচ্ছায় ওযু ভেঙ্গে যায় তবে (তাকবীর) বলে নিবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা) (৩) শহরের মধ্যে অবস্থানরত মুকীম ব্যক্তির জন্য তাকবীরে তাশরীক ওয়াজীব, অথবা যে তার পেছনে ইকতিদা করল (তার জন্যও)। ঐ ইকতিদাকারী চাই মুসাফির হোক কিংবা গ্রামের অধিবাসী হোক এবং যদি সে ইকতিদা না করে তবে তার (অর্থাৎ মুসাফির ও গ্রামের অধিবাসীর) উপর ওয়াজীব নয়। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(৪) মুকিম যদি মুসাফিরের পিছনে ইকতিদা করে তবুও তার উপর (মুকিমের উপর) তাকবীরে তাশরীক আদায় করা ওয়াজীব, যদিও ঐ মুসাফির ইমামের জন্য ওয়াজীব নয়। (দুররে মুখতার রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা) (৫) নফল, সুন্নাত এবং বিতরের তাকবীর ওয়াজীব নয়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮৫ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা) (৬) জুমার পরও ওয়াজীব এবং ঈদের নামাযের (কুরবানীর ঈদ) পরও বলে নিন। (প্রাগুক্ত) (৭) মাসবুক (যার এক বা ততোধিক রাকাত ছুটে গেছে) এর উপরও তাকবীর ওয়াজীব। কিন্তু সালাম ফিরানোর পর বলবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা) (৮) মুনফারিদ (অর্থাৎ-একাকী নামায আদায়কারী) এর উপর ওয়াজীব নয়। (আল জাওহারাতুন নাইয়িরাহ্, ১২২ পৃষ্ঠা) কিন্তু এরপরও বলে নিন, কেননা সাহিবাইন (অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى) এর মতে; তার উপরও ওয়াজীব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ৭৭৬ পৃষ্ঠা) (ঈদের ফযীলত সম্বলিত বিস্তারিত বিষয়াবলী জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাতের অধ্যায় “ফয়যানে রমযান” থেকে “ফয়যানে ঈদুল ফিতর” পড়ে নিন।)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ্! আমাদেরকে বরকতময় ঈদের খুশী সুন্নাতানুসারে পালন করার তাওফীক দান করো! আমাদেরকে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ এবং **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভের প্রকৃত ঈদ বা খুশী বার বার দান করো।

তেরি যবকে দীদ্ হোগী যভী মেরি ঈদ হোগী,
মেরে খোয়াব মে তু আ-না মাদানী মদীনে ওয়ালে।

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

২৮ রজবুল মুরাজ্জব ১৪২৬ হিজরী

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله

মাদানী অসিয়তনামা

(কাফন-দাফনের আহকাম সম্বলিত)

এই রিসালায় রয়েছে.....

- অসিয়ত ক্ষমা প্রাপ্তির মাধ্যম
- পুরুষের সুন্নাত সম্মত কাফন
- মহিলাদের সুন্নাত সম্মত কাফন
- মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার নিয়মাবলী
- জানাযার নামাযের পর দাফন

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মাদানী অসিয়তনামা

(কাফন-দাফনের আহকাম সম্বলিত)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করুন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি আপনার অন্তরে ভাবাবেগ ও পরিবর্তন অনুভব করবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীদের তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন।" (আল কামিলু লি ইবনে আদী, ৫ম খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখন ফযরের নামাযের পর মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বসে "মদীনা মুনাওয়ারা থেকে চল্লিশখানা অসিয়ত" লিখার সৌভাগ্য অর্জন করছি। আফসোস! শত আফসোস! আজ আমার মদীনা মুনাওয়ারাতে উপস্থিতির শেষ সকাল। সূর্য **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা মোবারকে সালাম পেশ করার জন্য হাজির হতে চলেছে। আহ! আজ রাতেই যদি জান্নাতুল বাক্বীতে সমাহিত হওয়ার কোন ব্যবস্থা না হয়, তবে (আগামীকালই) মদীনা শরীফ ত্যাগ করতে হবে। চোখ অশ্রুসিক্ত, মন অস্থির হয়ে আছে। হায়!

www.dawateislami.net

আফসোস চন্দ ঘড়িয়া তয়্যবা কি রাহ গেয়ী হে,
দিল মে জুদায়ী কা গম তুফান মাচা রাহা হে।

আহ! মন ব্যথা বেদনায় নিমজ্জিত। মদীনার বিচ্ছেদের হৃদয় বিদারক চিন্তা আপাদমস্তক বেদনার প্রতিচ্ছবি বানিয়ে দিয়েছে। এমন মনে হচ্ছে যেন মুখের হাসি কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আহ! শীঘ্রই মদীনা ছেড়ে যেতে হবে। তখন মন ভেঙ্গে যাবে। আহ! মদীনা থেকে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হওয়ার মূহুর্তটি এমনি বেদনা দায়ক হয়ে থাকে যে, যেন কোন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আর সে খুবই আফসোস করে! কেঁদে কেঁদে বারবার মায়ের দিকে ফিরে দেখছে, হয়ত মা পুনরায় তাকে ডেকে নিবেন...... স্নেহভরে তাকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরবে। আর শ্লোক শুনিয়ে আপন মায়াভরা কোলে মধুর ঘুম পাড়াবেন। হায়!

মে শিকাস্তা দিল লিয়ে বাওঝাল কদম রাখতা হুয়া
চল পড়াহো ইয়া শাহানশাহে মদীনা আলওয়াদা

এখন আমি ভারাক্রান্ত অন্তরে আপনাদের খেদমতে ৪০টি অসিয়ত পেশ করছি। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের প্রতিও এমনকি, আমার সন্তান সন্ততি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আমার এ অসিয়ত সমূহের প্রতি বিশেষ মনযোগ দিবেন। মদীনার নুরানী মাটিতে, সবুজ গম্বুজ ও মীনারের সুশীতল ছায়াতলে যদি আমার মত পাপি ও গুনাহগারকে সমাহিত করা হতো, তবে কতই না সৌভাগ্য হতো। হায় আফসোস! যদি **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী জালওয়াতে আমার শাহাদাত নসীব হতো এবং জান্নাতুল বাক্বীতে যদি আমার জন্য দু'গজ জমির ব্যবস্থা হতো। তবে উভয় জাহানে আমার সৌভাগ্য আর সৌভাগ্যই হতো। আহ! আর তা না হলে যেখানেই ভাগ্য অবধারিত.......

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(১) যদি মূমুর্ষ অবস্থা পাই তবে, ঐ মুহূর্তের যাবতীয় কার্যাবলী সুন্নাত মোতাবেক সম্পাদন করবেন। সম্ভব হলে ডান পার্শ্বে শুয়াবেন, চেহারা কিবলামুখী করে দিবেন। সূরা ইয়াসীন শরীফও পাঠ করে শুনাবেন।

(২) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পরের সকল কার্যাবলীতেও সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। যেমন: কাফন-দাফন ইত্যাদি কার্যাবলী তাড়াতাড়ি সম্পাদন করবেন। বেশি লোক সমাগমের আশায় জানাযা, দাফন ইত্যাদি অযথা বিলম্ব করা সুন্নাত নয়। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ডের উল্লেখিত বিধানাবলী উপর আমল করবেন। বিশেষত জোরালো তাগিদ হলো; কখনো বিলাপ করবে না। কেননা, এটা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

(৩) কবরের সাইজ ইত্যাদিও যেন সুন্নাত মোতাবেক হয় এবং লাহাদ কবরই তৈরী করবেন, কেননা এটা সুন্নাত।

(৪) কবরের ভিতরের দেয়াল ইত্যাদি যেন কাঁচা মটির হয় (যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দিবেন)। আগুনের পোড়ানো ইট দ্বারা তা পাকা করবেন না। যদি ভিতরে নিতান্তই ইটের দেয়াল করতে হয়, তাহলে মাটির কাদা দ্বারা ভিতরে ভালভাবে লেপে দিবেন।

(৫) সম্ভব হলে কবরের ভিতরের তক্তায় সূরা ইয়াসীন শরীফ, সূরা মুলক ও দরূদে তাজ পাঠ করে ফুঁক দিবেন।

(৬) সুন্নাত মোতাবেক কাফনের ব্যবস্থা সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ এর (লিখকের) নিজস্ব টাকা থেকেই যেন হয়। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন (সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ এর নিজস্ব টাকা দ্বারা কাফনের খরচ নির্বাহ করা সম্ভব না হলে) কোন বিশুদ্ধ সুন্নী আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তির হালাল উপার্জন থেকেই কাফনের ব্যবস্থা করবেন।

(৭) দাঁড়ি ওয়ালা, পাগড়ীধারী, সুন্নাতের অনুসারী কোন ইসলামী ভাই দ্বারা সুন্নাত মোতাবেক গোসল দিবেন। (সৈয়দ বংশের কোন ব্যক্তি যদি এ গুনাহগারকে গোসল দেয়, তবে সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ এটাকে নিজের জন্য বেয়াদবী মনে করবে।)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(৮) গোসল দেয়ার সময় পরিপূর্ণভাবে সতর ঢেকে রাখবেন। খয়েরী রঙের কিংবা কোন গাঢ় রঙের দু'টি মোটা চাদর দ্বারা নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত যদি ঢেকে রাখা হয়, তাহলে সতর দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। হ্যাঁ! পানি শরীরের প্রতিটি অঙ্গেই বরং চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়া জরুরী।

(৯) কাফনের কাপড় যদি যমযমের পানি বা মদীনা শরীফের পানি বা উভয়ের পানি দ্বারা সিক্ত করা হয়, তবে তো সৌভাগ্যই। আহ! সৈয়দ বংশের কোন লোক যদি মাথায় সবুজ পাগড়ী পরিয়ে দেন, তাহলে বড়ই সৌভাগ্য হবে।

(১০) মৃত ব্যক্তির গোসলের পর কাফন দ্বারা চেহারা আবৃত করার পূর্বে প্রথমে কপালের উপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা "بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ" লিখে দিবেন। শুধু ওলামা ও মাশায়িখকে ইমামা (পাগড়ী) সহকারে দাফন করা যেতে পারে। সাধারণ মৃত ব্যক্তিকে পাগড়ী সহকারে দাফন করা নিষেধ।

(১১) অনুরূপভাবে বুকের উপরও لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখে দিবেন।

(১২) কলবের স্থানে يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লিখে দিবেন।

(১৩) নাভী ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানে কাফনের উপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা "ইয়া গাউছে আজম দস্তগীর رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ, ইয়া ইমাম আবু হানিফা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ, ইয়া ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ, ইয়া শেখ জিয়া উদ্দীন رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ" লিখে দিবেন।

(১৪) (পিঠের অংশ ব্যতীত) নাভী থেকে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাফনে মদীনা মদীনা লিখে দিবেন। স্মরণ রাখবেন! এসব কিছু কালি দ্বারা নয়, বরং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারাই লিখবেন। আর সৈয়দ বংশের কোন লোক তা লিখে দিলে বড়ই সৌভাগ্য হবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

(১৫) উভয় চক্ষুর উপর মদীনা শরীফের কাটা, খেজুরের বিচি রেখে দিবেন।

(১৬) জানাযার লাশবাহী খাট বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময়ও সকল সুন্নাতের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখবেন।

(১৭) জানাযার লাশবাহী খাট বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় সকল ইসলামী ভাই এক সাথে ইমামে আহলে সুন্নাতের লিখিত দরূদ শরীফের কসীদা **"কা'বে কে বদরুদ দোজা তুম পে করোড়ো দুরূদ"** পাঠ করবেন। (এটা ছাড়াও অন্যান্য নাত ইত্যাদি পড়বেন। কিন্তু শুধুমাত্র ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের নাতই পাঠ করবেন)

(১৮) কোন বিশুদ্ধ সুন্নী আকীদা সম্পন্ন আমলধারী আলিম বা সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী কোন ইসলামী ভাই অথবা উপযুক্ত থাকলে আপন সন্তানদের মধ্যে কেউ জানাযার নামায পড়াবেন। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে, সৈয়দ বংশের কোন ব্যক্তি দ্বারা আমার জানাযার নামায পড়ানো।

(১৯) সৈয়দ বংশের সম্মানিত ব্যক্তিরা নিজেদের পবিত্র হাত দ্বারা আমাকে কবরে নামিয়ে মহান প্রতিপালকের নিকট সোপর্দ করলে সৌভাগ্য হবে।

(২০) কবরের চেহারার দিকস্থ দেয়ালে তাক বানিয়ে সেখানে সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী কোন ইসলামী ভাইয়ের হাতে লিখিত আহাদ নামা, নালাইন শরীফের নকশা, সবুজ গম্বুজ শরীফের নকশা, শাজারা শরীফ, নকশে হারকারা ইত্যাদি তাবাররুকাত রেখে দিবেন।

(২১) জান্নাতুল বাক্বীতে দাফনের সুব্যবস্থা হলে বড়ই সৌভাগ্য হবে। তবে সেখানে দাফন করবেন নতুবা **আল্লাহ্**র কোন ওলির কবরের পাশে, তাও সম্ভব না হলে ইসলামী ভাইগণ যেখানেই ভালো মনে করবেন! সেখানেই আমাকে দাফন করবেন, তবে কারো জবর দখলকৃত জমিতে দাফন করবেন না। কেননা তা হারাম।

(২২) (দাফনের পর) কবরে আযান দিবেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(২৩) সৈয়দ বংশের কোন ব্যক্তি দ্বারা তালকীন করালে ধন্য হবো।

তালকীনের ফযীলত: নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের কোন মুসলমান ভাই মৃত্যু বরণ করে, আর তাকে কবরে সমাহিত করার পর তোমাদের মধ্যে একজন তার কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে বলবে: হে অমুকের ছেলে অমুক! তখন সে তা শুনতে পাবে, কিন্তু উত্তর দিবে না। অতঃপর যখন আবারো বলবে: হে অমুকের ছেলে অমুক! তখন মৃত ব্যক্তি সোজা হয়ে বসে পড়বে। আবার যখন বলবে: হে অমুকের ছেলে অমুক! তখন সে বলবে: **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার উপর দয়া করুক। তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও। কিন্তু মৃত ব্যক্তির একথা তোমরা শুনতে পাবে না। অতঃপর সে (অর্থাৎ- যিনি তালকীন করাবেন তিনি) বলবে:

اُذْكُرْ مَاخَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا: شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) نَبِيًّا وَّ بِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا۔

অনুবাদ: "তুমি তা স্মরণ করো, যা বলে তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছ অর্থাৎ একথা সাক্ষ্য দাও যে, **আল্লাহ্** ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং এটাও বলো যে, তুমি **আল্লাহ্**কে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে **আল্লাহ্**র মনোনীত ধর্ম হিসেবে, **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্**র প্রেরিত রাসূল হিসেবে এবং কুরআন মজীদকে ইমাম হিসেবে মনে-প্রাণে স্বীকৃতি দিয়েছ এবং এর উপর সন্তুষ্ট ছিলে।" তালকীনকারী এ কথা বলার পর মুনকার-নকীর ফিরিশতাদ্বয় একে অপরের হাত ধরে বলবেন: চলো আমরা চলে যাই। তার পাশে বসে থেকে আমাদের কোন লাভ নেই যাকে লোক দলীল শিখিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তি **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আরয করল, যদি তার মায়ের নাম জানা না থাকে, তখন কিভাবে তালকীন করাবে?

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হাওয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর দিকে সম্পর্কিত করবে।" (আল কবীর লিত তাবরানী, ৮ম খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৯৭৯)

স্মরণ রাখবেন! অমুকের ছেলে অমুকের স্থলে মৃত ব্যক্তি ও তার মায়ের নাম নিবে, যেমন-হে মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস বিন আমেনা। আর মৃত ব্যক্তির মায়ের নাম জানা না থাকলে মায়ের নামের স্থলে হাওয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এ নাম নিবে। তালকীন কেবলমাত্র আরবী ভাষায়ই পড়বেন।

(২৪) যারা আমাকে ভালবাসেন, তারা সম্ভব হলে আমার দাফনের পর ১২ দিন পর্যন্ত, আর তা সম্ভব না হলে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা হলেও আমার কবরের চার পাশে বসে যিকির, দরূদ, কুরআন তিলাওয়াত ও নাত ইত্যাদির মাধ্যমে আমার (অন্তরকে) মনোরঞ্জন করতে থাকবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতে নতুন জায়গায় আমার মন বসে যাবে। তবে উক্ত সময়েও আর সর্বদাই জামাআত সহকারে নামায আদায়ের প্রতি যত্নবান হবেন।

(২৫) আমার উপর কারো ঋন থাকলে তা আমার সম্পদ থেকে পরিশোধ করবেন। আর যদি আমার সম্পদ না থাকে, তাহলে আমার সন্তান সন্ততি জীবিত থাকলে তারা নতুবা অন্য কোন ইসলামী ভাই দয়া করে নিজের সম্পদ থেকে আমার ঋন পরিশোধ করবেন। **আল্লাহ্ তাআলা** মহান প্রতিদান দান করবেন। (বিভিন্ন ইজতিমাতে ঘোষণা করে দিবেন যে, কেউ আমার দ্বারা মনে কষ্ট পেয়ে থাকলে কিংবা আমার দ্বারা কারো হক ধ্বংস হয়ে থাকলে, সে যেন আমাকে (মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস কাদেরীকে) ক্ষমা করে দেয়। আর কেউ আমার নিকট কর্জ পেয়ে থাকলে সে যেন তাড়াতাড়ি আমার ওয়ারিশদের সাথে যোগাযোগ করে তা নিয়ে নেয় অথবা যেন ক্ষমা করে দেয়।)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

(২৬) অধিকহারে আমার প্রতি (ইছালে সাওয়াব করবেন) সাওয়াব পৌঁছাতে থাকবেন এবং আমাকে মাগফিরাতের দোয়া দ্বারা ধন্য করতে থাকবেন। এটা আমার জন্য বড়ই দয়া হবে।

(২৭) সকলেই মসলকে আ'লা হযরত অর্থাৎ- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শের উপর অটল থাকবেন এবং ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه এর বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক (সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবেন) আমল করবেন।

(২৮) বদ মাযহাব ও বদ আকীদা পোষণকারী ব্যক্তিদের সংস্পর্শ থেকে সর্বদা কয়েক শত মাইল দূরে থাকবেন, কেননা তাদের সঙ্গ খাতিমা বিল খায়ের তথা ঈমানের সাথে মৃত্যু হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আখিরাত বরবাদ হওয়ার কারণ।

(২৯) তাজদারে মদীনা, রাহাতে কলবো সীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এবং সুন্নাতের উপর সর্বদা দৃঢ়ভাবে অটল থাকবেন।

(৩০) সুন্নাত ও ওয়াজিব সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ফরয সমূহ যথাযথ আদায় করবেন। এতে কোন রকমের অলসতা প্রদর্শন করবেন না।

(৩১) গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত: সর্বদা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকযী মজলিশে শুরার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবেন। এর প্রত্যেক রুকন ও নিজের নিগরানের শরীয়াত সম্মত যাবতীয় আদেশ নিষেধের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবেন। শরীয়াত সম্মত কারণ ব্যতীত মজলিশে শূরা কিংবা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যে কোন যিম্মাদারের কেউ বিরোধীতা করলে আমি তার উপর অসন্তুষ্ট, সে আমার যতই নিকটতম বন্ধু হোক না কেন।

www.dawateislami.net

(৩২) প্রত্যেক ইসলামী ভাই সপ্তাহে কমপক্ষে একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দা’ওয়াতে অংশ গ্রহণ করবেন এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিন, ১২ মাসে ৩০ দিন এবং জীবনে একাধারে কমপক্ষে ১২ মাস মাদানী কাফেলাতে সফর করুন। প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও প্রত্যেক ইসলামী বোন নিজের চরিত্র সংশোধনের উপর অবিচল থাকার জন্য দৈনন্দিন মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে, প্রতি মাসে আপন যিম্মাদারের নিকট জমা দিবেন।

(৩৩) **তাজদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ও সুন্নাতের বার্তাকে ব্যাপক হারে দুনিয়াতে প্রচার ও প্রসার করতে থাকুন।

(৩৪) মন্দ আকীদা, মন্দ আমল, দুনিয়ার প্রতি অনর্থক ভালবাসা, হারাম সম্পদ ও অবৈধ ফ্যাশন ইত্যাদির বিরুদ্ধে নিজ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। সুন্দর চরিত্র, সুমিষ্ট মাদানী ব্যবহারের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে থাকবেন।

(৩৫) রাগ, বদমেজাজ ও খিটখিটে স্বভাব ইত্যাদি কাছেও আসতে দিবেন না, অন্যথায় দ্বীনের কাজ করা আপনার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।

(৩৬) আমার লিখনী ও বয়ানের ক্যাসেট সমূহ দ্বারা দুনিয়াবী ধন সম্পদ উপার্জন করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার জন্য আমার ওয়ারিশদের প্রতি আমার মাদানী অনুরোধ রইল।

(৩৭) আমার পরিত্যক্ত সম্পদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে শরীয়াত নির্দেশিত পন্থার উপরই আমল করবেন।

(৩৮) কেউ আমাকে ভালমন্দ বলে থাকলে কিংবা গালি বা আঘাত দিয়ে থাকলে কিংবা আমার মনে যেকোন ভাবে কষ্ট দিয়ে থাকলে আমি **আল্লাহ্ তাআলার** ওয়াস্তে তাকে অগ্রিম ক্ষমা করে দিলাম।

(৩৯) আমাকে কষ্ট দানকারী লোকদের থেকে কোনরূপ প্রতিশোধ নিবেন না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

(৪০) অবশ্য যদি কেউ আমাকে শহীদ করে দেয়, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে আমার যাবতীয় প্রাপ্য ক্ষমা করে দিলাম। আমার ওয়ারিশদেরকেও আমি অনুরোধ করছি, তারা যেন তাকে ক্ষমা করে দেয়। **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের বদৌলতে যদি আমি হাশরের মাঠে বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমি আমার হত্যাকারী তথা আমাকে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানকারীকেও জান্নাতে নিয়ে যাবো, শর্ত হলো; যদি সে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করে থাকে। (যদি বাস্তবেই আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়, তবে সে কারণে কোন ধরণের দাঙ্গা হাঙ্গামা, অবরোধ ও হরতাল ইত্যাদি করবেন না। হরতালের নামে জোর জবরদস্তি মূলক মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া, তাদের জান মালের ক্ষতি সাধন করা, দোকান পাঠ ও গাড়িতে পাথর নিক্ষেপ ও অগ্নিসংযোগ করা, যানবাহন ভাংচুর করা, দেশে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা, মানুষের অযথা হক নষ্ট করা ইত্যাদির মত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে ইসলামের কোন মুফতিই বৈধ বলে ফতোয়া দিতে পারবেন না। এরূপ হরতাল সম্পূর্ণরূপে হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

হায়! গুনাহ্ সমূহের মার্জনাকারী ক্ষমাশীল দয়ালু মালিক **আল্লাহ্ তাআলা** যদি আমি গুনাহগার ও পাপীকে তাঁর **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় ক্ষমা করে দিতেন। **হে আমার প্রিয় আল্লাহ্!** যতদিন পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি ততদিন পর্যন্ত আমাকে **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় মত্ত রাখো, যেন মদীনার স্মরণ করতে থাকি, নেকীর দাওয়াতের জন্য সচেষ্ট রাখো, **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব করো এবং আমাকে বিনা হিসাবে ক্ষমাও করে দাও। জান্নাতুল ফিরদাউসেও **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশি হওয়ার সুযোগ দান করো।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

হায়! যদি সর্বদাই **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দীদার লাভে ধন্য থাকতে পারতাম। **হে আল্লাহ্!** তোমার হাবীবের উপর আমার অসংখ্য দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো। তাঁর সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়া ইলাহী! যব রযা খোয়াবে ঘিরাছে ছর উঠায়ে,
দৌলতে বেদারে ইশ্‌কে মুস্তফা কা সাথ হো।

"মাদানী অসিয়তনামা" প্রথমবার মুহার্‌রামুল হারাম, ১৪১১ হিজরী মোতাবেক ১৯৯০ইং-তে মদীনা শরীফে বসে লিখা হয়েছিল। কিন্তু মাঝে মধ্যে এতে সামান্য সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে সংশোধিত আকারেই মাদানী অসিয়তনামা উপস্থাপন করা হয়েছে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১০ জমাদিউল উলা ১৪৩৪ হিজরী
২৩-০৩-২০১৩ ইং

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

অসিয়ত ক্ষমা প্রাপ্তির মাধ্যম

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) অসিয়ত করার পর মৃত্যু বরণ করলো, সে সোজা রাস্তা ও সুন্নাতের উপর আমল করেই মৃত্যু বরণ করল এবং তার মৃত্যু তাকওয়া ও শাহাদাতের উপরই হলো এবং সে যেন ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই মৃত্যুবরণ করলো।"

(ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭০১)

কাফন-দাফনের নিয়মাবলী

পুরুষের সুন্নাত মোতাবেক কাফন

পুরুষের জন্য সুন্নাত মোতাবেক কাফন তিনটি। যথা-
(১) লিফাফাহ (চাদর), (২) ইযার (তাহবন্দ) ও (৩) কামীস (জামা)।

মহিলাদের সুন্নাত মোতাবেক কাফন

মহিলাদের জন্য সুন্নাত মোতাবেক কাফন পাঁচটি। যথা- (১) লিফাফাহ, (২) ইযার, (৩) কামীস, (৪) সীনাবন্ধ ও (৫) ওড়না।

হিজড়া অর্থাৎ মেয়েলি স্বভাবের পুরুষদেরকেও মহিলাদের অনুরূপ পাঁচটি কাফন পরাতে হবে।

কাফনের বিস্তারিত বিবরণ

(১) লিফাফাহ অর্থাৎ চাদর: মৃত ব্যক্তির দেহের দৈর্ঘ্য হতে এতটুকু পরিমাণ বড় হতে হবে, যাতে উভয় প্রান্তে বাঁধা যায়।

(২) ইযার অর্থাৎ তাহ্বন্দ: মাথার চুল থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত হতে হবে অর্থাৎ লিফাফাহ হতে এতটুকু পরিমাণ ছোট হতে হবে যা বন্ধনের জন্য অতিরিক্ত রাখা হয়েছিল।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

(৩) কামীস বা জামা: গর্দান থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত হতে হবে এবং সামনে ও পিছনে উভয়দিকে সমান হতে হবে। এতে কল্লি ও আস্তিন থাকতে পারবে না। পুরুষদের কামীস কাঁধের উপরিভাগে আর মহিলাদের কামীস সীনার দিকে ছিড়তে হবে।

(৪) সীনাবন্ধ: এটা মহিলাদের স্তন থেকে নাভী পর্যন্ত হতে হবে। তবে রান পর্যন্ত হওয়াই উত্তম।[১] (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮১৮ পৃষ্ঠা)

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার নিয়মাবলী

আগরবাতি বা লোবান বাতির ধোঁয়া দ্বারা তিন বা পাঁচ বা সাতবার গোসলের খাটে ধোঁয়া দিতে হবে অর্থাৎ তিন বা পাঁচ বা সাতবার আগর বা লোবান বাতিকে খাটের চারপাশে ঘুরাতে হবে। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপর এভাবে শোয়াতে হবে যেভাবে কবরে তাকে শোয়ানো হয়। কাপড় দ্বারা নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর ঢেকে রাখতে হবে। (বর্তমানে গোসল দেয়ার সময় সাদা কাপড় দ্বারা মৃত ব্যক্তির সতর এমনভাবে ঢেকে রাখা হয়, যার ফলে পানি ঢালার সাথে সাথেই তার লজ্জাস্থান ভেসে উঠে। তাই খয়েরী বা গাঢ় রঙের কোন মোটা কাপড় দ্বারা তার সতর এমনিভাবে ঢেকে রাখতে হবে, যাতে পানি ঢালার পর তার লজ্জাস্থান ভেসে না উঠে। কাপড় ডাবল করে দিয়েই সতর ঢেকে রাখা উত্তম।) অতঃপর গোসলদানকারী ব্যক্তি নিজ হাতে একটি কাপড় জড়িয়ে প্রথমে তাকে উভয় দিকে ইস্তিন্জা করাবেন (অর্থাৎ পানি দ্বারা তাকে শৌচ কর্ম করাবেন) তারপর নামাযের অযুর মত তাকে অযু করাবেন অর্থাৎ তিনবার মুখমন্ডল, কনুইসহ তিনবার উভয় হাত,

---

[১] সাধারণত প্রস্তুতকৃত কাফন ক্রয় করা হয়, এতে মৃতের দেহ অনুযায়ী সুন্নাত সম্মত সাইজ হওয়া জরুরী নয়। এটাও হতে পারে এত লম্বা হয় যে, অপচয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। তাই সতর্কতা এত রয়েছে; থান থেকে যেন প্রয়োজন অনুযায়ী কাপড় কাটা হয়।

www.dawateislami.net

অতঃপর মাথা মাসেহ ও তিনবার উভয় পা ধুইয়ে দিবেন। মৃত ব্যক্তিকে অযু করানোর সময় প্রথমে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করা, কুলি করানো ও নাকে পানি দেয়া আবশ্যক নয়। তবে কোন কাপড় বা রুইয়ের পুটলি ভিজিয়ে তা দ্বারা দাঁত, মাড়ি ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র ইত্যাদি মুছে দেয়া উত্তম। তারপর মৃত ব্যক্তির চুল, দাঁড়ি থাকলে তা ধুইয়ে দিবেন। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে বাম কাতে শোয়ায়ে কুল (বরই) পাতা দিয়ে গরম করা পানি, আর তা পাওয়া না গেলে বিশুদ্ধ মৃদু গরম পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার শরীরে উপর এমনিভাবে ঢেলে দিবেন যাতে পানি তক্তা পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর তাকে ডান কাতে শোয়ায়ে অনুরূপভাবে পানি ঢেলে দিবেন। তার পর হেলান দিয়ে তাকে বসিয়ে পেটের নিচের অংশের উপর আস্তে আস্তে হাত দ্বারা মালিশ করবেন। পেট হতে কিছু বের হলে তা ধুইয়ে পরিস্কার করে দিবেন। এমতাবস্থায় তাকে পুনরায় অযু ও গোসল করানোর প্রয়োজন নেই। অতঃপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার শরীরের উপর তিনবার কাপুরের পানি ঢেলে দিবেন এবং কোন পবিত্র কাপড় দ্বারা তার শরীর আস্তে আস্তে মুছে নিবেন। মৃত ব্যক্তির সমস্ত শরীরে একবার পানি প্রবাহিত করা ফরয আর তিনবার প্রবাহিত করা সুন্নাত। (মৃতের গোসলদানে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত করবেন না। মনে রাখবেন! আখিরাতে এক বিন্দু বিন্দুর হিসাব হবে)

পুরুষকে কাফন পরানোর পদ্ধতি

আগর বা লোবান বাতির ধোঁয়া দ্বারা কাফনকে এক বা তিন বা পাঁচ বা সাতবার ধোঁয়া দিবেন। অতঃপর কাফন এমনভাবে বিছাবেন যে, প্রথমে খাটে লিফাফা অর্থাৎ বড় চাদর, এর উপর ইযার বা তাহবন্দ এবং এর উপর কামীস রাখবেন। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে কাফনের উপর শোয়ায়ে তাকে কামীস পরাবেন। এখন দাঁড়িতে (আর দাঁড়ি না থাকলে চিবুকে) ও সমস্ত শরীরে সুগন্ধি মালিশ করে দিবেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

কপাল, নাক, হাত, হাঁটু ও পা ইত্যাদি অঙ্গ যা দ্বারা সিজদা করা হয় তাতে কাপুর লাগিয়ে দিবেন। অতঃপর তাহবন্দ প্রথমে বাম দিক থেকে তারপর ডান দিক থেকে জড়াবেন। শেষে লিফাফাহ বা চাদরও প্রথমে বাম দিক থেকে তারপর ডান দিক থেকে জড়াবেন মাথা ও পায়ের দিকে বেঁধে দিবেন। যেন ডান দিকের অংশ উপরে থাকে।

মহিলাদেরকে কাফন পরানোর নিয়ম

মহিলাদেরকে কামীস পরিধান করিয়ে তাদের চুলগুলোকে দুইভাগে বিভক্ত করে কামীসের উপর দিয়ে বুকের উপরে রেখে দিবেন। তারপর অর্ধ পিঠের নিচে ওড়না বিছিয়ে তা মাথার উপর দিয়ে এনে মুখের উপর নিকাবের মতো করে দেন, যেন বুকের উপর থাকে। ওড়নার দৈর্ঘ্য হতে হবে অর্ধ পিঠ থেকে বুক পর্যন্ত এবং প্রস্থ হতে হবে এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত। কতিপয় লোকেরা মহিলারা জীবদ্দশায় যেভাবে মাথায় ওড়না পরিধান করতো সেভাবেই মহিলাদেরকে ওড়না পরিধান করান। কিন্তু এটা সুন্নাতের পরিপন্থী। অতঃপর পুরুষদের ন্যায় ইযার ও লিফাফাহ জড়াবেন। অবশেষে সবগুলোর উপরে স্তনের উপরিভাগ থেকে রান পর্যন্ত সীনাবন্ধ জড়ায়ে সূতা বা রশি দ্বারা বেধে দিবেন।[১]

জানাযার নামাযের পর দাফন[২]

(১) জানাযার লাশবাহী খাট কবরের নিকট কিবলার দিকে রাখা মুস্তাহাব যাতে মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিক থেকে কবরে নামানো যায়। কবরের পায়ের দিকে জানাযার খাট রেখে মাথার দিক থেকে মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামাবেন না।[৩]

---

[১] আজকাল মহিলাদের কাফনেও লিফাফাই সবশেষে দেয়া হয়। যদি কাফনের পর সীনাবন্দ রাখা হয় তবুও কোন সমস্যা নেই কিন্তু উত্তম হলো, সীনাবন্দ সবার শেষে দেয়া।

[২] (জানাযা উঠানোর পদ্ধতি এবং জানাযা নামাযের পদ্ধতি নামাযের আহকাম থেকে অধ্যয়ন করুন)

[৩] (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৪৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

(২) প্রয়োজনানুসারে দুইজন বা তিনজন সবল ও নেককার ব্যক্তি কবরে নেমে লাশ নামাবেন। মহিলার লাশ মুহরিম ব্যক্তিই নামাবেন। মুহরিম না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়রা, তারাও না থাকলে কোন পরহেজগার ব্যক্তির মাধ্যমে মহিলার লাশ কবরে নামাবেন।[১]

(৩) মহিলার লাশ কবরে নামানোর সময় থেকে তক্তা লাগানোর সময় পর্যন্ত কোন কাপড় দ্বারা কবর ঘিরে রাখবেন।

(৪) মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর সময় এ দোয়াটি পাঠ করবেন:

بِسۡمِ اللّٰہِ وَ بِاللّٰہِ وَعَلٰی مِلَّتِ رَسُوۡلِ اللّٰہِ[২]

(৫) মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান কাতে রেখে তার মুখ কিবলার দিকে করে দিবেন এবং কাফনের বাঁধনগুলো খুলে দিবেন। কেননা, এখন আর বাঁধনের প্রয়োজন নেই, বাঁধন না খুললেও কোন অসুবিধা নেই।[৩]

(৬) কাঁচা ইট[৪] দ্বারা কবরের মুখ বন্ধ করে দিবেন। মাটি নরম হলে কবরের মুখে কাঠের তক্তা ব্যবহার করাও জায়েজ।[৫]

(৭) তারপর কবরে মাটি দিবেন এ ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হলো, উভয় হাত দ্বারা মাথার দিক থেকে তিনবার মাটি ফেলা। প্রথমবার مِنۡهَا خَلَقۡنٰكُمۡ[৬] বলবেন,

---

[১] (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)
[২] (তানবিরুল আবছার, ৩য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)
[৩] (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)
[৪] (কাঁচা ইট কবরের অভ্যন্তরীণ অংশে আগুনে পোড়া ইট লাগানো নিষেধ। কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় এখন সিমেন্টের দেওয়াল সমূহ এবং লেপের রেওয়াজ রয়েছে। এজন্য সিমেন্টের দেয়াল এবং সিমেন্টের তকতা সমূহের ঐ অংশ যা ভিতরের দিকে থাকবে তা কাঁচা মাটির কাদা দ্বারা লিপে দিবে। আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের আগুনের প্রভাব থেকে হিফাযত রাখুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)
[৫] (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮৪৪ পৃষ্ঠা)
[৬] (আমি মটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

দ্বিতীয় বার وَفِيۡهَا نُعِيۡدُكُمۡ[১] ও তৃতীয়বার وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً اُخۡرٰى[২] বলবেন। অবশিষ্ট মাটিগুলো কোদাল ইত্যাদি দ্বারা ফেলবেন।[৩]

(৮) যতটুকু মাটি কবর থেকে বের করা হয়েছিল, তার চেয়ে অধিক মাটি কবরে ফেলা মাকরূহ।[৪]

(৯) কবর উটের কুঁজের ন্যায় ঢালু করবেন। চার কোণা বিশিষ্ট করবেন না। (যেমন বর্তমানে দাফনের কিছুদিন পর অনেকেই ইট ইত্যাদি দ্বারা কবরকে চার কোণা বিশিষ্ট করে থাকে।)[৫]

(১০) কবর মাটি থেকে এক বিঘত উচুঁ বা এর চাইতেও সামান্য উচুঁ করবেন।[৬]

(১১) দাফনের পর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া সুন্নাত।[৭]

(১২) এছাড়াও কবরে জন্মানো গাছের চারা ইত্যাদিতে পানি দেয়ার উদ্দেশ্যে কবরে পানি ছিটানো জায়েজ।

(১৩) বর্তমানে কতিপয় লোক বিনা প্রয়োজনে কবরে যে পানি ছিটায়, এটা মন্দ ও নাজায়িয, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ, ৯ম খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠার মধ্যে তা অপচয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১৪) দাফনের পর কবরের শিয়রে الٓمّٓ থেকে مُفۡلِحُوۡنَ পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করা মুস্তাহাব।[৮]

(১৫) কবর তালক্বীন করবেন। (তালকীনের নিয়ম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)

---

[১] (আর তাতে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তণ করানো হবে)
[২] (আর এর থেকে তোমাদেরকে পূনরায় বের করা হবে)
[৩] (জওহারা, ১৪১ পৃষ্ঠা)
[৪] (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)
[৫] (রদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা)
[৬] (প্রাগুক্ত, ১৬৮ পৃষ্ঠা)
[৭] (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)
[৮] (জওহারা, ১৪১ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াতে, ১ম খন্ড, ৮৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(১৬) কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে আযান দিবেন।[১]

(১৭) কবরের উপর ফুল দেয়া উত্তম। কেননা, যতদিন পর্যন্ত এ ফুল তাজা থাকবে, তা তাসবীহ পাঠ করবে। এতে মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি পাবে।[২]

নির্বোধ শিশুদেরকে মসজিদে নিয়ে যাওয়াকে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “তোমরা মসজিদ সমূহকে শিশু, পাগল, ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, উচ্চ স্বরে কথা বলা, শরীয়াতের শাস্তি কার্যকর করা ও তাওবারী ব্যবহার করা থেকে রক্ষা করো।”

(ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস৭৫০)

শিশুর প্রস্রাব ইত্যাদির কারণে মসজিদে অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এরূপ শিশু ও পাগলকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হারাম। আর মসজিদে অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে তাদরেকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ। যে সমস্ত লোক মসজিদে জুতা নিয়ে যায়, তাদের জুতায় নাজাসাত আছে কিনা তা ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি জুতায় নাজাসাত থাকে, তাহলে তা ভালভাবে পরিস্কার করে নিতে হবে। আর জুতা পরিহিত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা বেয়াদবী। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা) শিশু, পাগল, অজ্ঞান ও জ্বিনগ্রস্থ রোগীকে ঝাঁড় ফুঁকের জন্যও মসজিদে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়াতের অনুমতি নেই, শিশুদেরকে ভালভাবে কাপড়ে জড়িয়েও মসজিদে নেয়া যাবে না। যদি শিশু ইত্যাদিকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত ভুল আপনার থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে দয়া করে অনতিবিলম্বে তাওবা করে ভবিষ্যতে আর কখনও তাদেরকে মসজিদে না নেয়ার প্রতিজ্ঞা করে নিন।

[১] (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা)
[২] (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেনে: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এ অধ্যায়টি পাঠকালে কারো সাথে মসজিদে তার শিশু সন্তান থাকলে তার প্রতি আমার সন্নিবদ্ধ অনুরোধ, সে যেন তাড়াতাড়ি তার শিশু সন্তানকে মসজিদের বাইরে নিয়ে আসে। তবে হ্যাঁ মসজিদের আঙ্গিনায় শিশুদেরকে নেয়া যাবে, যদি তাদেরকে নিয়ে মসজিদের ভিতর দিয়ে যেতে না হয়।

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১০ জুমাদাল উলা ১৪৩৪ হিজরী
২৩-০৩-২০১৩ইং

তাহিয়্যাতুল অযু

অযু করার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুষ্ক হওয়ার পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি অযু করে এবং ভালভাবে অযু করে জাহের ও বাতেনের সাথে মনোযোগী হয়ে দুই রাকাত (নফল নামায) আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।” (সহীহ মুসলিম, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৪) গোসলের পরেও দুই রাকাত নামায মুস্তাহাব। অযু করার পর ফরয ইত্যাদি পড়লে তাহিয়্যাতুল অযুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা) মাকরূহ সময়ের মধ্যে তাহিয়্যাতুল অযু ও গোসলের পরের দুই রাকাত নামায আদায় যাবেনা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰہ

ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি

এই রিসালায় রয়েছে.....

মকবুল হজ্বের সাওয়াব

সকলের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করার ফযীলত

লক্ষ-কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেলো!

সূরা ইখলাসের ইছালে সাওয়াবের কাহিনী

ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি

মাযারে হাজিরী দেওয়ার পদ্ধতি

পৃষ্ঠা উল্টান----

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি

শয়তান যতই বাঁধা দিক না কেন, এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে আপনার আখিরাতের সম্বল তৈরি করুন।

মৃত আত্মীয়-স্বজনদেরকে স্বপ্নে দেখার উপায়

হযরত আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আহমদ মালেকী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে হাজির হয়ে এক মহিলা আবেদন করলো, আমার যুবতী মেয়ে মারা গেছে। এমন কোন আমল আছে কি? যা করলে আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পাব। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মহিলাটিকে ঐ আমল বলে দিলেন। মহিলাটি তার মরহুমা কন্যাটিকে স্বপ্নে তো দেখলেন, কিন্তু এমন অবস্থায় দেখলেন যে, তার সারা শরীরে আলকাতরার পোষাক ছিলো। তার ঘাড়ে শিকল, আর পায়ে লোহার বেড়ি ছিলো। ভয়ানক এই দৃশ্য দেখে মহিলাটি কেঁপে উঠল! পরের দিন সে এসে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে স্বপ্নের কথা বলল। স্বপ্নটি শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে গেলেন। কিছু দিন পর হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক মেয়েকে স্বপ্নে দেখলেন। মেয়েটি জান্নাতে একটি আসনে মাথায় তাজ পরে বসে আছে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

তিনি رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কে দেখে মেয়েটি বললো: আমি হলাম সেই মহিলাটিরই কন্যা, যিনি আপনাকে আমার অবস্থার কথা বলেছিলেন। তিনি رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বললেন: মহিলাটির কথা মত কন্যা তো আজাবে লিপ্ত ছিলো। তার এত বড় পরিবর্তন কীভাবে হলো? মরহুমা মেয়েটি বললো: কবরস্থানের পাশ দিয়ে একটি লোক যাচ্ছিলেন। লোকটি **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করেছিলেন। তাঁর সেই দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে **আল্লাহ্ তাআলা** ৫৬০ জন কবরবাসীর উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নিয়েছেন।

(আত-তাযকিরাতু ফি আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাতে, ১ম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)

তাঁর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে জানা গেলো, আগেকার দিনের মুসলমানদের মাঝে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِين প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতা ছিলো। তাঁদের বরকতে লোকজনের সমস্যাগুলোরও সমাধান হয়ে যেত। এটাও জানা গেলো, মৃতদেরকে স্বপ্নে দেখার ইচ্ছা পোষণ করাও এক ধরণের কঠিন পরীক্ষা। কেননা, মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে আযাবে দেখে নেওয়ার মাধ্যমে দুশ্চিন্তার মুখোমুখিও হতে হয়। এই ঘটনাটি থেকে ইছালে সাওয়াবের এক মহান বরকতও জানা গেলো। এও বুঝা গেলো, কেবল মাত্র এক বার দরূদ শরীফ পাঠ করেও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। **আল্লাহ্ তাআলার** অসীম রহমতের কথাই বা কী বলব! তিনি যদি কেবল এক বার দরূদ শরীফ পাঠ করাও কবুল করে নেন, কেবল এক বার পড়া দরূদের ইছালে সাওয়াবের বরকতে সম্পূর্ণ কবরস্থানের উপর থেকে চলমান আযাবও উঠিয়ে নিয়ে থাকেন এবং সকলকে বিভিন্ন ধরণের পুরস্কার দিয়ে ধন্য করে দেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

লাজ রাখ্ লে গুনাহগারোঁ কি, নাম রাহমান হে তেরা ইয়া রব!
বে সবব বখশ দেয় না পুছ্ আমল, নাম গাফফার হে তেরা ইয়া রব!
তু করীম আওর করীম ভি এয়ছা,
কেহ্ নেহিঁ জিছ্ কা দোছ্রা ইয়া রব!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের যাদের পিতা-মাতা বা যে কোন একজন ইন্তেকাল হয়ে গেছেন, তাদের উচিত আপন পিতা-মাতার প্রতি উদাসীন না হওয়া। তাঁদের কবরগুলোতে গিয়ে যিয়ারত করতে থাকবেন এবং ইছালে সাওয়াবও করতে থাকবেন। এই ব্যাপারে ৫টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

(১) মকবুল হজ্বের সাওয়াব

যে ব্যক্তি সাওয়াবের নিয়্যতে পিতা-মাতা বা তাদের যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে, সে ব্যক্তি একটি মকবুল হজ্বের সাওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি আপন পিতা-মাতার কবর বেশি বেশি যিয়ারত করে থাকে, সেই ব্যক্তির (অর্থাৎ যখন সে ইন্তিকাল করবে) তার কবর যিয়ারত করার জন্য স্বয়ং ফেরেশতা নাযিল হবে। (নাওয়াদিরুল উছুল লিল হাকীমিত তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২) দশটি হজ্বের সাওয়াব

যে আপন পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সম্পাদন হজ্ব করবে, তাদের (পিতা-মাতার) পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় হয়ে যাবে, সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ সম্পাদনকারী) আরো দশটি হজ্বের সাওয়াব লাভ করবে। (দারে কুত্নী, ২য় খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৮৭)

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! আপনি যদি নফল হজ্বের সুযোগ পেয়ে যান, তাহলে আপনার মরহুম পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্ব করে নিন। এতে করে তারাও হজ্বের সাওয়াব পাবেন এবং আপনারও হজ্ব হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

আপনি বরং বাড়তি দশটি হজ্বের সাওয়াব পাবেন। আপনার পিতা-মাতার মধ্য থেকে কেউ যদি এমন অবস্থায় ইন্তেকাল হয়ে যান যে, তাঁর উপর হজ্ব ফরজ হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব করতে পারেননি, তাহলে এমতাবস্থায় সন্তানের উচিত, বদলী হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করা। হজ্বে বদল সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"রফিকুল হারামাঈন"** নামক কিতাবের ১৫৯ থেকে ১৬৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ণ করুন।

(৩) মাতা-পিতার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত

তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নফল স্বরূপ দান-খয়রাত করে, তাহলে যেন পিতা-মাতার পক্ষ থেকে করে। কেননা, সেই দান-খয়রাতের সাওয়াব তারাও পাবে এবং দানকারীর সাওয়াবেও কোন প্রকার ঘাটতি হবে না।

(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, হদীসঃ ৭৯১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) রুজি-রোজগারে বরকত না হওয়ার কারণ

বান্দা যখন নিজের পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা বন্ধ করে দেয়, তখন তার রুজি-রোজগারে বরকত কমে যায়। (জামউল জাওয়ামী, ১ম খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২১৩৮)

(৫) জুমার দিন কবর যিয়ারতের ফযীলত

যে ব্যক্তি জুমার দিন আপন পিতা-মাতার বা তাদের যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে এবং তাদের কবরের পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (আল কামিল লি ইবনি আদী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

লাজ রাখ্ লে গুনাহগারোঁ কি,
নাম রাহমান হে তেরা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কাফন ছিঁড়ে গেছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার রহমতের কোন সীমা নেই। যেসব মুসলমান দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়, তাদের জন্যও তিনি তাঁর দয়া ও বদান্যতার দরজাসমূহ খুলে রেখেছেন। **আল্লাহ্ তাআলা**র অশেষ রহমত সম্পর্কিত ঈমান তাজাকারী একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। পড়ুন এবং আন্দোলিত হোন। যেমন: **আল্লাহ্ তাআলা**র নবী হযরত সায়্যিদুনা আরমিয়া عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُوَالسَّلَام এমন কতগুলো কবরের পাশ দিয়ে গমণ করছিলেন, যেগুলোতে আযাব হচ্ছিল। এক বৎসর পর যখন একই পথ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, তখন সেগুলোতে আযাব ছিলো না। **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে তিনি عَلَیْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে আল্লাহ্!** কী ব্যাপার? প্রথমে এদের উপর আযাব হচ্ছিল, আর এখন দেখছি আযাব আর নেই? আওয়াজ এলো: হে আরমিয়া! তাদের কাফন ছিঁড়ে গেছে। চুল উপড়ে গেছে, আর কবরগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই আমি তাদের উপর দয়া করেছি, আর এমনসব লোকদের উপর আমি দয়াই করে থাকি। (শরহুস সুদূর লিস সুয়ূতী, ৩১৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ কি রহমত ছে তো জান্নাত হি মিলে গি
এ্যায় কাশ! মহল্লে মেঁ জাগা উন্ কে মিলি হো।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

ইছালে সাওয়াবের তিনটি ঈমান তাজাকারী মর্যাদা

(১) দোয়ার ফযীলত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমার উম্মতরা কবরে গুনাহ্ নিয়ে প্রবেশ করবে, আর বের হবে গুনাহ্‌বিহীন অবস্থায়। কেননা, মু'মিনদের দোয়ার কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” (আল মুজামুল আওসাত, ১ম খন্ড, ৫০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) ইছালে সাওয়াবের জন্য অপেক্ষা

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “কবরে মুর্দাদের অবস্থা হচ্ছে; পানিতে ডুবন্ত মানুষের ন্যায়। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে, তার মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের দোয়া করার দিকে। কেউ যখন দোয়া পাঠিয়ে থাকে, তখন সেটি তার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে সব কিছু থেকে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। কবরবাসীদের জন্য সংশ্লিষ্টদের পাঠানো হাদিয়ার সাওয়াবকে **আল্লাহ্ তাআলা** পাহাড়ের সমতুল্য করে তাদের দান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের বড় উপহার হচ্ছে, মাগফিরাতের দোয়া করা।

(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

মৃত ব্যক্তির রূহগুলো ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াবের আকাঙ্খা করতে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেলো, মৃত ব্যক্তিরা তাদের কবরে আগত লোকদের চিনতে পারে। জীবিতদের দোয়ার কারণে তাদের উপকারও সাধিত হয়। জীবিতদের পক্ষ থেকে যখন মৃতদের জন্য ইছালে সাওয়াব আসা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তারা তাও বুঝতে পারে। আর **আল্লাহ্ তাআলা** তাদেরকে অনুমতি দেন যে, তখন তারা ঘরে ঘরে এসে ইছালে সাওয়াবের আকাঙ্খা করে। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ৬৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'গারাইব' ও 'খাযানা' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: মু'মিনদের রূহগুলো প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে, ঈদের দিনে, আশুরার দিনে এবং শবে বরাতের রাতে নিজ নিজ ঘরের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আর রূহগুলো অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে ডাক দিয়ে দিয়ে বলে: হে আমার পরিবার-পরিজনেরা! হে আমার সন্তান-সন্ততিরা! হে আমার প্রতিবেশীরা! (আমাদের ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে) দান-খয়রাত করে তোমরা আমাদের উপর দয়া করো।

হে কউন কেহ্ গিরিয়া করে, ইয়া ফাতেহা কো আয়ে
বে কছ কে উঠায়ে তেরি রহমত কে ভরন ফুল।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

(৩) সকলের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করার ফযীলত

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার, রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি সমস্ত মু'মিন নর-নারীর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, সেই ব্যক্তির জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** প্রতিটি মু'মিন নর ও নারীর বদলায় একটি করে নেকী লিখে দেন।”

(মুসনাদুশ্ শামিয়ীন লিত্ তাবরানী, ২য় খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৫৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

লক্ষ-কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেলো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের আনন্দিত হওয়ার বিষয় যে, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নেকী অর্জনের সহজ পন্থা মিলে গেছে। প্রকাশ্য বিষয় যে, বর্তমানে **আল্লাহ্ তাআলার** দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান বিদ্যমান রয়েছে। লক্ষ-কোটি বরং অগণিত মুসলমান দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। আমরা যদি সমস্ত মু'মিনদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি, তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلّ লক্ষ-কোটি নয় বরং অসংখ্য অগণিত সাওয়াবের খণির মালিক হয়ে যেতে পারব। আমি নিজের ও সমস্ত মু'মিন-মুমিনাতের জন্য মাগফিরাতের দোয়া লিখে দিচ্ছি। (আগে পরে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন) اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلّ অসংখ্য সাওয়াবের মালিক হতে পারবেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَّ مُؤْمِنَةٍ۔

<u>অর্থ</u>: হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং সমস্ত মু'মিন নর-নারীর গুনাহ্সমূহ মাফ করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপনারাও উপরে প্রদত্ত দোয়াটি আরবিতে বা বাংলাতে কিংবা উভয় ভাষায় এখন পড়ুন, আর সম্ভব হলে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরও পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

বে সবব বখ্‌শ দে না পুছ্‌ আমল,
নাম গফফার হে তেরা ইয়া রব! (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নূরানী পোশাক

কোন বুযুর্গ ব্যক্তি নিজের মৃত ভাইকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: জীবিতদের দোয়া কি তোমরা মৃতদের নিকট পৌঁছে থাকে? মৃত ভাইটি জবাবে বললো: হ্যাঁ, **আল্লাহ্র কসম!** সেগুলো নূরানী পোশাকের রূপ ধরে আসে। আমরা সেগুলো পরিধান করে থাকি। (শরহুস সুদূর, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

জলওয়ায়ে ইয়ার ছে হো কবর আবাদ, ওয়াহশতে কবর ছে বাচা ইয়া রব।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নূরানী তশতরী (বড় থালা)

বর্ণিত আছে: কোন ব্যক্তি যখন মৃতদের জন্য ইছালে সাওয়াব করে থাকে, তখন হযরত জিবরাঈল عَلَیْہِ السَّلَام সেগুলোকে একটি নূরানী তশতরীতে (বড় থালা) করে নিয়ে তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যান। আর বলেন: হে কবরবাসী! এই উপহারগুলো তোমার পরিবারের সদস্যরা তোমার জন্য পাঠিয়েছে। এগুলো একটু কবুল করে নাও। এ কথা শুনে সেই কবরবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যায়, আর তার (কবরের) প্রতিবেশীরা নিজেদের বঞ্চিত হওয়ার কারণে অত্যন্ত পেরেশান চিন্তিত হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

কবর মেঁ আহ্! ঘোপ আন্ধেরা হে
ফজল ছে করো দেয় চাঁন্দনা ইয়া রব। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মৃত লোকদের সমপরিমাণ প্রতিদান

প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে কবরস্থানে গিয়ে এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করে মৃতদের রূহে সেগুলোর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দিবে, তবে সেই ইছালে সাওয়াবকারী ব্যক্তি মৃতদের সংখ্যার সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে।"

(জমউল জাওয়ামি লিস সুয়ূতী, ৭ম খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩১৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কবরবাসী সবাইকে সুপারিশকারী বানানোর আমল

নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস ও সূরা তাকাছুর পাঠ করার পর এই দোয়া করবে: **হে আল্লাহ!** আমি পবিত্র কুরআন থেকে যা যা তিলাওয়াত করলাম, সেগুলোর সাওয়াব এই কবরস্থানের বাসিন্দা যে সমস্ত নর-নারী রয়েছে, তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। তবে তারা সবাই সেই (ইছালে সাওয়াবকারী) ব্যক্তিটির জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। (শরহুস সুদূর, ৩১১ পৃষ্ঠা)

হার ভালে কি ভালায়ি কা সদকা, ইস্ বুরে কো ভি করো ভালা ইয়া রব।

(যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সূরা ইখলাসের ইছালে সাওয়াবের কাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: এক রাতে আমি মক্কা শরীফের কবরস্থানে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম, কবরবাসীরা সবাই দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

আমি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: কিয়ামত হয়ে গেলো বুঝি? তারা বললো: না। আসল কথা হলো একজন মুসলমান ভাই সূরা ইখলাস পড়ে আমাদের উপর ইছালে সাওয়াব করেছেন। আমরা এখন সেই সাওয়াবকে এক বৎসর যাবৎ বণ্টন করছি। (শরহুস সুদূর, ৩১২ পৃষ্ঠা)

সাবাকাত রাহমাতী আ'লা গদ্ববী, তু নে জব ছে সুনা দিয়া ইয়া রব!
আসরা হাম গুনাহ্গারোঁ কা, আওর মজবুত হো গেয়া ইয়া রব! (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উম্মে সা'আদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর জন্য কূপ

হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ ইবনে উবাদাহ্ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরয করলেন; **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমার আম্মাজান ইন্তেকাল করেছেন। (আমি তাঁর পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করতে চাই)। কী ধরণের সদকা উত্তম হবে? **ছরকারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **'পানি'**। অতএব, তিনি একটি কূপ খনন করে দিলেন। আর ঘোষণা দিলেন: هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعد 'অর্থাৎ এই কূপটি সা'আদের মায়ের জন্য'। (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠ, হাদীস: ১৬৮১)

'গাউছে পাকের ছাগল' বলা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কর্তৃক **'এই কূপটি সা'আদের মায়ের জন্য'** উক্তিটির অর্থ হচ্ছে **'এই কূপটি সা'আদের মায়ের ইছালে সাওয়াবের জন্য'**। এটার মাধ্যমে বুঝা গেলো, মুসলমানদের গরু বা ছাগল ইত্যাদিকে বুযুর্গদের নামের সাথে সম্বোধিত করাতে কোন বাঁধা নেই। যেমন; কেউ বললো: 'এটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ছাগল'।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কেননা, এই কথা বলার মাধ্যমে বক্তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ছাগলটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর ইছালে সাওয়াবের জন্য। স্বয়ং কুরবানীর জন্তুকেও তো মানুষ একে অন্যের দিকে সম্বোধিত করে থাকে। যেমন; কেউ কুরবানীর জন্তু নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল; ছাগলটি কার? তখন সে তো এভাবেই বলে, 'এ ছাগল আমার'। অথবা বলে 'আমার মামার'। এ ধরণের উক্তিকারীর বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তো 'গাউছে পাকের ছাগল' বলাতেও কোন রূপ আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকৃত অর্থে প্রত্যেক কিছুর মূল মালিক একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলাই**। আর কুরবানীর ছাগল হোক কিংবা গাউছে পাকেরই হোক, জবাই করার সময় একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** নামই উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সকলকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুক। اٰمِین بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইছালে সাওয়াবের ১৯টি মাদানী ফুল

(১) 'ইছালে সাওয়াব' কথাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'সাওয়াব পৌঁছিয়ে দেওয়া'। একে সাওয়াব দান করাও বলা হয়। কিন্তু বুযুর্গদের শানে সাওয়াব দান করা বলা সমীচীন নয়। আদব হলো: 'সাওয়াব পেশ করা' বলা। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সহ যে কোন নবী ও ওলীর ব্যাপারে সাওয়াব দান করা বলা বে-আদবী। দান করা হতে পারে বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি। এ ক্ষেত্রে বরং বলবেন: 'পেশ করা' বা 'হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করা' ইত্যাদি।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬তম খন্ড, ৬০৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

(২) ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, তিলাওয়াত, না'ত শরীফ, যিকরুল্লাহ, দরূদ শরীফ, বয়ান, দরস, মাদানী কাফেলায় সফর, মাদানী ইনআমাত, নেকীর দাওয়াতের জন্য এলাকায়ী দাওরা, দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন, মাদানী কর্মকাণ্ডের জন্য ইন্‌ফিরাদী কৌশিশ ইত্যাদি যে কোন কাজ ইছালে সাওয়াব করতে পারবেন।

(৩) মৃতব্যক্তির জন্য 'তীজা' (মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে ফাতিহাখানির অনুষ্ঠান) করা, দশম দিবসে ফাতিহাখানির অনুষ্ঠান করা, চেহলাম করা এবং বার্ষিক ফাতিহা অনুষ্ঠান করা খুবই ভাল ও সাওয়াবের কাজ। এগুলো ইছালে সাওয়াবেরই এক একটি মাধ্যম। শরীয়াতে তীজা ইত্যাদি জায়েয না হওয়ার পক্ষে কোন দলিল না থাকাই হচ্ছে এগুলো জায়েয হওয়ার প্রমাণ। মৃতদের জন্য জীবিত কর্তৃক দোয়া করা স্বয়ং পবিত্র কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। যা মূলতঃ ইছালে সাওয়াবেরই মূল দলিল। যথা: ২৮ পারার সূরা হাশরের ১০ম আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন:

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> আর যারা তাদের পরবর্তীতে এসে আরয করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আর আমাদের সেসব ভাইদের মাফ করে দাও যারা আমাদের পূর্বে বিদায় হয়ে গেছে।

(৪) তীজা ইত্যাদির ভোজের ব্যবস্থা কেবল সেই অবস্থাতেই মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে করা যাবে, যখন মৃত ব্যক্তিটি ওয়ারিশগণকে বালেগ অবস্থায় রেখে যাবে এবং সকলে এর অনুমতিও দিবে। একজন ওয়ারিশও যদি না-বালেগ থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে তা হারাম। তবে হ্যাঁ! বালেগরা তাদের অংশ থেকে করতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৮২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(৫) যেহেতু তীজার ভোজ সাধারণত নিমন্ত্রণের রূপেই হয়ে থাকে, তাই তা ধনীদের জন্য জায়েয নেই; কেবল অভাবীরাই খাবে। তিন দিনের পরেও যে কোন মৃতের ভোজ থেকে ধনীদের (যারা মিসকীন নয় তাদের) বিরত থাকা উচিত। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৯ম খন্ডের ৬৬৭ পৃষ্ঠা থেকে মৃতের ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ভোজ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুন।

প্রশ্ন: কথিত আছে; طَعَامُ الْمَيِّتِ يُمِيْتُ الْقَلْبَ 'অর্থাৎ মৃতদের ইছালে সাওয়াবের ভোজ কলব (অন্তরকে) মৃত বানিয়ে দেয়' উক্তিটি নির্ভরযোগ্য কি না? যদি নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে, তা হলে উক্তিটির মর্মার্থ কী? **উত্তর:** গবেষণা করে দেখা গেছে যে, সেটির অর্থ হলো: যেসব লোক মৃতদের উদ্দেশ্যে ভোজের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে, তাদের অন্তর মরে যায়। যার মধ্যে যিকির কিংবা **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্যমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি কোন মনোযোগ নেই। সে কেবল উদরপূর্তির জন্য কাঙ্গালিভোজের অপেক্ষায় থাকে। অথচ আহার করার সময় মৃত্যুর কথা ভুলে থাকে, আর আহারের স্বাদের প্রতি বিভোর থাকে। **আল্লাহ তাআলাই** ভাল জানেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৯ম খন্ড, ৬৬৭ পৃষ্ঠা)

(৬) মৃতের পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে যদি তীজার ভোজের ব্যবস্থা করা হয়, সেই ভোজ ধনীরা খাবে না; কেবল ফকীর-মিসকিনদের খাওয়ানো হবে। যথা; মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'বাহারে শরীয়াত'** কিতাবের প্রথম খন্ডের ৮৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে তীজার দিন কাউকে দাওয়াত করা না-জায়েয ও বেদআতে কবীহা বা খারাপ বেদআত। কেননা, শরীয়াত মতে দাওয়াত হতে পারে কেবল আনন্দের অনুষ্ঠানগুলোতেই; শোকের অনুষ্ঠানগুলোতে নয়। অভাবীদের খাওয়ানোই উত্তম। (প্রাগুক্ত, ৮৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

(৭) আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: এমনিতেই ইছালে সাওয়াবের নিয়্যত ব্যতিরেকে কেবল রীতি হিসাবে যেসব চেহলম, ষান্মাসিক বা বার্ষিক ভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং বিয়ে শাদীর খাবারের মত আত্মীয়-স্বজনের নিকট বন্টন করে থাকে, তা ভিত্তিহীন। এসব রীতি পরিহার করা উচিত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ৯ম খন্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা) বরং এসব ভোজ ইছালে সাওয়াব এবং অন্য আরো ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে করা উচিত। কেউ যদি ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে এসব ভোজের ব্যবস্থা নাও করে থাকে, তাতেও কোন দোষ নেই।

(৮) এক দিনের শিশুর জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। তার তীজা ইত্যাদি করাতেও কোন বাঁধা নেই। যারা জীবিত রয়েছে, তাদের জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে।

(৯) নবী-রাসুল عَلَيْهِمُ السَّلَام, ফেরেশতা ও মুসলমান জ্বিনদের জন্যও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে।

(১০) গেয়ারভী শরীফ, রযবী শরীফ (অর্থাৎ পবিত্র রজব মাসের ২২ তারিখে সায়্যিদুনা হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর কুন্ডা শরীফ করা ইত্যাদি জায়েয রয়েছে। কুন্ডাতে ক্ষীর মাটির পাত্রে করে খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। অন্য যে কোন পাত্রে করেও খাওয়ানো যাবে। সেটিকে ঘরের বাইরেও নিয়ে যাওয়া যাবে, আর সেসব অনুষ্ঠানাদিতে যেসব কাহিনী পড়া হয়ে থাকে সেগুলো ভিত্তিহীন। ইয়াসীন শরীফ পাঠ করে ১০ বার কুরআন খতমের সাওয়াব অর্জন করবেন, আর কুন্ডাতে ক্ষীর খাওয়ার পাশাপাশি তাঁর জন্য ইছালে সাওয়াবেরও ব্যবস্থা করবেন।

(১১) অভিনব পুঁথি, শাহ্জাদার মস্তক, বিবিদের কাহিনী এবং জনাবা সৈয়দার কাহিনী ইত্যাদি সবই বানোয়াট এবং কাল্পনিক। এগুলো কখনো পড়বেন না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

অনুরূপ 'অছিয়তনামা' নামের ন্যামপ্লেট বন্টন করা হয়ে থাকে, যাতে উল্লেখ থাকে জনৈক 'শেখ আহমদের' স্বপ্ন, এগুলোও বানোয়াট। সেগুলোর নিচের দিকে এত এত কপি ছাপিয়ে অন্যদের নিকট বন্টন করার জোর আহ্বান জানানো হয়ে থাকে, না করলে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতির হবে বলেও লিখে দেওয়া হয়, এসবেও কোন গুরুত্ব দিবেন না।

(১২) আউলিয়ায়ে কেরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ইছালে সাওয়াবের এসব ভোজকে সম্মানার্থে 'নজর ও নেয়াজ' বলা হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে তাবাররুক। ধনী-গরীব সবাই এ ভোজ খেতে পারবে।

(১৩) নেয়াজ ইত্যাদি ভোজের অনুষ্ঠানাদিতে ফাতেহা পড়ানোর জন্য কাউকে দাওয়াত দিয়ে আনা কিংবা বাইরের কাউকে মেহমান হিসাবে আনার কোন শর্ত নেই। পরিবারের সবাই মিলে কিংবা নিজেও যদি ফাতেহা পড়ে খেয়ে নেয়, তবু কোন অসুবিধা নেই।

(১৪) দৈনিক আহার যত বারই করে থাকেন, প্রতি বারেই ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে কোন না কোন বুযুর্গ ব্যক্তির ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্য করে নিবেন। তা হলে খুব ভাল হয়। যেমন ধরুন: আপনি নাস্তা করার সময় নিয়্যত করতে পারেন, আজকের নাশতার সাওয়াব **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে সমস্ত নবীগণের দরবারে দরবারে পৌঁছে যাক। দুপুরের খাবারের সময় নিয়্যত করবেন, এই দুপুরের খাবারের সাওয়াব ছরকারে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সহ সমস্ত আউলিয়াগণের রূহে রূহে পৌঁছে যাক। রাতের খাবারের সময় নিয়্যত করবেন; এই রাতের খাবারের সাওয়াব পৌঁছে যাক ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সহ সমস্ত মুসলমান নর-নারীর রূহে। অথবা আপনি প্রতি বারের খাবারে উপরের সকলেরই উদ্দেশ্যে ইছালে সাওয়াব করতে পারেন। এটিই সব চেয়ে সুন্দর ও সমীচীন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

মনে রাখবেন! ইছালে সাওয়াব কেবল তখনই হতে পারে, যখন খাবারটি কোন ভাল নিয়্যতে খাওয়া হবে। যেমন: ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হলে, সেই খাবারে আলাদা সাওয়াব রয়েছে। আর সেটির ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। যদি একটিও ভাল নিয়্যত না থাকে, সে খাবার খাওয়া মুবাহ্; তাতে সাওয়াবও নেই, গুনাহ্ও নেই। অতএব, যে খাবারে সাওয়াবই নেই, সে খাবারের ইছালে সাওয়াব কীভাবে হতে পারে? তবে অন্যদেরকে যদি সাওয়াবের নিয়্যতে আহার করানো হয়, তা হলে সেই সাওয়াবটুকু অবশ্যই ইছাল করা যাবে।

(১৫) ভাল ভাল নিয়্যত নিয়ে আহার করানোর জন্য তৈরি খাবার নিয়ে আহার করানোর পূর্বেও ইছালে সাওয়াব করা যায় কিংবা পরেও করা যায়। উভয় ভাবেই জায়েয।

(১৬) সম্ভব হলে প্রতি দিন (লাভ থেকে নয়) বিক্রিলব্ধ টাকার শতকরা এক চতুর্থাংশ (অর্থাৎ প্রতি চার শত টাকায় এক টাকা) করে এবং আপনার চাকুরীর মাসিক বেতন থেকে মাসে অন্ততঃ শতকরা এক টাকা হারে ছরকারে গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর নেয়াজের উদ্দেশ্যে আলাদা করে নিবেন। সেই টাকা দিয়ে ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দ্বীনি কিতাবাদি ক্রয় করবেন অথবা অন্য যে কোন ভাল কাজে ব্যয় করবেন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সেটির বরকত আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।

(১৭) মসজিদ নির্মাণ বা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা ‘সদ্‌কায়ে জারিয়া’ এবং সর্বোৎকৃষ্ঠ ইছালে সাওয়াব।

(১৮) যত জনকেই আপনি ইছালে সাওয়াব করুন না কেন, **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতে আশা করা যায় যে, সকলেই পূর্ণ রূপেই সাওয়াব পাবে। এ নয় যে, সাওয়াবগুলো তাদের প্রত্যেকের কাছে ভাগ-বন্টন হবে। ইছালে সাওয়াবকারীর সাওয়াবেও কোন ধরণের ঘাটতি হবে না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

বরং আশা করা যায়, যত জনের জন্যই ইছালে সাওয়াব করা হয়েছে, তাদের সকলের সমপরিমাণের সাওয়াব ইছালে সাওয়াবকারীর জন্যও হবে। যেমন- ধরুন, কেউ একটি নেক কাজ করলো। সেটিতে সে দশটি নেকী পেলো। সে সেই দশটি নেকী দশজনকে ইছালে সাওয়াব করলো। তাহলে প্রত্যেকে দশটি করেই নেকী পাবে। পক্ষান্তরে ইছালে সাওয়াবকারী একশত দশটি নেকী পাবে। সে যদি এক হাজার জনের জন্য ইছালে সাওয়াব করে, তাহলে সে দশ হাজার দশটি নেকী পাবে। এভাবে বুঝে নিতে পারেন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪ অংশ, ৮৫০ পৃষ্ঠা)

(১৯) ইছালে সাওয়াব করা যাবে কেবল মুসলমানদের জন্যই। কাফির কিংবা মুরতাদের জন্য ইছালে সাওয়াব করা বা তাদের ‘মরহুম’, ‘জান্নাতবাসী’, ‘স্বর্গবাসী’ ইত্যাদি বলা কুফরী।

ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি

ইছালে সাওয়াব বা কারো জন্য সাওয়াব পৌঁছিয়ে দেবার জন্য অন্তরে নিয়্যত করে নেওয়াই যথেষ্ট। মনে করুন; আপনি কাউকে একটি টাকা দান করলেন কিংবা একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলেন অথবা কাউকে একটি সুন্নাত শিখালেন নতুবা কাউকে ইন্‌ফিরাদি কৌশিশের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত দিলেন অথবা সুন্নাতে ভরা বয়ান করলেন। মোট কথা; যে কোন নেক কাজ করলেন, আপনি মনে মনে এভাবে নিয়্যত করে নিন: আমি এই মাত্র যে সুন্নাতটি শিক্ষা দিলাম, সেটির সাওয়াব **তাজেদারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পৌঁছে যাক। তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব পৌঁছে যাবে। তাছাড়া আরো যাদের জন্য নিয়্যত করবেন, তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে। মনে মনে নিয়্যত করার সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করে নেওয়াও উত্তম। কেননা, এটি সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। যেমন; হযরত সা’আদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর হাদীস। তিনি কূপ খনন করে বলেছিলেন: هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْد ‘অর্থাৎ এই কূপটি সা’আদের মায়ের জন্য’।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

ইছালে সাওয়াবের প্রচলিত নিয়ম

বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে ভোজকে কেন্দ্র করে ফাতিহার যে নিয়মটি প্রচলিত রয়েছে সেটিও অত্যন্ত চমৎকার। যেসব খাবারের ইছালে সাওয়াব করবেন সেসব খাবার কিংবা প্রত্যেক আইটেম থেকে কিছু কিছু তুলে নিয়ে এক গ্লাস পানি সহ আপনার সামনে রাখুন।

এবার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

পাঠ করে এক বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢
وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤
وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

তিন বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢
لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

এক বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣
وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

এক বার

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰہِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ
الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ ٪﴿۶﴾

এক বার

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾
اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۵﴾
صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ٪﴿۷﴾

এক বার

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

الٓـمّٓ ۚ﴿۱﴾ ذٰلِکَ الۡکِتٰبُ لَا رَیۡبَ ۚۖۛ فِیۡہِ ۚۛ ہُدًی لِّلۡمُتَّقِیۡنَ ۙ﴿۲﴾
الَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَیۡبِ وَ یُقِیۡمُوۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقۡنٰہُمۡ یُنۡفِقُوۡنَ ۙ﴿۳﴾
وَ الَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِکَ ۚ وَ بِالۡاٰخِرَۃِ ہُمۡ
یُوۡقِنُوۡنَ ؕ﴿۴﴾ اُولٰٓئِکَ عَلٰی ہُدًی مِّنۡ رَّبِّہِمۡ ٭ وَ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۵﴾

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

এবার নিচের ৫টি আয়াত পাঠ করবেন:

﴾১﴿ وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৬৩)

﴾২﴿ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

(পারা: ৮, সূরা: আরাফ, আয়াত: ৫৬)

﴾৩﴿ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

﴾৪﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ﴿٤٠﴾

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৪০)

﴾৫﴿ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৬)

তার পর দরূদ শরীফ পাঠ করবেন:

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

এর পর নিচের দোয়াটি পাঠ করবেন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾
وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

(পারা: ২৩, আয়াত: ১৮০-১৮২)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

এবার ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি উচ্চ স্বরে ‘আল ফাতিহা’ শব্দটি বলবেন। উপস্থিত সবাই নিম্ন স্বরে সূরা ফাতিহাটি পাঠ করবেন। এর পর ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি এভাবে ঘোষণা দিবেন: **‘প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা যা যা পাঠ করলেন সেগুলোর সাওয়াব আমাকে দান করে দিন’। উপস্থিত সকলে বলবেন: ‘আপনাকে দিয়ে দিলাম’। এবার ফাতিহা পড়ানো ব্যক্তিটি ইছালে সাওয়াব করে দিবেন।

আ’লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ফাতিহার পদ্ধতি

ইছালে সাওয়াবের শব্দগুলো লিখার পূর্বে ইমামে আহ্লে সুন্নাত আ’লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ফাতিহার আগে যেসব সূরাগুলো পাঠ করতেন সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো:

এক বার:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۰﴾

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾
اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۵﴾
صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ٪﴿۷﴾

এক বার:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۰﴾

اَللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُہٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَہٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِہٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡہِمۡ
وَ مَا خَلۡفَہُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِہٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّہُ
السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُہٗ حِفۡظُہُمَا ۚ وَ ہُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۵﴾

(পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৫৫)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তিন বার:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۝۱ اَللّٰہُ الصَّمَدُ ۝۲

لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۝۳ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۝۴

ইছালে সাওয়াবের দোয়া করার পদ্ধতি

হে আল্লাহ! যা কিছু আমরা পাঠ করলাম (খাবারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকলে সেটির উল্লেখও করবেন যথাযথ ভাবে), যে সব খাবারের ব্যবস্থা করা হলো, আজকের এই মূহুর্ত পর্যন্ত আমরা যেসব সামান্য আমল করতে পেরেছি, সেগুলো আমাদের অসম্পূর্ণ আমলের মত করে নয়, বরং তোমার পরিপূর্ণ রহমতের মত করে কবুল করে নাও। সেগুলোর সাওয়াব আমাদের সকলের পক্ষ থেকে **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, তোমার প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নূরানী দরবারে হাদিয়া স্বরূপ পৌঁছিয়ে দাও। তোমার হাবীবের সদকায় সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, সকল আউলিয়ায়ে এজামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দরবারে দরবারে পৌঁছিয়ে দাও। **ছরকারে মদীনা, নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে আরম্ভ করে আজকের এই মূহুর্ত পর্যন্ত যে সমস্ত মানব ও দানব মুসলমান হয়েছেন অথবা কিয়ামত পর্যন্ত হয়ে থাকবেন সকলের রূহের উপর এর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। বিশেষ ভাবে যেসব বুযুর্গানে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ইছালে সাওয়াব করা হচ্ছে তাঁদের নামও উল্লেখ করবেন। নিজের মাতা-পিতা সহ সকল আত্মীয়-স্বজন সহ পীর-মুর্শিদের উপরও ইছালে সাওয়াব পৌঁছিয়ে দিবেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

মনে রাখবেন! মৃতদের মধ্য থেকে যাঁদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তাঁরা আনন্দিত হন। আপনি যদি সকল মৃত ব্যক্তির নাম না নিতে পারেন, তাহলে কেবল এটুকু বলবেন, **হে আল্লাহ্!** আজকের দিন পর্যন্ত যত যত মানুষ ঈমান গ্রহণ করে মু'মিন হয়েছে, প্রত্যেকের রূহে রূহে এগুলোর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। (এভাবেও সকলের নিকট পৌঁছে যাবে)। এবার যথারীতি দোয়া শেষ করে দিবেন। (যেসব খাবার ও পানি সামনে রাখা হয়েছিল, সেগুলো পুনরায় খাবার ও পানির সাথে মিশিয়ে দিবেন)।

খাওয়ার দাওয়াতে বিশেষ সাবধানতা

যখনই আপনাদের এলাকায় নেয়াজ বা কোন ধরণের অনুষ্ঠান হয়, নামাযের জামাআতের সময় হওয়ার সাথে সাথে শরীয়াত সম্মত কোন বাঁধা না থাকে, তাহলে ইন্‌ফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে সবাইকে এক সাথে জামাআতের জন্য মসজিদে নিয়ে যাবেন। বরং এমন কোন দাওয়াতে যাবেন না, যে অনুষ্ঠানে গেলে **আল্লাহর পানাহ!** নামাযের সময় জামাআত সহকারে নামায পড়ার সুযোগই থাকে না। দুপুরের ভোজে জোহর নামাযের পরে এবং সন্ধ্যাকালীন ভোজে ইশার নামাযের পরে মেহমান দাওয়াত দিলে জামাআত সহকারে নামায পড়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। দাওয়াত দাতা, বাবুর্চি, সেচ্ছাসেবক সকলেরই উচিত জামাআতের সময় হওয়ার সাথে সাথেই কাজ বাদ দিয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতে চলে যাওয়া। বুযুর্গদের নেয়াজের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থেকে **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য আদায় করতে যাওয়া নামায জামাআতের সাথে আদায় করার ক্ষেত্রে অলসতা করা নিতান্তই গুনাহ্।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

মাজারে হাজিরী দেওয়ার পদ্ধতি

বুযুর্গদের জীবদ্দশায়ও তাঁদের পায়ের দিক থেকে অর্থাৎ চেহারার সামনে হাজির হওয়া উচিত। পিছন দিক থেকে আগমণ করার ক্ষেত্রে তাঁদের মুখ ফিরিয়ে দেখতে হয়। এতে করে তাঁদের কষ্ট হয়। তাই বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى মাজারেও পায়ের দিক থেকেই হাজির হয়ে তাঁর কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে মাজারবাসীর চেহারার দিকে মুখ করে কম পক্ষে চার হাত অর্থাৎ দুই গজ দূরত্বে দাঁড়াবেন এবং এভাবে সালাম আরয করবেন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

১বার সূরা ফাতিহা, ১১বার সূরা ইখলাস (আগে পরে তিন বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করে) উভয় হাত উপরের দিকে তুলে ধরে উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী (মাজারবাসীর নাম নিয়েও) ইছালে সাওয়াব করবেন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে দোয়া করবেন। **'আহসানুল ভিআ'** কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: **আল্লাহ্‌র** ওলীদের মাজারের পাশে করা যে কোন দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

(আহসানুল ভিআ, ১৪০ পৃষ্ঠা)

ইলাহী ওয়াসেতা কুল আউলিয়া কা
মেরা হার এক পুরা মুদ্দাআ হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২৮ রবিউল আখির ১৪৩৪ হিজরী
১১-০৩-২০১৩ইং

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

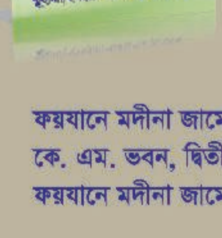

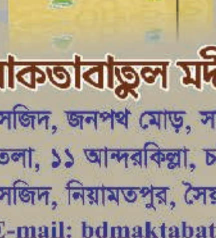

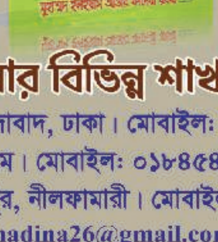

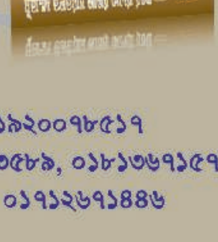

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net